সামুদ্রিক বিজ্ঞান

অর্থাৎ

সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ও
চিহ্ন সংস্থানাদির প্রকৃতিগত
নিগূঢ়তত্ত্বের সঙ্কলন।

[১৬ খানি চিত্র সমন্বিত।]
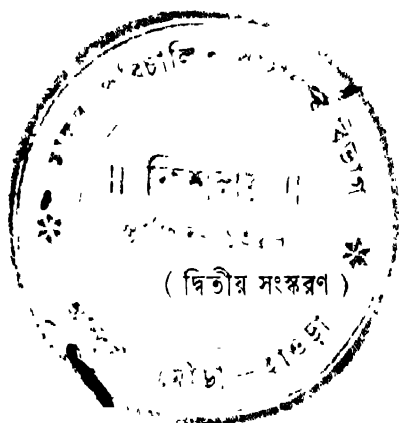
৺রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

CALCUTTA.
BENGAL MEDICAL LIBRARY
201. CORNWALLIS STREET.
19—.
1924

Calcutta:

PUBLISHED BY PAUL BROTHERS & CO.
23/12 SINGHA'S BAGAN, JORASANKO.
PRINTED BY N. C. PAL AT THE INDIAN PATRIOT PRESS.
70, Baranashi Ghose's Street.

ভূমিকা।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় সামুদ্রিক বিজ্ঞান প্রচারিত হইল। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" হস্তরেখাদির সংস্থান ও তাহাদিগের ফলাফল নির্ণয় বিষয়ে, মনুষ্যজীবনের সাধারণ ফলের বিষয় সরল ও সুগম্য করিয়া বিবৃত করা হইয়াছে। "সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে" তাহার অঙ্কুরোদ্গম জন্য ফলিতাংশ সমূহের বর্ণমালানুক্রমে প্রাঞ্জল ভাষায় বিচার করা হইয়াছে। সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক রহস্যের ও চিহ্ন সংস্থানাদির প্রকৃতিগত নিগূঢ় তত্ত্বের সমাবেশে সদ্গুরুর সাহায্যে অদৃষ্টবাদ ও দৈবপরতার সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ বিচার করিয়া যেরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া গিয়াছে, "সামুদ্রিক বিজ্ঞানে" তাহাই সন্নিবিষ্ট হইল। আর সেই মীমাংসার জন্য যে সকল স্থির-ফল বিধি-সূত্রাদির সাহায্য লইতে হয়, তৎপুষ্ট বিশিষ্ট জ্ঞানের বলে—বিজ্ঞানের বলেই—ভগবানের সৃষ্টি কৌশলের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহার সৃষ্ট মনুষ্যের অদৃষ্ট-তত্ত্ব, হস্তগত চিহ্ন দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জানা না যাইবে কেন? ভগবান আমাদিগের সম্বন্ধে অগ্রে যে বিধান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তদুদ্দেশ্যের অধিগমন করিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে হইলে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই—তাহার একমাত্র উপায়। অপিচ মানবমণ্ডলীর উপর গ্রহগণের বলাবল ও তাহাদিগের অপ্রতিহত শক্তির ক্রিয়ার বিষয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করা হইয়াছে।

একণে ইহার প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে, আমার তাবৎ পরিশ্রম ও উদ্যম সফল হইবে।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যদি কেহ ইহার সর্ব্বাঙ্গীন বিচারেও তাহার ফলাফল নির্ণয়ে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার সন্দেহের বিষয় আমাকে বিদিত করিলে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ইতি—

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল রত্নস্বরূপ "সামুদ্রিক শিক্ষা" "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" ও "সামুদ্রিক বিজ্ঞান" নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম। এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়।

রমণবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক শাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাঁহার যশঃরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে।

প্রকাশক.

শিক্ষার্থীর প্রতি

প্রথম পাঠ্য—সামুদ্রিক শিক্ষা।

দ্বিতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক; নতুবা অনেক স্থান পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে—এবং বিশেষ কোন ফললাভে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিক রেখাদি বিচার আয়ত্বাধীন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গণনায় সক্ষম হইবেন না।)

তৃতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

সামুদ্রিক শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিষ্ফল হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

সূচীপত্র।

পূর্ব্বাভাষ।

চিত্র—১ পৃষ্ঠা ২৬।২৭।২৮।৩১।৩২

" ২ " ৩৭।৪১।৪৩।৪৪।৪৫।৪৮।৮৯

অঙ্গুলী সমুদয় সূচ্যগ্র, ধার্ম্মিক ও কবি, ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্ত্বানুশীলনে রত।

৩৭।৪৫।৪৬।৮৩

ধর্ম্মে আসক্তি, সদা উপাস্য দেবতার গুণকীর্ত্তনে রত ও প্রতিমা পূজা দ্বারা মনের সন্তোষ লাভে সমর্থ।

৩৬।৪৫।৪৬।৮৫

৯

ক্ষমতাশালী ও উত্তম স্বাস্থ্য।

৫০।৫১।৫২।৫৩

ঘাতক ও মিথ্যাবাদী।

৩৭।৪৬।৫১।৫৩।৫৪।৮৩

স্বধর্ম্ম ত্যাগ, বারাঙ্গনা সহবাসে ও অগম্যাগমনে রত।

৪৭।৪৮।৮৩।৮৫।৯৩।৯৬

অতুল ধনের অধীশ্বর।

৯ „ ৪৭।৯৬।৯৭

অপরের সাহায্যে কর্ম্মস্থান হইতে ও বাণিজ্য দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও পরধন লাভ।

„ ১০ „ ৩৮।৪০।৪৮।৯৭।৯৮

জ্ঞানোপার্জ্জনে ও শাস্ত্রানুশীলনে রত, সাহিত্য পারদর্শী ও সমালোচক, দেশভ্রমণপর ও আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে সমর্থ।

„ ১১ „ ৪০।৪২।৪৯।৯৫।৯৭

জীবন্ত প্রাণীর চিত্রাঙ্কণে পারদর্শী ও গণিতজ্ঞ।

„ ১২ „ ৩৭।৩৮।৩৯।৪১।৪২।৭৭।৭৮।৯২।৯৩

বিচারক্ষম, বলবান, পশু-চিকিৎসক, সম্পাদক ও সমালোচক।

চক্র—১৩ পৃষ্ঠা ৩৯।৪১।৪২

নাট্যকার ও নট।

„ ১৪ „ ৩৬।৩৯।৭৭।৮৭

সুবক্তা, শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষক ও উকিল।

„ ১৫ „ ৩৯।৪০।৫০

শিল্পবিদ্যাবিশারদ ও সঙ্গীতজ্ঞ।

„ ১৬ „ ১০৯

স্বত্ববিচার।
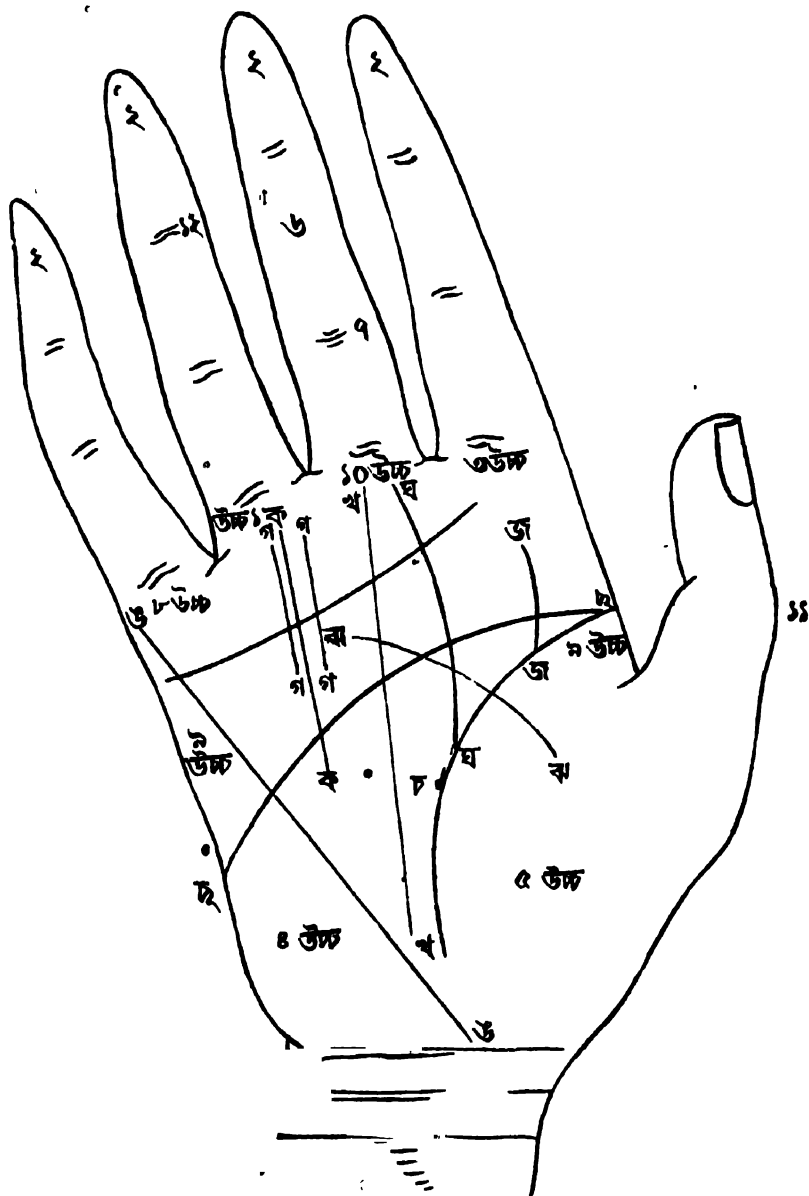
চিত্র-৮

অতিরিক্ত ধনলাভে সমর্থদিগের হস্ত।

চিত্র - ৯

বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভেও পরধন প্রাপ্তিতে সমর্থদিগের হস্ত।
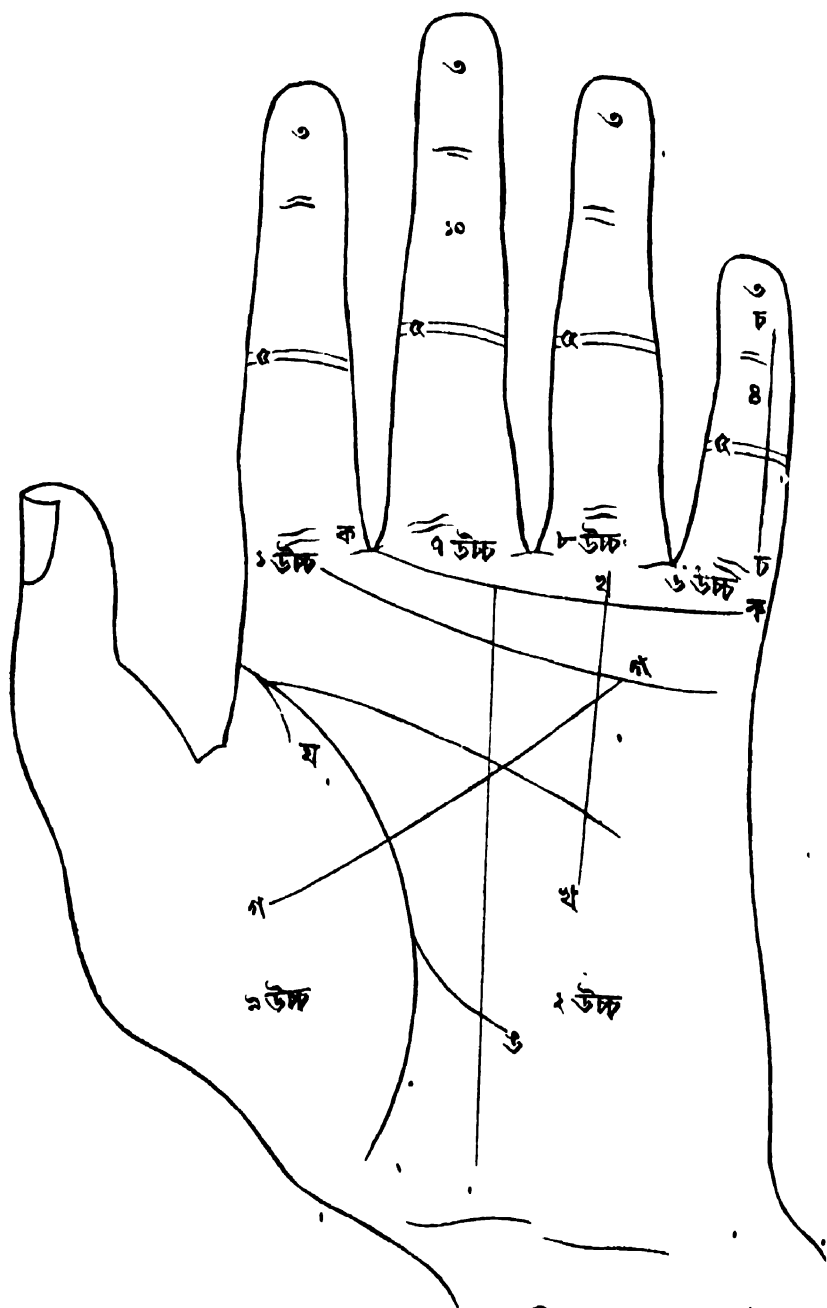
চিত্র—১০

শাস্ত্রানুশীলক সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ সমালোচকদিগের হস্ত
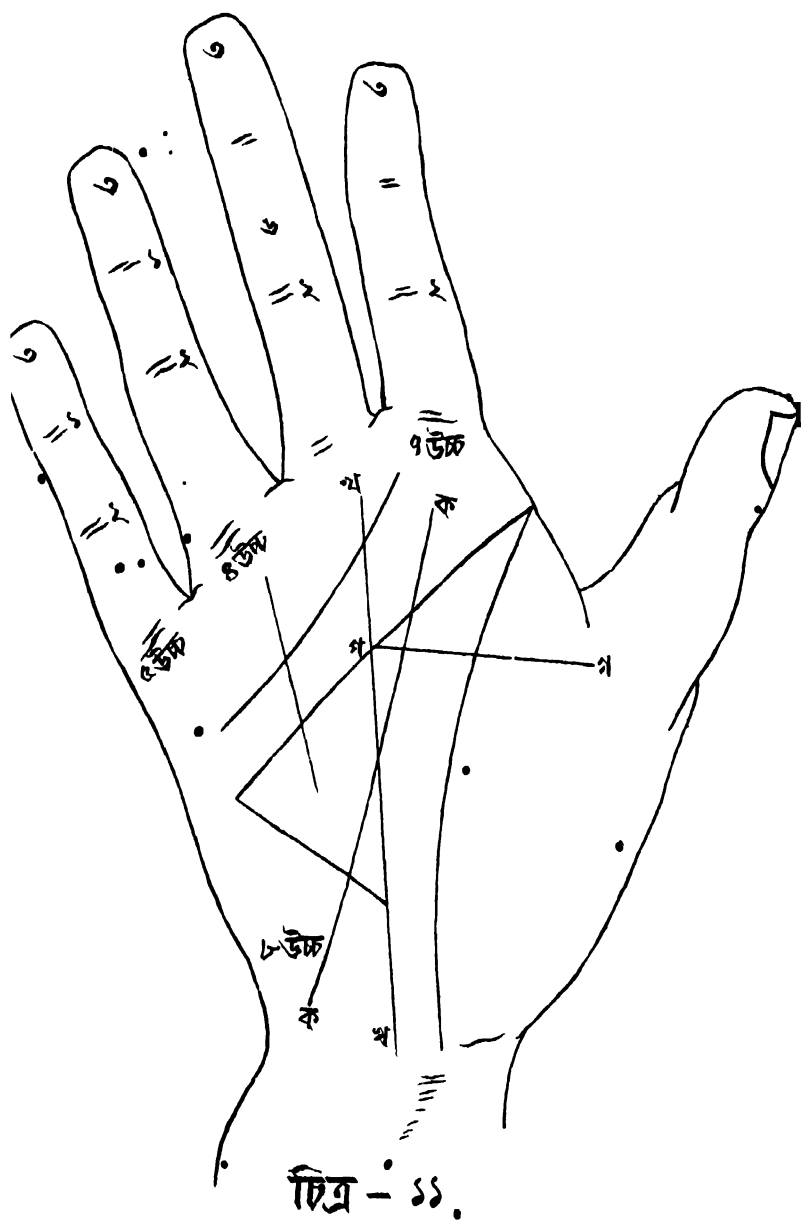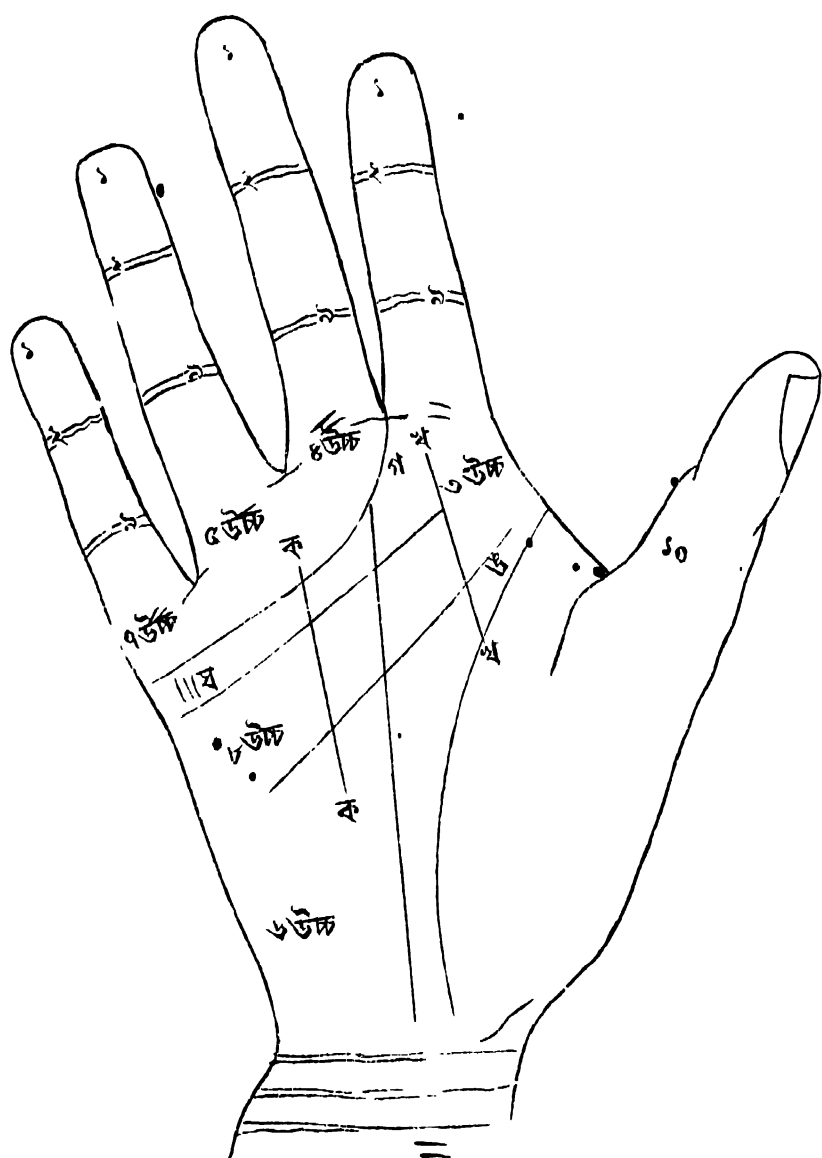
চিত্র-১২

সংবাদপত্র সম্পাদক, ব্যবহারাজীব বিচারক ও চিকিৎসক।
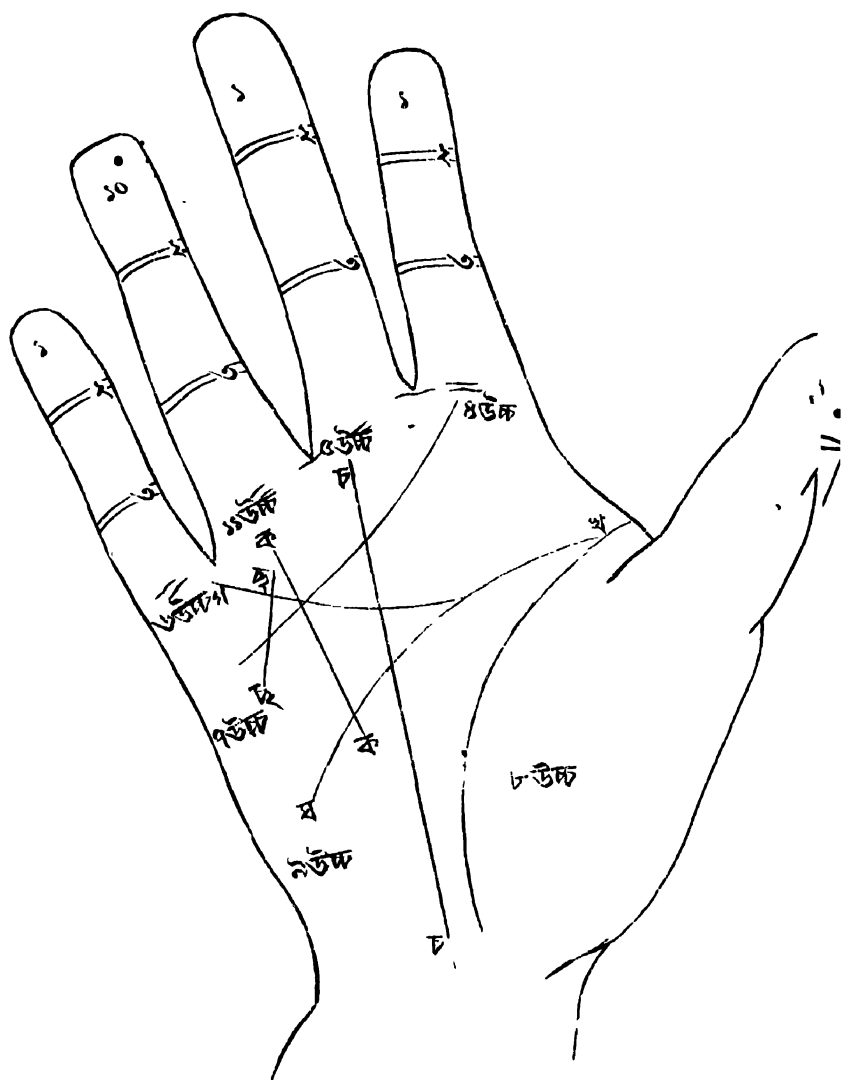
চিত্র-১৩

কৃষিবিদ্যাবিৎ, দালাল, নট ও নাটকারের হস্ত।
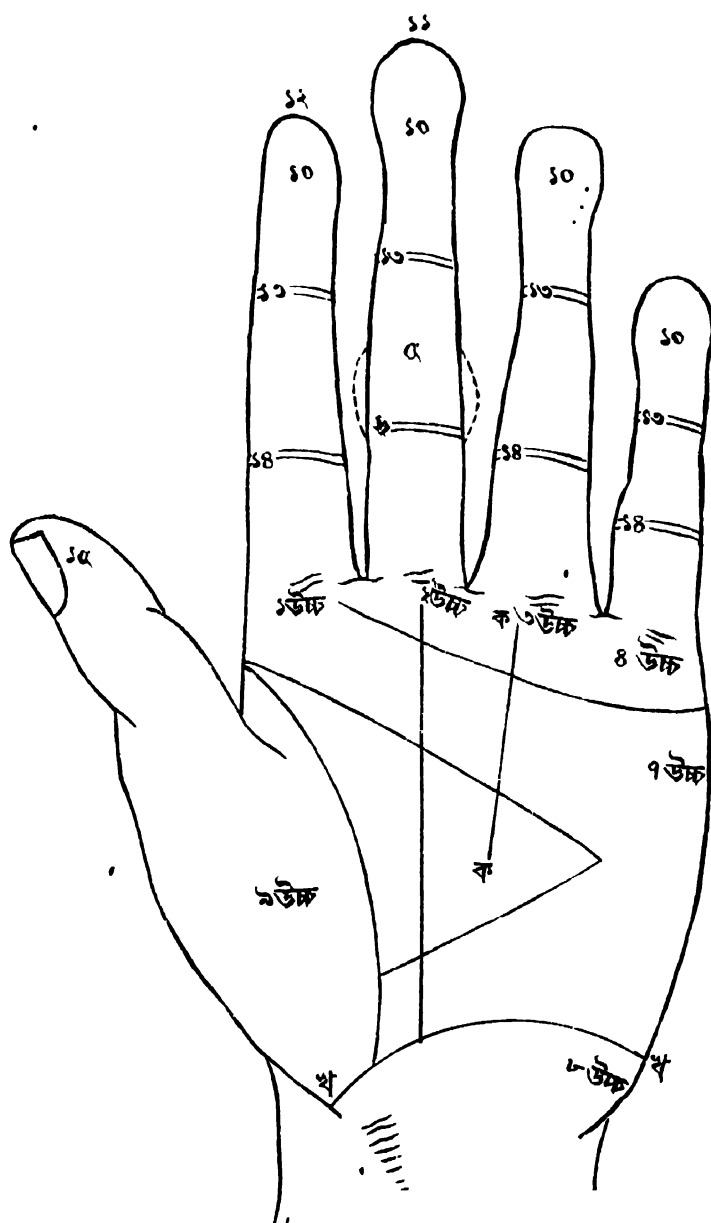
চিত্র – ১৪

শিক্ষক, উকিল, উদ্ভিদবেত্তা, সঙ্গীতবিৎ ও নবযন্ত্রোদ্ভাবকের হস্ত।
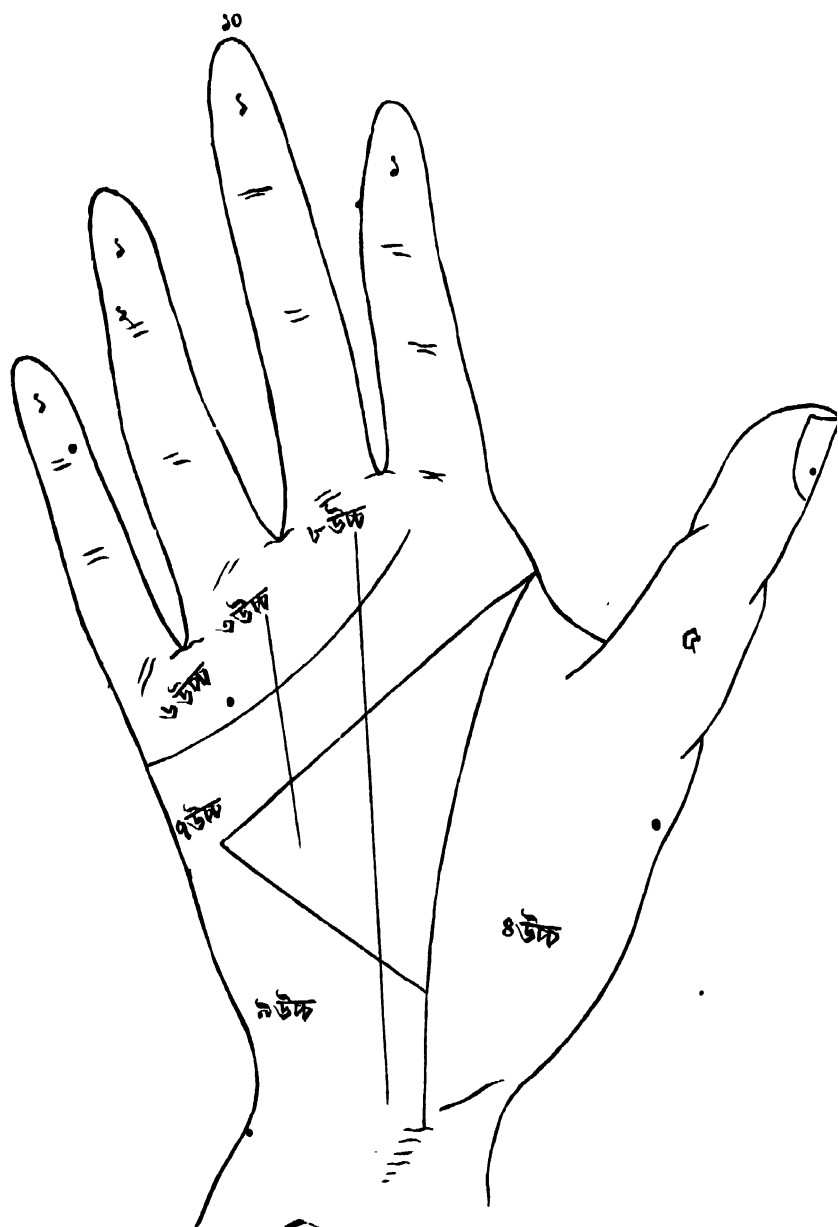
চিত্র - ১৫

শিল্পী পুষ্পচিত্রকর ও গায়কের হস্ত।
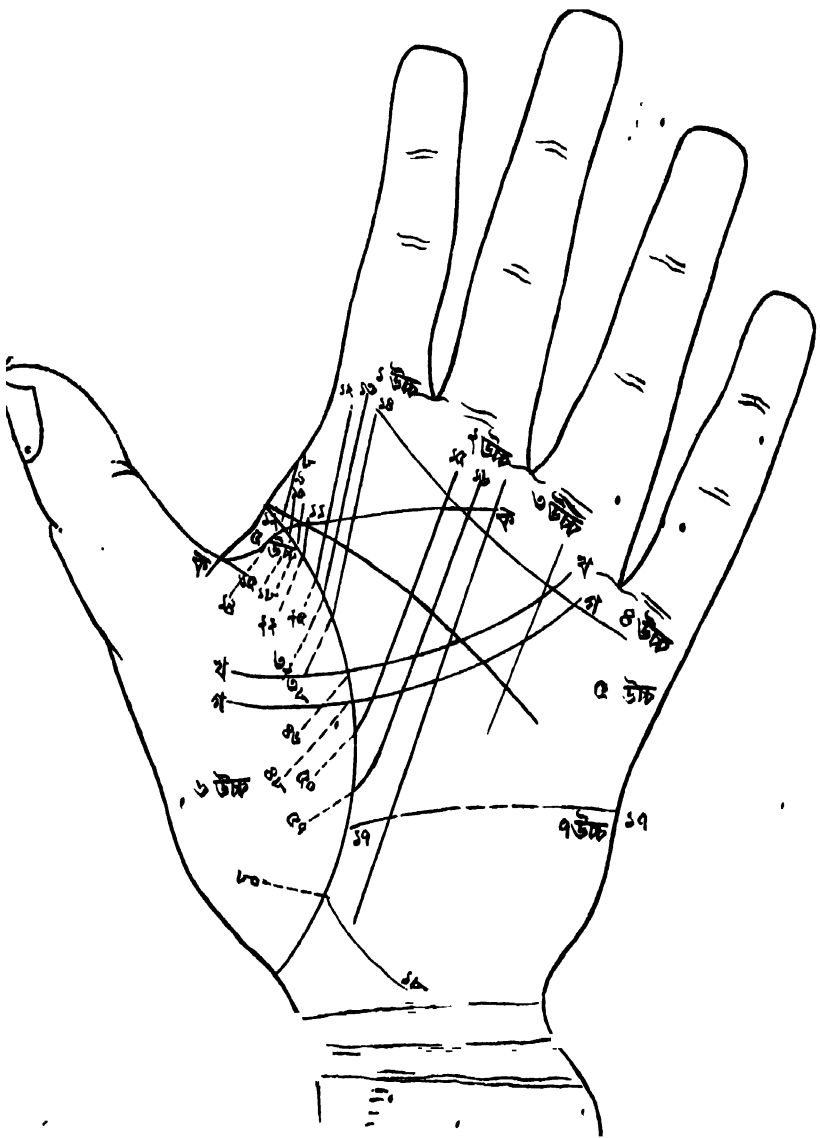
চিত্র-১৬

হস্তরেখানুশীলনার্থক।

সামুদ্রিক বিজ্ঞান।
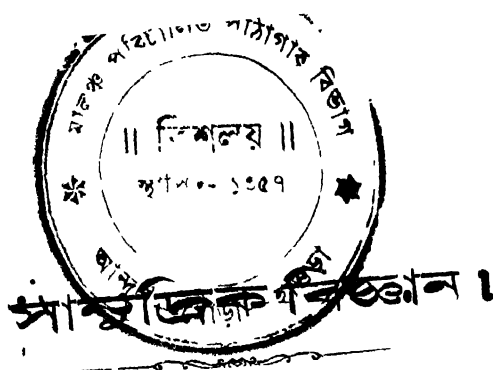
প্রথম অধ্যায়

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার নিকট সামুদ্রিকশাস্ত্রগত উপদেশ বহুবারই পাইয়াছি; "সামুদ্রিকশিক্ষার" সময় মনে করিয়াছিলাম যে, এই শাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ করিলে, আমি স্থিরচেতাঃ হইয়া শান্তির উপভোগে সমর্থ হইব। পরে তদ্বিষয়ের জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তেমনই মনশ্চাঞ্চল্যেরও ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাই আপনার শরণ লইলাম। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যে বীজবপন করিয়াছিলেন, তাহার অঙ্কুরোদগমজন্য 'রেখাদিবিচারে' যে ফলিতাংশ বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতেও আমার চিত্ত স্থির না হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্থির হইয়াছে। এতাবৎকাল সামুদ্রিকবিষয়ে যত উপদেশ পাইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে চিন্তা করায়, বোধ হইতেছে, কেবল কতকগুলি স্থূলবিষয়েই জ্ঞানলাভ করিয়াছি; ফলতঃ উহাতে আমার চিত্ত-চাঞ্চল্যের হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। যখন আমার জ্ঞান ছিল যে, জগতে কর্ম্মফলের সমষ্টি হইতেই মনুষ্যের উন্নতি বা অবনতি হইয়া থাকে, তখন আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল ছিল না বটে, কিন্তু কর্ম্মফলের অস্তিত্বস্বীকার না করিয়া, কেবল গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করিতেছি,—ইহার এখনও সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিতেছি না। তবে এতৎ-সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানই যে, নূতন নূতন জ্ঞান-পিপাসার উত্তেজনা করিয়া, আমার চিত্ত এরূপ চঞ্চল করিতেছে, তাহা ত সুস্পষ্টই অনুমিত হইতেছে। এক্ষণে আমার সানুনয় জিজ্ঞাসা এই যে, মনুষ্যগণের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় জন্ম হয় কেন? আর ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বা সূক্ষ্ম কারণ সামুদ্রিক শাস্ত্র দ্বারা জানা যায় কি না?

গুরু। তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সূক্ষ্ম কারণ সামুদ্রিকশাস্ত্র-সাহায্যে জানিতে পারা যায়। পার্থিব যাবতীয় পদার্থ—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থলচর জলচর, উদ্ভিৎ, জঙ্গম প্রভৃতি—সকলই ঐশ্বরিক নিয়মে উৎপন্ন ও গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, যথাকালে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইতেছে, এবং ইহাতে জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের একটী সুমহদুদ্দেশ্য—তাঁহার অনন্ত সৃষ্টির সম্যক্ পরিচালন—সাধিত হইতেছে। যেমন কোন ব্যক্তি গ্রহবলে পরিচালিত হইয়া, সাত্ত্বিকভাবে বিভোর; এবং সেই সময় ঐরূপ গ্রহবলে তাহার পত্নী বা অপর একটী স্ত্রী সাত্ত্বিকভাবে উন্মত্তা;—বিধাতৃনিয়মবশে উভয়ের সহবাসে একটী জীবের জন্ম হইল। কিন্তু, সেই সহবাসকালে তাহার ফলে যে, কিরূপ 'সন্তান জন্মিবে, তাহা উক্ত কামোদ্দাম দম্পতির কেহই জানে না; তাহারা গ্রহগণের বশেই কেবল কামোদ্ধতভাবে স্বাভীষ্ট চরিতার্থ করিয়াছে। কিন্তু ভগবানের নিয়মবশে জনকজননীর মনোবৃত্তির সমবায়ের সহিত গ্রহগণের বলাবলের অনুপাতেই গর্ভসঞ্চারের সমকালেই ঐ নবজাত গর্ভের—জীবের—চিত্তবৃত্তি প্রভৃতি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার বশে সকল জীবকেই বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। কিন্তু অনন্তকৌশল ভগবানের এমনই সুনিয়ম যে, তিনি জাগতিক সকল কর্ম্মের মধ্যেই এক নিত্য নিয়মে একটী আসক্তি বা টান বিদ্যমান রাখিয়া, কাহাকেও গ্রহগণের অধীনতার অনুভব করিতে দিতেছেন না। সেই পার্থিব আসক্তিবশেই জীবকে বিবিধ কর্ম্মশীল এবং তাহারই জন্য অনুক্ষণই অপিচ স্বতই আত্মোৎসর্গ করিতে হয়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। যথা—

কোন ব্যক্তি মদ্যপানে অনুরক্ত; তাহার মদ্যসেবনজন্য অখ্যাতি ঘটিলেও তজ্জনিত আমোদ উপভোগের জন্য, সে নিন্দাভয়ে মদ্যপানে বিরত না হইয়া—স্বীয় সুখ্যাতি ত্যাগ করিতে—কার্য্যতঃ তাহাতে আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত নহে। চৌরও ঐরূপ কোন দ্রব্যের দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, লাভবাসনায়ই তাহাতে লোভ বা আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকে; ঐরূপ যিনি পাঠামোদী, তিনিও জ্ঞানার্থী বা যশঃপ্রার্থী হইয়া, সর্ব্বদা পাঠে রত থাকিয়া, জীবনযাপন করিতে—কার্য্যতঃ ব্রতী। সুতরাং কি মদ্যপান, কি পরদ্রব্যহরণ, কি গ্রন্থাধ্যয়ন,—সমস্ত কার্য্যেরই অন্তর্ভূত সাধন হইতেছে,—

একমাত্র আত্মোৎসর্গ! প্রত্যেক জীবই এইরূপে গ্রহগণের অধীন হইয়া, আসক্তিবশতঃ বিবিধ কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছে; সেই আত্মোৎসর্গের ফলে আত্মোৎকর্ষবিধান—বা আত্মপ্রসারসাধন হইতেছে। ফলে সেই পার্থিব আসক্তিই একভাবে অভেদে কার্য্যকরী হইয়া, আমাদিগকে এক অনন্তশক্তি ভগবানে আত্মোৎসর্গের ফলসমর্পণ করিতে বাধ্য করে। এই একই আসক্তি জীবগণের যাবতীয় কার্য্যে বিভিন্নভাবে বিভিন্নপ্রকারে বিদ্যমান।—অনন্তশক্তি ভগবানের সৃষ্টির অনন্ত লীলাক্ষেত্রে অনন্তকাল ধরিয়া কার্য্যকরী। আর তাই ভগবান্ সকল জীবকে বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াও, ঐ আসক্তির পূর্ণোন্নতির সহিত আপনার প্রকাশ করিয়া, স্বয়ম্প্রকাশনামের সার্থক্যসাধন ও জীবের প্রতি অনন্ত দয়ার বিকাশ করিতেছেন ও তাঁহার এই সুনিয়মেই অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান হইতেছে।

যেমন, কাহার উপর বৃহস্পতির অনুকূল দৃষ্টি প্রবল থাকায়, তিনি সূক্ষ্ম-ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনাকারী শাস্ত্রানুশীলক ও হিংসাদ্বেষরহিত হইতে সমর্থ হইয়াছেন; অপর ব্যক্তির উপর শনির প্রবল প্রতাপ থাকায়, তাহাকে মৎস্যমাংসপ্রিয় ও কদাচারী হইতে হইয়াছে। ভগবানের সুনিয়মে উভয়ের মধ্যে কার্য্যতঃ এইরূপ বৈষম্য থাকিলেও, অনেকে তাহার ফলতঃ সাম্যের উপলব্ধি করিতে পারে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তি অনেক সময়ে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিকে যে, ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়; আবার সময়ে সময়ে দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যথোচিত মর্য্যাদাপ্রদর্শনে কুণ্ঠিত হয়,—এমন কি ভাক্ত ভণ্ড বলিয়া দোষারোপ করিতেও পরাঙ্মুখ হয় না। কিন্তু এই উভয় শ্রেণীর লোকেই ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বলাবল অনুসারে যে বিভিন্ন কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন,—আর তাহাই যে, ভগবানের অভিপ্রেত,—তাহার উপলব্ধি করিতে অক্ষম। বস্তুতঃ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে প্রখর সূর্য্যকিরণে দণ্ডায়মান হইলে, যেমন তাহার বস্ত্র শুষ্ক হইয়া যায়, অপরপক্ষে কদাচারী ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে সূর্য্যরশ্মিতে দণ্ডায়মান হইলে, তেমনই তাহারও বস্ত্র শুষ্ক হয়। ভগবানের নিয়মে পরিচালিত হইয়া সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্থূল জগতে সকলের প্রতি সমানভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ নিয়মে গ্রহগণ

সমস্ত জীব বা বস্তুর উপর অজেয় প্রভুত্ববিস্তার করিয়া, কি স্বাস্থ্যকর, কি অস্বাস্থ্যকর, নানারূপ কার্য্য করাইয়া লইতেছেন। আর তাঁহাদিগের এইরূপ কার্য্যকারিতা অনিবার্য্য ও অখণ্ডনীয়। এই সূক্ষ্ম তেজঃ/শক্তি বা প্রভাব কর্ণের বা চক্ষুর অগোচর—কেবল জ্ঞানদ্বারা অনুভবনীয়। জ্যোতিষ বা সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহায্যে ঐ জ্ঞানের উপলব্ধি হয়,—আর কিছুতেই হইতে পারে না। বলিতে কি, এক জ্যোতির্ম্ময়কে জানিতে হইলে, এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই, বলিলেও, অত্যুক্তি হয় না!

শিষ্য। প্রভো, ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশেই যদি আমাদিগকে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হয়,—তাহা হইলে, কি আমরা গ্রহগণের হস্তামলকবৎ জড়পদার্থ? আর জগৎকর্ত্তা ব্রহ্ম নিরাকার নিষ্ক্রিয় বলিয়া যে, শাস্ত্রে কথিত, তাহার বৈপরীত্যে—তাঁহার নিষ্ক্রিয়ত্বের অপলাপ করিয়া, ক্রিয়াপ্রদর্শনে—আমাদিগের পরিচালন করিতেছেন বলিয়া নির্দ্দেশী-করণে—আমার সন্দেহ আরও প্রবল হইতেছে!

গুরু। বৎস, তোমার প্রশ্ন দেশকালপাত্রের উপযোগীই হইয়াছে; জগতের সৃষ্টিরহস্যে প্রবেশ না করিলে, এরূপ সন্দেহ ত সহজেই উদিত হইতে পারে। দেখ, প্রাচীন দর্শনকার ভগবান্ কপিল স্বপ্রণীত সাঙ্খ্যে বলিয়াছেন,—প্রকৃতিপুরুষের যোগে জগতের উৎপত্তি,—আরও পুরুষ নিষ্ক্রিয়, অথচ চৈতন্যস্বরূপ; প্রকৃতি সক্রিয়া অথচ অচেতনা। হস্তপদান্বিত অন্ধের স্কন্ধে যেমন চক্ষুষ্মান্ খঞ্জ উঠিয়া, সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে, সেইরূপ নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় পুরুষের সহিত ক্রিয়াশীলা অচেতনা প্রকৃতির যোগে জাগতিক সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং পুরুষ বা বিশ্বেশ্বর কি প্রকৃতির সংযোগে সক্রিয় হইলেন না? আরও বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকেরা বলেন, বেদান্তমতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ;—ঘটসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং যুগপৎ মৃত্তিকার ও কুম্ভকারের স্থানীয়। আর বিশ্বের তিনি নিমিত্তকারণই হউন, বা উপাদানকারণই হউন,—কারণের সহিত কার্য্যের নিত্য ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই প্রকৃতি বা উপাদান, ঈশ্বর ব্রহ্ম বা পুরুষ হইতে অভিন্ন। আবার প্রকৃতির সহযোগে

ব্রহ্ম যখন সক্রিয় হন,—অর্থাৎ প্রাকৃতিক কর্ম্মসাধন করেন,—তখন তিনি নিষ্ক্রিয়ই বা কিরূপে ?

আবার জগতের সৃষ্টির সঙ্গে ভগবান্ যখন প্রাকৃতিক পদার্থময় গ্রহ সকলকে দুলক্ষ্য আকর্ষণী শক্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন,—আর তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গুণযুক্ত করিয়া, পরিভ্রমণে বাধ্য করিয়াছেন, তখন তাহাদিগের আকর্ষণী শক্তি যে, আমাদিগের প্রাকৃতিক দেহের উপর সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইবে, তাহা স্থির। আর সাধারণ জীব প্রকৃতির অধীন থাকায়, গ্রহপরিচালনের সহিত আমাদিগের ক্রিয়াসাম্য থাকিবে নিশ্চিতই। সুতরাং গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তি আমাদিগেরও যে আকর্ষণী শক্তি (টান) বা আসক্তি বর্দ্ধিত করিবে, তাহা বিচিত্র নহে! ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতিপুরুষের অন্যথাখ্যাতিই জীবন্মুক্তি ;—অর্থাৎ জীবন্মুক্ত জীব—আত্মাকে প্রকৃতি হইতে অন্যথা বা পৃথক্ বলিয়া মনে করেন ; প্রাকৃতিক দেহের নিগ্রহে আত্মার নিগ্রহ হয় না, এই দৃঢ় বিশ্বাসে চিরকাল আত্মপ্রসাদ-ভোগে সমর্থ হয়েন। বস্তুতঃ প্রাকৃতিকী ক্রিয়া—ভোজনাদির চেষ্টা—যদি না থাকে,—প্রাকৃতিক দেহের কষ্টে যদি অন্তরাত্মা নিগ্রহানুভব না করেন, তাহা হইলে, প্রাকৃতিক দেহের উপর গ্রহশক্তির কার্য্য হইলেও, আত্মপুরুষ গ্রহমুক্ত হইয়া, পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভ করিয়া, স্থির হইতে সমর্থ হন ;—ইহাও গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে,—আকর্ষণী শক্তি বা আসক্তি বর্দ্ধিত হইবার জন্যই হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো, পার্থিব কার্য্যে আমাদিগের আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, আমরা যে, ভগবানে সমাহিতচিত্ত হইয়া, স্থির হইতে পারি, তাহার বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে বলিলে, বুঝিতে পারি।

গুরু। বৎস, সংসারে কি চেতন প্রাণী, কি উদ্ভিদাদি জড়প্রাণী,—সকলেই জগৎপাতার এক অপ্রতিহত ও অপ্রতিষেধ্য নিয়মের অধীন, এক প্রকৃতি-পুরুষের লীলাতেই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া থাকে ; প্রকৃতি-পুরুষের যোগে যেমন জাগতিক জীবমাত্রেরই উদ্ভব হয়, সেইরূপ প্রকৃতির পোষণী শক্তিরই আকর্ষণে জীব ক্রমেই উন্নতিলাভ করিয়া, সত্তা-রক্ষা করিতে থাকে ; আবার প্রকৃতি-পুরুষের বিচ্ছেদে জাগতিক জীবের

দৈহিকী স্থিতিরও অন্তরায় হয়। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা তোমার সহজবোধ্য করিতেছি, শ্রবণ কর।—

কোন উদ্ভিদ্বীজ যথানিয়মে মৃত্তিকায় উপ্ত হইলে, সেই বীজ পৃথিবী হইতে রসসংগ্রহ করিয়া, ক্রমশই পুষ্ট হইতে থাকে। উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করাতে, শেষে বীজের বহিরাবরণ যখন তাহার ধারণ করিতে অসমর্থ হয়, তখন সেই আবরণ ছিন্ন হইয়া যায়; তখন তাহার দুইটী অঙ্গ আবরণের বাহিরে আসিয়া, পরস্পর প্রতীপদিকে বিস্তৃত হইতে থাকে। সেই দুইটী অঙ্গের একটী অধোগামী ও অপরটী ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে। সেই দুইটী অঙ্গের কার্য্যকারিতাতেও একটী মহত্তত্ত্ব নিহিত আছে; এতৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, ইহাতেও ঐ প্রকৃতিপুরুষের লীলা নিরন্তরই পরিদৃশ্যমান হইতে থাকে। বীজে যে প্রাকৃতিক অংশ নিহিত আছে, তাহা প্রকৃতির আশ্রয়ে—অর্থাৎ স্থূল পৃথিবীর সংসর্গে—বর্দ্ধিত হইয়া, মূল (শিফা) বা শিকড়রূপে মৃত্তিকামধ্যগত হইয়া যায়, ও পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকে; এবং এই রসে ঊর্দ্ধাংশের কাণ্ড পল্লবাদির পোষণ হইতে থাকে; পরে পুরুষরূপী সেই উন্নতাংশ সেই প্রকৃতির ক্রিয়াবশে পুষ্টলাভ করিয়া, উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে থাকে।

জড়জীব উদ্ভিৎ যে সন্নীতির বশে জগতে জন্মগ্রহণ করে, সেই সন্নীতির বশে চেতন জীব—মনুষ্যদিগকেও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, মনুষ্যগণেরও জন্মাদিতে ঐরূপ প্রকৃতিপুরুষের লীলা অনুক্ষণই পরিদৃশ্যমান হইতে পারে। বীজের ও মৃত্তিকার পারস্পরিক সংযোগে বীজ বৃক্ষে পরিণত হইয়া, যেমন আপনার প্রাকৃতিক অঙ্গ—অধোমূল (শিফা) বা শিকড়াদি পৃথিবীনিহিত করিয়া, পার্থিবরসসংগ্রহ করিতে করিতে পুষ্টিলাভ করে, ও তাহাতে তাহাদের ঊর্দ্ধমূল স্কন্ধ কাণ্ড প্রভৃতির পোষণ হয়, সেইরূপ পৃথিবীতে মনুষ্যজন্মগ্রহণ করিয়া, বিভিন্নপ্রকারে পার্থিবরসের সংগ্রহপূর্ব্বক নিরন্তরই আত্মশরীরপোষণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের শিফা বা শিকড়াদি যেমন পৃথিবীর মধ্যে চারিদিকে প্রসরবৃদ্ধি করিতে করিতে তাহার পুরুষস্থান—উত্তমাঙ্গের ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকে, মনুষ্যগণের আসক্তির—পার্থিব ব্যাপারের আকর্ষণী শক্তির—বশে সেইরূপ

ক্রমশই আত্মার উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপ প্রত্যেক জীব অনুক্ষণই পার্থিব কর্ম্মে উন্নতিলাভ করিতেছে। উদ্ভিদ্বীজ যেমন পৃথিবীর অধোগত হইয়া উন্নতিসাধন করে, জীবও সেইরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, পার্থিব কর্ম্মে আসক্ত থাকিয়া, পৃথিবীতে উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের বিচিত্র নিয়মে আত্মোন্নতিই হইতেছে, জীবের একমাত্র সাধ্য। আত্মোন্নতি-লাভ করিতে সমর্থ হইলে, যিনি একমাত্র সর্ব্বোচ্চ—যিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও বিধাতা—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে--সিন্ধুতে একবিন্দু ফেলিয়া, আত্মোহারা হইতে—সমর্থ হওয়া যায়;—তখন বিন্দুর স্বাতন্ত্র্য বা পৃথক্ চাঞ্চল্য থাকে না। তখন সিন্ধুর ক্রিয়ার সহিত বিন্দুর ক্রিয়া অভেদ হইয়া দাঁড়ায়; তখন সুতরাং সিন্ধুর সহিত পৃথগ্ভাবে বিন্দুর কোন চাঞ্চল্য থাকে না বলিয়া, সেই নিত্য সত্য ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া, স্থির হওয়া যায়। সুতরাং পার্থিব সকল কার্য্যেই যে, আমাদিগের উন্নতি সাধিত হইতেছে,—অর্থাৎ ভগবানে সমাহিতাত্মা হইয়া যে, স্থির হইবার পথ প্রশস্ত হইতেছে,—তাহাও অবশ্যস্বীকার্য্য!

শিষ্য। প্রভো, জগতে প্রকৃতিপুরুষের লীলা ত চারিদিকেই প্রকাশমান; আর প্রাকৃতিক কর্ম্মবশে জনমাত্রেরই যে, আসক্তির বা আকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধিজন্য, উন্নতি হইতেছে, তাহা স্থির, অপিচ প্রকৃতি-পুরুষের লীলার স্বরূপোপলব্ধি করিতে আর্য্য পৌরাণিকগণ অনেক কথাই বলিয়াছেন,—তাহার সহিত কথিত বিষয়ের কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য আছে কি না—এবং ঐরূপ আসক্তির বা আকর্ষণী শক্তির স্বরূপ কি?

গুরু। প্রকৃতিপুরুষের লীলা যে, সংসারের চারিদিকে নিরন্তরই ঘটিতেছে, তাহা ত তোমায় বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছি। আর তাহাতে যে, নিরন্তর এক আসক্তিরই কার্য্য সাধিত হইতেছে, তাহাও বোধ হয়, তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। ভগবান্ কপিল বলিয়াছেন, প্রকৃতিপুরুষের লীলার স্বরূপোপলব্ধি করিলে,—অর্থাৎ পুরুষের নিত্যত্ব ও চৈতন্য এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীলত্ব ও ক্রিয়াশীলত্ব বুঝিলে,—জীব, জীবন্মুক্ত হইতে পারে। বস্তুতঃ দেহাত্মবাদ ভুলিয়া, আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও দেহের বিনশ্বরত্ব যেমন জ্ঞাতব্য, স্থূল জগতের দৃষ্টান্তও তেমনই দ্রষ্টব্য। এক্ষণে তাহা সবিস্তার বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মনে কর, কোন পুরুষ কোন স্ত্রীতে এরূপ দৃঢ়ভাবে আসক্ত হইয়াছে যে, ক্ষণকালের জন্য, পরস্পরের বিরহ একান্তই অসহ্য বলিয়া, তাহাদের প্রত্যেকেরই বোধ হয় ;—এমন কি একের অভাবে অন্যের অভাব ঘটিতে পারে। পরে সেই স্ত্রীলোকটীরই মৃত্যু হইলে,—তাহার পার্থিব দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলে,—সেই প্রেমিক পুমান্ আর তাহার প্রতি প্রীতিপ্রদর্শনে—বা পূর্ব্বের ন্যায় তাহার দেহের প্রতি সগৌরব যত্নপ্রদর্শনে—কিংবা গাঢ় আলিঙ্গনে—ইচ্ছা করেন না ; কারণ, তাহার ভালবাসা যে, সেই শবদেহে আবদ্ধ নহে,—তাহার ভালবাসা যে, দেহাতিরিক্ত কোন অতীন্দ্রিয় পদার্থে—আত্মাতেই—যথার্থ ন্যস্ত, তাহা স্থির। এই মহতী আসক্তি জাগতিক সকল ব্যাপারের অন্তর্নিহিত। আবার ইহাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য যে, কোন ব্যক্তি সস্ত্রীক নৌকাযোগে জলযাত্রা করিতে করিতে দৈবদুর্ব্বিপাকবশে নৌকাখানি জলমগ্ন হওয়ায়, বিপন্ন ; সেই দম্পতির মধ্যে তখন হয় ত স্বামী সন্তরণদ্বারা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত,—স্ত্রীর উদ্ধারে পরাঙ্মুখ ; আবার নদীতীরস্থ অপর এক ব্যক্তি সেই নিমজ্জমানা পতিকর্ত্তৃক উপেক্ষিতা ললনাকে দেখিয়া, তাহার উদ্ধারজন্য, আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। ইহা স্থূলদৃষ্টিতে যাহাই হউক, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উপলব্ধ হয়,—উভয়ের আত্মায় আকর্ষণী শক্তির উদ্দীপনা হয় বলিয়াই, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এ স্থলে তৎসম্বন্ধে পতির অপেক্ষা অন্যের আভ্যন্তরিক আকর্ষণের বল যে, অধিক, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য।

আর্য্য ঋষিগণ পুরাণে সাবিত্রীসত্যবানের উপাখ্যানে অতুল কবিত্বে এতদ্বিষয়ক মহত্ত্বের বিকাশ করিয়াছেন ; পুরুষ প্রকৃতরূপে প্রকৃতিতে সংসক্ত হইলে, তিনি স্বপ্রকৃতি ব্যতীত আর অন্য প্রকৃতির বিভিন্ন স্থায়িত্ব দেখিতে পাইবেন না ; প্রকৃতিও পুরুষে সংসক্ত হইলে, স্বভীষ্ট পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহাতেও পুরুষের বিভিন্ন বিনিবেশ দেখিতে পাইবেন না ; অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে,—স্ত্রীপুরুষ বা দম্পতি—কখনই পারস্পরিক সম্মিলন ব্যতীত অন্য সম্মিলনের ভাব মনে আনিবেন না। সাবিত্রীও ঐরূপ সাধুভাবে সত্যবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই আত্মসমর্পণের জন্যই একের প্রকৃত স্ত্রীত্ব ও অপরের প্রকৃত পুংস্ত্ব ঘটায়, একের অভাবে অন্যের

অভাবসজ্ঘটন স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং সত্যবানের অভাবে যে, সাবিত্রীরও অভাব ঘটিবে, তাহার ত কেহই অপলাপ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব সাবিত্রীর জীবনীশক্তির স্থায়িত্ব হইতে যে, সত্যবানের পুনর্জ্জীবনলাভ হইবে,—অর্থাৎ কার্য্যতঃ উভয়ের স্থিতির অন্তরায় যে, হইতে পারে না,—তাহা আর বিচিত্র কি? প্রকৃতপ্রেমে ত বিচ্ছেদ ঘটিতেই পারে না। কিন্তু স্থূলপ্রেমেও যে, আসক্তির বা আকর্ষণীশক্তির সঞ্চার হয়, তাহাও ঐ মহৎপ্রেমের ছায়া বলিয়া। ইহা হইতেও, মহৎপ্রেমের উপলব্ধি হয়;—যেমন নিরবচ্ছিন্ন শস্পপরিবেষ্টিত প্রান্তরে একাগ্রভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া, অসহ্য সূর্য্যাতপ মস্তকে লইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোন অত্যুন্নত মহীরুহের ছায়া পাইলে, দৃষ্টিবিক্ষেপে সেই রশ্মিপ্রতিরোধক মহীরুহের ক্রমে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ সংসারপ্রান্তরে তীক্ষ্ণ অনুরাগ-তপনালোকে দৃষ্টিক্ষোভ জন্মিলেও, জীব প্রেমকল্পতরুর সচঞ্চল ছায়া পাইলেই, পরে তাহার মূলাবলম্বনে স্থির ছায়া পাইতে পারে। তাই কোন প্রাচীন কবি বলিয়াছিলেন,—সংসাররূপ বিষবৃক্ষে দুইটী অমৃতোপম ফল ফলিয়াছে,—একটী কাব্যামৃতরসের আস্বাদ ও অপরটী সাধুসঙ্গ—অকপট মিলন। যেমন—

পার্থিব লোকে সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাতে আসক্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই সুন্দরীর সুন্দর দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ ঘটিলে, সেই সুন্দর দেহে ত আর তাহার প্রীতি আকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং স্থূলভাবে পার্থিব প্রেমে বা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, যিনি যাহাতেই প্রীতির অর্পণ করুন না কেন, প্রীতি সূক্ষ্মভাবে একের আত্মার সহিত অন্যের আত্মার মিলন করিবার সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শাস্ত্রীয় মর্ম্মের অধিগমনের সহিত বুঝিতে সমর্থ হইলেই জ্ঞানলিপ্সারও পরিতৃপ্তি করিতে পারিবে। কিন্তু এতদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বুঝিতে হইলে, জ্যোতিষের বিশিষ্টরূপ চর্চ্চা করাই কর্ত্তব্য; কেন না, কোন বিষয়ের নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, তাহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিবিক্ষেপ করিতে হয়। গ্রহপরিচালনের সহিত তাহাদের গুণাগুণানুসারে মনুষ্যগণের কর্ম্মপার্থক্যের উপলব্ধি করিতে—জ্যোতিষভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

শিষ্য। প্রভো, আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পাইল। কারণ আর্য্যশাস্ত্রকার ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ শাস্ত্র লিখিয়াছেন; সেই সকল শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্য অপেক্ষা জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা যে, সহজে ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিকৌশল বুঝিতে পারা যায়, তাহার কারণ বুঝিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা জ্যোতিষ-সামুদ্রিকদ্বারা যে, সহজে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানলাভ হয়, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একটী মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্রই উহার জীবনের কর্ম্ম সকল ও শুভাশুভ ফলাফল কিরূপ হইবে, তাহা এই শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য কোন শাস্ত্রদ্বারা জানিতে পারা যায় না। যেমন কোন ব্যক্তির জন্মকালীন শুভগ্রহ শুভস্থানে ও পাপগ্রহ সকল উপচয়ে অর্থাৎ তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, ও একাদশ গৃহে থাকিলে, তাহার জীবনের সবিশেষ উন্নতিসাধন করে,—অর্থাৎ তাঁহার বিদ্যা, ধন, মান, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সম্ভোগ করায়। আর এক ব্যক্তির জন্মসময়ে পাপগ্রহগণ দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম স্থানে থাকিলে, তাহাকে রুগ্ন ও চিন্তাযুক্ত করিবে। আবার তদ্রূপ করতলগত গ্রহস্থানের উচ্চতা নিম্নতা ও রেখাচিহ্নাদির সমাবেশ প্রভৃতি লক্ষণানুসারে জাতককে শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয়; তাহার ফলে সকলেরই পার্থিব অনুরাগ নিরন্তরই বৃদ্ধি পায়,—ফলে এই বিবিধ ফল-ভোগের শেষে আসক্তির বিষয়ীভূত বিনশ্বর পার্থিব পদার্থ যখন নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই আসক্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। আর তখন সেই নিরবলম্বনা আসক্তি—যে বিশ্বশিল্পীর অনন্তকীর্ত্তি চারিদিকেই বিস্তৃত—যিনি কার্য্যকারণরূপে বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত,—তাহাতে যে, নিশ্চিতই আশ্রয় পাইবে, তাহা স্থির। যদি কোন ব্যক্তি দূরস্থিত আলোকের প্রতি চক্ষুঃ সঙ্কুচিত করিয়া দেখিতে থাকেন, তাহা হইলে, দেখিতে পান, সেই আলোকের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতঃ যেন তাঁহার চক্ষুঃস্পর্শ করিতেছে; সেইরূপ নশ্বর পার্থিব পদার্থের অপসরণের সহিত জীবের ঐ আসক্তি আকুঞ্চিত হইয়া যাওয়ায়, বিশ্বকর্ত্তা ভগবানে উপনীত হয়, তাহা হইলে, আকুঞ্চনহেতুক একাগ্রতা যে, জন্মাইবে নিশ্চিতই, তাহা ত প্রমাণসিদ্ধ; আর তাই সেই জ্যোতির্ম্ময়ের দিব্যজ্যোতিঃ জীবের অন্তরাত্মায় উপনীত হইবে। অপিচ এই

প্রত্যক্ষসিদ্ধ শাস্ত্রের সাহায্যে সেই জগৎপতির অনন্তলীলার উপলব্ধির সহিত তাঁহার বিমল জ্যোতির উপলব্ধি হয়।

যে সকল শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলের নির্ণায়ক—সত্য তত্ত্বের উদ্ভাবক—তৎসমুদায় হইতেই সহজে ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে ও সৃষ্টিকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। যেমন কেশসদৃশ সূক্ষ্ম তাম্রতার দিয়া, এত অধিক তাড়িতসঞ্চালন হয় যে, তদ্দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বৈদ্যুতিক যন্ত্র সকল (Electric Matter) পরিচালিত হয়, ও একটী সামান্য লৌহতন্তু এরূপ মহৎ বৈদ্যুতিক চুম্বকরূপে (Electric Magnet) পরিণত হয় যে, তাহাতে দুই এক জন মনুষ্য অনায়াসে ঝুলিতে পারে। আরও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা চেতন জীবের শরীর হইতে যে, আপনাদের অনিষ্টকারী আঙ্গারিক বাষ্প (Carbonic Acid) বাহির হয়, তাহা জড়জীব উদ্ভিদ্‌গণের খাদ্য বা জীবনবায়ুরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকায়, ও তাহাদের বিষরূপে পরিত্যক্ত অম্লজনক (Oxygen) বাষ্প চেতন প্রাণিমাত্রেরই জীবনবায়ু হওয়ায়, ও চেতন প্রাণীর সহিত উদ্ভিদ্‌গণের এই বিনিময়বিধি স্থির থাকায়, জগতে অনন্তজীবস্রোতঃ প্রবাহিত রহিয়াছে। বিশ্বনিয়ন্তার এই সকল সৃষ্টিকৌশলের পরিচয় 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেই' বিশিষ্টরূপ পাওয়া যায়। বেদ, দর্শন বা পুরাণাদি শাস্ত্রের লিখিত প্রকরণমত ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিকৌশল জানা অপেক্ষা উল্লিখিত উদাহরণত্রয় যাহার অঙ্গীভূত, সেই 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' কিংবা তৎসদৃশ অভ্রান্ত সত্যের উদ্ভাবক শাস্ত্রের—অর্থাৎ সত্যো-দ্দীপক জ্যোতিষ কিংবা তাহার অঙ্গীভূত সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্যে কোন প্রত্যক্ষফল ব্যাপারের ঐকান্তিক ভাবে অনুধাবন করিলে, বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্ব ও তাঁহার সৃষ্টিকৌশল মনে স্বতই উদিত হয়। সুতরাং এক্ষণে এতদ্দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতিষ-সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্রের সাহায্যে ঈশ্বরের সত্তা ও সৃষ্টিনৈপুণ্য সহজেই অনুমিত হয়।

শিষ্য। কি কারণে এক ব্যক্তি সৌভাগ্যশালী হইয়া, সুখসম্ভোগের জন্য, এবং অপর ব্যক্তি দুর্ভাগ্য কষ্টভোগের জন্য, জন্মগ্রহণ করে, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। বৎস, ঈশ্বর মানবগণকে সমভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত চালাইবার জন্য, কখন বা ধনী, কখনও নির্ধন, কখন বা সুখী, কখনও দুঃখী--এইরূপ নিয়মে পর্য্যায়ক্রমে চালাইতেছেন। যেমন কোন ব্যক্তি সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, অতিসুখে জীবন অতিবাহিত করে, পরবারেই ঐ ব্যক্তিকে দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিরতিশয় কষ্টে কালাতিপাত করিতে হয়। এইরূপ নিয়মে মানবগণ কেন—জাগতিক যাবতীয় জীব জন্তুই চালিত হইতেছে; এইরূপ নিয়ম না থাকিলে, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সুশৃঙ্খলভাবে কখনই চালিত হইত না।

মানবমাত্রই সমাবয়ববিশিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতি-বৈষম্য থাকে;—যেমন কোন জাতকের জন্মকালে বৃহস্পতি বলবান্ থাকায়, তাহাকে ধাম্মিক ও শাস্ত্রানুশীলক হইতে হয়; অপিচ শনি বলবান্ থাকিলে, কদাচারী ও ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে হয়। আবার জাতকের প্রতি ঐ দুইটী বিভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, তাহাদের বলের তারতম্যানুসারে জাতকের বৃত্তিবৈষম্য ঘটে। এইরূপ গ্রহগণের বলাবলের মিশ্রফলে জাতকের কার্য্যে মিশ্রফলও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিতে দেখা যায়। সাংস্থানিক লক্ষণানুসারে কাহারও প্রতি বৃহস্পতির বল অধিক হইলে, তিনি ধর্ম্মপরায়ণ হন ও ম্লেচ্ছের শরণ লওয়া অপেক্ষা প্রশস্তজ্ঞানে সামর্থ্যানুসারে যথাবিহিত স্বকর্ম্ম-সাধনে রত থাকেন; অপিচ, শনির বল অধিক হইলে, জাতক ধার্ম্মিক হইলেও উদরপোষণার্থক ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতে রত থাকে। অপরতঃ জাতকের জন্মকালীন মঙ্গল প্রবল থাকিলে, তাহাকে উগ্রপ্রকৃতি হইতে হয়; আবার মঙ্গলের আধিপত্যে জাতা অনেক রমণীও দেখিতে পাওয়া যায়, স্বতই উগ্রস্বভাব স্বামিলাভে বাঞ্ছা করেন। এইরূপ বিভিন্ন গ্রহের বশে পরিচালিত হওয়ায়, সকলেই সমসৌভাগ্যলাভে সমর্থ হয় না। বৃহস্পতির পূর্ণাধিকারে জাত ব্যক্তি হীনসেবায় অর্থোপার্জ্জন করিতে কখনই সম্মত হন না, প্রায়ই অর্থকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান করেন। সুতরাং একের পক্ষে যাহা সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচিত, অন্যের পক্ষে তাহা উপেক্ষণীয়। আর সকলেই ভগবানের সুনিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে কর্ম্মরত হওয়ায়, সকলেরই পরিণাম সেই এক ভগবানের উদ্দেশ্যসাধন—অনন্ত সৃষ্টির পর্য্যবেক্ষণ—

শেষে তন্ময়ভাবগ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আরও এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদ্যপি সকলেই ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে, পৃথিবীতে ছোট বড় ভেদ থাকিত না,—সকলেই সমান হইত। রাজা, প্রজা, ইত্যাদিরূপ বিভিন্নতা দেখা যাইত না। পূর্ব্বকথিত দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া, যাহা বলিলাম, তাহাতে বিশিষ্টরূপ সপ্রমাণ হইতেছে যে, মনুষ্য বা অপরাপর জীব জন্তু জন্মগ্রহণকালীন যে সকল গ্রহ নক্ষত্রের অধীন থাকে, সেই সকল গ্রহ নক্ষত্রের বশবর্ত্তী হইয়া, শুভাশুভ ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়; তাহার ভাগ্যফলের হ্রাস বৃদ্ধি বা সামান্য অন্যথা কিছুই হইতে পারে না।

শিষ্য। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারী প্রবাদ আছে যে, কোন ব্যক্তি রোগ-গ্রস্ত বা বিপন্ন হইলে, গ্রহশান্তির জন্য, যাগ যজ্ঞ করিলে, শুভফল পাইতে পারে; তবে সে সমস্তই কি বৃথা?

গুরু। হাঁ বৃথা বটে! কারণ ভগবন্নিয়মে পরিচালিত নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণ জাগতিক জীবের পরিচালনসম্বন্ধেও ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন; এবং উহাঁরা এক একটী গুণসম্পন্ন জড়ভাবে সৃষ্ট হইয়া, জগৎপতির অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান করিতেছেন। যথা—

রবি—সৌর জগতের প্রধান গ্রহ—সকল গ্রহের আদি বলিয়া, ইঁহার নাম আদিত্য এবং ইঁহার প্রভাবেই জগৎ প্রসূত বলিয়া, অন্য নাম সবিতা। এই জন্য ইনি আত্মস্বরূপ এবং লোকে দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্রযোগ, পদবর্দ্ধন, উন্নয়ন প্রভৃতির বিধান করিয়া থাকেন;— ইঁহাদ্বারা জাতকের পিতার শুভাশুভ, রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনু-কূলতা বা প্রতিকূলতা ঘটিয়া থাকে; এবং ইনি তাপদ্বারা পার্থিব সকল বস্তুরই রসশোষণ করেন।

চন্দ্র—শরীর ও ষড়্‌রিপুর উপর কার্য্য করেন; ইনি জাতকের মাতার শুভাশুভ ও তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, পীড়া, ভ্রমণ ও ভাগ্য প্রভৃতির সূচনা করেন; এবং রসোৎসর্গে জগৎ শীতল করিয়া থাকেন।

মঙ্গল—ভ্রাতা, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূমি, সম্পত্তি, রাজ্য, বীর্য্য ও অগ্নি ইত্যাদির সূচনা করেন; ইহাঁদ্বারা ভূম্যধিপতি সৈনিক, বীরপুরুষ চিকিৎসক প্রভৃতির কার্য্য সূচিত হয়।

বুধ—বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির সূচক; ইঁহাদ্বারা মাতুলসংক্রান্ত বা পিতৃব্যগত বিষয় সূচিত হয়। ইনি দূত, ছাত্র, ব্যবস্থাপক, লেখক, মুদ্রাকর, গণিতব্যবসায়ী ও পুস্তকবিক্রেতা ইত্যাদির কর্ম্মবিধান করেন।

বৃহস্পতি—ধন, ধর্ম্ম, গুরু, পুত্র প্রভৃতির দান করেন। ইঁহার আনুকূল্যে মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, ইনি সুরগুরু নামে অভিহিত হন। ইঁহার অনুগৃহীত জাতক প্রায়ই মন্ত্রী, বিচারপতি, সংহিতার বা দণ্ডবিধির প্রণেতা, ব্যবস্থাপক, পুরোহিত ও ধর্ম্মব্যবসায়ী হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকৃতির কর্ম্মবিধান করিতে এক বৃহস্পতিই সমর্থ।

শুক্র—সুখ, শ্রী, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভগিনী, ভার্য্যা, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির সূচনা করেন; এবং অনুকূল হইলে, ঐ সকল পদার্থের প্রদান করেন; ইঁহার সাহায্যে মানবগণ ভূতত্ত্বে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি-লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, ইঁহাকে দৈত্যগুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইঁহার আনুকূল্যে জাতকের নটত্ব, গায়কত্ব, চিত্রকরত্ব, বস্ত্রাদিরঞ্জকত্ব, শৌণ্ডিকত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবেতৃত্ব প্রভৃতির বিষয়ে চিন্তা করা যায়। এবং সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটী, প্রভৃতির সাহচর্য্যবিধানও শুক্রের আনুকূল্যে হয়।

শনি—শুভ হইলে, রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি প্রদান করেন; কিন্তু অশুভ হইলে, অনিষ্ট বিধান—এমন কি বিনাশ-পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন। ইঁহাদ্বারা সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, কৃষি, সারথী, ভৃত্য, ও নীচ লোক প্রভৃতির কল্পনা করা যায়। *

স্বতই গ্রহগণ পূর্ব্বোক্তরূপ স্ব স্ব গুণানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য। এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, উহাদের নিকট শাস্তির প্রত্যাশা করা কিঞ্চিন্মাত্রও ফলদায়ক নহে।

* রাহু ও কেতু গ্রহ নহে; পৃথিবী ও চন্দ্র কক্ষার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ সংলগ্ন স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে রাহু ও কেতু কহে। চন্দ্র যথাকালে উক্ত দুই স্থানে উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর উপর বিশিষ্ট শক্তির প্রকাশ করেন বলিয়া, উহারা গ্রহমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাহু ও কেতু পাপগ্রহ ও উভয়েই অমঙ্গলবিধায়ক; কিন্তু সিংহরাশিতে দশম ও একাদশ গৃহে শনিযুক্ত হইলে, ঐশ্বর্য্যদান ও রাজ্যবিধান করে।

শিষ্য। প্রভো, আপনার বর্ণিত গ্রহগণ কিরূপভাবে সংস্থিত হইয়া, মানবগণের উপর্ স্ব স্ব শক্তির পরিচালন করিয়া থাকেন, তাহার ফলই বা কিরূপ, তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ আপনার নিকট শুনিলে, উপকৃত হই।

গুরু। দেখ বৎস, আমাদিগের আধারভূতা পৃথিবী যেমন জড় পদার্থ, গ্রহগণও সেইরূপ;—আর পৃথিবী যেমন আকর্ষণীশক্তির বশে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক-পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, গ্রহগণও সেইরূপ করেন। তবে তাঁহাদিগের পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তির ইতরবিশেষে স্ব স্ব বলের অনুপাতে সূর্য্য হইতে বিভিন্ন দূরে ব্যবস্থিত হইতে হইয়াছে;—এই সংস্থানবৈপরীত্য জন্যই, পৃথিবী হইতে পারস্পরিক দূরত্বও কল্পিত হইতে পারে। সৌর জগতের কেন্দ্র—সূর্য্যের চতুঃপার্শ্বপ্রসৃতা নক্ষত্রমালার সংযোগে যে রাশিচক্র কল্পিত হয়, সেই নক্ষত্র-মালাপরিবেষ্টিত রাশিচক্রের সম সূত্রপাতে গ্রহস্থিতি কল্পনা করা যায়। এই রাশিচক্রের সহিত পরিভ্রমৎ গ্রহগণেরও সংস্থানে ফলকল্পনা করাও যায়।

শনি।—পৃথিবী হইতে দূরত্বসম্বন্ধে শনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম দূরবর্ত্তী; ইনি বলত্রয়বেষ্টিত ও সাতটী উপগ্রহপরিবৃত। ইঁহার বর্ণ ধূম্রাভ কৃষ্ণ; এবং ইনি অতীব মৃদুগতিতে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করায়, ২৯ বৎসর ১৫৭ দিনে এক বার পরিক্রমণ করিতেছেন। ইঁহার অনুকূল অধিকারে জাতব্যক্তি পাঠরত, গম্ভীর, মিতব্যয়ী, সাবধান, শান্ত, অথচ কর্কশভাবে কর্ম্মসম্পাদনরত হয়; এবং স্বভাবতঃ স্ত্রীপ্রেমে মুগ্ধ হয় না, বরং গভীর ভাবের অধিকারী হওয়ায়, প্রায় সংসক্তভাবেই রত হইয়া থাকে; প্রায়ই গুহ্যবিদ্যার অনুশীলনে রত হয়; এবং ভাববৈগুণ্যে দুঃখার্ত্ত সন্দিগ্ধ ও ঈর্ষাপরবশ হইয়াও থাকে। এইরূপ জাতকের দেহ দীর্ঘ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগ্ম সুস্পষ্ট, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র, নাসিকা ঈষদ্বক্র ও দীর্ঘ, চিবুকাস্থি ঈষদুন্নত, বর্ণ পাংশু এবং হস্তপদ নির্ম্মাংসবৎ। শনি প্রতিকূল হইলে, মানব মলিন হিংস্র, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, নীচাশয়, সন্দিগ্ধ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মা বিশ্বাসঘাতক, ও মিথ্যাবাদী হয়; এবং এইরূপ ব্যক্তি বিকৃতাকৃতি বা দীর্ঘকার ও তাহার চক্ষুস্তারকা ও কেশ সুকৃষ্ণ এবং ত্বক্ পীতাভ হইয়া থাকে। তুঙ্গী শনির অধিকারে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক বুদ্ধিমান্, অল্পভাষী, কর্কশস্বর ও একাগ্র হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—শনির পরেই পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী গ্রহ; ইনি চারিটী উপগ্রহ পরিবৃত; ইঁহার রাশিচক্র পরিভ্রমণে, ১১ বৎসর ৩১৫ দিন লাগে। ইঁহার বর্ণ নীলোৎপলাভ অথচ গৌর। ইঁহার অনুকূল দৃষ্টিতে জাতব্যক্তি মান্য, সহৃদয়, আতিথ্যসেবারত, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, ন্যায়বান্, ধার্ম্মিক, দাতা, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষী হয়; এবং তাহার আকার দীর্ঘ, বর্ণ রক্তাভ গৌর, কেশ স্থূল কুঞ্চিত ও কটা, বদনমণ্ডল অণ্ডাকৃতি, চক্ষুঃ দীর্ঘ ও ধূসরবর্ণ পুষ্ট, গজদন্ত সুসংস্থিত, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, মধ্যদেশ, ক্ষীণ হইয়া থাকে। তাহার বাক্যোচ্চারণ সুস্পষ্ট ও উচ্চ হয়। বৃহস্পতি বিরোধী হইলে, জাতক অপরিমিত ব্যয়ী, আত্মম্ভরী, ব্যভিচারী, ভণ্ড, প্রগল্‌ভ সাতিশয় আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, দাম্ভিক, হীনশক্তি ও অল্পবোধ হয়।

মঙ্গল—বৃহস্পতির পরে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী গ্রহ;—ইঁহার উপগ্রহ দুইটী। মঙ্গল ১ বৎসর ৩২২ দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন; ইঁহার বর্ণ রক্তাভ। ইনি অনুকূল হইলে জাতক সাহসী, গুপ্তমন্ত্ররত, সমরপ্রিয়, রোষপর ও মৃগয়াসক্ত হয় এবং মান্যে ঈর্ষ্যাপ্রকাশ করে; এই জাতক, মধ্যাকৃতি দৃঢ়দেহ রক্তাভকুঞ্চিতকেশ বিস্তৃতস্কন্ধ বৃহদস্থিযুক্ত ব্রণাঙ্কিতশীর্ষক, সুবৃত্তনয়ন, উন্নতপৃষ্ঠ এবং উজ্জ্বলরক্তবর্ণ হয়। ইঁহার বিরুদ্ধতায় জাতক কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, মেধাবী, ক্ষমাবর্জ্জিত, রাজদ্রোহী, অসন্দিগ্ধচিত্ত—অর্থাৎ স্বকর্ম্মে সামাজিক শাসনাদি হইতে ভয়হীন, আত্মম্ভরি, বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী, আত্মাভিমানী, নির্লজ্জ, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী, দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ও হত্যাকারী হয়।

রবি।—মঙ্গলের পর পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, রবি। রবি নিজে পরিভ্রমণশীল হউন বা নাই হউন, সৌর জগৎসম্বন্ধে তিনি স্থির। কিন্তু পৃথিবী ৩৬৫ দিনে একবার সূর্য্য পরিভ্রমণ করেন বলিয়া, পৃথিবীর রাশিচক্রের একবার পরিভ্রমণে সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর প্রতি সমসূত্রাবস্থানের মধ্যব্যবধানে ৩৬৫ দিন পরিলক্ষিত হওয়ায়, সূর্য্যের রাশিচক্রের পরিভ্রমণে ৩৬৫ দিন লাগে। জন্মকালীন সূর্য্য অনুকূল থাকিলে, জাতক দয়ালু, সম্মানার্হ, শাসনপ্রিয়, প্রগল্‌ভতাপ্রিয়, সুশীল, মিতভাষী, সারবাদী

আত্মবিশ্বাসী, মহিমান্বিত, সাবধান, বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, প্রচুরব্যয়ী, গম্ভীরপ্রকৃতি, পরাক্রমশালী, মহাত্মা ও উচ্চমতি হয়। এই জাতক দীর্ঘকায়, সুগঠন, দৃঢ়শরীর, কুঞ্চিতকেশ, পীতবর্ণ, বিশালনেত্র, স্থূলাস্থি, সুগোলবদনমণ্ডল, সুস্বরসম্পন্ন হয়। ইঁহার বিরুদ্ধতায় জাতক গর্ব্বিত, দাম্ভিক, প্রগল্‌ভ, চঞ্চল, কৃপণ, পরমুখপ্রেক্ষী, বাচাল, অবিবেক, অপব্যয়ী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা, পৈতৃকসম্পত্তিনাশক হয়।

শুক্র—রবি অপেক্ষা অধিকতর পৃথিবীর সন্নিকৃষ্ট গ্রহ; ইঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত; ইনি ২২৪ দিনে একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। ইনি অনুকূল হইলে, জাতক সহৃদয়, কৃপালু, বিশ্বাসপরায়ণ, প্রেমানুরক্ত, আমোদরত, সঙ্গীতপ্রিয়, ধীর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, সামাজিক, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জক, রমণীবল্লভ যাত্রাদিমহোৎসবে উৎসাহী হয়; এবং মধ্যাকৃতি, সুন্দরবর্ণ, সুচিক্কণকেশ, নীলাভোজ্জ্বল-বিশালচক্ষুঃ, উন্নতনাসিক হয়; এবং ইহার গণ্ডে ও চিবুকে কূপসদৃশ গর্ত্ত হয়। ইনি প্রতিকূল হইলে, জাতক ইন্দ্রিয়সুখরত, কলহপ্রিয়, অনৈতিক, বিদ্যাহীন, লম্পট, রমণদূতরত, কাপুরুষ, মাদকপ্রিয়, সম্মানজ্ঞানহীন হয়। এ ব্যক্তির আকার অতীব স্থূল বা মাংসল, ওষ্ঠ স্থূল এবং গণ্ডস্থল মাংসল হয়।

বুধ—শুক্রাপেক্ষা পৃথিবীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী; ইঁহার বর্ণ দূর্ব্বাশ্যামাভ অথচ গলিতরজতবর্ণ; ইঁহার রাশিচক্রপরিভ্রমণে প্রায় ৮৮ দিন লাগে, কিন্তু অতীব ক্ষুদ্র ও সূর্য্যের সাতিশয় নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, পৃথিবীর সম্বন্ধে রবির অংশে ২৮ অংশ ২০ কলার মধ্যে উঁহার স্থিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, সূর্য্য যে সময় যে রাশিতে ভোগ করেন, বুধ প্রায়ই সেই রাশিতে বা তন্নিকটবর্ত্তী রাশিতে অবস্থান করেন। বুধের অনুকূল বলে জাতক ধীশক্তিসম্পন্ন, কল্পনারত, ধূর্ত্তবুদ্ধি, বিচক্ষণ, নৈয়ায়িক, বাগ্মী, ক্ষিপ্রবাদী, কৌতুকী, বাল-স্বভাব, গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী, বাণিজ্যকুশল, শিল্পী ও স্মৃতিশক্তির পরিচয়ে প্রশংসার্হ হইতে সমর্থ হয়। তাহার দেহ খর্ব্ব অথচ নাতিপুষ্ট নাতিক্ষীণ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে সুব্যবস্থিত, বদন কোমল, মুখমণ্ডল ঈষদ্দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, কপাল উন্নত, চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ, ভ্রূযুগল সরল, বাহু দীর্ঘ, ত্বক্ হরিদ্রাভ পীত, কেশ তাম্রাভ কটা হয়। বুধ বিরোধী হইলে, বাচাল,

প্রতারক, নির্ব্বোধ, বিদ্যাহীন, ঘৃণ্য, মিথ্যাবাদী, চোর, উন্মত্ত, অহঙ্কারী হয়; এবং তাহার শরীর সাতিশয় খর্ব্ব কদাকার, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র ও চঞ্চল হয়।

চন্দ্র—পৃথিবীর একটী উপগ্রহ, ও পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী; ২৭ দিন ৭ ঘণ্টায় একবার রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন। জন্মকালে শুভচন্দ্র অনুকূল হইলে, জাতক সহৃদয়, কৃপালু, ভীত, ধীর, কোমলস্বভাব, বিদ্যানুরাগী, সুস্থশরীর, লোকরঞ্জন, কল্পনারত, আমোদপ্রিয়, ভ্রমণশীল, অস্থির, হইলেও, কবিত্বে ও অদ্ভুতব্যাপারে মুগ্ধমনাঃ হয়। তাহার দেহ মধ্যাকার ও পুষ্ট, বদনমণ্ডল সুগোল, ত্বক্ বিবর্ণ ও কোমল, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠ স্থূল, লোম কর্কশ হয়। চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলে, জাতককে অলস, অকর্ম্মা, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, বৃথাভ্রমণকারী, চঞ্চল, মন্দমতি, ভীরু, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অসন্তুষ্টচিত্ত ও নীচাসক্ত হইতে হয়।

গ্রহগণের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ফলে পূর্ব্বকথিত গ্রহগণের পৃথক্ পৃথক্ গুণের সহিত যে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতেছে, তাহা স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আর নির্দ্দিষ্টগুণবিশিষ্ট এই গ্রহগণের ঐ সকল বিভিন্ন ফলের সাংস্থানিক বলাবলের অনুপাতে ইতরবিশেষ ঘটিতে পারে; অপরতঃ কথিতানুরূপ বিভিন্ন ফলের সমবেত ফলের—বা যুগপৎ সকল ফলের সঙ্ঘটন সম্ভবপরও নহে; লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, দ্বাদশটী গৃহ যথাক্রমে তনু, ধন, সহজ, মিত্র, বিদ্যা ও পুত্র, রিপু, ভার্য্যা, আয়ুঃ বা নিধন, ভোগ ও ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়,— এই দ্বাদশভাব প্রকাশ করায়, গ্রহগণ ঐ দ্বাদশভাবে সংস্থিত হইয়া, তাহাদের ভাবানুগত ফলের সূচনা করিতে পারেন। সুতরাং গ্রহগণের সাংস্থানিক বিচারদ্বারাই লোকের আকারপ্রকার কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই জানা যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার তত্ত্বমূলক উপদেশ এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। তবে জিজ্ঞাস্য, কর্ম্মক্ষেত্রে জীবের পুরুষকার আছে কি না?

গুরু। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মনুষ্যগণ ও অপরাপর জীব জন্তু সকলেরই কার্য্য জন্মকালীন ঐশ্বরিক নিয়মে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে; এবং তদনুসারে গ্রহগণকর্ত্তৃক পরিচালিতও হইতেছে। তবে আমাদিগের কার্য্যে পুরুষকার কিরূপে থাকিতে পারে? আর কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে ইচ্ছা থাকে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিষ্য। জীবগণ গ্রহগণের শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে সত্য, কিন্তু আত্মাপরাধহেতুক—নিষিদ্ধ আহারবিহারাদির জন্য—রোগশোকাদির যে, ভোগ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তাহার কারণ কি ?

গুরু। ঐশ্বরিক নিয়মে গ্রহগণের পরিচালনের সহিত জীব জাগতিক কার্য্যে ব্রতী হইতেছে, ইহার প্রকৃতরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে, তোমাকে এরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিতে হইত না। সূর্য্যাদি গ্রহগণ স্ব স্ব সাংস্থানিক রাশিগত বলাবল অনুসারে পৃথিবীর উপর যথারীতি শক্তিপরিচালন করিতে থাকেন; মানবগণ পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত জীব; তাহাদিগের উপরও গ্রহগণের যথাসম্ভব শক্তি পরিচালিত না হইবে কেন ?—আর পার্থিব যাবতীয় পদার্থের উপর গ্রহগণের অজেয় শক্তির ক্রিয়া যে, নিরন্তরই হইতে দেখা যায়, তাহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য।

যেমন প্রবলপ্রতাপ সূর্য্যের সহিত পৃথিবী কেন—সকল গ্রহেরই—পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তি থাকায়, সৌর জগতের সকল গ্রহই স্ব স্ব কক্ষে থাকিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে,—কেহই কক্ষভ্রষ্ট হইতে পারে না। অপিচ এইরূপ পরস্পরের সংসক্তির ফলে একের উপর অন্যের ক্রিয়া সহজেই সংক্রমিত হইতে পারে।—যেমন সূর্য্য ও পৃথিবীর পূর্ব্বোক্তরূপ সংসক্তির বশে সূর্য্য এই পৃথিবীতে উত্তাপদান ও ইহা হইতে রসসংগ্রহ করেন; চন্দ্রও ঐরূপ পৃথিবীতে রসদান করেন। * এইরূপ পারস্পরিকী আকর্ষণী শক্তির ফলে অমাবস্যা পূর্ণিমায় সূর্য্য পৃথিবীর রস আকর্ষণ করায়, ও চন্দ্রের

* পৃথিবী যেমন সূর্য্যের পরিভ্রমণপর একটী গ্রহ, চন্দ্রও আবার সেইরূপ পৃথিবী গ্রহের পরিভ্রমণশীল একটী উপগ্রহ; আবার জগৎসবিতা মহাগ্রহ সূর্য্যের শক্তি যেরূপ অধীন পৃথিবীতে কার্য্যকরী হয়, পৃথিবীর অধীন উপগ্রহ চন্দ্রের শক্তিও পৃথিবীতে সেইরূপ কার্য্যকরী হয়। অপিচ সূর্য্যের অধীন অপরাপর গ্রহও পৃথিবীর উপর শক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকেন; ইহাতেই অনুমিত হয়, পৃথিবীর শক্তি কেবল চন্দ্রে কেন—সকল গ্রহেই যথারীতি কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

তদ্বিপরীতদিগ্‌বর্ত্তিনী আকর্ষণী শক্তিতে যাবতীয় রস পরস্পর প্রতীপগতিতে উপচিত হওয়ায়, সূর্য্যের রসাকর্ষণের আনুকূল্য ঘটিতেছে; তাই পৃথিবীস্থ জলীয় অংশ স্ফীত হইয়া, প্রবল জোয়ার ঘটাইতেছে। আবার ঐ তিথিতে জীবশরীরের রসধাতু প্রবল-চন্দ্র-শৈত্যে অতিবর্দ্ধিত কিংবা সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির পূর্ব্ববৎ প্রাবল্যে উপচিত বা প্রবলীভূত হওয়ায়, সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যবিপর্য্যায় ঘটে। গ্রহগণের এইরূপ সংস্থানগত ফল পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীব জন্তুতেই সংক্রমিত হইতেছে। ইহার একটু স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, গ্রহগণ স্ব স্ব সংস্থানানুসারে যেরূপ বলাবলভোগ করিতে থাকেন, সেই জাতকেও সেই বলাবলের অনুসারে তাঁহাদিগের ক্রিয়ারও ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্রহগণের স্বভাবগত পরিচয় দিলে, বোধ হয়, এতৎসংক্রান্ত গূঢ়রহস্যের কতকটা উদ্ভেদ হইতে পারিবে।

রবি—পৃথিবীর সম্বন্ধে উত্তাপদান ও শুষ্কতাসম্পাদন করেন; মনুষ্যগণ ইঁহার অধীন থাকিয়া, স্থিরস্বভাব ও সত্ত্বগুণপ্রধান হইতে পারে। ইঁহার শক্তিবশে জাতক পিত্তপ্রধানধাতু হইয়া থাকে;—আবার পরমকারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মে প্রায়ই পিত্তপ্রশামক তিক্তরসের আস্বাদগ্রহণে তৃপ্ত হয়। আরও মনুষ্যশরীরের দক্ষিণাঙ্গ, চক্ষুঃ, মস্তিষ্ক ও হৃদয় প্রভৃতির উপর ইঁহার আধিপত্য। ইঁহার বিরুদ্ধতায় পিত্তপ্রকোপে শরীরের ঐ সকল অঙ্গের বিকলতা জন্মাইতে পারে।

চন্দ্র—প্রধানতঃ রসোৎসর্জ্জন করেন; আরও অপরাপর গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া, পৃথিবীর আর্দ্রতাবিধান করিয়া, জীব-শরীরে তাহার প্রাবল্য জন্মাইয়া দেন। ইঁহার অধীন মানবগণ রজোগুণ-প্রধান হয়। ইঁহার শক্তিতে জাতক শ্লেষ্মপ্রধানধাতু হয়; ও অনন্তকৌশল ভগবানের কৌশলে শ্লেষ্মপ্রশামক লবণরসও জাতকের প্রিয় হয়। ইঁহার আধিপত্য রসধাতুর উপর; রসধাতুর সহিত শ্লেষ্মার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; আরও শরীরের মধ্যে তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থি ও বামাঙ্গ আশ্রয়ে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহার বিরুদ্ধতায় শ্লেষ্মপ্রকোপে ঐ সকল অঙ্গের বিকার ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল—প্রধানতঃ পৃথিবীর রসশোষ ও সামান্য তাপবিধানও করিয়া থাকেন। ইঁহার অধীন মানবগণ তমোগুণপ্রধান হয়। ইঁহার শক্তিবশে জাতক পিত্তপ্রধানধাতু হয়, এবং পিত্তের নিদানীভূত হইলেও, সামান্য উত্তেজক অথচ অনবসাদক কটুরসই তাহাদিগের প্রিয় হয়। পিত্তের সহিত রক্তের সাতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ;—রক্তের উপর ইঁহার আধিপত্য অধিক। তাই রক্তবাহিনী নাড়ী কটীদেশ গুহ্যদেশ ও বামকর্ণের উপর আধিপত্য করিয়া, ঐ ঐ স্থানে পিত্তবিকারজনিত ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকেন।

বুধ—কখনও আর্দ্রতা, কখনও বা শুষ্কতা জন্মাইয়া থাকেন। ইঁহার অধীন মনুষ্যগণ রজোগুণবিশিষ্ট হয়। ইনি ত্রিদোষেরই সমপ্রাবল্যবিধান করেন; আর তাই জাতক সর্ব্বরসপ্রিয় হয়। ইনি বাক্য, বুদ্ধি, পিত্ত, ত্বক্, জিহ্বা, ও অধোভাগের উপর আধিপত্য করেন।

বৃহস্পতি—সৌর জগতে অত্যুষ্ণ মঙ্গলগ্রহ ও সাতিশয় শীতল শনিগ্রহ উভয়ের মধ্যে সংস্থিত। উভয় বিপরীতবলসম্পন্ন গ্রহের শক্তিভেদ করিয়া, স্বশক্তির পরিচালনে ইনি পরিমিত উষ্ণতার ও শীলতার সংবিধান করেন। পরিমিত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা—রসবিসর্জ্জন ও উত্তাপদান—উৎপাদিকা শক্তির অনুকূল বলিয়া, ও বৃহস্পতি তাহার সম্যগ্‌বিধানপর হওয়ায়,—শৈত্যের ও শোষের প্রতিকূলশক্তিসম্পন্ন;—অর্থাৎ অপকারী ও ক্ষয়কারী গ্রহের শক্তির প্রতিষেধে সমর্থ। তাই ইনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভগ্রহ বলিয়া অভিহিত। ইঁহার অধীন মানবগণ সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহার বশে মানবগণ পিত্তশ্লেষ্মপ্রধানধাতু হয়; এবং ভগবন্নিয়মে মধুররস শ্লেষ্মনিদান হইলেও, কথঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়াপর হওয়ায়, ও পিত্তের প্রশমনে অনুকূল বলিয়া—এই দ্বন্দ্বপ্রাবল্যে মধুররস হিতকর। তাই শিবদাতা বিধাতার নিয়মে ইঁহার অধীন জাতকের মধুর রস সাতিশয় প্রিয়। পিত্তানুসারে রক্তবাহিনী নাড়ী, হৃদয় ও হস্ত এবং শ্লেষ্মানুসারে ফুস্‌ফুস্, গলনালী এবং দ্বন্দ্বে মেধা—এই সকলের উপর ইঁনি আধিপত্য করেন।

শুক্র—বৃহস্পতির ন্যায় উষ্ণতা ও আর্দ্রতা উভয়বিধ শক্তিরই সঞ্চালন করেন বলিয়া, ইনি একটি শুভগ্রহ, কিন্তু বৃহস্পতির তুলনায় ইনি অধিক পরিমাণে আর্দ্রতাবিধান করেন বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার অধীন মনুষ্যগণ

রজোগুণবিশিষ্ট হয়। ইঁহার বলে মনুষ্যগণ কফপ্রধানধাতু হয়; এবং অম্লরস কফের কথঞ্চিৎ নিঃসারক বলিয়াই, ভগবন্নিয়মে ইঁহার অধীন জাতকগণ অম্লরসপ্রিয় হয়। শুক্র ও মাংসের সহিত শ্লেষ্মার সমগুণার্থক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; তাই ইঁহার আধিপত্য শুক্র মাংস ও যকৃতের উপর।

শনি।—সূর্য্যের উত্তাপ এবং পৃথিবীর বায়ু হইতে সাতিশয় দূরবর্ত্তী বলিয়া, ইঁহা হইতে শীতলতা ও শুষ্কতা উৎপন্ন হইলেও, আনুপাতিক প্রাবল্যবিচারে শৈত্যেরই আধিক্য বলিতে হইবে। শনির প্রাবল্যে জাতক স্থিরস্বভাব ও তমোগুণবিশিষ্ট হয়। মনুষ্যগণ ইঁহার বলাধীন হইয়া, ক্রূর-বায়ু ও কফযুক্ত হয়; কষায় রস বায়ুর উত্তেজক হইলেও, দ্বন্দ্বভাবের কথঞ্চিৎ সাম্যবিধানপর বলিয়া, ভগবন্নিয়মে কষায় রস তাঁহাদের সাতিশয় প্রিয় হয়। কফপ্রাবল্যজন্য, শ্লেষ্মসংক্রান্ত অঙ্গে ও বায়ুরপ্রাবল্যহেতুক দক্ষিণ কর্ণে ও মস্তকের শিরায় এবং দ্বন্দ্বফলে প্লীহা ও মূত্রাশয় প্রভৃতির উপর আধিপত্য করেন।

ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পার্থিব জীবের স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য—সকলই গ্রহগণের পরিচালনের উপর নির্ভর করিতেছে; সুতরাং রোগের কারণীভূত মিথ্যাহারবিহার সকলই আমাদিগকে গ্রহগণের শক্তিতে বাধ্য হইয়া করিতে হয়; আর তাহারই ফলে রোগাদির ভোগে বাধ্য হইতে হয়। অতএব আমাদিগের রোগশোকের ভোগও যে, গ্রহগণের বশে হইতেছে, তাহা স্থির।

শিষ্য। সময়ে সময়ে দেশে কোন একটী ব্যাধি সংক্রামক হইয়া ক্রমশঃ দিগন্তপ্রসৃত হইতে দেখা যায়; সে সময়ে অনেককে রোগে পড়িতে হয়; আবার সেই দেশপ্রসৃত সংক্রামক ব্যাধি কাহারও হয় ত কেশাগ্রস্পর্শও করিতে পারে না। ইহার কারণ কি?

গুরু। ব্যাধিরও পারম্পর্য্য কারণও যে, গ্রহগণের শক্তিপরিচালন, তাহা অভ্রান্ত সত্য। প্রথমতঃ জন্মকালীন গ্রহগণের সাংস্থানিক বল যেমন থাকে, তাঁহাদের প্রবল প্রতাপের সময় সেইরূপ কার্য্য হইয়া থাকে। যেমন পৃথিবীর উপর মঙ্গলের বিরুদ্ধ দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, এবং মঙ্গলের আধিপত্য রক্তের উপর থাকায়, যখন দেশের মধ্যে রক্তদুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রসৃতিবৃদ্ধি হইতে

থাকে, জন্মকালীন যাহাদিগের মঙ্গল বিরুদ্ধ, তাহারা তখন উক্ত ব্যাধির আক্রমণে নিগৃহীত হইবে নিশ্চিতই। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও। তাই দেশে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রসৃতিবৃদ্ধিকালীন সকলেরই তজ্জনিত দুঃখ-যন্ত্রণাদির সমভাবে ভোগ ঘটিতে পারে না। অপরতঃ এতৎসম্বন্ধে অবস্থা-বিশেষে গ্রহবলাবলের সহিত সাধারণ প্রাকৃতিক বলাবলের আনুপাতিক তুলনাও একটী প্রধান বিচার্য্য। যখন আমাদিগের শরীরে যে ধাতুর প্রাবল্য স্বভাবসিদ্ধ, তখন তাহার বিকৃতিতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। যেমন—

সৌর সংস্থান লইয়াই আমাদিগের ঋতুভেদ; সূর্য্য যখন কর্কটভোগ করেন, তখন শ্রাবণের ধারা ঝরিবে নিশ্চিতই; আর কন্যাশ্রয় করিলে, শরতের উদয়ে জগৎ হাসিবে; এবং তাঁহার মীনসম্ভোগকালে জগৎ বাসন্তিকী সজ্জায় সাজিবে স্থির;—আবার ঋতুর সহিত মানব শরীরে ধাতুবলের ইতরবিশেষ নিরন্তরই ঘটিতেছে। বর্ষায় বায়ুপ্রকোপ, শরতে পিত্তপ্রকোপ, ও বসন্তে শ্লেষ্মপ্রকোপ, ভগবন্নিয়মে যে, হইযাই থাকে, প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ আর্য্য ভিষগ্‌গণ স্বগ্রন্থে তাহা প্রকটিত করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন, প্রাতে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে পিত্ত ও অপরাহ্নে বায়ু প্রবল হইয়া উঠে; সেই রূপ আবার আয়ুর প্রাক্‌কালে—বাল্যে শ্লেষ্মা, মধ্যাহ্নে বা যৌবনে পিত্ত ও অপরাহ্নে বায়ু স্বতই প্রবল হইয়া থাকে। ইহাও যে ঐ গ্রহপরিচালনের বশে নিশ্চিতই, তাহা গ্রহগণের বলাবলের পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। শাস্ত্রে কথিত আছে, শিশিরাদি ঋতু সকলে যথাক্রমে শনি, শুক্র, মঙ্গল, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি প্রবল হয়; এবং মেষরাশি সূর্য্যের তুঙ্গগৃহ হওয়ায়, গ্রীষ্মে সূর্য্যও সাতিশয় বলবান্ থাকেন। ইহাদিগের শক্তিবিচার করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে,—শিশিরে শনির আর্দ্রতাহেতুক শ্লেষ্মা প্রবল ও উষ্ণতার জন্য রসশোষ হওয়ায়, বায়ু ক্রূরভাবাপন্ন হয়; বসন্তে শুক্র প্রবল হওয়ায়, শুক্রের আর্দ্রতাগুণে শ্লেষ্মপ্রাবল্য ঘটে, গ্রীষ্মে মঙ্গল ও রবি প্রবল থাকায়, পিত্তপ্রাবল্য হয়; বর্ষায় চন্দ্র প্রবল থাকায়, তাঁহার স্নিগ্ধতাগুণে কফসঞ্চয় হওয়ায়, বায়ু অবরুদ্ধ ও প্রকুপ্ত হয়। শরৎকালে বুধ প্রবল থাকায়, বাতাদি ত্রিদোষ উদ্দীপনে সামর্থ্য থাকিলেও, সূর্য্যের সন্নিকৃষ্টতাহেতুক তাহার অনুবলে পিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকেন। হেমন্তে বৃহস্পতি প্রবল থাকায়, তাঁহার

আর্দ্রতাহেতুক কফসঞ্চয়, ও উষ্ণতাহেতুক তাহার অবিকাশ ঘটাইয়া থাকেন। বর্ষের ন্যায় গ্রহবলাবল প্রতিক্ষণ প্রতিদিনই কার্য্য করিতেছে। আবার আয়ুষ্কালমধ্যেও গ্রহগণের সাধারণ অধিকারের কালভেদ আছে।

আয়ুষ্কালের প্রথম চারি বৎসরের অধিপতি হইতেছেন, চন্দ্র; চন্দ্র আর্দ্রতাবিধান করেন বলিয়া, ঐ সময় শিশুদিগের শরীরে শ্লেষ্মপ্রাবল্য থাকে। আর শ্লেষ্মা জীবের বলাধার বলিয়াই, ইহার অপর নাম বলাস। অপিচ বাল্যেই জীবশরীরের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ ঘটে বলিয়াই, উহা বলসঞ্চয়ের যথার্থ সময়। তাই শ্লেষ্মজনক জলীয় পদার্থ—স্তন্য—ঐ সময় প্রধান শরীরপোষক।

তাহার পর দশবর্ষ বুধের আধিপত্য; বুধ বাত পিত্ত কফের সাম্য-বিধায়ক বলিয়া, ঐ সময় পূর্ব্ব সঞ্চিতের যথাসমাবেশে ক্রমবিকাশের সূত্র-পাত হইতে থাকে। তাই এই সময় স্বভাবের চাঞ্চল্য, বাক্যবিন্যাসে পটুতা, ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ, সুতরাং মনের গঠন হয়। তাই এই সময় বাক্যকথন হইতে যাবতীয় শিক্ষায় ও তদনুকূল ক্রীড়াদিতে সকলেরই প্রবৃত্তি থাকে।

তাহার পর ৮ বৎসর শুক্রের আধিপত্য; এই সময়ে লোক যৌবন-সীমায় পদার্পণ করে। শুক্র রজোগুণের উদ্দীপক বলিয়া, লোকে বাক্‌পটু, রসজ্ঞ, বিলাসী, আমোদরত হয়; ও শুক্রের পরিপাকহেতুক স্ত্রীসঙ্গপ্রিয় ও কার্য্যতঃ পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকে।

তাহার পর ১৯ বৎসর রবির অধিকার। এই সময় লোকে জাগতিক কার্য্যে সংসক্ত থাকিয়া, যশঃ, কীর্ত্তি, মান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি প্রভৃতির লাভার্থ ব্যগ্র হয়। সূর্য্য পিত্তপ্রাবল্য করেন বলিয়া, এই সময় জীবমাত্রেরই পিত্তধাতু প্রবল থাকে।

তাহার পর ১৫ বৎসরের অধিকারী মঙ্গল। এই সময়ে সকলেরই আসক্তিবৃদ্ধিহেতুক মনোবৃত্তির সঙ্কোচ—হৃদয়ের কাঠিন্য জন্মায়। সকলকেই অহংত্ব মমত্বের বৃদ্ধিহেতু সাংসারিকী চিন্তায় মগ্ন হইতে হয়। এই সময়ও মঙ্গলের বলে পিত্তপ্রাবল্য অত্যন্তই থাকে।

তাহার পর ১২ বৎসরের অধিপতি বৃহস্পতি। বৃহস্পতি সত্ত্বগুণোদ্দীপক বলিয়া, এই সময়ে মনুষ্যগণ স্থিরবুদ্ধি, গম্ভীর ও ধর্ম্মাসক্তচিত্ত হয়। বৃহস্পতির

আর্দ্রতাগুণে এসময় কফসঞ্চয় ও উষ্ণতাগুণে তাহার অসম্যক্ স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া থাকে।

তৎপরে শেষপর্য্যন্ত শনির অধিকার। এই সময়ে শনির আর্দ্রতাগুণের আধিক্যহেতু পূর্ব্বসঞ্চিত শ্লেষ্মার বিকাশ হইলেও, উষ্ণতার জন্য, রসশোষ ঘটায়, শারীরিক অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি পায়—এবং তজ্জন্যই দেহ শীর্ণ, দন্ত গলিত ও মাংস লোল হয়; ক্রমে শারীরিক ও মানসিক বলের হ্রাস হয়, এবং শেষে কালকবলিত হইতে হয়। কালকে যে, আর্য্যঋষিগণ সূর্য্যপুত্র বলিয়া বর্ণন করেন, ও শনিকে ছায়াগর্ভসম্ভূত সূর্য্যনন্দন বলিয়া অভিহিত করেন; তাহাতে একটী রূপক নিহিত আছে; সে রহস্যের উদ্ভেদ বোধ হয়, এই আভাসের আলোচনায় হইতে পারে; ইহা চিন্তায় অনেকের হৃদয়েও বিকাশ পাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাহার জন্মগ্রহণকালে গ্রহগণ যেরূপ বলশালী থাকেন, তাঁহাদের প্রবলাধিকারে তাহার প্রতি সেইরূপ ফলের বিধান করেন। আর কোন গ্রহ জাগতিক মানবগণের প্রতি কিরূপ শক্তি-প্রয়োগে কিরূপ কার্য্যে বাধ্য করেন, তাহাও বিবৃত হইল। এই দুইটী বিষয়ের বিশিষ্টরূপ পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই প্রতীত হইবে, পৃথিবীস্থ যাবতীয় শরীরির সকল ব্যাপারের সহিত গ্রহগণের বলাবলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, একের অধিকারে কাহারও নির্য্যাতন, কাহারও বা সন্তর্পণ নিত্য হইতেছে।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট এই পর্য্যন্ত যে সকল উপদেশ পাইলাম, সে সমস্তই অন্তরীক্ষচারী গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তির বশে পার্থিব জীবের ফলাফল; আর তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, গণিতসাহায্যে গ্রহসংস্থান-নির্ণয় করিতে হয়। করতলগত লক্ষণচিহ্নাদির সংস্থানানুসারে তাহার নির্ণয় করা যায় কি না?

গুরু। অন্তরীক্ষে যেমন গ্রহগণ নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন, মানবগণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গেও অমনই তাহাদের সংস্থানাদির বলাবলসূচক চিহ্নাদিও প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ করতলের বিশিষ্টরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। করতলেও গ্রহাদির স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অন্তরীক্ষের গ্রহগণ যেরূপ তুঙ্গী, মধ্যবল ও হীনবল হয়, সেইরূপ আবার

সেই সকল স্থানের অত্যুচ্চতা, উচ্চতা ও নিম্নতা দেখা যায়; এতৎসম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আভাস, অনুশীলনযোগে বিকাশ না পাইলে, তৎসংক্রান্ত বিচার সহজবোধ্য নহে। এস্থলে তদনুসারে গ্রহস্থানের বলাবলানুসারে ফলাফল বিবৃত করা যাইতেছে।

রবিস্থান—অনামিকার নিম্নে; (চিত্র—১, চিহ্ন—৩)। হস্তে এই স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে, সূর্য্যের স্বাভাবিক ফললাভই ঘটে; সূর্য্য যেরূপ জগতে একমাত্র আলোকদাতা, হস্তে রবিস্থান প্রবল হইলে, সেইরূপ জাতক দীপ্তি-লাভে সমর্থ হয়; গ্রহমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যই যেরূপ আত্মস্বরূপ—একমাত্র পরি-চালক, রবি প্রবল হইলে, জাতক সেইরূপ অনেকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ হয়; ফলতঃ তাহার আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্র প্রভৃতি লাভ, পদবৃদ্ধি ও উন্নতি হয়। কার্য্যতঃ এরূপ জাতক আবিষ্কারক, অনুকরণরত, নব-নবতত্ত্বের উদ্ভাবক, সুবক্তা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুসজ্জিত ও অলঙ্কারভূষিত প্রতিমার পূজক হয়, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে গুণবিচারের সহিত ভক্তি করে;—আরও কাল্পনিক প্রেমে অনুরক্ত না হইয়া, স্থিরপ্রেমে অনুরক্ত হয়।—এই রবিস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক অর্থলোলুপ, অমিতব্যয়ী, বিলাসী, অসূয়াপর ও কুতূহলী হয়; এবং হঠাৎ লঘুতা চপলতা গর্ব্ব ও রোষ প্রকাশ করে; আরও কূটতর্ক করিতে অত্যন্ত ভালবাসে।—আর এই স্থান নিম্ন হইলে, জাতক অলস হয় ও জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত থাকে। ইহাতে বোধ হয়, পার্থিব উন্নতিসাধনের জন্যই সূর্য্য যেমন সৌর জগতের কেন্দ্রে থাকিয়া সকলকে আলোক দান করিতেছেন, করতলস্থ রবিস্থানের সমোচ্চতাও সেইরূপ জাতকের জ্ঞানালোকের উদ্দীপন করিতেছে।

চন্দ্রস্থান—মণিবন্ধের উপরি হইতে হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; (চিত্র—১, চিহ্ন—৬)। এইস্থান স্বাভাবিক উন্নত হইলে, জাতকে চন্দ্রের স্বাভাবিক গুণ বিকাশ পায়। অর্থাৎ চন্দ্র শরীর ও ষড়্‌রিপুর উপর কার্য্য করেন বলিয়া, জাতককে সর্ব্বদাই আত্মতত্ত্বানুসন্ধান এবং সঙ্গীতবিদ্যার উন্নতিসাধন করিবার জন্য ব্যগ্র এবং চিন্তাযুক্ত, বিষণ্ণ, বৃথাকল্পনাপ্রিয় অথচ পবিত্রতা-রক্ষায় উৎসুক হইতে হয়। এইরূপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্ত্বজ্ঞান-বিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত হয়;—আরও একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে করিতে ইন্দ্রিয়

সংযত হওয়ায়, ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্নে দেখিতে পায় এবং মানসিক চাঞ্চল্যের জন্য ভ্রমণ—বিশেষতঃ জলভ্রমণ করিতে অত্যন্ত ভালবাসে। ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদানুভব করে। এই জাতক এতই কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প ও সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে। ইহার বিবাহাদিও বিস্ময়কর।—আবার চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতকের আভ্যন্তরিকী নাড়ীর রোগ জন্মায়। বোধ হয়, ইহার কারণ আর বলিতে হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চন্দ্র শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর—আর তাহার জন্যই লোকের কোষবৃদ্ধি শ্লীপদ প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে।—চন্দ্রস্থানের উপরিভাগ অত্যুচ্চ হইলে, জাতক শ্লেষ্মাজনিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ক্রমবিকারে—বাত পিত্ত কফ—তিন দোষেরই প্রকোপে কষ্ট পায়।—আবার অত্যুচ্চ চন্দ্রস্থান বিস্তৃত হইয়া, মণিবন্ধের নিকট কোণাকৃতি হইলে, জাতক চিন্তাযুক্ত ও ত্যাগস্বীকারে সমর্থ হয়।—চন্দ্রস্থান নিম্ন হইলে, জাতক চিন্তা করিতে বা মনের স্থিরতা রাখিতে অশক্ত হয়।

মঙ্গলস্থান—হস্তের দুই পার্শ্বে—চন্দ্রস্থানের উপরে ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর সংলগ্ন-স্থানের উপরে ; (চিত্র—১, চিহ্ন—৫।৮)। প্রথমোক্ত মঙ্গলস্থান উন্নত হইলে, জাতক ধীরপ্রকৃতি ঈশ্বরনির্ভরে সমর্থ, ও অন্যায় কার্য্যে বিরত হয় ; আর দ্বিতীয়োক্তস্থান উন্নত হইলে, জাতক প্রত্যুৎপন্নমতি ও সমর্য্যাদ হয় ; এবং উভয়স্থান সমোচ্চ হইলে, জাতক উগ্রস্বভাব, অবিচারী, নিষ্ঠুর, শোণিতলোলুপ, কামাতুর ও অতিশয়বাদী হয়।—এই সকল ব্যাপারেও পূর্ব্বকথিত মঙ্গলের গুণের সহিত সামঞ্জস্য আছে।—মঙ্গল দ্বারা যে, ভূমি সম্পত্তি সূচিত হয়, কথিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থানের উচ্চতাদ্বারা স্থির করিতে পারা যায়।—আবার এই মঙ্গলের উভয়স্থান নিম্ন হইলে, জাতক ভীরু ও বালস্বভাব হয় এবং তাঁহার ভূমিসম্পত্তির নাশও অবশ্যম্ভাবী।—অত্যুচ্চ হইলে, স্থাবর সম্পত্তির বৃদ্ধি ও অধিকারিত্ব বুঝায়।

বুধস্থান—মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রের উপর ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্নে অবস্থিত ; (চিত্র—১, চিহ্ন—৪)। এই স্থান সমোচ্চ হইলে, জাতক বুধের স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হয় ;—অর্থাৎ বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির যথারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ হয় ; সুতরাং জাতক শাস্ত্রজ্ঞ,

বুদ্ধিমান্‌, সাহসী, বাগ্মী, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, নববিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল, ভ্রমণকারী, গুহ্যধর্ম্মানুসন্ধায়ী হয়; এবং কার্য্যতঃ বালপ্রকৃতি হইয়া থাকে।— বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক রসিকতাপ্রিয়, কপট ও মূর্খ হয়;—নিম্ন হইলে, জাতক উদ্যমরহিত ও মূর্খ হয়।

বৃহস্পতিস্থান—তর্জ্জনীর নিম্নে; (চিত্র—১, চিহ্ন—১)। ইহা স্বাভাবিক উন্নত হইলে, বৃহস্পতির স্বাভাবিক গুণ জাতকে সংক্রমিত হয়; অর্থাৎ— জাতক তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধর্ম্মোন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ও কল্পনানিরত হয়; আর অত্যুচ্চ হইলে, জাতক অহঙ্কারী, সাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপনেচ্ছু, আত্মশ্লাঘাপ্রিয় ও অশাস্ত্রীয় উপাসনাকারী হয়।—নিম্ন হইলে, জাতক অধার্ম্মিক, স্বার্থপর, অলস, সম্ভ্রমহীন ও নীচপ্রবৃত্তি হয়।

শুক্রস্থান—বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলদেশে—তৃতীয় পর্ব্বে; (চিত্র—১, চিহ্ন—৭)। এই স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শুক্রের স্বাভাবিক গুণবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ সুখ, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কবিতা, সঙ্গীত, স্ত্রীসাহচর্য্য লাভ করে; তাই সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্যগীতের মাধুর্য্য, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতা, প্রভৃতিতে আকৃষ্ট হয়, ও তৎতৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে ভালবাসে। স্ত্রী-জাতির প্রতি শিষ্টাচারপ্রয়োগ ও সর্ব্বদা অপরের সন্তোষবিধান করিয়া, নিজে প্রশংসিত হইতে অভিলাষী হয়। ভূতত্ত্বে ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে, চিত্রবিদ্যা কবিত্ব সঙ্গীতসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে, স্বভাবতঃ সমর্থ হয়। কার্য্যতঃ প্রায়ই সদালাপী, আমোদপ্রিয় ও কলহবিবাদে অনিচ্ছুক হইয়া, স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাকে; অথচ অন্যান্য গ্রহের কুফলে প্রায়ই ভুগিতে হয় না। এই স্থান অত্যুচ্চ হইলে, জাতক লম্পট, নির্লজ্জ, ব্যভিচারী, চঞ্চল, বৃথাগর্ব্বিত ও অলীক প্রেমালাপে রত হয়; এবং নিম্ন হইলে, জাতক অলস, শিল্পবিদ্যায় অপারগ, বৃত্তিহীন ও স্বার্থপর হয়।

শনিস্থান—মধ্যমার নিম্নে; (চিত্র—১, চিহ্ন—২)। এই স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জ্জনবাসী, ভীরু, বলবান্‌ ও কৃষিরত হয়;— এ সকলও শনির স্বাভাবিক গুণানুসারী,—চিন্তাশক্তি, রাজ্য, দাস, দাসী,

বাহন, প্রভৃতির সংস্থানের সহিত সকলেরই সবিশেষ সামঞ্জস্য আছে।—শনিস্থান নিম্ন হইলে, জাতক দুর্ভাগ্য, নীচপ্রবৃত্তি, নিরামিষভোজী হয়; প্রায়ই আত্মহত্যার জন্য চেষ্টা করে। অত্যুচ্চ হইলে, মৌনাবলম্বী, বিষণ্ণ, পীড়িত, নিভৃতবাসপ্রিয়, অনুতাপরত, বিরাগী হয়;—তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ প্রকৃতির সহিত মরণেচ্ছা সর্ব্বদাই জড়িত থাকে;—যেরূপ আসন্ন বিপৎকালে দুশ্চিন্তা চিরসহচরীর ন্যায় লোকের সঙ্গত্যাগ করে না—তাহার আত্মহত্যাবাসনাও তদ্রূপ তাহার নিত্য সঙ্গিনী হইয়া থাকে। এই আত্মজিঘাংসুর মন সংসার দোলায় দোদুল্যমান বা বিচলিত হওয়ায়, নানারূপ উপায়াদির চিন্তা করিতে থাকে; এবং তজ্জন্য অনেক সময় গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। কিন্তু উভয় হস্তে অত্যুচ্চ হইলে, আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই সকল গ্রহস্থানজনিত ফলাফল অনুসারে কর্ম্মাকর্ম্মের যে, ব্যবস্থা ঐশ্বরিক নিয়মে ঘটে, তাহারই বা কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা পায়?

গুরু। গ্রহগণের উচ্চতা নীচতা লইয়া, মানবগণের সাংসারিক যাবতীয় স্থূলভাবের বিচার করিতে পারা যায়;—এমন কি ইহা দ্বারা কোন ব্যক্তি কিরূপ কার্য্যে কি প্রকার সমর্থ, তাহারও নির্ণয় করিতে পারা যায়; এ স্থলে তৎসম্বন্ধে কয়েকটী তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আভাস বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ করিলেই বুঝিতে পারিবে।

যে জাতকের করতলে বুধের স্থান অন্যান্য গ্রহস্থান অপেক্ষা অল্প উচ্চ, সে সামান্য ব্যবসায়ী, কেরাণী, শিক্ষক বা অর্থব্যবসায়ী হইয়া, তাহার উপজীবিকানির্ব্বাহে বাধ্য; আর বুধের স্থানের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক আচার্য্যের ব্যবসায়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে; বুধ শনির সহিত বৃহস্পতির স্থান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নট ও নাট্যব্যবসায়ে ধনবান্ হইয়া, সুখে জীবিকার্জ্জন করে। করতলে বুধের ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মদ্য, সুগন্ধি ঔষধাদি এবং প্রস্তুত পোষাক প্রভৃতির ব্যবসায় দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করে। করতলে বুধের, শুক্রের ও শনির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষবিদ্যার ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। করতলে বুধ, শুক্র, শনি ও বৃহস্পতি—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চভাবে যাজনক্রিয়া দ্বারা সংসারযাত্রা-

নির্ব্বাহ করে। শুক্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক গৈরিক-বসন, জটা ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া, গুরু সাজিয়া, ধর্ম্মব্যবসায়ে রত থাকে; পরন্তু স্ত্রীশিষ্যাদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ধনী হয়। শুক্র, চন্দ্র ও মঙ্গল—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয়; আর এইরূপ ব্যবসায়ে সবিশেষ ধনী হয়। বুধ, শুক্র, শনি, চন্দ্র ও মঙ্গল—এই গ্রহপঞ্চকস্থান উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চপদস্থ নাবিক হয়, কিন্তু, বুধ, শুক্র, শনি ও মঙ্গল—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সামান্য উচ্চ হইলে, জাতকগণ কর্ম্মকার, কৃষক, ভাস্কর, প্রস্তরক্ষোদক, সূত্রধর, কয়লার খনির খনক, ভারবাহক, পশুহত্যাকারী কসাই, নাপিত ও পাচক প্রভৃতির কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্ব স্ব জীবিকানির্ব্বাহ করে। বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ হইলে, জাতক গায়ক, নর্ত্তক, পদ্যরচক, ও চিত্রাঙ্কনকারী, চিত্রবিদ্যা-পারগ হয় এবং এই সকল বিদ্যাদ্বারা উপজীবিকানির্ব্বাহ করে। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি—এই গ্রহত্রয়ের স্থান করতলে উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিচারক হয় নিশ্চিতই; উক্ত বিচার-কার্য্যে স্বীয় জীবিকানির্ব্বাহের সঙ্গে সঙ্গে ধনবান্‌ও হয়। বুধের ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে অস্ত্রপ্রয়োগবিদ্যায় নিপুণ হইয়া তদ্দ্বারা স্বীয় জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়। করতলে বুধের ও শনির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। আর করতলে বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও মঙ্গল—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদির ব্যবসায়ই উপ-জীবিকার বিষয়ীভূত হয়। করতলে বুধ, চন্দ্র ও রবি—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল, ও ভৌতিকী ক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। গ্রহস্থানের বলাবলানুসারে ইহার ফলেরও ন্যূনাধিক্য বা তারতম্য হয়।

শিষ্য। প্রভো, ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় চিরকাল সমান চলে না—কখনও লাভ কখনও ক্ষতি প্রায়ই ত ঘটিয়াই থাকে; আরও জীবনযাত্রার সহিত কত যে, শোক, তাপ, ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ, তাঁহারও অপলাপ করিবার সুযোগ নাই। সুতরাং সেই সকলের সময়নির্ণয়ের সহিত ফলাফলনির্দ্দেশের কার্য্যকারণবিভেদের একমাত্র সূক্ষ্মতত্ত্ব জানিবার উপায় কি?

গুরু। বৎস, জন্মকালীন গ্রহগণের স্থিতি অনুসারে দ্বাদশ রাশির দ্বাদশভাবের বিচার করিয়া, যেমন জাতকের জীবনের যাবতীয় কার্য্যাকার্য্যের কল্পনা করিতে পারা যায়; এবং দ্বাদশরাশির মধ্যে কোন রাশির কোন নক্ষত্রের ভুক্তি অনুসারে যেমন গ্রহগণের ভোগ্য দশার নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাদিগের ভাবফলের অন্বয়ে সাময়িক অন্যান্য ফলাফলনির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ করতলের কয়েকটী রেখা আশ্রয় করিয়া, সকল ফলাফলেরই নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এক্ষণে সেই সকল রেখাদির বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আয়ুর্ব্বিচারই সকলের প্রথম প্রয়োজনীয়; কেন না, জীবনের সুখ, দুঃখ, বিপৎ, আপৎ—সমস্তই আয়ুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ—আয়ুর অভাবে উহাদের স্থিতিই অসম্ভব!—আমাদিগের শুক্রশোণিতের পরিণতি এই দেহের স্থিতির সহিত আয়ুর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ বলিয়া, শুক্রের অধিপতি শুক্র, ও শোণিতের অধিপতি মঙ্গল,—এই দুই স্থানের বেষ্টনকারিনী রেখা,—যাহা বৃহস্পতির নিম্ন, হইতে মণিবন্ধাভিমুখে প্রসৃতা—তাহাই আয়ুরেখা; (চিত্র—১, চিহ্ন—ক-ক)। বৃহস্পতির গুণে ধর্ম্মাদি হৃদ্‌গত ভাবের বিকাশে বিকশিত হয়; শনির গুণে চিন্তাহেতুক মৌনাদি সম্ভবপর; সে গুণও হৃদ্‌গত ভাবের অন্তর্ভুক্ত; রবির গুণে মহানুভবতাপ্রভৃতিও হৃদয়ের ব্যাপার; বুধের গুণে বাক্যে হৃদ্‌গত ভাবের প্রকাশ করিবার শক্তি হয় বলিয়া, এই গ্রহচতুষ্টয়ের নিম্নগা পার্শ্ববিহারিনী রেখা হৃদয়রেখা; (চিত্র—১, চিহ্ন—গ-গ)। চন্দ্র ও মঙ্গল চিন্তাশক্তির উদ্দীপনায় সমর্থ বলিয়া, তৎতৎস্থানচারিনী রেখা শিরোরেখা বলিয়া অভিহিত; (চিত্র—১, চিহ্ন—খ-খ)। শনি ভাগ্যের বা ভোগের যে, চরমবিধান করেন, তাহা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছি; এক্ষণে সেই শনিরেখা বা ভাগ্যরেখার নির্দ্দেশকরা এইরূপেই সঙ্গত যে, যে রেখা আয়ুরেখা, মণিবন্ধস্থ বলয় (চিত্র—১, চিহ্ন—ট-ট) বা মঙ্গলক্ষেত্র হইতে উঠিয়া শনিস্থানে যায়, তাহাই ভাগ্যরেখা; (চিত্র—১, চিহ্ন—ঘ-ঘ)। রবিস্থানে দণ্ডায়মান যে রেখা, তাহার নাম রবিরেখা বা গৌরবসূচিকা রেখা; (চিত্র—১, চিহ্ন—ঙ-ঙ)। আয়ুরেখার পার্শ্ব বা মণিবন্ধের সন্নিকট হইতে যে রেখা বুধস্থানপর্য্যন্ত প্রসৃতা, তাহা স্বাস্থ্যরেখা; (চিত্র—১, চিহ্ন—ছ-ছ)।

এবং তৎপার্শ্বে যে সমান্তরভাবে অপর একটী রেখা থাকে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা কহে; (চিত্র—১, চিহ্ন—ঝ-ঝ)। হৃদয়রেখার উপরে বৃহস্পতিস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত ঈষদ্বক্রভাবাপন্না রেখাকে শুক্রবন্ধনী কহে; (চিত্র—১, চিহ্ন—ঠ-ঠ)। যে রূপ অন্তরীক্ষচারী সূর্য্যের কিরণ ঊর্দ্ধ হইতে আসিয়া পার্থিব জীবের আনন্দবিধান করে, সেইরূপ এই সকল রেখার ঊর্দ্ধমুখী শাখা-রেখাই জ্ঞানালোকে সুখসংবিধানে সমর্থ বলিয়া, শুভফলপ্রদ; আর অধোমুখ মৃদ্‌গত গর্ত্ত বা কূপ যেমন স্বতই অন্ধকারময় ও অসুখবিধানপর, অধোমুখী শাখা-রেখামাত্রে তেমনই অজ্ঞানবিধানে অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে।—তবে তাহাদিগের সময়নির্দ্দেশ করিতে হইলে, মূলরেখা-সংস্পৃষ্ট স্থানই বর্ষের সূচনা করিয়া দেয়।—যেমন আয়ুরেখার যে অংশটুকু বৃহস্পতিরস্থানের নিম্নে,—অর্থাৎ তর্জ্জনীর সমসূত্রপাতে কর্ত্তিত, তাহাই ৩০ বৎসরের সূচক; আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে এই প্রথম অংশ সমান ৩০ ভাগে বিভক্ত হইলে, তাহার এক একটী অংশ এক এক বৎসরের সূচক; ঐরূপ আয়ুরেখার শেষের সমাংশ ৭১ হইতে ১০০ বৎসর—এই ৩০ বৎসরের সূচক ইহারও ৩০ ভাগের ১ ভাগ এক এক বর্ষের নির্দ্দেশ করে। আয়ুরেখার মধ্যস্থল ৪০ বৎসরের সূচক। ইহাকে সমান ৪০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচক। কিন্তু ভাগ্যরেখার বিভাগ ভিন্নরূপ;—প্রারম্ভ হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত অংশ ৩৫ বৎসর—সুতরাং এই অংশ সম ৩৫ ভাগে বিভক্ত হইলে, তাহার এক এক বিভাগ এক এক বর্ষের সূচক। পরে শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যস্থ অংশ ৩৫ হইতে ৫৫ এই ২০ বৎসরের সূচক; ইহাকে সমান ২০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করে; অবশিষ্টাংশ শেষের ৪৫ বর্ষের সূচক, তাহাকেও সমান ৪৫ ভাগে বিভক্ত করিলেই তাহার এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করে। (চিত্র—১ ক-ক ও ঘ-ঘ।) অন্যান্য রেখা বয়োবিভাগ করিতে হইলে, প্রত্যেক অঙ্গুলীর নিম্নে ৩০ বৎসর করিয়া ধরিতে হয়; অথবা আয়ুরেখা কিংবা ভাগ্যরেখার সহিত আনুপাতিক বিভাগে বয়োবিভাগ বুঝিতে হয়। ক্রমানুশীলনে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করিলে, এই স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্মভাবপরিদর্শন করিয়া, মানবজীবনের সকল কথাই বলিতে পারা যায়।

শিষ্য। ভগবানের নীতির বশে যদি এইরূপ বিবিধ কর্ম্ম সমাহিত হইতেছে, তবে কেহ কেন পরিশ্রমে মস্তকের ঘর্ম্ম পদে পাতিত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে, কেহ কেন বা অক্লেশে অলসভাবে বসিয়া থাকিয়া বিবিধ রঙ্গরসে বিভোর হইয়া, সময়াতিপাত করিতেছে?—ইহারও মধ্যে কি কোন সদুদ্দেশ্য আছে?

গুরু। ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বরের যে, এক সুমহান্ উদ্দেশ্য নিহিত আছে, তাহা অতীব সুবোধ্য উদাহরণযোগে তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছি।

যেমন কোন স্রোতস্বিনীর তরঙ্গমালায় চঞ্চল নীরে কতকগুলি কাষ্ঠ নিক্ষিপ্ত হইল; তাহারা ভাসিবে বটে, কিন্তু কেহই চিরসংহত বা ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ থাকিবে না; তাহারা বীচিমালার প্রবল তাড়নে একবার সন্নিকৃষ্ট আবার ব্যবচ্ছিন্ন হইবে নিশ্চিতই! আবার ঐরূপ কাষ্ঠের এক দিকে কোন ভার অর্পিত হইলে, সেই দিক্ জলমধ্যে নিমজ্জিতও হইবে। কিন্তু সেই সকল কাষ্ঠ তক্ষণ করিয়া, বিস্তৃত ফলক ও বক্র প্রস্থ-কাষ্ঠ (ডাঁশা) প্রস্তুত করত, কতিপয় লৌহকীলক (পেরেক) দিয়া সম্বদ্ধ করিলে, তাহা একটী নৌকায় পরিণত হইবে; তখন সে জলে ভাসমান থাকিয়া, আপনার অপেক্ষা বহুগুণ-ভারসম্পন্ন দ্রব্যের সমাবেশে ভাসিতে সমর্থ হইবে। সেইরূপ জগৎপাতা জগদীশ্বর সময়-তরঙ্গে এই বিশ্বস্থ সকল জীবকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, বিবিধ কর্ম্মের শিক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়া, তক্ষণ করিতেছেন; পরে, কাহাকেও স্থূল প্রস্থ-কাষ্ঠ, কাহাকেও কাষ্ঠফলক করিতেছেন। আবার তাহারা ঐশ্বরিক নিয়মের বশে অনুক্ষণই আসঙ্গলিপ্সু হইয়া, একত্র বসবাস করিতে রত হইতেছে। এইরূপ ব্যাপারবশেই সমবেত মানবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রবলপ্রতাপ, তাঁহারা সমাজগঠন করিতে কতিপয় নীতির ব্যবস্থাপন করিতেছেন। তাহাই সমাজ-নৌকার লৌহকীলক!—ইহার মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনে একের অভাব অন্যের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। তাহা না হইলে, হয় ত, প্রত্যেককে স্ব স্ব অভাবের পূরণজন্য, সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইত। ইহাতে তন্তুবায়ের বস্ত্র, তৈলীর তৈল, কৃষির শস্য প্রভৃতির পারস্পরিক বিনিময়ে কাহারই অভাব হইতেছে না। অনন্তকৌশল ভগবানের সৃষ্টিকৌশলের মাহাত্ম্য এইরূপ ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণেই উপলব্ধ হয়!

তৃতীয় অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো, মনুষ্যকে অন্ধ ও খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ, ভিক্ষাদ্বারা উদরপোষণ ও জীবনযাপন করিতে হয় কেন ?

গুরু। দয়াময় জগদীশ্বর মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারা উন্নতি-সাধনের প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্ম্মসমূহ গ্রহগণের অধীন করিয়াও দিয়াছেন। মনুষ্যের জন্মসময়ে গ্রহগণ যেরূপ বলে বলীয়ান্ থাকিবে, সেইরূপ শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, বল, ধর্ম্ম, কর্ম্ম অর্থ প্রভৃতির সম্ভোগ করিতে পারিবে। সেই কারণে অনেক মনুষ্যকেই সময়ে সময়ে অন্ধ খঞ্জ হইয়া, জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গ্রহগণ ঐশ্বরিক নিয়মে কখন সবল, কখন দুর্ব্বল হইয়া, ঐশ্বরিক কর্ম্মের সমাধান করিতেছে। উহারা যখন দুর্ব্বলভাবে থাকে, সেই সময়ে যে মনুষ্যের জন্ম হইবে, সেই ব্যক্তি নানাবিধ কষ্টে দিন অতিবাহিত করিবে; আর কষ্টভোগ করিয়া তাহাকে জীবনযাপন করিতে হইবে। এরূপ কষ্ট কেবল শরীরের উপর হইবে, কিন্তু তাহাতে আত্মার কোন রূপ দুর্ব্বলতা জন্মাইবে না। মনুষ্যগণ গ্রহগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া, সময়ে সময়ে সুখ দুঃখ আধি ব্যাধি ইত্যাদির ক্রমাবির্ভাবে নিয়তই বিচলিত হয়; তজ্জন্য প্রপীড়িত হইতে হইলেও, সেই সাময়িক পরিবর্ত্তনদ্বারা মনুষ্যগণ সবিশেষ শুভফল-লাভ করিতে সমর্থ হয়। যথা—

কোন একটী মনুষ্যের জন্মকালে গ্রহগণ কেন্দ্রস্থ থাকায়, দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেও, বিদ্যার্জ্জনে সমর্থ হইয়া, যৌবনকালে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা শেষে সৌভাগ্যশালী হইতে পারে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা, সামুদ্রিক শাস্ত্রের সূক্ষ্ম উপদেশে ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বুঝাইয়া দিই।

শিষ্য। মহাশয়, আপনার উপদেশ শ্রবণে জ্ঞানের পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু সামুদ্রিকসংক্রান্ত সূক্ষ্ম উপদেশ শ্রবণ করিবার অগ্রে আমার আর কতিপয় প্রশ্নের উত্তর আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা

করি ;—আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, মনুষ্যকে প্রলোভনে পড়িতে হয় কেন ?

গুরু। বৎস, ঈশ্বর অনন্ত সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য, এই নানাপ্রকার-স্বভাবসম্পন্ন ও বিবিধপ্রবৃত্তিযুক্ত মনুষ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন ; আর, ঐ সকল প্রবৃত্তির বা স্বভাবের চালনা করিবার জন্য, নানাপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট মনুষ্যেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন যে সকল ব্যক্তি বলবান্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের বলপ্রকাশের জন্য, দুর্ব্বলেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ধনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ধনগৌরব-প্রকাশের জন্য, দরিদ্রলোকের সৃষ্টি করিয়াছেন,—অর্থাৎ ধনিগণ বিলাস-সাধনের সঞ্চয়জন্য, যে সকল অর্থব্যয় করেন, তাহাতে দেশীয় তন্তুবায়, কারুকর প্রভৃতি শিল্পিগণের পোষণ করিতে বাধ্য হন ; এমন কি স্বীয় প্রাণযাত্রানির্ব্বাহের জন্য, প্রত্যহ শস্যাদির ক্রয়হেতুক যে অর্থব্যয় করেন, তাহাতে অনেক ব্যবসায়ীরও—পরম্পরাসম্বন্ধে কৃষকদিগেরও প্রতিপালনে রত থাকেন। আবার কামুকের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগের কামচরিতার্থ-কারিণী কুলটা রমণীরও সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও জ্ঞানার্থীর সৃষ্টি করিয়া তাহার জ্ঞানপিপাসার প্রশমনজন্য, জ্ঞানের সাগর অভ্রান্তবুদ্ধি গুরুর সৃষ্টি করিয়াছেন। আবার ধনীর সৃষ্টি করিয়া যেমন দরিদ্রের দুঃখনিবারণ, কুলটার সৃষ্টি করিয়া কামুকের কামসন্তর্পণ, গুরুর সৃষ্টি করিয়া শিষ্যের ভ্রমনিরাস করাইতেছেন, তেমনই আবার এই কর্ম্মবিনিময়দ্বারা নিরন্তরই এই সন্নীতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে বলিয়াই, ধনিগণ বিদ্যাহীন ও গুণহীন হইয়া সৃষ্ট ; আর তজ্জন্যই তাঁহাদিগকে বিদ্বান্ ও গুণবান্ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থক প্রস্তুত থাকিতে হয়।—একবার সৃষ্টির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই, সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত সৃষ্ট বস্তুগুলি একই আকর্ষণী শক্তিতে বা টানে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন,—এই অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য, তিনি বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়া, গ্রহপরিচালনের সহিত অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধানে রত থাকিয়া, স্বয়ং অপ্রকাশিতভাবে রহিয়াছেন। এই সকল বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বের সবিশেষ আলোচনা অনুশীলন করিতে হইলে, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্রের সাহায্য লইয়া, অনুসন্ধান করিলে,

ঈশ্বর ও তাঁহার এই সৃষ্ট জগতের কার্য্যকারণসংক্রান্ত সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি বুঝিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই, ভগবান্ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া, গ্রহগণ-দ্বারা সৃষ্টির কর্ম্ম চালাইয়া, তাঁহার অনন্ত তত্ত্বে বোধের উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। আর আমরা প্রকাশ্যভাবে ও অপ্রকাশ্যভাবে যে সকল কর্ম্ম করিতেছি, সে সকলই ঐশ্বরিক নিয়মে গ্রহবলে বাধ্য হইয়া, আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইতেছে। এক্ষণে সামুদ্রিকশাস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে স্পষ্টই দেখাইয়া দিব যে, কিরূপ নিয়মে কোন গ্রহবলে কিরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিবিশিষ্ট হইয়া, মনুষ্যগণ কিরূপ উপজীবিকাবলম্বনে কিরূপ ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করে এবং কি কি লক্ষণে জাতক ধার্ম্মিক, বলবান্, চিকিৎসক, গায়ক, তস্কর, মিথ্যাবাদী, লম্পট ও ঘাতক হয়।

শিষ্য। প্রভো, কিরূপ চিহ্নদ্বারা মনুষ্যের উপজীবিকার বিষয়ে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি জানা যায়।

গুরু। বৎস, তোমাকে ঐ বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর;—

প্রথম।—যাহাদিগের অঙ্গুলী স্থূল খর্ব্ব ও সহজে অনমনীয়, বৃদ্ধাঙ্গুলী পশ্চাদ্‌ভাগে অত্যল্প বক্রভাবে যুক্ত; আর ভাগ্যরেখাহীন করতল অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ, কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে, তাহারা প্রাথমিক; ঐরূপ জাতককে অপরিপুষ্ট (Elementary) হস্তবিশিষ্ট মনুষ্য কহে। তাহাদিগের বুদ্ধিপ্রবৃত্তি সাতিশয় স্থূলভাবাপন্না; তাই সূক্ষ্মবিবেচনা করিতে তাহারা অসমর্থ হয়। তাহাদিগের উপজীবিকা—কৃষি, পশুপালন, দাসত্ব, ভারবহন, কসাইকর্ম্ম ইত্যাদি :—এতাদৃশ নীচ কর্ম্মও করিতে তাহারা পটু। (চিত্র—৪।)

দ্বিতীয়।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মূল অপেক্ষা প্রশস্ত ও স্থূল; এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হয়; তাহাদিগকে স্থূলাগ্র (Spatulate) অঙ্গুলীবিশিষ্ট মনুষ্য কহে। আর হস্ততল কোমল হইলে, উহারা পরিশ্রমী, ধৈর্য্যাবলম্বী, ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়; উহাদিগের উপজীবিকা বাণিজ্য বা তৎসদৃশ শরীর ও মনের ঐকান্তিকী চেষ্টার সাধ্য কর্ম্ম। কিন্তু হস্ততল কঠিন হইলে, কল চালাইয়া বা তাহার নির্ম্মাণ করিয়া, জীবিকানির্ব্বাহ করিতে তাহারা বাধ্য হয়। (চিত্র—১৪।)

তৃতীয়।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ তৃতীয়পর্ব্ব স্থূল ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ক্রমশই সরু হইয়া শুণ্ডাকৃতি (Conic) ধারণ করে, তাহারা স্বাধীনতাপ্রিয় হয়;—আর শিল্পকর্ম্মদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। (চিত্র—৭।)

চতুর্থ।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর আকৃতি চতুষ্কোণ (Square) তাহারা সূক্ষ্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণানুসন্ধায়ী, বিদ্যাপ্রিয়, সভ্যতামোদী হয়;—তাহারা সাধু-বিচারক, শাস্ত্রানুশীলক, চিকিৎসক, শিক্ষক, উদ্ভিদ্বিদ্যাবিৎ, মসীজীবী, দালাল, নট, নাট্যকার, নাট্যলেখক, সংবাদপত্রসম্পাদক, ব্যবহারাজীব (উকীল) হইয়া থাকে। (চিত্র—৩।)

পঞ্চম।—যাহাদিগের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বা প্রথম পর্ব্বই সূক্ষ্মভাবাপন্ন তাহাদিগকে সূচাগ্র (Pointed) অঙ্গুলীবিশিষ্ট লোক কহে। তাহারা প্রায়ই প্রেমামোদী সৌন্দর্য্যপ্রিয়, ও বেশ ভূষার প্রচলিত রীতি পদ্ধতির অনুরাগী হয়। (চিত্র—২।)

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখ হইতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভের আশা হইতেছে; এক্ষণে হস্ততলে কি কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিচারকপ্রভৃতির বৃত্তির উপযোগী হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ উপদেশ করুন।

গুরু। বৎস, হস্ততলের কি কি চিহ্নদ্বারা বিচারকাদির পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মনিরূপণ করা যায়, তাহা একে একে বলিতেছি, শ্রবণ কর;—

১।—বৃহস্পতি ধর্ম্মসাধনে, শনি চিন্তার উদ্দীপনে, রবি জ্ঞানবিধানে, চন্দ্র স্নেহগুণে স্থিরীকরণে, সমর্থ হন বলিয়া,—এবং এই গ্রহচতুষ্টয়বিহিত ফল বিচারকের নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায়, এই সকল গ্রহফলের আনুকূল্যে জাতক বিচারক হয়। তাহার নির্ণায়ক সাধারণ চিহ্ন হইতেছে,—হস্তাঙ্গুলী চতুষ্কোণ (Square) প্রথম গ্রন্থি পরিপুষ্ট, বৃহস্পতি, শনি, রবি, ও চন্দ্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান সমভাবে উচ্চ, রবিরেখা প্রবল, ও আয়ুরেখা হইতে একটি সরলরেখা বৃহস্পতিস্থান ভেদ করত, প্রথম অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক বিচারক হয়। ইহার সহিত বুধ ও মঙ্গল প্রবল হইলে, বিচারে একাগ্রতাবৃদ্ধিহেতুক বিচারনিষ্ঠা জাতকে বলবতী হয়।

(চিত্র—১২ চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬ক-ক; খ-খ ৭।৮)।

২।—বুধ ও বৃহস্পতি জ্ঞানার্জ্জনের বিধানপর শুভগ্রহ বলিয়া, ইঁহাদের আনুকূল্যে জাত জীব শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানোপার্জ্জনে রত হয়। তাই হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ ও অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্গুলী অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের উপর পর্য্যন্ত লম্বা হইলে, বা বুধের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, কিংবা শিরোরেখায় বুধের স্থানের নিকটে শ্বেতবিন্দুচিহ্ন থাকিলে, অথবা কনিষ্ঠা-ঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কোন সরলরেখা উঠিয়া, প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক শাস্ত্রানুশীলক হয়। (চিত্র—১০ চিহ্ন—৩।৬।১।৪।৫। চ-চ।)

৩।—(ক) বুধের স্থানের উচ্চতায় জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সাহসী, বাগ্মী, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী হয়, কিন্তু কার্য্যকারণের বিচার করিয়া নব বিষয়েরও উদ্ভাবন করিতে পারে। চিকিৎসাব্যবসায়ে দেশকালপাত্রের সহিত কার্য্যকারণের বিচার করিয়া, উপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়; ও বৃহস্পতি অনুকূল হইলে, জাতক সত্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়; অপিচ রবি আরোগ্য-বিধান করেন। সুতরাং হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ, এবং অগ্রভাগ চতুষ্কোণ—বৃহস্পতির রবির বুধের—স্থান উচ্চ হইলে, কিংবা যদি বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, ও উন্নত বুধের স্থানে ২।৩টী সরল রেখা থাকে, এবং রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক চিকিৎসক হয়। (চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭ ঘ; ক-ক)

(খ) পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসহ মঙ্গলের প্রথমস্থান উচ্চ হইলে, জাতক অস্ত্র-চিকিৎসক হয়। কারণ, মঙ্গল শোণিতের উপর আধিপত্য করেন। আবার মঙ্গলের স্থানের উচ্চতায় জাতকের স্বভাবের উগ্রতা ও মনের কাঠিন্য জন্মাইয়া দেয়। ইহা অস্ত্রচিকিৎসকদিগের নিতান্ত আবশ্যক।

(চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭।ঘ; ক-ক।৮।)

(গ) প্রথমোক্ত চিহ্নের সহিত চন্দ্রস্থান উন্নত হইলে, জাতক চিকিৎসক হইয়া, ভৈষজ্যসম্বন্ধে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা হয়; সকল চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে সার বাছিয়া লইবার ক্ষমতা তাহার থাকে।—চিকিৎসকের সাধারণ লক্ষণ যেমন তাহার চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতার সূচনা করে, আবার চন্দ্রস্থান উন্নত থাকায়, তাহার ভৈষজ্যগত কল্পনাশক্তির উত্তেজনা করায়, তাহার ভৈষজ্যগত নবাবিষ্কারে সামর্থ্য থাকে। (চিত্র—১২, চিহ্ন—১।৩।৫।৭।ঘ; ক-ক)

(ঘ) যদি বুধের রবির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয়, ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রায়ই স্থূলাগ্র—কুত্রচিৎ বা চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক পশুচিকিৎসক হয়। (চিত্র—১২, চিহ্ন—৫।৭।৬।)

৪।—রবি বলবান্ হইলে, জাতক অনেকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ সুবক্তা ধর্ম্মগুণবিচারে নিপুণ হয়; বুধস্থান পুষ্ট হইলে, জাতক বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ বাগ্মী শাস্ত্রজ্ঞ সাহসী ও পরিশ্রমী হইতে পারে; বৃহস্পতিস্থান উন্নত হইলে, জাতক তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ, উচ্চাভিলাষী, যশঃপ্রার্থী, ধর্ম্মোন্মত্ত, আমোদ-প্রিয়, নৈসর্গিকসৌন্দর্য্যপ্রিয় ও কল্পনানিরত হয়; এবং শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক চিন্তাশক্তির ও প্রভুত্বশক্তির পরিচালনে সমর্থ হয়। আর শিক্ষকের উচ্চাভিলাষ, সুবক্তৃত্ব, ধর্ম্মগুণবিচারশক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি, যশঃপ্রার্থনা, শাস্ত্রজ্ঞত্ব সাহসিকতা, শ্রমশীলতা, তত্ত্বজ্ঞান, নিসর্গবোধ একান্ত প্রয়োজনীয়। তজ্জন্যই বৃহস্পতি, শনি, রবি, ও বুধ—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী দীর্ঘ ও স্থূলাগ্র এবং মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, ও রবিরেখা সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত থাকিলে, জাতক শিক্ষক হইয়া থাকে; (চিত্র—১৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬ ক-ক)

৫। অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উদ্ভিদ্বিদ্যাবিশারদ হয়। কারণ, চন্দ্র ওষধিগণের অধিপতি ও শুক্র সাংসারিক কার্য্যের প্রধান সাধক—উভয়ের আনুকূল্যে নিশ্চিতই জাতকের প্রবৃত্তি অনুসারে কথিতানুরূপ ফললাভ ঘটে। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—৮।৯)

৬। পূর্ব্বোক্ত করতলগত চিহ্নের সহিত হস্তাঙ্গুলীর অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, জাতক কৃষিবিদ্যাবিৎ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হওয়ায়, যথাক্রমে মানসিক ও পার্থিব বল যথেষ্ট থাকে বলিয়া, ইহাও উদ্ভিদ্বিদ্যার উপযোগী। (চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।২।৩।৮।৯)

৭।—রবিস্থান উন্নত হইলে, জাতকের আবিষ্কার অনুকরণ নবোদ্ভাবন সৌন্দর্য্যবোধ প্রভৃতিতে শক্তি থাকে;—এই কয়টী গুণই শিল্পীদিগের একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হস্তে রবিস্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র, তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক নিশ্চিতই শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩)

(ক)—শুক্র অনুকূলভাবে জাতকের হৃদয়ে রসের বিকাশ করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে বিলাসবাসনার উদ্রেক করিতে সমর্থ বলিয়া, তাহার অনুগৃহীতগণের হৃদয়ে মনোজ্ঞ পদার্থ জাগিতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসত্ত্বেও, যদি শুক্রস্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসমূহ,—বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে, জাতক উৎকৃষ্ট পুষ্পচিত্রকর হয়,—এবং বর্ণবিকাশে—রং ফলাইতে—পটু হয়।

(চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩।৪)

(খ)—সপ্তম-অনুবন্ধ-কথিত লক্ষণ সত্ত্বে যদ্যপি বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারে। কারণ বুধ জাতকের শিল্পনৈপুণ্যের বিধানে ও নবোদ্ভাবনে সামর্থ্য দান করেন ও চতুষ্কোণকর সর্ব্ব ব্যাপারেরই উপযোগী বলিয়া, এতল্লক্ষণাক্রান্ত জাতকে জীবন্ত প্রাণীর অনুকরণে প্রতিকৃতি-অঙ্কনের সামর্থ্য থাকাই সম্ভবপর ও সঙ্গত। (চিত্র—১১, চিহ্ন—৩।৪।৫)

(গ)—মঙ্গলের আনুকূল্যে জাতকের স্বভাবের উগ্রতা জন্মায় বলিয়া, সপ্তম-অনুবন্ধ-কথিত লক্ষণের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যুদ্ধক্ষেত্রের চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।২।৩।৭)

(ঘ)—চতুষ্কোণ অঙ্গুলী সর্ব্বকর্ম্মোপযোগী বলিয়া, সপ্তমচ্ছেদোক্ত লক্ষণ সহ অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হইলে, জাতক দৃষ্টান্তুরূপ চিত্রাঙ্কন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১১, চিহ্ন—৩।৪।)

৮।—চন্দ্রের আনুকূল্যে জাতক কল্পনাপ্রিয় ও নৈসর্গিক ব্যাপারের মধ্যে ঈশ্বরের লীলানুসন্ধান করিতে উৎসুক; আবার বৃহস্পতির আনুকূল্যে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। সুতরাং বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসমূহ নরম ও প্রায়ই চতুষ্কোণ—কখনও বা স্থূলাগ্র এবং অঙ্গুলীগুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট হইলে, জাতক সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ হইতে পারে। (চিত্র—১০, চিহ্ন১ ২।৩।৫।)

(ক)—বুধের আনুকূল্যে জাতক সাহসী বাগ্মী শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ হয় এবং বাক্যের যথাপ্রয়োগে স্বরূপবিকাশ করিতে পারে। তাই পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত বুধের স্থান উচ্চ ও নখরসমূহের দৈর্ঘ্যাপেক্ষা প্রস্থ অধিক হইলে, জাতক সাহিত্যসমালোচক হয়; সাহিত্যগত দোষগুণের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া, যথাগুণ প্রকটন করিতে পারে। (চিত্র—১০, চিহ্ন—১।২।৩।৫।৬)

(খ)—বৃহস্পতি জাতকের তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনা ও উচ্চাভিলাষ, যশঃ, ধর্ম্মানুরাগ, আমোদ প্রভৃতিতে প্রীতি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে রতি ইত্যাদির বিধান করেন; চন্দ্রও জাতকের কল্পনাশক্তির বিকাশ ও প্রাকৃতিক ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণে ঐশ্বরিকী লীলার উপলব্ধি করাইয়া থাকেন; শুক্রও জাতকের মনে প্রেম-রসের বিধান করেন;—আর এই সকল গুণই হইতেছে, কবিদিগের কাব্যরচনার অনুকূল। তাই বৃহস্পতি চন্দ্র ও শুক্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উন্নত, অঙ্গুলীগুলি সূক্ষ্মাগ্র ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থানপর্য্যন্ত প্রসৃত হইলে, জাতক কবি হয়। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১২।৩। ক-ক)

৯।—বৃহস্পতির আনুকূল্যে জাতকের তত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়; রবির প্রাবল্যে জাতক প্রভুত্বশালী জ্ঞানসম্পন্ন ও সম্মানাদির লাভে সমর্থ হয়; বুধ প্রবল হইলে, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির যথারীতি পরিচালন করিতে সমর্থ হয়। অঙ্গুলীগুলির প্রথম পর্ব্ব পুষ্ট হইলে, মানসিকবললাভ ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইলে, পার্থিববললাভ ঘটে। সুতরাং বৃহস্পতি রবি ও বুধ—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ নখরগুলি ক্ষুদ্র ও শিরোরেখা প্রশস্ত হইলে, কিংবা অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ ও পরিপুষ্টগ্রন্থি হইলে, জাতক সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়। (চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৫।৭।১।২।৯। চ-চ)

ক।—ঐ লক্ষণের সহিত হস্তের নখরগুলি ক্ষুদ্র, বুধের স্থান উচ্চ ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত থাকিলে, তিনি উৎকৃষ্ট সমালোচক হইতে পারেন।

(চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৫।৭।১।২।৯ গ-গ)

১০।—অনুকূল শুক্র রস প্রেম ও বিলাসসাধনের বিধান করিয়া থাকেন। এই কয়টীই হইতেছে, নাট্যের প্রধান অঙ্গ। সুতরাং (ক) শুক্রস্থান উন্নত, অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ স্থূল বা চতুষ্কোণ, শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও শিরোরেখার একটী শাখা বুধস্থানাভিমুখে বক্র হইলে, ও একটি সরলরেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া রবিস্থানে যাইলে, অথবা (খ) ভাগ্যরেখা প্রবল ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থানাভিমুখে নিম্নগামিনী ও অঙ্গুলী সকল নমনীয় হইলে, জাতক নট ও নাট্যকার হয়; অপিচ (গ) উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ স্থূল হইলেও, জাতক নট হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৮।১০।খ-গ-ঘ, ছ-ছ।)

১১।—তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনে বৃহস্পতি ও রবি, বাক্যবিন্যাসে বুধ ও রসাদির বিধানে শুক্র সহায় হওয়াতে, এবং চতুষ্কোণাঙ্গুলী সকল কর্ম্মেরই উপযোগিতার সূচনা করে বলিয়া, যাঁহার হস্তে বৃহস্পতি, রবি, বুধ, ও শুক্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলীগুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণ, তিনি উৎকৃষ্ট নাট্যলেখক। (চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।৪।১১।৬।৮।)

১২।—অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি বিশিষ্টরূপ পরিপুষ্ট হইলে, জাতক গণিতশাস্ত্রবিৎ হয়। (চিত্র—১১, চিহ্ন—১।২।৩।৬।)

১৩।—রবির স্থান উচ্চ ও অনামিকার নিম্নে স্থাপিত হইলে, জাতক মসীজীবি হয়;—কারণ রবিস্থান অন্যগ্রহস্থানের অভিমুখে আরোপিত না হইয়া স্বস্থানে উন্নত হওয়ায়, জাতক রবির আনুকূল্যে অপর ধনী জনের সাহায্যলাভে সমর্থ হয়; আর মসীজীবিমাত্রেই পরোপজীবি বলিয়া, গ্রহ-সংস্থানজনিত এতল্লক্ষণ এই বৃত্তির একান্ত উপযোগী ও সূচক।

১৪। অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ, বৃহস্পতি, শনি, বুধ ও মঙ্গল—এই গ্রহ-চতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ ও রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতক দালাল হয়। ইহাতেও গ্রহবলের ক্রিয়াসাম্য রহিয়াছে। বৃহস্পতি ধন বুদ্ধির, শনি ভাগ্যের, বুধ বাক্যের ও মঙ্গল সম্পদের বিধান করেন। আর এই কয়টীই দালালদিগের ব্যবসায়ের অবলম্বন। রবিরেখাও সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্যের সূচিকা।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।৪।৫।৬।৭। ক-ক)

১৫।—অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল—বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও চন্দ্র—এই পঞ্চগ্রহের স্থান উন্নত ও রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতক ব্যবহারাজীব বা উকীল মোক্তার হয়; অপিচ তাহা-দিগের শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে, কার্য্যসাধনে একাগ্রতা থাকে বলিয়া, ব্যবসায়ে সবিশেষ উন্নতিলাভও করিতে পারেন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সন্নীতির অধীন। কেন না, বৃহস্পতি জ্ঞানের, শনি ভাগ্যের, রবি জ্ঞানের ও মহদাশ্রয়ের, বুধ বাক্যের এবং চন্দ্র কল্পনার বিধান করেন বলিয়া, ঐগুলি ব্যবহারাজীবদিগের প্রধান অবলম্বন হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণে ব্যবহারাজীব হওয়াই সঙ্গত। (চিত্র—১২, চিহ্ন—১।১০।৩।৪।৫।৭।৬ ক-ক, ঙ।)

শিষ্য। অনুগ্রহ করিয়া বলুন, কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক ধার্ম্মিক হয়?

গুরু। হস্ততলে ধর্ম্মসংক্রান্ত নানাবিধ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার এক একটী করিয়া বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর;—

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, বৃহস্পতি জাতকের প্রতি অনুকূল হইলে, ধন, ধর্ম্ম, গুরু, পুত্র ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন; আরও তাই জাতককে ব্যবস্থাপক পুরোহিত ও ধর্ম্মব্যবসায়ী হইতে হয়। সুতরাং ধর্ম্মসংক্রান্ত চিহ্নের মধ্যে বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক বলবান্ হইবারই নিত্যবিধি;—এবং ইহাই সাধারণ চিহ্ন।

১ম।—যাঁহাদিগের অঙ্গুলী সূচ্যগ্র (Pointed) তাঁহারা বিশিষ্টরূপ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন চিন্তাশীল ধর্ম্মোৎসাহী পার্থিবসুখসম্ভোগে বিরত ও রুচিজ্ঞান-বিশিষ্ট হন; আরও তাঁহাদের আত্মা ও মন একসূত্রে গ্রথিত। (চিহ্ন—২।)

২য়।—অঙ্গুলীর প্রথমপর্ব্ব অন্যান্যপর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও বৃহস্পতিস্থান উচ্চ হইলে, ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞান স্বতই জন্মিয়া থাকে। (চিত্র—২ চিহ্ন—২।৩।)

৩।—কেবল তর্জ্জনীর প্রথমপর্ব্ব সূচ্যগ্র, বৃহস্পতিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক স্বভাবতই ধর্ম্মরত ও সহজ (প্রমাণনিরপেক্ষ) জ্ঞানযুক্ত হয়।

(চিত্র—২, চিহ্ন—৩।২)

৪র্থ।—যদি স্বাস্থ্যরেখা হইতে একটী রেখা উঠিয়া শিরোরেখাস্পর্শ করিয়া, একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন উৎপন্ন করে, তাহা হইলে, জাতক ধর্ম্মসংক্রান্ত গূঢ়তত্ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২ চিহ্ন—১।)

৫ম।—যদ্যপি একটী ঢেরা (Cross) চিহ্ন, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান বা করচতুষ্কোণ (Quadrangle) মধ্যে থাকে,—আর ঐ চিহ্নটী ভাগ্যরেখার সহিত সংযুক্ত হয়, ও অঙ্গুলী সকলের প্রথমপর্ব্ব অন্যান্যপর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হয়, এবং উহার গ্রন্থিগুলি উচ্চ না হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। (ক্রুশচিহ্ন স্থানগত ফলের হ্রাস করায়, ও ভাগ্যরেখা জাগতিকী উন্নতির সূচিকা বলিয়া, ক্রুশচিহ্নের সহিত ভাগ্যরেখার সংস্পর্শে পার্থিব ব্যাপারে উন্নতিলাভের অন্তরায় ঘটে; সুতরাং ভাগ্যরেখার যে বয়ঃসূচক স্থানে উক্ত ক্রুশ স্পর্শ করে, জাতকের সেই বয়ঃক্রমে ধনরত্নত্যাগ ও ধর্ম্মানুশীলন ঘটিয়া থাকে।) (চিত্র—২, চিহ্ন—৪।৩)

৬ষ্ঠ।—উচ্চ বৃহস্পতিস্থানের উপর চন্দ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক ঈশ্বরগত তত্ত্বানুশীলনে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে,—এমন কি আহার, নিদ্রা, সুখ, স্ত্রী, পুত্র, সংসার—সকল ত্যাগ করিয়াই, ঈশ্বরতত্ত্বানুশীলনে রত হয়; আর সমস্ত জীব, জন্তু, বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, জল, ইত্যাদিতে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, প্রত্যক্ষ দেখিতে সমর্থ হয়; কার্য্যতঃ দেশ, বিদেশ, বন, জঙ্গল, পর্ব্বত প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়। চন্দ্র জাতকের ষড়্‌রিপুর উপর আধিপত্য করেন বলিয়া, ধর্ম্মসাধনের ইহাও প্রধান সহায়; আরও জাতকের নৈসর্গিক ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণপ্রবৃত্তিও ইহার বলে।

(চিত্র—২, চিহ্ন—২।৬।)

৭ম।—চন্দ্রের ও বৃহস্পতির অনুকূলবলে ধর্ম্মের সাধন অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ত্রিকোণ-চিহ্ন বৈজ্ঞানিক-আগ্রহসূচক হওয়াতে, চন্দ্রস্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন ধর্ম্মসংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপনা করে; সুতরাং চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, ও চন্দ্রস্থানের উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক সংসারে থাকিয়া, ঈশ্বরসংক্রান্ত জ্ঞানলাভ করে। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।৮।)

৮ম।—চন্দ্র জাতকের চিন্তাশক্তিরই এমনই উদ্দীপনা করেন যে, তাহাতে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া লোপ পায়, ও মানসিকী একাগ্রতা সাধিত হয়; আবার বুধ জাতকের ধীশক্তির উগ্রতাহেতুক অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করায়, ছায়ায়ত্তা চিন্তা চিরসহচরীর ন্যায় তাহার সঙ্গত্যাগ করে না। ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণ বৃহস্পতিস্থানের উন্নতি, তাহার সহিত চন্দ্রের ও বুধের স্থান উন্নত এবং চন্দ্র-বুধ-সংযোজিনী ধনুঃসদৃশী বক্ররেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক ধর্ম্মচিন্তায় রত ও অতীন্দ্রিয়দর্শনে সূক্ষ্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এতৎসহ রবির স্থান উন্নত হওয়া একান্ত আবশ্যক; কেন না, রবিই একমাত্র জ্ঞানালোকদাতা মহাগ্রহ; তাঁহার আনুকূল্য ব্যতীত একমাত্র জ্ঞেয়তত্ত্বের, জ্ঞানলাভ হইতেই পারে না। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১০।১৩; থ-থ)

৯ম।—ধর্ম্মের সাধারণ লক্ষণের সহিত শুক্রবন্ধনী (Girdle of Vanus) সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কোন সদাত্মকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, ধর্ম্মগত সূক্ষ্মজ্ঞানপথে অগ্রসর হয়; এবং অনেক সময় কাব্য গীতি প্রভৃতিতে অনেক মহৎতত্ত্বের আভাস দিতে পারে। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১০।১৩; ঙ-ঙ)

ধর্ম্মসংক্রান্ত যে সকল চিহ্নলক্ষণাদির বিষয় বর্ণন করিলাম, সে সকল কেবল ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানরত লোকদিগের হস্তেই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু উক্তরূপ চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যন্তই বিরল। পরে সাধারণ মানবগণের মর্ম্মগত চিহ্ন সকলের বিশিষ্টরূপে ফলাদি বিবৃত করিতেছি।

ক।—চন্দ্র ও বৃহস্পতি ধর্ম্মসাধনের অনুকূল; শুক্র, প্রেম, সুখ, শ্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভগিনী, স্ত্রী, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি প্রদান করেন;—সুতরাং এই গ্রহত্রয়ের বশে জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে ঈশ্বরকে সাকার-জ্ঞানে তাঁহার মূর্ত্তি প্রণয়ন করিয়া প্রেমোদ্দিক্ত গানে তাঁহার পূজা করিতে থাকে। তাই যে সকল জাতকের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র ও চন্দ্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ এবং শনি রবি ও মঙ্গল—এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন হয়, সেই সকল জাতক পশুহিংসা করিতে অসমর্থ ও বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া থাকে,—কেবল মালা জপিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভৃতির প্রতিমাপূজা করিয়া সবিশেষ সন্তোষলাভ করে এবং বৃহস্পতির প্রাবল্যহেতুক ঘৃতদুগ্ধমিষ্টান্নপ্রভৃতি সুখাদ্যবোধে নিরামিষভোজী হয়। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।৭।১২।৯।১০।১১।)

খ।—চন্দ্র বৃহস্পতির সহিত শুক্রস্থান উচ্চ হইলে, যেমন জাতকের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উপাস্য দেবের গুণকীর্ত্তনে পর্য্যবসিত হয়, আবার তাহার সহিত মঙ্গল রবি ও শনি বলবান্ থাকিলে, জাতককে তেমনই তাহার বিপরীতভাবে—পশু বলি দিয়া বীরভাবে—শক্তির উপাসনা করিতে ব্রতী হইতে হয়; এবং সুধাকর চন্দ্র বলবান্ থাকায়, জাতক সুরাপানে মত্ত হইয়া, আরাধ্যা শক্তিতে প্রাণার্পণ করিতে সমর্থ হয়; আরও রবি বলবান্ বলিয়া, এতৎসম্বন্ধে সাধনোপযোগী জ্ঞান থাকায়, ইহার শক্তিসাধন সুসাধ্য বলিয়া স্থির। তাই যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, শুক্র, মঙ্গল, রবি, শনি ও চন্দ্র—এই গ্রহষট্‌কের স্থান উচ্চ, তাহারা শক্তি-উপাসনা ও শক্তিপ্রতিমাপূজা করিয়া, বিশিষ্টরূপ চরিতার্থতালাভ করে; ইহারা মদ্য ও মাংস প্রিয় খাদ্য বলিয়া মনে করে। আবার এতৎসহ বুধ বলবান্ হইলে, শক্তিস্তোত্র রচিতে ও গাহিতে পারে; এবং সকল গ্রহই বলবান্ থাকায়, এই সাংসারিক নিয়মে সকল কর্ম্মের সাধনবলে দ্বৈতবাদ হইতে শেষে অদ্বৈতবাদের অধিকারী হইয়া, চরমসাধ্যে সচ্চিদানন্দময় চৈতন্যে উপনীত হয়। (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।)

গ।—ধর্ম্মসাধনের সাধারণ চিহ্ন হইতেছে, বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র ও রবি বিশিষ্টরূপ বলবান্। কিন্তু এই সকল গ্রহস্থান সামান্য উচ্ছ্রিত হইলে, এবং মঙ্গলের ও শনির স্থান নিম্ন থাকিলে, পশু বলি দিয়া পূজা করিতে জাতক অসমর্থ; যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, রবি, শুক্র, ও চন্দ্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান কিঞ্চিন্মাত্র উচ্চ হয়, আর শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) চিহ্ন থাকে, তাহারা কর্ত্তাভজা, বাউল ইত্যাদির পথাবলম্বী হইয়া, উপাসনা করে;—কিংবা উহাদিগের ন্যায় ধর্ম্মানুশীলন করিতে থাকে। উহাদিগের জাতি-বিচার থাকে না,—সঙ্গীতদ্বারাই কেবল ঈশ্বরারাধনা করে। আর প্রকৃতিতে বিশিষ্টরূপ আকৃষ্ট থাকিয়া, অতি গোপনে ঐরূপ ধর্ম্মসাধনে রত হয়।

(চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৮ ক-ক।)

ঘ।—যে সকল জাতকের বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্দ্র—এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ হয়, তাহারা দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজায় বিরত থাকে; আর পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিন্দা ও ঘৃণা করে। ইহারা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা ও বাক্য দ্বারা গুণকীর্ত্তন করিয়া সন্তোষলাভ করে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হইতে পারে না। (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৪।৫।৬।)

ঙ।—যাহার হস্তে শনির ও রবির স্থান অত্যুচ্চ এবং বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ—এই পঞ্চগ্রহের স্থান নিম্ন হয়, এবং রবিস্থানে একটী কৃষ্ণ দাগ (Spot) থাকে, সে জাতক স্বধর্ম্মত্যাগ ও পরধর্ম্মাবলম্বন করিতে বাধ্য হয়।—কৃষ্ণবর্ণ দাগে স্থানীয় ভাবের বিপর্য্যায় ঘটায়, রবি ধর্ম্মজ্ঞানবিকাশ করিতে না পারায়, ঐরূপ ঘটে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।১৪।)

শিষ্য। প্রভো, এক্ষণে আপনার উপদেশবলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, পৃথিবীতে আমরা যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি, সে সকলই নিত্য ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের অধীনতবশে;—আমাদিগের স্ব স্ব বলের বা বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিছুই করিবার সামর্থ্য নাই। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইতেছি বলিয়া, কি কি চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যগণের ধনসম্পত্তিলাভ হয়, তাহা আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। আমার সন্দেহনিরাকরণার্থক তৎসংক্রান্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে বিবৃত করিয়া, আমায় কৃতার্থ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

গুরু। জাতকের হস্ততলে যে যে চিহ্নে ধনবান্ ও সৌভাগ্যশালী হইবার বিষয় নিঃসংশয়িতরূপে প্রকাশ পায়, তাহা শ্রবণ কর ;—

১।—শনিরেখা যেরূপ লোকের পার্থিব উন্নতির সূচনা করে, রবিরেখা সেইরূপ পার্থিব গৌরবের সূচনা করে। সুতরাং করতলে রবিরেখা ভাগ্য-রেখার সহিত সরলভাবে অঙ্কিত থাকিলে, জাতক বিশিষ্টরূপ ধনবান্ হয়। (চিত্র—৮, চিহ্ন—ক-ক ; খ-খ।)

২।—বৃহস্পতি ধনপ্রদ, এবং রবি আত্মোন্নতি, পদোন্নতি, দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, ও মিত্র প্রদান করেন ; অতএব যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ থাকে, আর রবিরেখা পরিষ্কৃতরূপ অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক ধন ও গৌরব এতদুভয় লাভ করে নিশ্চিতই। (চিত্র—৮, চিহ্ন—১।৩ ক-ক)

৩।—রবিরেখার অনুগরেখা দুই তিনটী অঙ্কিত থাকিলে, রবিরেখার ফলানুসারী সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয় ; তাই উচ্চ রবিস্থানে দুইটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক যথেষ্ট ধনবান্ হয়। (চিত্র—৮, চিহ্ন—ক-ক, গ-গ।)

৪।—বুধের আনুকূল্যে জাতকের বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয় ; সুতরাং যদি বুধস্থান উচ্চ হয়, ও উহার উপর দুইটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক বাণিজ্যদ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৯, চিহ্ন—৩।৪।)

৫।—যদি মণিবন্ধের তিনটী রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হয়, আর উহার প্রথম রেখার উপর একটী ক্রুশ (Cross) চিহ্ন থাকে, এবং প্রথমাঙ্গুলীর—তর্জ্জনীর—তৃতীয় পর্ব্বে তিনটী সরলরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক পরধন পাইয়া থাকে। (চিত্র—৯, চিহ্ন—গ-গ গ।২।৫।)

৬।—ভাগ্যরেখা যদি চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শনিস্থান পর্য্যন্ত যায়, ও একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে যায়, তাহা হইলে, জাতক অপরের সাহায্যে কর্ম্মস্থান হইতে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিতে সবিশেষ সমর্থ হয়। (চিত্র—৯, চিহ্ন—ঘ-ঘ ; ঙ-ঙ)

৭।—শিরোরেখার পার্শ্বে যদি আর একটী শিরোরেখা সমান্তররূপে ও সমভাবে ধাবিত হয়, তাহা হইলে, জাতক সবিশেষ ধনবান্ হয়।

(চিত্র—৯, চিহ্ন—চ-চ ; ছ-ছ।)

৮। বৃহস্পতির ও রবির স্থান যদ্যপি উচ্চ হয়, ও আয়ুরেখা হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, শনিস্থানপর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, জাতকের হঠাৎ অর্থাগম হইয়া থাকে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—১।৩।ঘ-ঘ।)

৯।—মণিবন্ধ হইতে যদ্যপি একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, বুধস্থানে যায়, তাহা হইলে, জাতক হঠাৎ ধনলাভ করে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—ঙ-ঙ।)

শিষ্য। গুরো, আপনার শ্রীমুখ হইতে ধনসম্পত্তিলাভের চিহ্নসম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়া, সাতিশয় চমৎকৃত হইলাম। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তিতে আমরা অনুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি। এক্ষণে কি চিহ্ন থাকিলে, লোক বিদ্বান্ হয়, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। হস্তে যে যে চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিদ্বান্ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—

১।—বৃহস্পতির আনুকূল্যে মানব তত্ত্বজ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারে, এবং চন্দ্র জগৎ শীতল করেন বলিয়া, ইহার আনুকূল্যে জগৎস্থ সকল জীবকেই মুগ্ধ হইতে হয়। অতএব বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান সমভাবে উচ্চ, করতল কোমল, অঙ্গুলী প্রায়ই চতুষ্কোণ—কদাচিৎ বা স্থূলাগ্র ও অঙ্গুলীগুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, জাতক সাহিত্যে পারদর্শী হয়।(চিত্র—১০, চিহ্ন—১।২।৩।৫)

২।—বুধের আনুকূল্যে বাক্যে ও বিদ্যায় সমর্থ্য লাভ করা যায় ; সুতরাং ইঁহার আনুকূল্যে যথাপ্রয়োজ্য বাক্যের প্রয়োগে সাহিত্যের রচনা সুসাধ্য হয়। সুতরাং যাঁহাদিগের হস্তের নখগুলি ক্ষুদ্র, বুধস্থান উচ্চ ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সাহিত্যবিষয়ে গুণানুসারে সমালোচনা করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১০, চিহ্ন—৬। ক-ক।)

৩।—বৃহস্পতি যেমন স্বীয় আধিপত্যে জাতকের ধন, ধর্ম্ম, গুরু, প্রভৃতি দান করেন, তেমনই তত্ত্বজ্ঞানলাভের সহায়তা করেন ; এবং শুক্র, সুখ, শ্রী, বিলাস, ভূষণ, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি প্রদান করেন ; চন্দ্রও জাতককে কল্পনাপ্রিয় করিয়া থাকেন। অতএব যাঁহাদিগের হস্তে বৃহস্পতি, শুক্র, ও চন্দ্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র আর শিরোরেখা চন্দ্রস্থান-পর্য্যন্ত প্রসৃত থাকে, তাঁহারা পদ্যরচনায় সবিশেষ পারদর্শী হয়।

(চিত্র—২।৭।১২।ক-ক।)

৪।—অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব বিচারশক্তির এবং প্রথম গ্রন্থি মানসিক বলের ও দ্বিতীয় গ্রন্থি শারীরিক বলের সূচনা করিয়া থাকে ; সুতরাং যাহার হস্তের অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ (Square) বা স্থূলাগ্র (Spatulate) দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ, ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট পুষ্ট হয়, এবং দ্বিতীয়াঙ্গুলী অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী বিশেষতঃ চতুষ্কোণ সেই জাতক অঙ্কশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—১।২।৬।)

শিষ্য। বলবত্তাদির সূচক চিহ্নই বা কিরূপ ?

গুরু। মনুষ্যগণের করতলে, বলবত্তাদির সূচক চিহ্নও বহুবিধ। ক্রমশই তাহাদিগের পরিচয় গ্রহণ কর ;—

১।—করতলে গ্রহস্থান সকল সুপুষ্ট হওয়ায়, সকল গ্রহের বলসামা-প্রযুক্ত জাতক সকলের আনুকূল্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ; তজ্জন্য শরীরের ও মনের উপর সকল গ্রহের শক্তি অনুকূলভাবে পরিচালিত হওয়ায়, শারীরিক ও মানসিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভ ঘটে। আর তাই করতলে গ্রহস্থান সকল সুপুষ্ট এবং আয়ুরেখা ঈষৎ গোলাপী-বর্ণবিশিষ্ট অপ্রশস্ত ও শুক্রস্থান প্রায় সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত হইলে, জাতক অব্যাহত স্বাস্থ্যলাভে সমর্থ হওয়ায়, বিশিষ্টরূপ বলবান্ হইতে পারে। (চিত্র—৫, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮ ক-ক।)

২।—মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ও স্বাস্থ্যসূচক বলিয়া, পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত মণিবন্ধ দ্বারাও জাতকের অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য সুতরাং তজ্জন্য বলও সূচিত হয়।

(চিত্র—৫, চিহ্ন—ঙ-ঙ-ঙ।)

৩।—করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্য হইলেও, স্বাস্থ্যহেতুক জাতক স্থিরবল।

৪।—করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ, অর্থাৎ স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনোৎপন্ন কোণ সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলেও, জাতকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকায়, যথেষ্ট বলও সূচিত হইয়া থাকে। (চিত্র—৫, চিহ্ন—চ।)

৫।—কোন রেখার অনুগামিনী রেখা মূল রেখার বলবৃদ্ধি করে বলিয়া, উভয় হস্তে আয়ুরেখার অনুগরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখার অনুগতা প্রবৃত্তিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের স্বাস্থ্য সর্ব্বপ্রকারেই অব্যাহত হওয়ায়, বল একপ্রকার অতুলনীয ; নিরতিশয় প্রবলভাবে সুরক্ষিত।

(চিত্র—৫, চিহ্ন—ক-ক, খ-খ, গ-গ, ঘ ঘ।)

শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে গায়ক বা সঙ্গীতানুরাগী করে ?

১। চন্দ্র স্নেহ ও রসবিধান করেন বলিয়া, শুক্র বিলাসসাধনের বিধান করায়, করতলে চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সঙ্গীতপ্রিয় হয়; ইহার সঙ্গে অঙ্গুলীগুলি সূচ্যগ্র হইলে, জাতক সঙ্গীতরচনা করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণ যেরূপ সঙ্গীতচর্চ্চার অনুকূল, সূচ্যগ্র অঙ্গুলী সেইরূপ কবিত্বের সূচনা করে বলিয়া, কথিতানুরূপ লক্ষণে জাতক সঙ্গীতরচনানিপুণ ও সঙ্গীতবিদ্যাকুশল হইবে নিশ্চিতই। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।৪।৯।)

২। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত রবির স্থান উন্নত হইলে, জাতক সঙ্গীতবিদ্যানুশীলনে রত থাকে। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।)

৩। দ্বিতীয় অনুবন্ধ কথিত চিহ্নের সহিত শনিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক কলাবৎ বা কালোয়াৎ হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।৮।)

৪। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত মধ্যমাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে, জাতক সঙ্গীতজ্ঞ হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৯।৩।৮।১০।)

৫। কথিতানুরূপ লক্ষণসত্ত্বে যদি অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ হয়, তাহা হইলে, জাতক তাল লয়ে সতর্ক ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিৎ হয়।

৬। পূর্ব্বকথিত চিহ্ন যদি স্থূলাগ্র অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তে থাকে, তাহা হইলে, জাতকের সর্ব্বযন্ত্রব্যবহারবিষয়ে অলৌকিকী অভিজ্ঞতা থাকে।

শিষ্য। কি বিশিষ্ট চিহ্নে জাতককে তস্কর বলিয়া, বুঝিতে পারা যায় ?

গুরু। ১।—বুধস্থান সাতিশয় উন্নত হইলে, জাতকের পার্থিব আসক্তি সাতিশয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, এবং তৎসহ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূলাগ্র হইলে, নিশ্চিতই আসক্তির অতিবৃদ্ধিজন্য লোভ; আর তাহারই অযথাবিকাশহেতুক তাহার চৌর্য্যবৃত্তিই অবলম্বন হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—৭।১১।)

২। স্থূলাগ্র কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি বিশৃঙ্খলা রেখা কিংবা একটী ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলেও, জাতককে চৌর্য্যরত হইতে হয়।

(চিত্র—৬, চিহ্ন—৮।৯।)

৩।—বুধস্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলেও, জাতকের চৌর্য্যপ্রবৃত্তি বিশিষ্টরূপ প্রবল হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—১০।)

৪। যদি শিরোরেখা বক্র ও রক্তবর্ণ হয়, আর একটী জালচিহ্ন বুধের স্থানে থাকে, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গ্রন্থি সকল স্থূল, এবং করতল শুষ্ক (অর্থাৎ হস্তস্থ গ্রহস্থান গুলি অনুচ্চ ও অপরিপুষ্ট বিশেষতঃ মলিন হয়) আরও যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে নিম্নগামী হইয়া অত্যুন্নত বুধের স্থানে যায়, তাহা হইলে, জাতককে চৌর বা দস্যু হইতে হয়।

(চিত্র—৬, চিহ্ন—১৬।১৭।২০।২১।)

শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক ঘাতক হয়?

গুরু। ১।—মঙ্গল প্রাণীর রক্তের উপর আধিপত্য করেন এবং বীর্য্য উদ্রিক্ত করেন, এবং তারকা-চিহ্ন সুফলের প্রতিকূল হওয়াতে মঙ্গলের স্থান উন্নত ও তাহাতে তারকাচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের অন্যজীবের হনন করিতে প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—৬।১২।)

২।—শনির বৈগুণ্যে অনিষ্ট, এমন কি বিনাশ পর্য্যন্তও ঘটে; তাই শনি-স্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর নীলবর্ণ রেখা থাকিলেও, জাতককে ঘাতক হইতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—১৩।)

শিষ্য। মনুষ্যহস্তপর্য্যবেক্ষণের সহিত কতিপয় ফলাফলের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। ধর্ম্মাচরণহেতুক সুখ্যাতিলাভ যেরূপ লোকের করতলগত রেখাদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে, সেইরূপ কি আত্মজিঘাংসু, ব্যক্তির হস্তগত চিহ্নে কর্ম্মনির্দ্দেশ হইতে পারে?

গুরু। ১।—অনিষ্টবিধায়ক এমন কি প্রাণনাশক গ্রহ শনির অঙ্গুলী—মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ এবং বুধনিম্নস্থ মঙ্গলস্থানে কতকগুলি বক্র ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের আত্মজিঘাংসায় প্রবৃত্তি জন্মে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১৮।১১।)

২।—শনিস্থান সাতিশয় উচ্চ, আয়ুরেখা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত ও ভাগ্যরেখা মলিন এবং শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা মিলিত হইলে, জাতকের আত্মজিঘাংসা বলবতী হইয়া থাকে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—ক,খ,গ।)

৩। ভাগ্যরেখার শেষভাগে একটী এবং চন্দ্রস্থানে অপর একটী ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, জাতকের আত্মজিঘাংসায় প্রবৃত্তি থাকে।

(চিত্র—৭, চিহ্ন—১২।১৩।)

শিষ্য। মিথ্যাবাদীর হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার চেষ্টার সূচনা করে?

গুরু। ১।—চন্দ্র কল্পনার সূচনা করায়, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, ইচ্ছা ও বিচারশক্তির অভাব ঘটায়; কাহারও হস্তে চন্দ্রস্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, জাতক সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

(চিত্র—৬, চিহ্ন—২।১৪।)

২।—উন্নত চন্দ্রস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত হইলে, জাতককে বিশিষ্টরূপ মিথ্যাবাদী হইতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—২।১৫।)

৩।—পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা পূর্ব্বোক্তরূপ চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে, জাতককে মিথ্যাকথা কহিতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—২।১৫ খ।)

৪।—বুধস্থান সাতিশয় উচ্চ, ও তদুপরি জালচিহ্ন চিত্রিত হইলেও, জাতককে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কারণ কথার উপর বুধের বিশিষ্ট আধিপত্য আছে; জালচিহ্ন তাহার ফলের অপকর্ষ সাধন করিতেছে। ইহার সহিত রবিস্থান উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাকথা সত্যের অলঙ্কারে সাজাইয়া বেশ ভাণ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—১৬।)

৫। হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট হইলে, জাতকের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অধিকার সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ কার্য্যতঃ মন অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হয় বলিয়া, উভয় হস্তে করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও বুধস্থান অত্যুচ্চ হইলেও, জাতককে সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া, অনেক সময় সত্যের অপলাপে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—ক-খ; গ-গ।)

৬। কনিষ্ঠার ও তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটী রেখা এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এড়োভাবে বিস্তৃত থাকিলে, জাতককে স্বতই মিথ্যাবাদী হইতে হয়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সন্নীতির সমন্বয় সুরক্ষিত। কেন না, বাক্যাধিপ বুধের অঙ্গুলী কনিষ্ঠায় পার্শ্ববিস্তৃতা রেখায় যেমন ফলের বিপর্য্যয় সাধিত হয়; তেমনই ধর্ম্মাধিপতি বৃহস্পতির অঙ্গুলীতে ঐরূপ রেখা ফলবৈষম্য ঘটে; ইহাও মিথ্যাবাদের পোষক। (চিত্র—৬, চিহ্ন—১৮।)

৭। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, এবং, আয়ুরেখার শেষাংশে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন চিত্রিত থাকিলেও, জাতককে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—২২।)

শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের লাম্পট্যের সূচনা করে?

গুরু। ১। শুক্র মনুষ্যের স্ত্রী প্রভৃতি বিলাসসাধনের বিধান করেন, এবং জালচিহ্ন তৎসংক্রান্ত শুভফলের প্রতিষেধক; সুতরাং যাহার হস্তে উন্নত শুক্রস্থানে কতকগুলি সরলরেখা পরস্পর কর্ত্তিত হইয়া, একটী জালচিহ্নে পরিণত হয়, সেই জাতকের লাম্পট্যদোষ অনিবার্য্য। (চিত্র—৭, চিহ্ন—৮।)

২। তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে একটী তারকাচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতককে লম্পট হইতে হয়। তর্জ্জনী বৃহস্পতির অঙ্গুলী। তৃতীয় পর্ব্ব স্বাভাবিক স্থূলজ্ঞানের পরিচায়ক। তারকাচিহ্ন তদ্গত ফলের বিপর্য্যয়-সাধক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চিহ্নে সমাজিক ঘৃণ্য লাম্পট্যের সূচনাই সঙ্গত। (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯।)

৩। মধ্যমা শনির অঙ্গুলী। শনিও অনুকূল ভাবে দাস দাসী প্রভৃতি সুখ সাধনের বিধান করেন ও প্রকারান্তরে নীচ সহবাসেরও অনুষ্ঠানে রতি দেন। তাহার উপর ত্রিকোণ-চিহ্ন কৌশলের সূচক। সুতরাং মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক কৌশলে নীচ-সহবাসরত—লাম্পট্যদোষদুষ্ট হয়। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১০।)

৪। মানসিকী বৃত্তিগুলির আশ্রয়স্থান হৃদয়; তাহাতে যবচিহ্ন ফলের ব্যতিক্রম ঘটায় বলিয়া, বুধস্থানের নিম্নে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্নও অগম্যাগমন লাম্পট্যের সূচক। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১৫।)

৫। শুক্রস্থান হইতে একটী যবচিহ্ন হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে, জাতক লম্পট হয়। শুক্রস্থানের উচ্চতা যেমন স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্তির সূচক, যবচিহ্ন তেমনই তাহার ফল বৈপরীত্য ঘটায়; আবার তাহা হৃদয়-স্পর্শী হইলে, হৃদ্গতভাবে লাম্পট্যের প্রকাশ হইবে নিশ্চিতই। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১৬।)

৬। বারাঙ্গনার সহবাসে অর্থক্ষতি ও সৌভাগ্যহানি হয়; সুতরাং ভাগ্য-রেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, সংসক্তভাবে বারাঙ্গনা সহবাসে যে, ভাগ্য-

হানি ও দুর্ভাগ্যযোগ সূচিত হইবে, তাহা স্থির। কারণ যবচিহ্ন ভাগ্যরেখার সুফলের ব্যতিক্রমসাধক। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১৭।)

বস্তুতঃ এই সকল চিহ্ন থাকায়, জাতক যখন চিহ্নসূচিত কার্য্য করিতে বাধ্য, তখন জাত জীবগণ যে কোন কার্য্য করিতেছে, সমস্তই ঈশ্বরের নিয়মে; সুতরাং কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম—সকল কর্ম্মেরই সাধন করিতে এক অপ্রতিষেধ্য ঐশ্বরিক নিয়মে জীবমাত্রেই বাধ্য। আর অপ্রতিবিধেয় ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন হইয়া, যখন মনুষ্যকে কেন—জীবমাত্রকেই সুখ দুঃখের ভোগ করিতে হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধতা করিতে পুরুষকারের আশ্রয়গ্রহণ চপলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ধর্ম্মাচরণ করিয়া, সুখ্যাতিলাভ করা যেমন ঐশ্বরিক নিয়মবশে ঘটিয়া থাকে, আত্মহত্যা বা জীবহত্যা সেইরূপ তাঁহার অপ্রতিবিধেয় নিয়মবশে ঘটে। আর এতদুভয়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া সমফল। অতএব ভগবন্নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে যদি আমাদিগকে কর্ম্ম করিতে হয়, তবে কি সুখ, কি দুঃখ, কি পাপ, কি পুণ্য—সকলই ভগবানের অপ্রতিহত নিয়মের বশে সম্পন্ন করিতে হয় বলিয়া, ভগবন্নির্ভরে সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। জীবনের সকল ঘটনাই অতিপূর্ব্ব হইতে যে, ভগবন্নিয়মে নির্দ্দিষ্ট, তাহা এতদ্বিষয়ের চিন্তায় স্বতই প্রতিভাত হইবে। সুতরাং যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহার বিষয় ভাবিয়া সুখ বা দুঃখের অনুভব করা ভাবী সুখের চিন্তায় উৎফুল্ল হওয়া বা ভবিষ্যৎ বিপৎপাতের চিন্তায় কষ্টভোগ করা অনুচিত; কেবল ভগবন্নিয়মে পরিচালিত বলিয়া, অনুক্ষণই পুণ্যব্রতে ব্রতী মনে করিয়া, নিরন্তর হৃষ্ট হইলে, জীব তত্ত্বজ্ঞ সদানন্দ সুতরাং আত্মপ্রসাদলাভে সমর্থ হয়; আর এইরূপই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।
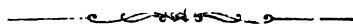
চতুর্থ অধ্যায়

শিষ্য। প্রভো, আপনার উপদেশে লোকের যাবতীয় কর্ম্মাকর্ম্ম যে, গ্রহগণের পরিচালনের সহিত বলাবলের তারতম্যানুসারে ঘটিয়া থাকে, তাহা স্থির—বুঝিয়াছি। কিন্তু নিত্যভ্রমণশীল গ্রহগণের আকর্ষণী শক্তি যখন পৃথিবীর সমস্তত্রবর্ত্তী স্থানে সমভাবেই কার্য্য করে, তখন তাহাদিগের সমাধিকারে জন্মগ্রহণ করিলেও, ফলপ্রার্থক্যলাভই বা সম্ভবে কি প্রকারে?

গুরু। গ্রহগণ ঐশ্বরিক নিয়মে নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছেন; স্ব স্ব স্থিত্যনুসারে গ্রহগণ বলাবলানুক্রমে পৃথিবীর উপরি অভেদে স্বস্বশক্তিপরিচালন করিতেছেন; তাহাতে তাঁহাদিগের সাংস্থানিক বলাবলের তারতম্য ঘটিতেছে। আবার পৃথিবীও স্বকক্ষে একবার করিয়া, স্বদেহের পরিক্রমণ করিতে করিতে মহাগ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন; তজ্জন্যই পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের উদয়াস্ত বা শক্তিস্থিত্যাদির নিরন্তরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের ক্ষণনির্ণয়ে পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থানের সহিত রাশিচক্রের যে অংশ নির্ণীত হয়, তাহাই লগ্ন নামে অভিহিত। সঞ্চলদ্‌গ্রহগণের রাশিগত অবস্থানসাম্য পরিলক্ষিত হইলেও, লগ্নবিপর্য্যয়হেতুক জাতকের জীবনফলেরও বিপর্য্যয় ঘটে। কারণ গ্রহসংস্থানের রাশিগত সাম্য থাকিলেও, এই লগ্নবিপর্য্যয়হেতুক জাতকের জীবন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ভাব বিপর্য্যয় ঘটে। আর সেই ভাববিপর্য্যয় অনুসারে গ্রহগণ ভিন্ন ভিন্ন ফলবিধানও করিয়া থাকেন। এক্ষণে দৃষ্টান্তযোগে তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলে আর কোন সন্দেহই থাকিবে না।

যেমন কোন বর্ষের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের রাশিসংস্থান নিম্নলিখিত চক্রসংস্থানের অনুরূপ। ইহার প্রতি গৃহের লগ্নবিপর্য্যয়ে ফলেরও ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী।

কথিত দিনে গ্রহগণের সংস্থান এইরূপই আছে,—এবং ঐ দিন বিভিন্ন সময়ে দ্বাদশটী শিশুর জন্ম হইল, এই বারটী বালকের জন্মক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, রাশিগত গ্রহের সংস্থানসাম্য থাকিলেও, লাগ্নিক সংস্থানের সহিত ফলের পার্থক্যও সম্ভটনীয়।

বৃহস্পতি চন্দ্রের ক্ষেত্র কর্কটে তুঙ্গী থাকায় ও বৃহস্পতির গৃহ মীনে চন্দ্র উচ্চাভিলাষী হওয়ায়, ইহাদিগের বিনিময়যোগ ঘটিয়াছে; তাহার ফলে স্ব স্ব ভাবফলের বিশিষ্ট বিধান করিবেন নিশ্চিতই।

প্রথমতঃ ইহার রাশিগত গ্রহসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, মেষে রবি, কর্কটে বৃহস্পতি, তুলায় শনি, মীনে শুক্র অবস্থিত হইয়া তুঙ্গী;— চারিটী গ্রহ তুঙ্গী হওয়ায়, তাহার সাধারণ ফলে জাতক বহুজন প্রতিপালক শক্তিসম্পন্ন চক্রবর্ত্তী হইতে পারে। আবার পৃথক্ পৃথক্ ফল যথা,—

তুঙ্গী রবির ফলে,—জাতক শাস্ত্রজ্ঞানযুক্ত, ধার্ম্মিক, শান্ত, নীরোগ, বহুজন প্রতিপালক, দাতা, রাজসদৃশ সাতিশয়ভোগী ও মণ্ডলেশ্বর হয়।

তুঙ্গী বৃহস্পতির ফলে,—জাতক মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, সাতিশয় বলবান্, মাননীয়, প্রচণ্ড রাগ, ঐশ্বর্য্যশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও বরাঙ্গনাযুক্ত ও বহুগোষ্ঠীপোষক হয়।

তুঙ্গী শুক্রের ফলে—জাতক মিষ্টান্নভোজী, গুণী, সিদ্ধিযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘজীবী, বদান্য, দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তিসম্পন্ন হয়।

তুঙ্গী শনির ফলে—জাতক কান্তাবিলাসী, কীর্ত্তিমান পাত্র, লক্ষ্মী-যুক্ত, দীর্ঘজীবী, কতিপয় গ্রামাধিপতি, পণ্ডিত, দাতা ও ভোক্তা হয়।

চন্দ্র, শুক্র ও বুধ মীনরাশিতে অবস্থিত হওয়ায়, এই ত্রিগ্রহ যোগে জাতক বিনীত, শাস্ত্রানুরাগী, বাণিজ্যকুশল, ভ্রমণশীল, স্ত্রীলোলুপ, অব্যবস্থিতচিত্ত, ও কন্যাসন্ততি-যুক্ত হয়।

মীনরাশির ফলে—মীনরাশিতে চন্দ্র থাকায়, জাতক ধনজন-সুখভোগী, মুগ্ধবপুঃ, মৈথুনরত, শত্রুপরাভবকারী, স্ত্রীজিত, মনোহর কান্তি, ধনলোভী ও পণ্ডিত হয়।

গ্রহগণের এই সকল সাধারণ ফলের লগ্নভেদে ফলবিভেদ হইবে; সাধারণ ফলের সর্ব্বাঙ্গীণ সংক্রমণ না হইয়া, সংস্থান ভেদে, বিশিষ্ট সংক্রমণ হইবে; সুতরাং ইতর বিশেষে ফল বিভেদ হইবে; যথা—

বৈশাখ মাসে মেষ লগ্নে সূর্য্যের উদয়। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের ৪।৭।১০ দণ্ড সময়ে যাহার জন্ম হইল, তাহার জন্মলগ্ন মেষ। ইহার ফলে জাতব্যক্তি প্রচণ্ড ক্রোধ, বিদেশগমনরত, লোভী, কৃশ, অল্পসুখ, শূর ও অস্পষ্টবাদী, বায়ুপিত্তপ্রকোপহেতুক উত্তপ্ত দেহ, কার্য্যকুশল, ভাক, রোষকষায়িত নেত্র, ধর্ম্মরতঃ, চঞ্চল, অল্পমেধাঃ, পরার্থনাশক, ভোক্তা, লব্ধখ্যাতি, কুনখ, ভ্রাতৃ-বিহীন, পিতৃভক্ত, দ্রুতগমনশীল, কুসন্তানযুক্ত, সুশীল, সদ্বংশসম্ভূতা স্বজন-প্রিয়া, হীনাঙ্গাপত্নীযুক্ত, নীচকর্ম্মে উন্নতিপর, অপকৃষ্ট সুখে রত ও ধর্ম্মে অর্থবৃদ্ধি করণেচ্ছু। এই সকল কর্ম্মেরও আবার হ্রাসবৃদ্ধি অন্যান্য ভাবস্থ গ্রহগণের বলে ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য কর্ত্তৃত্ব বিশুদ্ধজ্ঞান প্রভৃতির বিধান করায় এবং মেষে সূর্য্য পূর্ণ বলবান হওয়ায় এ ব্যক্তি গোষ্ঠী পোষক গৃহী, ধার্ম্মিক, বন্ধুহিতৈষী, উদ্ধত, বলবান, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, হিতকারী, ক্ষমাশীল, মানী, উদার, দাম্ভিক ও উচ্চাভিলাষী হয়; আরও লগ্নে রবি কেন্দ্রস্থ হওয়ায়

জাতক রক্তবর্ণ, নির্দ্দয়, হিংস্র, নির্ব্বোধ, ক্ষুধার্ত্ত, চক্ষুরোগ বা মস্তিষ্কবিকারে পীড়িত, পরস্ত্রীরত, এবং পরদেশে পররাজ্যে বা পরাশ্রয়ে কৃতাধিবাস হয়। চতুর্থ গৃহে বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকায় এ ব্যক্তি ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মার্থকামপ্রার্থিনী সুন্দরী পত্নী এবং রাজানুগ্রহে অর্থ, উত্তম বাহন, ও সম্মান প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয়। সপ্তমগৃহে শনি তুঙ্গী থাকায় দৌত্য কর্ম্মেরত, বায়ুরোগাক্রান্ত, কদাকার, চিরদরিদ্র, বালস্বভাব, ও পরকম্মনাশক হয়। এবং এই তিনটী গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থিতি করায় বৃহস্পতির অনুকূল বলে, রবির ও শনির হ্রাস হইবে। আরও লগ্নাধিপতি একাদশ-গৃহে বর্ত্তমান থাকায় জাতক বহুমিত্র, অর্থ ও উত্তম বাহন লাভে সমর্থ হয়। একাদশ গৃহে মঙ্গল থাকায় জাতক ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্থাবর সম্পত্তির অধিপতি, এবং রাহুও উক্তগৃহে বর্ত্তমান থাকায় নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়। দ্বাদশ গৃহে চন্দ্র থাকায় এ ব্যক্তি কৃপণ স্বভাব বিশিষ্ট ; দ্বাদশে বুধ থাকায় জাতক স্বার্থপর ধূর্ত্ত ও স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয় এবং শুক্র দ্বাদশে থাকায় জাতক আমোদ প্রিয় ও সদা স্ত্রীলোক দ্বারা পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসে। দ্বিতীয়াধিপ শুক্র দ্বাদশে থাকায় এব্যক্তি ঋণগ্রস্ত, অপরিমিত ব্যয়ী হয় ও সঞ্চিত ধন নষ্ট করে। তৃতীয়ের অধিপতি বুধ দ্বাদশ-গৃহে থাকায়, এ ব্যক্তির শত্রুভয়, বন্ধুনাশঙ্কা ও জ্ঞাতিবিরোধ প্রভৃতি অশুভফল ঘটিয়া থাকে। চতুর্থাধিপ চন্দ্র দ্বাদশে থাকায় ঋণ, শোক, শত্রু প্রভৃতি হইতে অস্থির হয়। পঞ্চম গৃহে কেতু থাকায় ইহার মৃতপ্রজ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, পঞ্চমাধিপ রবি লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী, বিলাসী, প্রফুল্লমনা ও স্বীয় বংশের ভূষণ স্বরূপ হয়। ষষ্ঠাধিপতি বুধ দ্বাদশে থাকায় ইহার অর্থব্যয়, ঋণ, অপমান ও অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি শুক্র দ্বাদশে থাকায়, এ ব্যক্তি দাম্পত্য-সুখবিহীন, ও শত্রু নিপীড়িত হইবে। অষ্টম গৃহের অধিপতি মঙ্গল একাদশ-স্থানে থাকায় আত্মীয়জনের সম্পত্তিলাভ ও বন্ধুনাশ হইয়া থাকে। নবম স্থানের অধিপতি বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে তুঙ্গী হইয়া থাকায়, ইহার বাণিজ্য বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ হইবে। দশম গৃহের অধিপতি শনি সপ্তম স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতকের সম্ভ্রান্তকুলে বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। একাদশ গৃহের অধিপতি শনি—সপ্তম গৃহে থাকায় ইহার বিবাহ, ব্যবসায় ও

বিদেশযাত্রায় ধনলাভ হইবে। দ্বাদশাধিপ বৃহস্পতি চতুর্থ গৃহে থাকায় জাতক ঋণগ্রস্ত, কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত হইবে। *

গোচর ফলের ন্যায় সাময়িক ফল নির্ণয় করিতে, জীবনসংক্রান্ত ফলের বিশিষ্ট বিকাশ কালস্থির করিতে—নাক্ষত্রিক চন্দ্রসংস্থান হইতে গ্রহের দশা

* গোচরফল। লগ্ন হইতে যেরূপ জাতকের জীবনফল নির্ণীত হয়, সেই রূপ জন্মকালীন চান্দ্ররাশি হইতে সাময়িক গ্রহপরিবর্ত্তনের সহিত ফল-নির্ণয় হয়। জন্মরাশিতে (প্রথমে) সূর্য্য জাতকের ধননাশ, দ্বিতীয়ে ভয়, তৃতীয়ে স্ত্রীলাভ, চতুর্থে মানহানি, পঞ্চমে দৈন্য, ষষ্ঠে শত্রুহানি, সপ্তমে অর্থলাভ, অষ্টমে পীড়া, নবমে কান্তিক্ষয়, দশমে কার্য্যবৃদ্ধি, একাদশে ধনাগম, দ্বাদশে মহাবিপদ ঘটান। প্রথমে চন্দ্র অর্থনাশ, দ্বিতীয়ে বিত্তনাশ, তৃতীয়ে দ্রব্যলাভ, চতুর্থে চক্ষুরোগ, পঞ্চমে কার্য্যহানি, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে সবিত্ত স্ত্রীলাভ, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে রাজভয়, দশমে মহাসুখ, একাদশে ধনবৃদ্ধি, দ্বাদশে রোগ ও ধননাশ করেন। প্রথমে মঙ্গল শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধননাশ, তৃতীয়ে অর্থলাভ, চতুর্থে শত্রুভয়, পঞ্চমে প্রাণনাশ, ষষ্ঠে বিত্তলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্য্যহানি, দশমে শুভ, একাদশে ভূমিলাভ, দ্বাদশে রোগ, অর্থনাশ ও অশুভ ঘটান। প্রথমে বুধ বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শত্রুভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অসুখ, ষষ্ঠে স্থানলাভ, সপ্তমে রোগ ও আপৎ, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে সাংঘাতিক ব্যাধি, দশমে শুভ, একাদশে অর্থলাভ, দ্বাদশে বিত্তনাশ করান। বৃহস্পতি প্রথমে ভয়, দ্বিতীয়ে অর্থলাভ, তৃতীয়ে ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রীতিনাশ, একদশে ধনলাভ, দ্বাদশে দেহমনঃপীড়া ঘটান। শুক্রের প্রথমে শত্রুনাশ, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে শুভ, চতুর্থে ধনলাভ, পঞ্চমে পুত্রলাভ, ষষ্ঠে শত্রুবৃদ্ধি, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অর্থলাভ, নবমে বস্ত্রলাভ, দশমে অশুভ, একাদশে বহুধনলাভ, দ্বাদশে ধনাগম ও সুখ হয়। প্রথমে শনি বিত্তনাশ ও সন্তাপ, দ্বিতীয়ে মনঃকষ্ট, তৃতীয়ে শত্রুনাশ ও বিত্তলাভ, চতুর্থে শত্রুবৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্রনাশ, ষষ্ঠে অর্থপ্রাপ্তি, সপ্তমে অনিষ্ট পাত, অষ্টমে দেহপীড়া, নবমে ধনক্ষয়, দশমে মানস উদ্বেগ, একাদশে ধনলাভ, দ্বাদশে অমঙ্গল ঘটান। রাহু প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবমে যথাক্রমে অর্থক্ষয়, শত্রুভয়, কার্য্যহানি, রোগ, প্রবাস, মৃত্যু ও অগ্নিভয় ঘটান; অন্যত্র শুভ। কেতুও একাদশ, তৃতীয়, দশম বা ষষ্ঠে জাতকের সম্মানভোগ রাজপূজা, সুখ, অর্থলাভ এবং আজ্ঞাকারী পুরুষ ও স্ত্রী হইতে সুখ ও পুণ্যলাভ ঘটান।—অন্যত্র অশুভ।—রবি ও মঙ্গল প্রবেশকালে, গুরু শুক্র মধ্য সময়ে, শনি ও চন্দ্র বিনির্গমনকালে—বুধ সর্ব্বকালে গোচরফল দেন।

বিচার আবশ্যক। * এই বিচারে জাতকের প্রতি গ্রহগণের বিশিষ্টদৃষ্টি ও তাহাদিগের সাংস্থানিক বলাবলানুসারে ও ভাবসমন্বয়ে ক্রিয়া অনুক্ষণই ঘটিতেছে; সুতরাং মানবগণের জীবনে বিভিন্ন কালে যে বিভিন্ন ফলের সজ্ঘটনে গ্রহগণের শক্তি সমন্বয় রক্ষিত হয়, তাহা অনুশীলনে উপলব্ধ হয়। এক্ষণে বিভিন্ন ক্ষণে জন্ম হইলে, যে জাতকের জন্ম লগ্ন পার্থক্যে ফলপার্থক্য ঘটে, তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

আবার দ. ৪।৫২ পলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায় ইহার জন্ম লগ্ন

---

* দশা বিচার বহুবিধ; তন্মধ্যে এ দেশে অষ্টোত্তরী মতের প্রচার অধিক বলিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।—

নক্ষত্র।	দশা।	ভোগ বৎসর।
কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা	রবির	৬
আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা	চন্দ্রের	১৫
মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী	মঙ্গলের	৮
হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা	বুধের	১৭
জ্যেষ্ঠা ও মূলা	শনির	১০
পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, অভিজিৎ, শ্রাবণা	বৃহস্পতির	১৯
ধনিষ্ঠা, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ	রাহুর	১২
উত্তরভাদ্রপদ, রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী	শুক্রের	২১

পশ্চিমে বিংশোত্তরী মতে দশাবিচারই প্রচলিত, এ স্থলে তাহারও আভাস প্রদত্ত হইল।

নক্ষত্রের নাম।	দশা।	ভোগকাল।
কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া,	রবি	৬ বৎসর
রোহিণী, হস্তা, শ্রবণা	চন্দ্র	১০ ,,
মৃগশিরা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা	মঙ্গল	৭ ,,
আর্দ্রা, স্বাতী, শতভিষা	রাহুর	১৮ ,,
পুনর্ব্বসু, বিশাখা, পূর্ব্বভাদ্রপদ	বৃহস্পতির	১৬ ,,
পুষ্যা, অনুরাধা, উত্তরভাদ্রপদ	শনির	১৯ ,,
অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, রেবতী	বুধের	১৭ ,,
মঘা, মূলা, অশ্বিনী	কেতুর	৭ ,,
পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া ভরণী	শুক্রের	২০ ,,

বৃষ। বৃষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধীর, কষ্টসহিষ্ণু, সুখী, শত্রুবিনাশী, বাল্যে সঞ্চয়ী, উচ্চ ললাট, স্থূলগণ্ডোষ্ঠনাস, কর্ম্মোদ্যোগী, ভাগ্যবান্, মাতা-পিতার রোষোদ্দীপক, দাতা, নানাব্যয়ী, অনুরাগস্বভাব, বায়ুশ্লেষ্মপ্রবলধাতু, বহুকন্যাযুক্ত, আত্মীয়পীড়ক, অধর্ম্মানুরতঃ, বনপ্রিয়, অতি চঞ্চল, ভোজন পানে সুদক্ষ ও বসন ভূষণে অনুরক্ত হয়। ইহার লগ্নাধিপতি শুক্র একাদশ গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি বহুমিত্রযুক্ত, সঙ্গীত-প্রিয়, প্রচুরার্থোপার্জ্জনক্ষম, গুণী, স্বজনরঞ্জন, স্ত্রীমিত্রযুক্ত, সুশ্রী, বিলাসী, ভোগী ও উত্তমবাহনযুক্ত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বুধ একাদশে থাকায় জাতক অগ্রজ বা মিত্রের সাহায্যে বিশেষ ধনলাভ করে, কিন্তু বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ হওয়ায় উক্ত ফলের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়ে বৃহস্পতি তুঙ্গী থাকায় এ ব্যক্তি ভ্রাতৃযুক্ত, জ্ঞাতিবৃত, রাজসমন্বিত, কৃপণ, স্বার্থপর, ভ্রমণরত ও ভ্রমণ দ্বারা অর্থলাভ হয়। তৃতীয়াধিপতি চন্দ্র একাদশে থাকায়, জাতকের ভ্রমণে অর্থলাভ হইয়া থাকে। চতুর্থে কেতু থাকায় জীবনে অশুভ সংঘটন হয়। আবার চতুর্থাধিপতি রবি দ্বাদশে থাকায় জাতব্যক্তি ঋণপ্রযুক্ত পৈতৃক সম্পত্তি নষ্ট করে ও শত্রুবৃদ্ধি, প্রবাস, বন্ধনভয় হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি বুধ একাদশে থাকায় জাতকের মনোনীত বন্ধুসঙ্গম ও ব্যবসায়ে ধনলাভ হইয়া থাকে। ষষ্ঠে শনি তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতক শত্রুজিৎ, গুণগ্রাহী, আশ্রিতপালক ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়। ষষ্ঠাধিপতি শুক্র একাদশ গৃহে তুঙ্গী হইয়া থাকায় জাতকের অগ্রজের অমঙ্গল, মিত্রনাশ ও শত্রু হইতে অর্থলাভ হইবে। সপ্তমাধিপ মঙ্গল দশম স্থানে থাকায় জাতক গুণবতী ভার্য্যা ও বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ ও সম্মান লাভ করে। অষ্টমাধিপ বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানে তুঙ্গী হইয়া থাকায়, এ ব্যক্তি ভ্রাতৃযুক্ত, জ্ঞাতিবৃত ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য লাভ করে। নবমাধিপ শনি ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতক বিদ্যা ও কর্ম্মবিহীন এবং রোগ ও শত্রুর দ্বারা প্রপীড়িত হয়। দশমাধিপ শনি ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্যনাশ হয়। একাদশ স্থানে শুক্র তুঙ্গী হওয়ায় জাতক সঙ্গীত প্রিয়, উপার্জ্জন ক্ষম, স্ত্রী মিত্রযুক্ত ও বিলাসী হয়। আবার একাদশাধিপ তৃতীয় স্থানে থাকায় জাতকের ভ্রাতৃ ও মিত্র সাহায্যে অর্থলাভ হয়। দ্বাদশাধিপ মঙ্গল দশম স্থানে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্যনাশ হয়।

৫।৩১।৫৫ দণ্ডের পর যাহার জন্ম হইল, লগ্ন তাহার মিথুন। মিথুন লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের আজ্ঞাকারী, স্বীয় স্ত্রীর আদর সম্ভাষণ ও সোহাগে সদাই সচেষ্ট, সকল ব্যক্তির নিকট পূজনীয়, মিষ্টভাষী পিতামাতার অনুগত ও আজ্ঞাকারী, সঙ্গীত ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, শ্রুতি স্মৃতি আদি ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের ব্যাখ্যা প্রকাশে সক্ষম, সাধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদা সুমধুর হাস্যযুক্ত ও শ্রেষ্ঠরুচিসম্পন্ন, সুন্দর অলঙ্কারাদিপ্রিয়, অহঙ্কারী, ক্ষমাশূন্য, অল্পবন্ধুযুক্ত, সদাপাপকর্ম্মেরত হইলেও বিনয়ী, বৃষের ন্যায় আকার, প্রবল শত্রু দমনে সমর্থ, প্রচুর অর্থভাগী ও সৎপুরুষ হইয়া থাকে। ইহার লগ্নাধিপতি দশমে থাকায় এ ব্যক্তি মাননীয়, উচ্চপদাভিষিক্ত, সমস্ত কর্ম্মে সাফল্য ও সমাজে প্রাধান্যলাভে সমর্থ হয়। দ্বিতীয়ে বৃহস্পতি থাকায় জাতক সদ্‌গুণান্বিত, শ্রেষ্ঠমতিবিশিষ্ট, দাতা, সুশীল, কীর্ত্তিমান, সৎকার্য্যে আস্থা ও ভাগ্যবান হয়। আবার দ্বিতীয়াধিপতি চন্দ্র দশমে থাকায় জাতক ব্যবসায়, রাজকার্য্য কিম্বা কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কোন বিশ্বস্ত কার্য্য হইতে অর্থলাভে সমর্থ হয়। তৃতীয়ে কেতু হওয়ায় ইহার ভ্রাতৃনাশ প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। তৃতীয়াধিপতি রবি একাদশে থাকায় জাতক অর্থ, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য ও বন্ধুলাভে সমর্থ হয়। চতুর্থাধিপতি দশম গৃহে থাকায় এব্যক্তি রাজকার্য্য বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা উচ্চপদ, সম্মান, স্থাবর সম্পত্তিও উত্তম বাহন প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয়। পঞ্চমে শনি তুঙ্গী হওয়ায় জাতক বিচক্ষণ, দূরদর্শী, স্থির-বুদ্ধিসম্পন্ন, রাজসম্মানিত ও স্বার্থপর হইয়া থাকে। আবার পঞ্চমাধিপতি দশমস্থ হওয়ায় জাতক সমস্ত কর্ম্মে সাফল্য ও স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে মাননীয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি নবমে থাকায় জাতক সাধুলোকের অপ্রিয়ভাজন, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও ভাগ্যহীন হইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বিতীয়স্থ হওয়ায় জাতক বিবাহ ও ব্যবসায় দ্বারা ধনলাভ করে। অষ্টমাধিপতি শনি পঞ্চমে থাকায় জাতকের পুত্র নষ্ট প্রভৃতি অশুভ ঘটনা ও ইন্দ্রিয়দোষ এবং অপরি-মিত ভোজনাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নবম স্থানে মঙ্গল থাকায় জাতক স্বার্থপর, সন্দিগ্ধচিত্ত, কৃপণ-স্বভাববিশিষ্ট ও অসাধু হয়। আবার নবম স্থানে রাহু থাকায় জাতক সৌভাগ্যশালী, ভোগবিলাসী ও কর্ম্মানুরক্ত হয়। নবমা-ধিপতি শনি পঞ্চমে থাকায় জাতক বিদ্যা, মনোরমা-পত্নী, সুসন্তান ও

সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হয়। দশম স্থানে চন্দ্র, শুক্র ও বুধ থাকায় জাতক রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানলাভ, স্বীয় বিদ্যার দ্বারা ধন যশঃ এবং স্ত্রীধন লাভ, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রানুরাগী এবং সঙ্গীতপ্রিয় হয়। একাদশ স্থানে রবি থাকায় জাতক মিত্র ও বহুধন লাভ এবং কাব্য ও সঙ্গীতাদি প্রিয় হয়। দ্বাদশাধিপতি শুক্র দশমে থাকায় জাতকের অর্থ হানি, বন্ধুনাশ এবং প্রতারক বন্ধু হইতে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

দ. ৫।৫১।২ পলের পর জন্ম হইলে জাতকের জন্ম লগ্ন কর্কট। কর্কট লগ্নে জন্ম হইলে জাতক ভীরু স্বভাববিশিষ্ট, এক স্থানে বাস করিতে অনিচ্ছুক, চঞ্চলমনা, দৃঢ়স্মৃতিশক্তিযুক্ত, গুহ্যরোগাক্রান্ত, শত্রুবিনাশে সক্ষম, কুটিল অন্তঃকরণ, কামের বশীভূত, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ভক্তি ও দানপরায়ণ, কফজধাতুবিশিষ্ট, স্ত্রীলোকের ন্যায় আকৃতি, নিজ কার্য্যের জন্য সদা দুঃখিত, স্বল্প সন্তান সন্ততিযুক্ত, বন্ধুবিহীন, দুষ্ট, কুটুম্ববর্গের সহিত সদা কলহে নিযুক্ত, বৃথা বাক্যব্যয়ী, কুৎসিতা পত্নীর স্বামী, পরান্নভোজী, পরদেশে বাস, পরকীয় দ্রব্য গ্রহণে সদা ব্যস্ত, ধীর, সাহসী, ধনবান ও ভোগবিলাসী হইয়া থাকে।

লগ্নে বৃহস্পতি থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, স্বধর্ম্মে ভক্তিপরায়ণ নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সদুপদেষ্টা, জনসাধারণের নিকট পূজনীয়, ভাগ্যবান, ঐশ্বর্য্যশালী ও রাজার নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার লগ্নাধিপতি চন্দ্র নবম স্থানে থাকায় জাতক ভাগ্যবান, বিদ্বান, ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রানুশীলক হইয়া থাকে। কেতু দ্বিতীয় স্থান ও ধনস্থানে থাকায় এ ব্যক্তি ধনশালী হয় এবং দ্বিতীয়াধিপতি রবি দশমে থাকায় ব্যবসায়, চাকরী ও কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। তৃতীয়াধিপতি বুধ নবমে থাকায় বিদ্বান্ এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যে লাভবান্ হয়। শনি চতুর্থ স্থানে তুঙ্গী হওয়ায় এ ব্যক্তির পিতা ক্লেশে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই যোগে অর্থাৎ শনি চতুর্থ স্থানে থাকা প্রযুক্ত, রামচন্দ্রকে রাজ্যেশ্বর হওয়ার পরিবর্ত্তে বনগমন করিতে হইয়াছিল। চতুর্থাধিপতি শুক্র নবমে থাকায় জাতক বিদ্বান্, ধর্ম্মপরায়ণ ও বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করে। পঞ্চমাধিপতি মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকায় এ ব্যক্তির সন্তান বিনাশাদি প্রভৃতি অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি বৃহস্পতি

লগ্নে থাকায় জাতক অল্পায়ুঃ ও শ্লেষ্মাঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি শনি চতুর্থে থাকায় জাতক ব্যবসায় দ্বারা ধনবান্ হইয়া থাকে। মঙ্গল অষ্টম স্থানে থাকায় জাতকের বধবন্ধন ভয়, কার্য্যহানি এবং অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হইতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রাহু অষ্টম গৃহে থাকায় এ ব্যক্তি রোগার্ত্ত, নীচ কার্য্যে রত ও বিপদাপন্ন হয়। চন্দ্র নবম স্থানে থাকায় জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, ভাগ্যবান্, বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জনক্ষম, ধর্ম্মপরায়ণ, ভ্রমণরত ও প্রেমিক হয়। বুধ ও শুক্র নবম স্থানে থাকায় ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, ঐশ্বর্য্যশালী, সন্ততিযুক্ত, প্রফুল্লচিত্ত, শিল্পবিদ্যানুরাগী, বিনীত ও ভাগ্যবান্ হয় এবং নবমাধিপতি বৃহস্পতি লগ্নে থাকায় বুদ্ধিমান, ধর্ম্মরত ও ভ্রমণশীল হইয়া থাকে। রবি দশমে—নৃত্যগীতাদি অনুরক্ত, ধনসম্পন্ন, লোকপালক, সৌম্যমূর্ত্তি, তেজস্বী এবং রাজসদৃশ হয়। দশমাধিপতি মঙ্গল অষ্টমে থাকায়, কর্ম্মনাশ, বধবন্ধন ভয়, অপমান ও রাজভয় ঘটিয়া থাকে। একাদশাধিপতি শুক্র নবমে থাকায় বিদ্যা ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থলাভ এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের স্নেহভাজন হইয়া থাকে। দ্বাদশাধিপতি বুধ নবমে থাকায় বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও নৌকা যাত্রায় অনিষ্ট ঘটে, বিপদাপন্ন ও সাধুব্যক্তি-দিগের অপ্রিয়ভাজন হয়।

দ. ৫।৩১।৫২ পলের পর জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার লগ্ন সিংহ। সিংহ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক মাংসাভিলাষী, নৃপতি কর্ত্তৃক ধন ও সম্মান প্রাপ্ত, ধর্ম্মানুরত, সঙ্গতিশালী, সদা কুটুম্ববর্গের কার্য্যে নিযুক্ত, সিংহ সদৃশ বদন, মাননীয়, গম্ভীর প্রকৃতি, সত্বগুণাবলম্বী, লজ্জাহীন, অল্পভাষী, পরদার রত, পেটুক, পার্ব্বত্য বন ভ্রমণাভিলাষী, সুবোধ, সংবন্ধুযুক্ত, আমোদপ্রিয়, কষ্ট-সহিষ্ণু, হতশত্রু, খ্যাতিসম্পন্ন, সাধুদিগের নিকটে সদা প্রণত, কৃষিকর্ম্ম দ্বারা ভাগ্যবান, নানা প্রকার আশ্চর্য্য জনক কার্য্যেরত, অমিতব্যয়ী, লম্পট ও, রোগ-যুক্তা ভার্য্যা সম্পন্ন হয়।

কেতু লগ্নস্থ হওয়ায় জাতক উচ্চপদস্থ ও বহু লোক পালক হইয়া থাকে। লগ্নাধিপতি রবি নবমে—উচ্চপদস্থ, মাননীয়, কার্য্যে সফলতাযুক্ত ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় জাতক মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হয়। শনি তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক গণ্য, মান্য, পরাক্রম-

শালী, বহুজন প্রতিপালক ও ভ্রাতৃশূন্য হয়। তৃতীয়াধিপতি শুক্র অষ্টমে থাকায় এ ব্যক্তির ভ্রমণে বিপদ, ভ্রাতৃনাশ ও ভ্রাতৃসম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। চতুর্থাধিপতি মঙ্গল সপ্তমে থাকায় বিবাহ ও ব্যবসায় হইতে অর্থলাভ, এবং বিদেশে সম্পত্তি ও বন্ধু লাভ হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকায় অসৎ ও রুগ্নপুত্রের পিতা, দ্যূতক্রীড়ায় অর্থনাশ, ও শুভকার্য্যে বাধা ঘটিয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাদিতে বিঘ্ন ঘটে। রাহু ও মঙ্গল সপ্তমে—রুগ্না স্ত্রী ও তাহার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সপ্তমাধিপতি শনি তৃতীয়ে থাকায় জাতকের জ্ঞাতি বিরোধ ও প্রতিবাসী-দিগের দ্বারা অনিষ্ট হয়। চন্দ্র, শুক্র ও বুধ অষ্টমস্থ হওয়ায় জাতকের হীনাবস্থা, স্ত্রীধন লাভ, বহুমিত্র, রোগ ও সজ্ঞানে সুখে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি দ্বাদশে থাকায় জাতক শোকার্ত্ত, ঋণগ্রস্ত, ও প্রাপ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। রবি নবমগৃহে থাকায় জাতক বাল্যে রোগগ্রস্ত, ক্লেশযুক্ত, ভাগ্যহীন ও নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়। আবার নবমাধিপতি মঙ্গল সপ্তমে থাকায় এ ব্যক্তি বিদেশ হইতে ব্যবসায় দ্বারা অর্থলাভ ও উত্তম স্ত্রী লাভ করে। দশমাধিপতি শুক্র অষ্টমে থাকায় জাতকের কর্ম্মনাশ, রাজভয় ও শোক সন্তাপ প্রভৃতি অশুভফল ঘটিয়া থাকে। একাদশাধিপতি বুধ অষ্টমে থাকায় আত্মীয় ব্যক্তির ত্যজ্য সম্পত্তি লাভ ও অগ্রজের মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি দ্বাদশ গৃহে থাকায় জাতক স্বেচ্ছাচারী, কৃপণ, নির্ধন ও সাধুগণের নিকট ঘৃণ্য হয়। আবার দ্বাদশাধিপতি চন্দ্র অষ্টমে থাকায় জাতক ক্ষীণদেহ প্রাপ্ত, সম্পত্তি লাভে অসমর্থ ও সর্ব্বদা বিপদে পতিত হয়।

সিংহের পর কন্যার লগ্ন। দ. ৫।২৮।৭ পলের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের কন্যা লগ্ন হয়। কন্যা লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মধুর স্বভাব বিশিষ্ট, শিক্ষা পারদর্শী, গান্ধর্ব্ব বিদ্যা ও শিল্প কার্য্যে নিপুণ, লোভপরায়ণ, মৃদুভাষী, (কাহারও মতে গুপ্ত কথা প্রকাশকারী); প্রণয়ী, স্ত্রী সেবারত, ললনাপ্রিয়, স্থিতি, দাক্ষিণ্য বিশিষ্ট, দয়াবান, ভোক্তা, দেশ ভ্রমণরত, স্ত্রীলোকের ন্যায় স্বভাব বিশিষ্ট, বিনয়ী, বিভবসম্পন্ন, মুণ্ডলবান, বলশালী, সৌন্দর্য্যবান, কামুক, অল্পমিথ্যাভাষী, সরল, ধার্ম্মিক, সুরূপবিশিষ্ট, নির্ম্মল-হৃদয়, গুণাকর, পাপযুক্ত ও অনার্য্য বৃত্তিসম্পন্ন, সহোদর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত,

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন, কন্যা সন্তান উৎপাদনকারী, বায়ুরোগাক্রান্ত ও কফবিহীন হয়।

লগ্নাধিপতি বুধ সপ্তম স্থানে থাকায় জাতকের একাধিক স্ত্রীলাভ এবং বাসস্থানের পরিবর্ত্তন হয়। ইহা ভিন্ন জাতকের বিদেশ যাত্রা, শত্রুবৃদ্ধি এবং স্বীয় বুদ্ধিদোষে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। উক্ত জাতক ব্যবসায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন ও স্থাবর সম্পত্তি করিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় ঘরে শনি তুঙ্গ অবস্থায় থাকায় জাতক কাষ্ঠ, অঙ্গার, পুরাতন অট্টালিকা বা কৃষিকার্য্য দ্বারা বিদেশে অর্থ ও সম্মান লাভ করে। দ্বিতীয়াধিপতি শুক্র সপ্তম স্থানে থাকায় জাতক বিবাহ, বাণিজ্য এবং দূরযাত্রা করিয়া ধনলাভ করে। তৃতীয়াধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠ স্থানে থাকায় জাতকের ভ্রাতৃনাশ বা ভ্রাতৃগণ পীড়িত কিংবা জ্ঞাতি বিরোধ উপস্থিত হয়। চতুর্থাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে থাকায়, বহুমিত্র, উত্তম বাহন এবং ভূমিলাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি শনি দ্বিতীয় গৃহে থাকিলে জাতক নানারূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ধনবান হয় এবং জাতকের সন্তান ধনশালী হয়। ষষ্ঠ স্থানে মঙ্গল থাকায় জাতক তেজস্বী, পরাক্রমী, শত্রুবিজয়ী, নৃপতুল্য, বিখ্যাত সৈনিক বা বিখ্যাত অস্ত্র চিকিৎসক হয়। ষষ্ঠ স্থানে রাহু থাকিলে জাতক শত্রুজয়ী ও সুখভোগী হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি শনি দ্বিতীয় স্থানে থাকায় জাতকের শত্রু কর্ত্তৃক পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হয়। সপ্তম স্থানে চন্দ্র থাকিলে জাতকের পত্নী রুগ্না ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। বুধ সপ্তম স্থানে থাকায় জাতক ব্যবসায়, লিপি এবং শাস্ত্র দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন এবং উত্তম স্ত্রী লাভ করে। জাতকের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং স্বভাব বালকের ন্যায় হইয়া থাকে। শুক্র সপ্তম স্থানে থাকায় জাতকের মনোনীত স্ত্রী লাভ হয় এবং জাতক আমোদপ্রিয়, গুণবান, বিলাসী এবং রহস্যকারী হয়। সপ্তমাধিপতি বৃহস্পতি একাদশ গৃহে থাকায় জাতক স্ত্রী-বল্লভ এবং আত্মীয় গণের সাহায্যে ব্যবসায় দ্বারা অর্থলাভ করে। অষ্টম স্থানে রবি থাকায় জাতক কৃশকায়, অতিশয় ক্রোধী, সামান্য অর্থশালী, ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন হয়, এবং শত্রু-বৃদ্ধি ও কষ্টে মৃত্যু ঘটে। অষ্টমাধিপতি মঙ্গল ষষ্ঠে থাকায় জাতক বিপদগ্রস্ত এবং কঠিন রোগাক্রান্ত বা অল্পায়ু হয়; নবমাধিপতি শুক্র সপ্তমে থাকায় জাতক বিদেশে থাকিয়া বা বিদ্যা কিংবা ব্যবসায় দ্বারা ধন উপার্জ্জন করে এবং

উত্তম স্ত্রী-লাভ করে। দশমাধিপতি বুধ সপ্তমে থাকায় জাতকের ব্যবসায়ে উন্নতি, সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ এবং বিদেশে কার্য্য ও সম্মান লাভ হইয়া থাকে। একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকায় জাতক বহুমিত্রযুক্ত, আত্মীয়-স্বজনের প্রিয়, ধর্ম্মরত এবং উত্তম মনোবৃত্তি সম্পন্ন হয়। সে ব্যক্তি সদুপায়ে অর্থ এবং উৎকৃষ্ট বাহনাদি লাভ করে। একাদশাধিপতি চন্দ্র সপ্তমে থাকায় বিবাহ দ্বারা জাতকের উত্তম বন্ধুলাভ, অংশীর সহিত সৌহার্দ্দ এবং ব্যবসায় বা বিদেশ যাত্রায় ধনলাভ হয়। দ্বাদশ ঘরে কেতু থাকিলে জাতক দাম্পত্য-সুখ বিহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত এবং বিনিন্দিত হয়।

কন্যার পর তুলার লগ্ন দ. ৫।৩৬।১০। ঐ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে তুলা লগ্ন হয়। তুলা লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক অসমান দেহবিশিষ্ট, দুশ্চরিত্র, চঞ্চল, অর্থ সঞ্চয়ে অক্ষম, অতিশয় কৃশ, বিদেশ ভ্রমণকারী, কফ ও বায়ু ধাতুযুক্ত, কলহপ্রিয়, দীর্ঘ দেহবিশিষ্ট, ধর্ম্ম-পরায়ণ, বহুদুঃখ ভাগী, ধর্ম্মজ্ঞ, মেধাবী, দীর্ঘ পর্ব্ব, হস্ত, কর্ণ ও চক্ষুবিশিষ্ট, দেব, দ্বিজ ও অতিথি সেবা পরায়ণ, পূজনীয়, বিদ্বান পুত্রবান, সভ্য, অল্পশত্রুবিশিষ্ট, মিথ্যাবাদী, পবিত্র, পাপাচারী, উত্তম বন্ধুযুক্ত, পরধনে লোভবিশিষ্ট, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী এবং নীচ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

শনি লগ্নে থাকায় জাতক ঐশ্বর্য্যশালী, দীর্ঘায়ু এবং বহুলোক-প্রতি-পালক হয়। লগ্নাধিপতি শুক্র ষষ্ঠে থাকায় জাতক পীড়িত হয় এবং তাহার শত্রুবৃদ্ধি ও বন্ধনের ভয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি মঙ্গল পঞ্চম গৃহে থাকায় পুত্র, স্ত্রী, ক্রীড়া রঙ্গভূমি বা ক্রয় বিক্রয় হইতে ধনাগম হয়। তৃতীয়াধিপতি বৃহস্পতি দশমে থাকায় ভ্রাতৃগণের অশুভ হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে পর্য্যটন ঘটে। চতুর্থাধিপতি শনি লগ্নে থাকায় জাতক বন্ধু, বাহন এবং স্থাবর সম্পত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। পঞ্চমাধিপতি শনি লগ্নে থাকায় জাতক বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান, বিলাসপ্রিয়, প্রফুল্লচিত্ত এবং স্বীয় বংশের ভূষণস্বরূপ হয়। ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র থাকায় জাতক রুগ্ন, রিপু বশীভূত এবং বহু শত্রুবিশিষ্ট হয়। ষষ্ঠ স্থানে বুধ থাকায় জাতক কলহপ্রিয়, শত্রু কর্ত্তৃক মনোকষ্ট প্রাপ্ত এবং শিরো-রোগগ্রস্ত হয়। ষষ্ঠ স্থানে শুক্র তুঙ্গী থাকায় জাতক বহুভৃত্য, কন্যা বিশিষ্ট, নির্ব্বিরোধী এবং স্ত্রী বশীভূত হয়। ষষ্ঠাধিপতি দশম স্থানে থাকিলে জাতকের

কার্য্যহানি, পদচ্যুতি, অপমান এবং শত্রুকুল প্রবল হয়। সপ্তম স্থানে রবি থাকিলে জাতকের পত্নী-বিয়োগ হয়; এবং জাতক অস্থির, চিন্তাবিশিষ্ট, দাম্পত্য সুখবঞ্চিত, ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ক্রোধভাজন এবং দুঃখে জীবন যাপন করে। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল পঞ্চমে থাকায় জাতক স্ত্রী বশীভূত, ও বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা ধনশালী হয়, কিন্তু পরবুদ্ধির অনুগামী হয়। অষ্টমাধিপতি শুক্র ষষ্ঠে থাকায় জাতক কঠিন রোগগ্রস্ত বা অল্পায়ু হয়। নবমাধিপতি বুধ ষষ্ঠে থাকায় জাতক বিদ্যা বা ধর্ম্ম বিহীন, ক্লেশযুক্ত এবং রোগ বা শত্রু দ্বারা প্রপীড়িত হয়। দশম স্থানে বৃহস্পতি থাকায় জাতক ধনী, মানী, কীর্ত্তিশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, রাজসচিব বা রাজা হয়। দশমাধিপতি চন্দ্র ষষ্ঠে থাকায় জাতকের অপমান ও কার্য্য নষ্ট হয়। একাদশ স্থানে কেতু থাকায় জাতক বহু বন্ধুযুক্ত এবং নানা উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়া থাকে। একাদশাধিপতি রবি সপ্তমে থাকায় জাতকের ব্যবসায় এবং বিদেশ যাত্রায় ধন লাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি বুধ ষষ্ঠে থাকায় জাতক শত্রু দ্বারা প্রপীড়িত হয়।

আবার দ. ৫।৪০।৪৭ বিপলের পর অপর ব্যক্তির জন্ম হওয়ায়, তাহার জন্ম লগ্ন বৃশ্চিক। তাহার ফলে জাতক স্থূল, দীর্ঘাঙ্গ, পিঙ্গলাভ লোচন-দ্বয়, শূর, ব্যয়ী, কুটিলান্তঃকরণ, মাতা পিতার অনিষ্টকারী, গম্ভীর, সুন্দর, হ্রস্ব নিম্ন জঠরযুক্ত, নাসিকার মধ্যভাগ নিম্ন, সাহসী, স্থির, প্রচণ্ড স্বভাবযুক্ত, বিশ্বাসী, হাস্যপর, পণ্যবিৎ, পিত্তরোগী, কুটুম্বপালক, গুরু ও সুহৃদের সহিত সদা বিদ্রোহরত, পরস্ত্রী হরণেচ্ছু, দুঃস্থ, পিঙ্গলবর্ণ, লাবণ্যযুক্ত, রাজসেবী, শত্রুপরিতাপী, পরার্থদাতা, ক্ষুদ্রচেতা ও সদা স্বীয় পত্নীর ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নশীল হইয়া থাকে।

লগ্নাধিপ চতুর্থে থাকায় জাতক পিতৃ সম্পত্তি, বাসস্থান ও উত্তম বাহন প্রভৃতি লাভে সমর্থ হয় এবং সদা কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে। দ্বিতীয়াধিপ নবমে থাকায়, বিদ্বান, ভাগ্যবান, শাস্ত্রানুরাগী এবং ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। তৃতীয়াধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের শত্রু-ভয়, জ্ঞাতিবিরোধ ও বধবন্ধনভয় হইয়া থাকে। চতুর্থে মঙ্গল থাকায় জাতক বন্ধু, আলয় ও বাহনহীন হয় ও ইহাদিগের অভাবে সদাই দুঃখিত থাকে, এবং রাহুও উক্ত গৃহে বাস করায় জাতকের অশুভ ফল

অবশ্যম্ভাবী। চতুর্থাধিপ দ্বাদশে থাকায় জাতকের ব্যয়াধিক্য, শত্রুতা ও ঋণে পিতৃ সম্পত্তি হানি, প্রবাস গমন ও বধবন্ধনভয় হইয়া থাকে। পঞ্চমে চন্দ্রের ক্ষীণদৃষ্টি থাকায় জাতক বিদ্যাহীন, নির্ব্বোধ, দরিদ্র ও বহু পুত্রের পিতা হইয়া থাকে। বুধ নীচস্থ হওয়ায়, সুখবিহীন, মিত্রলাভে অসমর্থ, সদুপদেষ্টা, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সরল, সুশীল, সদালাপী, সুলেখক সদ্বক্তা ও বাণিজ্যকুশল হইতে সম্যক্ অসমর্থ হয়; তবে শুক্র উক্ত গৃহে তুঙ্গী হওয়ায় জাতক ললনাসক্ত, বিলাসী, রহস্যজ্ঞ, বিদ্বান, কাব্যপ্রিয়, শাস্ত্রবেত্তা, গুণী, ধনী ও সুবিখ্যাত হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপ নবমে থাকায় জাতক বিদ্বান, স্বধর্ম্মানুরাগী, তীর্থযাত্রী, ও সৌভাগ্যশালী হয়। ষষ্ঠে রবি থাকায় জাতক সুখী, শত্রুনাশী, বিখ্যাত, নির্ভয়চিত্ত, মানী, বলবান ও আত্মীয়-হিতৈষী; ষষ্ঠাধিপ চতুর্থ গৃহে থাকায়—পিতৃারিষ্টি, বৈরিভাবে বন্ধু ও পিতৃধননাশে দুঃখিত। এবং সপ্তমাধিপ পঞ্চমে থাকায় স্ত্রীবশ্য, বাণিজ্যে ধনী এবং পরবুদ্ধির অনুসরণকারী হয়। অষ্টমাধিপ পঞ্চমে পুত্রশোকভাব, ইন্দ্রিয়দোষরত, অপরিমিত ভোজী ও তদ্ধেতু অল্পজীবী হয়। নবমে বৃহস্পতি ফলে, জাতক স্বজনপ্রিয়, ভাগ্যবান্, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, রাজসচিব, নীতিপরায়ণ, পরম ধার্ম্মিক ও কীর্ত্তিশালী; আবার নবমাধিপ পঞ্চমে থাকায় জাতক মনোরমা প্রণয়িনী, বিদ্যা, সুসন্তান ও সৌভাগ্যলাভে সুখী হয়। দশমে কেতু—কর্তৃত্বাভিমানী কামুক, অসিদ্ধকর্ম্মা এবং দশমাধিপ ষষ্ঠে থাকায়, অবমাননা ও কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। একাদশাধিপ পঞ্চম গৃহে অবস্থিতি করায় জাতক মনোমত বন্ধুলাভ, প্রণয়বৃদ্ধি, ও বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জন দ্বারা সুখী হইতে পারে। দ্বাদশে শনি থাকায় জাতক ঋণী, বিপদাপন্ন, কারারুদ্ধ, প্রবাসী, অসুখী ও শোকান্বিত এবং দ্বাদশাধিপ পঞ্চমে থাকায় অপত্যজন্য শোক, দুর্ভাবনা, দুর্ব্বুদ্ধি, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্কোচ ও বিনাশ হেতুক অর্থক্ষতি হইতে ক্লিষ্ট হয়।

সূর্য্যাস্তের পর দ. ৫।১৮।১৭ অতীত হইলে যাহার জন্ম হইল, তাহার লগ্ন ধনুঃ। ধনু লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক স্থূলবদন, দীর্ঘোন্নতমস্তক, অবনত দিগের শুভংকরী, ধৃতিমান, স্বর্ণযুক্ত, সুপুত্রযুক্ত, খর্ব্বনাসিক, হ্রস্বৌষ্ঠ, কুনখ, লজ্জাশীল, স্থূলোরু, স্থূলজঠরবিশিষ্ট, বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ, ক্রোধী, বলবানদিগের অমর্ষণকারী, কুলশ্রেষ্ঠ, হতশত্রু, যুদ্ধনিপুণ, শ্রেষ্ঠ, চপল, বন্ধুহীন, শিল্পাদি

কর্ম্মে নিযুক্ত, স্ববংশনাশক, বন্ধুবর্গের শুভদাতা, স্বধর্ম্মনিরত, চক্ষু ও মুখরোগাক্রান্ত রমণীর পতি হয়।

ইহার লগ্নাধিপ অষ্টমে থাকায়, রুগ্ন, অল্পায়ু, শোকার্ত্ত, ভীত ও সদা বিপন্ন। দ্বিতীয়াধিপ একাদশে থাকায় জাতক মিত্র সাহায্যে ধনলাভে ভাগ্যবান হয়। তৃতীয়ে মঙ্গল থাকায় জাতক ভ্রাতৃনাশে দুঃখিত, কিন্তু ভূমি কর্ষণে ধনী ও রাজ সাহায্যে সুখী ও পরাক্রান্ত হয়। তৃতীয়ে রাহু থাকায় ভ্রাতৃনাশও হইয়া থাকে। আবার তৃতীয়াধিপতি একাদশ গৃহে অবস্থান করায় জাতকের ভ্রমণে অর্থ ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য লাভ হয়। চতুর্থে চন্দ্র থাকায়, জনাশ্রয়ে লব্ধধন, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী, বহুমিত্র, কৃষি, শিল্প, অঙ্গনা, বাহন প্রভৃতির সাহায্যে ধনবান হইয়া থাকে। বুধ উক্ত গৃহে নীচস্থ হওয়ায় উৎকৃষ্ট বাহন ও সম্পত্তির লাভ, নৃত্য ও সঙ্গীতে অনুরক্ত, গুণী, বাগ্মী, বহুমিত্র ও বহুজনপালক হয়, আবার শুক্র তুঙ্গী হওয়ায় উত্তম বাহনাদির বিধানে সুখী, বহুমিত্র, বিনয়ী, সুশীল, নির্ব্বিরোধ ও প্রফুল্ল হয়। চতুর্থাধিপ অষ্টমে থাকায়, পিতৃঅশুভ, ভূমি সম্পত্তি হেতুক বিবাদ ও দুর্ঘটনা, বাহন হইতে পতন ও নানারূপ শোক ও বিঘ্নে কষ্ট পাইয়া থাকে। পঞ্চমে রবি আত্মম্ভরি, সাহসী, হীনবিদ্য, ও প্রথম সন্তান প্রায়ই হীন হয় বটে, কিন্তু রবি তুঙ্গী হওয়ায়, সুবুদ্ধি, উৎসাহী ও সমৃদ্ধিশালী হয়। আবার পঞ্চমাধিপতি তৃতীয়ে থাকায় শুভযাত্রাদি ও ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য প্রভৃতিতে সুখী, ও বিদ্যালাভে ব্যাহত এবং পুত্রহানি জন্য শোক ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ষষ্ঠাধিপ চতুর্থে পিতৃরিষ্টি, পরিজন বৈরিতা, বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তি নাশ জন্য সন্তপ্তমনাঃ। সপ্তমাধিপ চতুর্থ থাকায় মোকদ্দমা, ব্যবসায় ও বিবাহে ভূমি ও উত্তম আলয় লাভে সুখী হয়। অষ্টম গৃহে বৃহস্পতি থাকায়, স্ত্রী বা গুরুজনের সম্পত্তি লাভে সুখী, ও বৃদ্ধাবস্থায় সন্তানে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অষ্টমাধিপ চতুর্থে পিতৃরিষ্টি, পিতৃসম্পত্তি নাশ, বাহন ও অট্টালিকাদি পতন জন্য অনিষ্ট হইতে ক্লিষ্ট। নবমে কেতু থাকায়, নীচাশয়, অধার্ম্মিক ও ভাগ্যহীন হয়। নবমাধিপ পঞ্চমস্থ হওয়ায় মনোরমা রমণী, বিদ্যা ও সুসন্তানাদির জন্য সুখী হয়। দশমাধিপ চতুর্থে, সম্মানাস্পদ, উচ্চপদস্থ, ভূমি ও বাহনাদি লাভে সুখী। একাদশে শনি থাকায়, নানারত্ন বিভূষিত, ঐশ্বর্য্যশালী, বহুভৃত্যবাহন, প্রাচীন

কর্ত্তৃক উপকৃত, আত্মীয়দ্বেষ ও অগ্রজহানি জন্য সদা সন্তপ্তমনাঃ। একাদশা-ধিপতি চতুর্থে থাকায়, কৃষিকর্ম্মে সফলকর্ম্মা, পিতৃসম্পত্তি ও বাহনাদি লাভে সুখী হয়। দ্বাদশাধিপ তৃতীয়ে ভ্রাতৃবিরোধ, ভ্রাতৃনাশ, ও যাত্রাদিতে অশুভ জন্য দুঃখিত।

সূর্য্যাস্তের ৪।৩২।৪১ দণ্ড পরে জন্ম হইলে, জাতকের মকর লগ্ন হইবে; ইহার ফলে—জাতক কৃশদেহ, ভীরু, বক্র, বাতব্যাধিতে অভিভূত, উন্নতাগ্র সুদীর্ঘ নাসিক, ক্ষুদ্রমনাঃ, প্রশস্ত চক্ষু, বিস্তীর্ণ হস্তপদ, বায়ুপ্রকৃতি, আচারগুণ-বিহীন, রমণীমনোহরণকারী, পর্ব্বত বনচারী, শূর, শাস্ত্র, শ্রুতি, আগম, শিল্প ও বাদ্য প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ, অল্পবল, স্বীয় কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণদিগের ভূষণস্বরূপ, শঠবন্ধুবৃত, মন্দস্বভাব, কমনীয়, কুৎসিত, কলত্র, অসূয়াপর, ধনলোলুপ, ধর্ম্মরত, রাজসেবী, স্বল্পদাতা, সৌভাগ্যবান, সুখী। লগ্নাধিপতি দশমে তুঙ্গী থাকায়, মান্য, উচ্চপদ সফলকর্ম্মা ও সমাজপতি। দ্বিতীয়স্থ মঙ্গলে—স্বল্পধন, নীচসঙ্গ-প্রিয়, প্রবাসী, দুষ্টমতি, লোভী, নির্দ্দয়, সদাবিরোধী, ঋণী ও অল্পসুখ; দ্বিতীয়ে, রাহুতে অসদ্ব্যয়ে ধননাশ। দ্বিতীয়াধিপ দশমে অর্থলাভ। তৃতীয়স্থ চন্দ্রে—হিংস্র, গর্ব্বিত, কৃপণ, ভ্রমণরত, তমোগুণ ও ভগিনীহীন; তত্র নীচস্থ বুধে—কুটিলস্বভাব, হতসোখ্য, ভ্রাতৃবিহীন; তথা তুঙ্গী শুক্রে—বিদ্যানুশীলনে বিরত ললনাসক্ত, ভীরু, অসহিষ্ণু (ইহার ভগিনী হইলে সুন্দরী)। তৃতীয়াধিপ সপ্তমে—বাণিজ্যার্থক বিবাহ, দূরে ভ্রমণ ও জ্ঞাতিবিরোধ জন্য বিব্রত। চতুর্থস্থ রবি তুঙ্গীতে—অনুচর, ধন, বাহনযুক্ত, নৃত্যগীতানুরক্ত, পরাক্রমশালী। চতুর্থাধিপ দ্বিতীয়ে—কৃষি ও খনি প্রভৃতি ভূমিজকর্ম্মে অর্থী। পঞ্চমাধিপ তৃতীয়ে—শুভ-যাত্রা ও ভ্রাতৃসৌহৃদ্য সুখী, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনে ব্যাহত ও হীনপুত্র। ষষ্ঠাধিপ তৃতীয়ে ভ্রাতৃনাশ ও যাত্রাবিঘ্নে অসুখী। সপ্তমস্থ তুঙ্গী বৃহস্পতিতে বাগ্মী, শাস্ত্রানুশীলক, বিনীত ও সৎকলত্রসঙ্গত। সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে—জ্ঞাতিবিরোধে অসুখী। অষ্টমস্থ কেতুতে—রোগার্ত্ত, ক্রূরকর্ম্মা, বিপদাপন্ন। অষ্টমাধিপ চতুর্থে—পিতৃরিষ্টি, পিতৃধনহানি, বাহন হইতে পতন প্রভৃতি হইতে নিগৃহীত। নবমাধিপ তৃতীয়ে নীচস্থ—ভ্রমণরত, চঞ্চল, ভ্রাতৃসাহায্যে অল্পভাগ্য। দশমস্থ তুঙ্গী শনিতে—উচ্চপদ ও স্বকুলোদ্দীপক, বহু পার্শ্বচর, শত্রুজিৎ, উচ্চাভিলাষী, প্রাজ্ঞ, কর্ম্মোদ্যোগী। দশমাধিপ তৃতীয়ে—কার্য্যপরিবর্ত্তনে, কার্য্যোপলক্ষে

ভ্রমণে বা ভ্রাতৃ সাহায্যে ক্ষমতাশালী। একাদশাধিপ দ্বিতীয়ে—বন্ধুদ্বারা ধনী। দ্বাদশাধিপ সপ্তমে, নষ্টভার্য্যা বা রুগ্নভার্য্য, পরিজন কলহে উদ্বিগ্ন; মোকদ্দমা ব্যবসায়ে বিপর্য্যস্ত।

সূর্য্যাস্তের ৩।৫৪।৫৩ দণ্ডের পর যাহার জন্ম হইয়াছে, লগ্ন তাহার কুম্ভ;—ফলে জাতক নীচকর্ম্মা, বংশাধম, মূর্খ, বিকশিত নাসিকোষ্ঠ, নীচ, খর্ব্ব ও অলসাত্মা, শক্রতাপ্রিয়, অতিতুষ্ট, উদ্ধতস্বভাব, দ্যূতপ্রিয়, নীচদাসীপ্রিয়, বন্ধুগণের উপকারী, ক্ষুদ্রাশয়, ক্ষমাবান্, ধনী, শঠ, দরিদ্র, বন্ধুনাশী, লোক-সমাজবহিষ্কৃত, শক্রর অবজ্ঞাত, নষ্টসম্বন্ধ, গুরু, বিনীত; লগ্নে মঙ্গল থাকায়, জাতক তেজস্বী, উগ্রস্বভাব, সাহসী, বলবান্, দাম্ভিক, বীরস্বভাব, কিন্তু রাহুযুক্ত হওয়ায়, অশুভফল হেতুক, কলহপ্রিয়, ক্ষতশরীর, তুষ্টত্বক্, ক্রুরচেষ্টান্বিত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, ক্রোধী, মদমাংসপ্রিয়, চঞ্চল, বিকলাঙ্গ, মলিন, অর্শ প্রভৃতি গুহ্যরোগে পীড়িত। লগ্নাধিপ নবমে—ভাগ্যবান, বিদ্বান, শাস্ত্রানুরাগী, ধার্ম্মিক, পোতবণিক; দ্বিতীয়ে ক্ষণচন্দ্রে—অস্থিরসম্পত্তি, চঞ্চলমতি; তত্রস্থ বুধে—বিদ্যা, শিল্পনৈপুণ্যে বা ব্যবসায়ে ধনী; শুক্রে—স্বীয় বিদ্যায় বা স্ত্রীলোকের সাহায্যে কিংবা মদ্য, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যবসায়ে অর্থবান্; দ্বিতীয়াধিপ ষষ্ঠে—শক্রহেতু ক্ষতিগ্রস্ত ও ঋণী। তৃতীয় রবিতে—মিষ্টভাষী, পুত্র কলত্র ধন বাহন যুক্ত, কার্য্যদক্ষ, ভৃত্যসেবিত ও বলবান্ এবং প্রায়ই নষ্টভ্রাতৃক। তৃতীয়াধিপ লগ্নে—বাসস্থান পরিবর্ত্তন ও বহুভ্রমণে ব্যাপৃত, বহুজন পরিবৃত কুলশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত। চতুর্থাধিপ দ্বিতীয়ে—কৃষি ও খনিজ প্রভৃতি ভূমি সংক্রান্ত কর্ম্মে ধনী। পঞ্চমাধিপ দ্বিতীয়ে—ব্যবসায়ে ধনী ও পুত্রবান্। ষষ্ঠে বৃহস্পতিতে—শত্রুহন্তা, প্রারব্ধ কার্য্যে অলস ও কীর্ত্তিপ্রিয়; ষষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে—শক্রকর্ত্তৃক নষ্টধন। সপ্তমস্থ কেতুতে—নষ্টকলত্র বা রুগ্ন-দার; সপ্তমাধিপ তৃতীয়ে—জ্ঞাতিবিরোধে নিগৃহীত। অষ্টমপতি দ্বিতীয়ে—দুর্ঘটনায় নষ্ট ধন। নবমস্থ শনিতে—ধর্ম্ম কর্ম্মহীন, স্বল্পবিশ্বাসী, নাস্তিক, কুপথগামী হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, তুঙ্গী বলিয়া, সৌভাগ্যশালী, চিন্তাশক্তি সম্পন্ন, ভৃত্য পরিবৃত, সম্মানার্হ। নবমাধিপ দ্বিতীয়ে—বিদ্যা, ধর্ম্ম ও যাজন-ক্রিয়ায় লব্ধধন। দশমাধিপ লগ্নে—শক্তিসম্পন্ন, কীর্ত্তিশালী, গণ্য ও মান্য; একাদশাধিপ ষষ্ঠে—শত্রু প্রকোপে বা রোগ হেতুক আয়ুহীন। দ্বাদশাধিপ

নবমে—বিদ্যা ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধকতা জন্য ও বাণিজ্য বা নৌকা যাত্রায় অনিষ্ট হেতুক ক্লিষ্টমনা, ভাগ্যহীন, বিপন্ন ও অপ্রিয়ভাজন হইবে।

রাত্রি ৩।৪৫।৬ দণ্ডের পর জন্ম হইলে, লগ্ন হইবে, মীন;—ফলে জাতক ভাগ্যবান্, উজ্জ্বল, প্রফুল্ল, সুনাসা, দিব্যোষ্ঠ, প্রশস্তবক্ষঃ, বিজ্ঞান ও কাব্যে বিখ্যাত, কামাতুর, আমিষাশী, বিদারিত মুখ, প্রশস্ত দীর্ঘদন্ত, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত, প্রত্যয়ী, দাক্ষিণ্যরত, মেষছাগপালক, শুচি, বেদজ্ঞ, দ্যুতিমান্ কন্যা প্রসাবী, বিনীত, মেধাবী, ধৃতিমান্, সত্ত্বসম্পন্ন, গন্ধর্ব্ববিদ্যায় ও রতিক্রিয়ায় পারদর্শী। লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র থাকায়, মলিন, অসুস্থ, ভ্রমণরত, ক্ষীণদেহ ও পরিবর্ত্তমান ভাগ্য। তথা নীচ বুধে—মেধাবী, প্রিয়ংবদ, সুচতুর, মিষ্টভাষী, বন্ধুহিতৈষী, কৌতুকী, ধনী, সদ্বক্তা, বণিক্ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, ফলে, ব্যাহত। তত্রস্থ শুক্রে—বিলাসী, গুণী, বহুললনাযুক্ত, শিল্প শাস্ত্রবিৎ, সঙ্গীত-কাব্যপ্রিয়, সদালাপী, প্রফুল্লমনাঃ। লগ্নাধিপ পঞ্চমে—সন্ততিযুক্ত, ক্রীড়াসক্ত, বিলাসী, সুভোগী, অলস, কাল্পনিক, বুদ্ধিমান্। দ্বিতীয়স্থ শনিদৃষ্ট রবিতে—নির্দ্ধন; দ্বিতীয়াধিপ দ্বাদশে—ঋণী, অমিতব্যয়ী; তৃতীয়াধিপ লগ্নে—বাস-পরিবর্ত্তনে বিব্রত, স্বজনবৃত কুলশ্রেষ্ঠ, পরাক্রান্ত। চতুর্থাধিপ লগ্নে—বন্ধু, বাহন ও ভূমিলাভে সুখী। পঞ্চমস্থ বৃহস্পতিতে—সুবুদ্ধি, ধার্ম্মিক, বহুপ্রজ, শাস্ত্রানুরাগী ও গর্ব্বিত। পঞ্চমাধিপ লগ্নে—বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, পুত্রবান্, বিলাসী, প্রফুল্লচিত্ত, স্ববংশভূষণ। ষষ্ঠস্থ কেতুতে—শত্রুজয়ী, সুখভোগী, মৃতকলত্র; ষষ্ঠাধিপ দ্বিতীয়ে—শত্রুকর্ত্তৃক নষ্টসম্পত্তি। সপ্তমাধিপ লগ্নে—অল্প বয়সে বিবাহকারী, বাণিজ্যকুশল ও বিদেশযাত্রী। অষ্টমস্থ শনিতে—ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও উত্তমবাহনাদিযুক্ত; কিন্তু শোকসন্তপ্ত, উচ্চস্থান হইতে পতিত, বধবন্ধনভীত। অষ্টমাধিপ লগ্নে—বিপন্ন, শোকার্ত্ত, অল্পায়ুঃ ও গ্রহানুযায়ী পীড়াগ্রস্ত। নবমাধিপ দ্বাদশে—দুরাশয়, দুর্ভাগ্য, এবং পদে পদে দুর্ঘটনা ক্লিষ্ট। দশমাধিপ পঞ্চমে—বুদ্ধিপ্রভাবে সম্মানী, কীর্ত্তিমান পুত্রের পিতা। একাদশাধিপ অষ্টমে—আত্মীয়ের ত্যজ্য সম্পত্তিলাভে সুখী ও অগ্রজহানিতে সন্তপ্ত। দ্বাদশস্থ মঙ্গলে—নষ্টভার্য্য, বিদেশবাসী; কেতুযুক্ত হওয়ায়, নির্ব্বাসিত বা অপহৃত, এবং দাম্পত্যসুখবিহীন, অপব্যয়ী, শত্রুযুক্ত ও নিদ্রালু। দ্বাদশাধিপ অষ্টমে থাকায়; ক্ষীণদেহ, প্রাপ্যসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত ও সর্ব্বদা বিপন্ন হইবে।

একদিনে বিভিন্ন ক্ষণে জন্মগ্রহণ করায়, যেমন রাশিগত স্থূলবিচারে এই বিভিন্ন ফল প্রদর্শিত হইল, আবার সামান্য পার্থক্যেও ফলের সামান্য বিপর্য্যয়ও হইয়া থাকে। যাঁহার নবমে শুক্রতুঙ্গী, তিনি পরম ধার্ম্মিক, ভগবৎ প্রেমে ভাসমান; আবার সপ্তমে শুক্রতুঙ্গী থাকায়, অন্য ব্যক্তি স্ত্রীপ্রেমে রত হইতেছে;—এই বিভিন্ন কর্ম্মই কিন্তু একই শুক্রের বলে সাধিত হইতেছে। এইরূপ প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে জাত ব্যক্তির কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সংক্রান্ত বিপর্য্যয় অনুক্ষণই ঘটিতেছে। ভাব-স্ফুট বিচারে সূক্ষ্মতঃ তাহার উপলব্ধি করা যায়। আর জন্মকালীন গ্রহগণের ভাববিপর্য্যায় ঘটায় জীবনসংক্রান্ত ফলাফলের বিপর্য্যয় যেমন গণিত বিচারে নির্ণীত হইতে পারে, করতলগত রেখাদি দ্বারাও তাহার বিচার সাধিত হইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো, আপনি যেমন মীনরাশির চান্দ্রসংস্থান ফল বলিয়াছেন, ঐরূপ অন্যান্য রাশির চান্দ্রসংস্থানফল শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। বৎস, অন্যান্য গ্রহের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া, ইঁহার শক্তি পৃথিবীর উপর প্রবলভাবে কার্য্যকরী; এক্ষণে তোমার জ্ঞানোদ্দীপনার্থক রাশিগত চন্দ্রস্থিতির ফল বলিতেছি শ্রবণ কর;—

মেষ রাশির ফলে—জাতক বিরল কেশ, চঞ্চল, ত্যাগশীল, কমনীয়, পবিত্র, বিলাসী, অতিবক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহস্থাশ্রমবিরত, ক্রূরনেত্র, স্বল্পমেধা, ধনপতি ও দাতা হয়।

বৃষ রাশির ফলে—(বৃষে চন্দ্র তুঙ্গী) জাতক স্থূলজঘন, পীনগণ্ড, স্থূলনেত্র, অল্পভাষী, পবিত্র, সাতিশয় দক্ষ, রম্যদেহ, সুখী, দ্বিজ-গুরু-দেবভক্ত. বাতশ্লৈষ্মিক ধাতু, ঈষৎ শ্বেতাভ কুঞ্চিত কেশাগ্র ও রোগযুক্ত হয়।

মিথুন রাশির ফলে—জাতক মৃদুগতি, স্থিরগাত্র, পাঠকালীন বিস্পষ্টবাক্য, পরজনহিতকর, পণ্ডিত, ক্রূরান্তঃকরণ, মলিনবেশধারী, বাতশ্লেষ্ম-প্রধান ধাতু, গীতবাদ্যানুরক্ত হয়।

কর্কট রাশির ফলে—(কর্কট চন্দ্র স্বগৃহগত) জাতক কফবায়ু প্রধান ধাতু, দেবদেহবৎ প্রকাশমান, স্বোপার্জ্জিত ধনভোগী, দেবদ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ, কুলপতিসদৃশ ধন্য, মণ্ডলাকার বদন, বিপুলবিত্তসম্পন্ন হয়।

সিংহ রাশির ফলে—জাতক উদরভরণে তুষ্ট, ক্রোধী, মাংসলোভী, গহনগিরিগুহাপ্রিয়, বন্ধুহীন, কপিলবর্ণনেত্র, উচ্চবক্ষঃ, ক্ষুধার্ত্ত, যুবতীসেবী ও পণ্ডিত হয়।

কন্যারাশির ফলে—জাতক বিমলমতি, সুশীল, লেখ্যবৃত্ত কিংবা কবি, কৃশাঙ্গ, ধনবান্, কমনীয়, ধীর, সুখী, নেত্ররোগী, ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্ত, গুরুজনহিতকারী হয়।

তুলারাশির ফলে—জাতক শিথিলগাত্র, অনতিদীর্ঘদেহ, দানশক্তিতে বন্ধু পরিতোষক, সাতিশয় বহুভাষী, জ্যোতিষজ্ঞ, ভৃত্যবর্গানুরক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশির ফলে—(বৃশ্চিকে চন্দ্র নীচস্থ) জাতক বহুধনজনভাগী, এবং স্ত্রীসম্বন্ধে সৌভাগ্যবান্; অধিকন্তু ক্রূরমতি, রাজসেবী, পরার্থাভিলাষী, নিত্যোদ্যোগী, দৃঢ়মতি ও অতিশূর হয়।

ধনুরাশির ফলে—জাতক গুণযুক্ত ধনুর ন্যায় একাগ্রচিত্ত ও কার্য্যতৎপর, অপরতঃ জ্যাহীন ধনুর ন্যায় সাময়িক শিথিলকর্ম্মা, কীর্ত্তিমান, পূজনীয়, কুলশ্রেষ্ঠ, রসজ্ঞ, বন্ধুবর্গের একমাত্র সুহৃৎ, বহুধনজনযুক্ত, দেবদ্বিজসেবী, মৃদুগতি ও অসহিষ্ণু হয়।

মকর রাশির ফলে—জাতক পরকলত্রাভিলাষী, লব্ধধনভোগী, নৃপতুল্য, প্রতাপবান্, মন্ত্রণা কার্য্যে নিপুণ, কৃশদেহ, ভোজ্যদ্বারা অতিবুদ্ধি, বন্ধুবর্গের সেবারত ও ধীরস্বভাব হয়।

কুম্ভরাশির ফলে—জাতক অশ্বতুল্য সহিষ্ণু, সুন্দর, নির্ম্মলচিত্ত স্থিরধনকামী, মান্য; বক্রচিত্ত, বহুধনপরিবার, জ্ঞাতিবন্ধুসহ প্রমোদরত ও পরজনহিতকর হয়।

মীনরাশির ফলে—ধনজন সুখভোগী, মৈথুনাদিরত, সমাঙ্গ, সুন্দরদেহ, শত্রুজিৎ, পণ্ডিত, স্ত্রীজিত, মনোহরকান্তি ও সাতিশয় ধনলোভী হয়।

চন্দ্র পৃথিবীর সাতিশয় নিকটবর্ত্তী; এবং তজ্জন্যই পৃথিবীর উপর ইহার আধিপত্য বা শক্তিসঞ্চালন অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। তাই লাগ্নিক ফলের ন্যায় জন্মরাশিফলও একটী প্রধান বিচার্য্য বিষয়। চন্দ্র যেমন বিভিন্ন

ভাবগত হইয়া, মনুষ্যের জীবনে বিভিন্ন ফলের বিধান করেন, অন্যান্য গ্রহগণও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবগত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ফলের বিধান করেন। যেমন, মেষ বৃশ্চিক—মঙ্গলের ; বৃষ তুলা—শুক্রের ; কন্যা মিথুন—বুধের ; ধনু মীন—বৃহস্পতির ; মকর কুম্ভ—শনির, সিংহ—রবির এবং কর্কট—চন্দ্রের গৃহ। স্বগৃহগত গ্রহ স্ববলের অনুপাতে স্বগুণের সমতা বিধান করেন। আবার রবির উচ্চ গৃহ মেষ, চন্দ্রের বৃষ, বৃহস্পতির কর্কট, বুধের কন্যা, শনির তুলা, মঙ্গলের মকর ও শুক্রের মীন ;—উচ্চগৃহ (তুঙ্গে) গ্রহগণ তুঙ্গী হইয়া পূর্ণ বলবান থাকায়, স্বশক্তির অধিক পরিচালনে স্বগুণের অতিমাত্র বিধান করিয়া থাকেন। উচ্চ গৃহের সপ্তম—নীচ গৃহ ; সুতরাং, রবির তুলা, চন্দ্রের বৃশ্চিক, বৃহস্পতির মকর, বুধের মীন, শনির মেষ, মঙ্গলের কর্কট, নীচ গৃহ ;—এই নীচ গৃহ-গত গ্রহগণ হীনবল হওয়ায়, স্বগুণের যথাবিধানে অসমর্থ হয়। * এই বলাবলের সহিত লাগ্নিক ভাবের বিচারে গ্রহগণ যে বিভিন্ন কর্ম্মের ও ফলের বিধান করেন, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে, বোধ হয়, এতৎসম্বন্ধে তোমার সন্দেহ অপনীত হইল।

শিষ্য। প্রভো, আমরা যে গ্রহপরিচালনের সহিত তাঁহাদের বলে কর্ম্মক্ষেত্রে অনুক্ষণই পরিচালিত হইতেছি, তাহা আপনার সবিস্তার উপদেশে বুঝিয়াছি বটে ; কিন্তু গ্রহসংস্থানের কিরূপ বলবিপর্য্যয়ে জাতক এক সময়ে এক বৃত্তির অবলম্বনে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে করিতে আবার অন্য বৃত্তিই বা অবলম্বন করে কেন ? আর এই বৃত্তি—পরিবর্ত্তনের সময় গ্রহশক্তিরই বা কি পরিবর্ত্তন হয় ? ইহার মধ্যেও, বোধ হয়, কোন রহস্য নিহিত আছে।

গুরু। বৎস, পূর্ব্বে তোমায় বিভিন্ন বৃত্তির বিষয়ে এক প্রকার উপদেশ দিয়াছি, তাহা, বোধ হয়, এখনও তোমার স্মরণ পথের অতীত হয় নাই। তাহার সহিত এই প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, এক্ষণে তদ্গত ফলের সামঞ্জস্য দর্শাইয়া কতিপয় বাক্যে তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি।

যেমন—বাক্যের উপর বুধের আধিপত্য ; আবার সূর্য্য ভাব-বিকাশের সহায় ; ইঁহাদিগের আধিপত্যে জাতক বাক্য বিনিময়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে ; আবার বৃহস্পতির প্রাবল্যে শাস্ত্রচর্চ্চা ও স্বকর্ম্ম পরিচালনে

* মিথুনে রাহু ও ধনুতে কেতু তুঙ্গী ; এবং মিথুনে কেতু ও ধনুতে রাহু নীচ।

অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক্ষণে কোনও জাতকের জন্মকালীন বৃহস্পতি, রবি ও বুধ—এই গ্রহত্রয়ই বলবান্। কিন্তু পরিভ্রাম্যমান গ্রহগণ সকল সময়েই সেই জাতকের উপর সমশক্তির পরিচালন করিতে পারে না। হয় ত, বুধের অধিকারে এই জাতক বাক্য বিনিময় করিয়া—ব্যবহারাজীব বা উকিল, অথবা পরার্থ ঘটক বা দালাল হইয়া অর্থার্জ্জন করিতে লাগিলেন; শেষে বৃহস্পতির অধিকারে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত কার্য্যে বীতরাগ হইয়া হয়ত দেশহিতকর কোন ব্যবসায়ে—আয়ুর্ব্বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণের বলে পরিচালিত হইয়া, প্রত্যেকেরই জীবনে পৃথক্ পৃথক্ ঘটনা—এমন কি, একটী অপরের বিপরীত ঘটনা—এরূপও নিরন্তরই ঘটিতেছে। তবে, অন্যান্য স্বতন্ত্র বৃত্তি সম্বন্ধে পরম কারুণিক পরমেশ্বরের নিয়মসঙ্গত হস্তগত রেখাচিহ্নাদির সংস্থান দেখিয়া যেরূপ বিচার করা যায়, সেইরূপ বিচারে গ্রহসঞ্চালনজনিত বৃত্তি পরিবর্ত্তনেরও উপলব্ধি করিতে পারা যায়; যেমন—

কোন লোকের হস্তের প্রথমাঙ্গুলী বা তর্জ্জনী দীর্ঘ; বৃহস্পতি, শনি, রবি ও বুধ এই গ্রহচতুষ্টয়ের স্থান উন্নত; দ্বিতীয়াঙ্গুলী, বা মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পরিপুষ্ট, এবং রবিরেখা সুবিস্তৃত আছে; তজ্জন্য জাতককে প্রথমতঃ শিক্ষকতা করিতে হইবে।

(চিত্র—১৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬)।

পরে চন্দ্রস্থানের উচ্চতার সহিত রবিরেখা প্রবল হইলে, জাতককে ব্যবহারাজীব (উকিল) হইতে হইবে। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—৮।১২ ক-ক)।

যদি কোন উকিলের হস্তাঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থিগুলি পরিপুষ্ট ও চন্দ্রস্থান সমভাবে উচ্চ থাকে, এবং আয়ুরেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতি স্থান ভেদ করত, প্রথমাঙ্গুলীর বা তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে উপনীত হয়, ও রবিরেখা প্রবল হয়, তবে পরে তাঁহাকে ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক (প্রাড়্বিবাক বা জজ) হইতে হইবে। (চিত্র—১২, চিহ্ন—২।৬ ক-ক খ-খ)।

অপর কোন ব্যবহারাজীবের হস্তে বৃহস্পতি প্রবল থাকিলে এবং তৎসহ বুধস্থান উন্নত ও দুই তিন সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত হইলে, তাঁহাকে চিকিৎসক হইতে হয়। (চিত্র—১২, চিহ্ন—৩; ক-ক; ঘ)। আবার তৎসহ

মঙ্গলের স্থান উন্নত হইলে, তিনি বিচক্ষণ অস্ত্রচিকিৎসক হইতে পারেন।
(চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৭।৮ ক-ক ; ঘ)।

কোন চিকিৎসকের হস্তে শুক্রবন্ধনী ও রবিরেখা অঙ্কিত থাকিলে, তাঁহাকে সংবাদ পত্রের সম্পাদকত্ব করিতে হয়।

(চিত্র—১২, চিহ্ন—গ-গ ; ক-ক)।

দেখ বৎস, এতদ্বিষয়ে একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে এই সুবিস্তৃত সংসারকে একটী রঙ্গালয় বলিয়া অনুমিত হয়। রঙ্গালয়ের অভিনেতৃগণ যেমন নাটককারের কথারই বিকাশ করিতে বাধ্য এবং তজ্জন্যই নাটক বর্ণিত বাক্যেরই উচ্চারণ করিয়া, দর্শকবৃন্দের মনে তাহার ভাব প্রতিফলিত করিতে ব্যাপৃত, এই সংসার-রঙ্গালয়ের নটগণ—চেতন জীব সমূহ—তদ্রূপ জগন্নিয়ন্তার অভিপ্রেত পথের অনুসরণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্মসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। রঙ্গালয়ে যেরূপ কোন অভিনেতা বীররূপে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়া, শেষে শত্রুতে অবৈর ও মহত্বের অভাব উপলব্ধি করিয়া, শান্তরসের অবতারণা করেন এবং সেইরূপ রসান্তরাবতারণাও যেমন নাট্যকারের অভিপ্রেত, সংসার রঙ্গক্ষেত্রেও সেইরূপ বিধাতৃনিয়মে পরিচালিত নাট্যকার মানব কখনও সর্ব্ব-গ্রাসাভিলাষী ব্যবহারাজীব, আবার কখনও পরোপকারব্রত সর্ব্বংসহ ভিষক্ হইয়া, কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আবার রঙ্গালয়ে যেমন কেহ ক্রন্দনে শোকপ্রকাশ করিতেছে, কিন্তু শোক তাহার প্রকৃত অন্তঃকরণ হইতে নিঃসৃত না হইলেও, যেমন বাহ্যভাবের সমাবেশে সাধারণ দর্শকবৃন্দের মন মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়া রাখে, এই সংসার রঙ্গের অভিনীত বা অভিনেয় যাবতীয় শোকতাপাদি সেইরূপ আত্মগত না হইলেও, ভাবের সমাবেশ মোহকর, মায়াময়, অহংত্ব, মমত্ব জ্ঞানের উদ্বোধক। রঙ্গমঞ্চের শোক দুঃখ, সুখ হর্ষ, যেমন অলীক, অথচ লোকচরিত্র-স্ফুটনের জন্য নটগণ ভাববিকাশিনী শক্তির উন্নতিসাধনে সমর্থ, ভবরঙ্গের সুখ দুঃখাদি সেইরূপ অলীক হইলেও, অব্যাহত-শক্তি সংসার-নাট্যকার ভগবানের আদিষ্ট অভিনেয় ভাবের বিকাশ করিয়া প্রত্যেকেই স্বকর্ত্তব্য সম্পন্ন করত নটত্বে আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

এক দিনের রঙ্গ ব্যাপার যেমন এই, আবার বিভিন্ন দিনের রঙ্গ ব্যাপারও

এইরূপ—নাট্যকারের উদ্দেশ্য স্ফুটন। তবে প্রভেদ, কেবল অভিনেয় অংশ লইয়া। অদ্য যিনি রাজরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, পরদিবস হয়ত তাঁহাকে কোটালরূপে এবং তৎপরদিবস হয়ত সন্ন্যাসীরূপে বাহির হইতে হইবে। রঙ্গমঞ্চে রাজরূপে অবতরণ করিয়া, যেমন নটকে নাট্যকারের উদ্দেশ্য রক্ষায় লক্ষ্য রাখিতে হয়, কোটালরূপী নটকেও তেমনই তৎপ্রতি ঐকান্তিক লক্ষ্য রাখিতে হয়—সন্ন্যাসীরূপী নটকেও সেই একই কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কিছুরই পার্থক্য থাকে না; রাজাও অনন্ত সুখৈশ্বর্য্যভোগে সমর্থ হয় না, কোটালকেও কঠিন হৃদয় নৃশংসের ন্যায় দুষ্টদমনে প্রকৃত পক্ষে নিযুক্ত থাকিতে হয় না; সন্ন্যাসীকেও প্রকৃত সর্ব্বত্যাগী হইতে হয় না। প্রকৃতের অভাব হইলেও, রসাবতরণ বা নাট্যকারের উদ্দেশ্য সাধন যেমন তাঁহাদিগের একমাত্র কর্ত্তব্য, সংসার-রঙ্গে শোক, দুঃখ, হর্ষ, সুখ, প্রকৃত আত্মগত না হইলেও, ভগবানের কার্য্যসাধনে রত। আবার রঙ্গালয়ে নটগণের ধৃতশক্তির অযথাপ্রক্ষেপের বশে রসবিচ্ছেদ ঘটিবার আশঙ্কায় যেমন স্মারক নিযুক্ত থাকে, এই সংসার-রঙ্গের স্মারক গ্রহ তেমন আংশিক স্মরণ না করাইয়া অনুক্ষণই স্বশক্তির পরিচালনে অভিনয়কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতেছেন। কিন্তু এই বিশ্বরঙ্গের নট—আমরা, সেই স্মারক—পরিচালক গ্রহগণের পরিচালনী শক্তির উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, অপ্রকৃতে প্রকৃতের উপলব্ধি—ভাববিভোরে মায়ামোহে—অহংত্ব মমত্বের সমৃদ্ধি করিতে থাকি।

আবার নাটকের অভিনয়ে যেমন নটগণের মনে নাট্যকারের ভাব প্রতিফলিত হয়, সংসার নাট্যেও জীব সেইরূপ মহানাট্যকারের ভাবগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ ভাবগ্রহের সহিত এক এক বার এক এক রসের উপলব্ধি করিতে করিতে আত্মোৎকর্ষের সাধনে জীব শেষে পূর্ণ রসময়, উজ্জ্বলতার আধার চৈতন্যস্বরূপের সর্ব্বরসে অভিজ্ঞতা ও তৎসহ তাঁহার প্রকৃত তত্ত্বের বা স্বারূপ্যের উপলব্ধি করিতে পারে। জগৎপতির এই সুনিয়মে জাগতিকী রঙ্গলীলার নিরন্তর পরিচালন হইতেছে!

শিষ্য। প্রভো, পৃথিবীতে ধর্ম্মের যে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই আবার যে, সাম্প্রদায়িক

পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই বা কারণ কি? হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে তাঁহারা নিজেই ধার্ম্মিক, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা ম্লেচ্ছ;—মুসলমানেরা আপনাদিগকেই ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচনা করেন, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কাফের;—আবার খৃষ্ট শিষ্যগণ আপনাদিগের বিশ্বস্ত ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মে যে উন্নত হইতে পারা যায়,—মুক্তি পাইতে সমর্থ হওয়া যায়—তাহা স্বীকার করেন না, তাই আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হন;—ইত্যাদি যে সকল মতবৈষম্য রহিয়াছে, তাহারই বা কারণ কি?—আবার এক ধর্ম্মযুক্ত মানবগণের মধ্যেও জাতি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বর্ণ চতুষ্টয়; শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ইত্যাদি; খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant), ক্যাথলিক (Catholic) ও মুসলমানদিগের মধ্যে শিয়া, সুন্নী, প্রভৃতি আছে; যদিও সকলে এক ঈশ্বরসৃষ্ট জীব এবং একই ঐশ্বরিক নিয়মে পরিচালিত, তথাপি অনেকেই আপন আপন জাতিকে অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন কেন?—হিন্দু মুসলমানে জাতিগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্যের প্রাবল্য কেন?

গুরু। বৎস, তোমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলি আধ্যাত্ম প্রশ্নের মধ্যে অতীব দুরূহ। তোমাকে এই দুরূহ প্রশ্নের সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া, প্রকৃত মীমাংসা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ এই সকল বিষয় সদ্‌গুরুর সাহায্যে ও নিজের জ্ঞানে সাধককে বুঝিতে হয়। একমাত্র গুরূপদেশে এতৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না। এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর।

ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, প্রথমে ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। ধর্ম্মের স্বরূপার্থ বুঝিতে হইলে, ইহার প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ; ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা (ফলিতার্থ-পোষণ করা) তদুত্তর মন্ প্রত্যয় যোগে ধর্ম্ম পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, যাহা আত্মার ও বিশ্বের ধারণ কিংবা পোষণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। মতান্তরে যাহাকে ধারণ করা যায়,—[যাহার ধারণাভাবে পদার্থের অভাব হয়, তাহাই ধর্ম্ম; যথা—স্থানব্যাপকতা স্থূলপদার্থ (Matter) মাত্রেরই

ধর্ম্ম,—এই স্থানব্যাপকতা ধর্ম্ম যাহাতে আশ্রয় পায় নাই, তাহা স্থূল পদার্থ (Matter) নহে।]. আবার অনেক বিজ্ঞ দার্শনিক কর্ত্তৃ কর্ম্মের অভেদ কল্পনা করিয়া,—অর্থাৎ যাহা ধারণ করে, তাহা হইতে যাহাকে ধারণ করে, তাহা অভিন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, এই উভয় মতেরই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। "ধর্ম্ম" এই কথার অর্থ সম্বন্ধে বহুবিধ মতভেদ থাকিলেও, তাহার প্রতিপাদ্য বা বোধ্য পদার্থ যে অভিন্ন—তাহার নির্দ্দেশ পদার্থ যে এক—তাহার বিভিন্ন প্রকারে সমর্থন করা যায়। দীপিকামতে—যাহা দ্বারা পুরুষের ক্রিয়াসাধ্য গুণের বিধান হয়, তাহাই ধর্ম্ম। শ্বাসক্রিয়া দ্বারাই দেহে আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয়। যেমন কোন সাধক সেই শ্বাসক্রিয়া দ্বারা—ন্যাস প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা—আত্মার ধারণ ও পোষণ করিতে লাগিলেন; আবার আত্মার স্থিতির সহিত শ্বাসের দৃঢ় সম্বন্ধ বলিয়া, আত্মাও শ্বাসক্রিয়ার ধারণ করিয়া রহিয়াছেন; সুতরাং দৈহিকী স্থিতির সম্বন্ধে আত্মাই যেমন শ্বাসক্রিয়ার অবলম্বন, শ্বাসক্রিয়াও আবার আত্মার সেইরূপ অবলম্বন;—সুতরাং আত্মা যেমন একবার শ্বাসক্রিয়াদির ধারণ করিতেছেন, শ্বাসক্রিয়াদিও সেইরূপ আত্মার ধারণ করিতেছে। অতএব দীপিকাকার কর্ত্তৃকর্ম্মের অভেদে ধর্ম্ম এক পদার্থ বলিয়া স্থির সমর্থন করিতেছেন। আবার যুক্তিবাদমতে—কর্ত্তব্য যুক্তিবাদ মতে—কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই ধর্ম্ম; অপিচ কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে, পূর্ব্বের ন্যায় আত্মগত ধর্ম্ম ও কর্ম্মগত ধর্ম্ম—উভয়েরই একত্ব প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞানবাদ মতে—যাহার বশে মানসিকী শক্তি প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্বনিয়ন্তা পরমাত্মার প্রতি ভক্তির উদ্রেক হয়, ও তাহা আত্মার দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাই ধর্ম্ম। এখানেও পূর্ব্ব কথিতানুরূপ ভক্তৃ-ভক্তের—কর্ত্তৃ কর্ম্মের—অভেদ সম্বন্ধ। যাহাই হউক, ধর্ম্মের এই কয়েকটী লক্ষণের মধ্যে একটী না একটী, এক এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আচরিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে স্থূল দৃষ্টিতে ব্যবহারগত তারতম্যই ধর্ম্ম পার্থক্যের কারণ। অপরতঃ দেশ কাল পাত্রের অনুযায়ী ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত অর্থে—দেশ বিশেষে জাতি বিশেষের ঈশ্বরোপাসনা প্রণালীই ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম বিষয়ে আর কিরূপ সূক্ষ্ম জ্ঞানলাভ করিতে ইচ্ছা কর, বল।

শিষ্য। প্রভো, আমরা চারিদিকে যে, ধর্ম্মপার্থক্যহেতু বিভিন্ন মতবাদ

শুনিতে পাই, তাহাই আমার সন্দেহের অপর কারণ; এক্ষণে এই বিষয়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বই জানিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে।

গুরু। স্থূল দৃষ্টিতে দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্মের প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মেরই উদ্দেশ্য এক—সকল ধর্ম্মই ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানের কারণ। যেমন একটী পক্ষী ধরিবার জন্য, কেহ বা ফাঁদ পাতিয়া—কেহ বা সাতনলা দিয়া—চেষ্টা করিতে থাকে; আবার কেহ বা নূতন কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া, ধরিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক পাখীধরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর এক পদার্থ, কেহ তাঁহার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য, সংসারত্যাগ করিয়া যোগী, কেহ বা সংসারে থাকিয়াই ধর্ম্মপর, আবার কেহ বা মৃণ্ময়ী প্রতিমায় তাঁহার অধিষ্ঠান করিয়া, তৎপূজায় ব্যাপৃত; যেমন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিফলিত দ্রব দ্রব্যে একই পূর্ণ চন্দ্রের গোলাকার মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়,—পাত্রের আকারগত বাহ্য বৈলক্ষণ্যে তাহার প্রভেদ হয় না, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর হৃদয়ে সেই একই পরমাত্মার বিমলজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হয়। যেমন দরিদ্র ও ধনী—এমন কি প্রবল প্রতাপ রাজ্যেশ্বর হইতে—হীনাদপি হীন ভিক্ষুক পর্য্যন্ত—সকলেরই ক্ষুধা একরূপ; তবে পাত্রাপাত্রভেদে তাহার শান্তির উপায় বিভিন্ন;—রাজার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, পলান্ন, ঘৃত, ক্ষীরসর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্যের সমাবেশ হয়; আর দরিদ্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি শাকান্ন দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যের বিভেদে গুণগত তারতম্য থাকিলেও, ক্ষুন্নিবৃত্তির কোনরূপ অন্তরায় হয় না; সুতরাং উভয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তিও সমপরিমাণে হইয়া থাকে। ঐরূপ তৃষ্ণা একই পদার্থ, কিন্তু পাত্রাপাত্রভেদে পানীয় বহুবিধ; অপিচ তাহার যে কোন একটীর পানে একই রূপ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। সেইরূপ তিনি এক, তবে পাত্রাপাত্রভেদে ধর্ম্মগত বিভিন্ন আচার পদ্ধতিতে তাঁহার উপাসনা করিলে, একই ফল হয়—এক তাঁহারই উপাসনা করা হয়; আর তাই তিনি সকলেরই নিকট একই রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সুতরাং সকল ধর্ম্মই যে, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের দ্যোতক বা উদ্বোধক,—ধর্ম্মই যে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা এতৎসম্বন্ধে একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিলে, বুঝিতে পারা যায়। যদিও সেই ধর্ম্ম সাধনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন

ঘটে, কিন্তু সকলেরই উদ্দেশ্য এক। দৃশ্যতঃ আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পার্থক্য দেখিতে পাই, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতীত হয়;—স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, পার্থক্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। ঈশ্বর মনুষ্যের ভাগ্যফলের বিধান করিবার জন্য, এরূপে গ্রহগণের পরিভ্রমণাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, যে, গ্রহগণের পরিচালনের সহিত তাঁহার ব্যবস্থাপিত বিহিত ভাগ্যফলও লোকের নিরন্তরই ঘটিতেছে ও ঘটিবে। ইহাতে বোধ হয়, তিনি গ্রহগণের উপরই জগতস্থ প্রাণিগণের পরিচালন ভার অর্পণ করিয়াছেন। করতলগত রেখাসমূহ সেই নিয়ন্তার কার্য্য সমূহের লিপি-স্বরূপ। আমরা সেই লিপির পর্য্যালোচনা বা অধিগমন করিলে, জানিতে পারি যে, ঈশ্বর কোন নির্দ্দিষ্ট লোকের ভাগ্যফলের কিরূপ বিধান করিয়াছেন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধেই বা কিরূপ প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন।

(১) যাঁহার হস্তে বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান পুষ্ট, স্বাস্থ্য-রেখার সহিত শিরোরেখা মিলিত হওয়ায়, একটী ত্রিকোণ উৎপন্ন, ও হৃদয়-রেখার শেষভাগ দ্বিধা বিভক্ত, ও তাহার একটী শাখা বৃহস্পতি স্থানে, ও অপর শাখা শনির ও বৃহস্পতির স্থানের মধ্যে উপনীত হয়, সেই জাতক প্রাণায়ামাদি—শ্বাসের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৭।২ক-ক-খ; গ-গ)।

(২) যাঁহার করতলে চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, এবং চন্দ্রের স্থানের উপর একটী তারকাচিহ্ন থাকে, তিনি সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন—ঈশ্বরগত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে—কার্য্যতঃ গ্রহগণ কর্তৃক পরিচালিত হন; এবং উহাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৪।৮)।

(৩) আবার যাঁহাদিগের হস্তে বৃহস্পতি, শনি, রবি ও চন্দ্র—এই গ্রহ চতুষ্টয়ের স্থান উচ্চ থাকে, ঐশ্বরিক বিধানানুসারে গ্রহগণ তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে বিরত রাখিয়া, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত রাখেন। (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৫।৬।৪।)

(৪) যাঁহাদিগের হস্তে শনির ও রবির স্থান প্রবল এবং বৃহস্পতি, শুক্র, চন্দ্র, মঙ্গল ও বুধ—এই পঞ্চগ্রহের স্থান দুর্ব্বল থাকে, ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে গ্রহগণের বলে তিনি স্বধর্ম্মত্যাগ ও ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিতে ব্যগ্র হন।

(চিত্র—৭, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭)।

এতৎসংক্রান্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানের অভাবেই ব্রাহ্মণ শূদ্রকে, প্রভু ভৃত্যকে—আপনা হইতে পৃথক্ বা নিকৃষ্ট জীব বলিয়া মনে করেন; এইরূপ করিবার যে অহং তত্ত্বমূলক জ্ঞান, তাহাও ঈশ্বর তাঁহাকে দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, বিশ্বনিয়ন্তার অলঙ্ঘনীয় আদেশ প্রতিপালন করিতেছে।

শিষ্য। কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই যদি সমধর্ম্মা হইয়া সমভাবে বিরাজ করে, তবে দীন দরিদ্রগণ ধনীর উপাসনাই বা করে কেন? আর সম্পন্ন ব্যক্তি সম্মানিত ও দরিদ্র ব্যক্তি সময়ে সময়ে উপেক্ষিত হয় কেন?

গুরু। বৎস, অতুল বিভবের অধীশ্বর ধনকুবের যে, সমাজে উচ্চ ক্ষমতাশালী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন, তাহার কারণও দরিদ্রগণ; দরিদ্রগণ না থাকিলে, কে তাঁহাকে সমাজের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত? সকলেই ধনবান্ হইলে কেহই তাঁহার নিকট দাস্য করিতে সম্মত হইত না; আর তাহা না হইলেই বা ধনের গরিমা কোথা হইতে আসিত? যাহাতে দরিদ্রগণ ধনীর মুখপ্রেক্ষী হইয়া, তাঁহার নিকট সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং তাঁহাকে ধনবান বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থক ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বেশ্বর অভাব সঙ্কুল করিয়া দরিদ্রগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিয়মের বশে দরিদ্র সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ধনীর দ্বারে উপনীত হয়; ধনীও অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্রের সাহায্য করেন। ধনীর আকাঙ্ক্ষা অহংত্ব মমত্বের উৎকর্ষ প্রদর্শন; দরিদ্রের আশা ব্যয় সঙ্কুলন জন্য, অর্থ সঞ্চয়;—ধনীর সম্বল অর্থ, ও দরিদ্রের সম্বল ধনীকে প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার চেষ্টা;—উভয়ের সম্বলের বিনিময় হইল, ধনী দরিদ্রকে অর্থ দিল, তাহার বিনিময়ে দরিদ্র ধনীকে সমাজে উন্নত করিল। নির্ধন দরিদ্র না থাকিলে, এ বিনিময় বিধি থাকিত কোথায়? ধনী দরিদ্রের এই কার্য্য বিনিময়ের বিচার, পার্থিব স্থূল জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে, প্রতীত হইবে, ঈশ্বর স্বকীয় সৃষ্টি কৌশলে ধনী ও দরিদ্রকে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ করিয়া উভয়কে এক সমতলে রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের ব্যবস্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহ ধনী, দরিদ্র, সকলের পক্ষেই সমভাবে কার্য্যকর। যেমন জল তৃষ্ণা প্রাশমিক, ইহার পানে ধনীরও যেমন তৃষ্ণানিবারণ

হয়, নির্ধন দরিদ্রেরও সেইরূপ তৃষ্ণানিবৃত্তি হইয়া থাকে; ধনীর চক্ষু যেরূপ দর্শন শক্তির উপায়, কিন্তু শ্রবণ শক্তির সাহায্যে অপটু, নির্ধনেরও সেইরূপ; উভয়েরই জন্ম একরূপ রীতি পদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে, একরূপ রীতি পদ্ধতি অনুসারে উভয়েরই মৃত্যু ঘটিবে; দরিদ্রের মৃত্যুকালে যেরূপ মৃত্যু যন্ত্রণাদির সম্ভাবনা, ধনীর মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুযন্ত্রণা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অল্প হইতে পারে না। আর ধন সম্পত্তি কিছুই ধনী ব্যক্তি লইয়া যাইতে পারে না; নির্ধনের ন্যায় তাঁহাকেও পার্থিব পদার্থ (দেহ পর্য্যন্তও) এই পৃথিবীতে ফেলিয়া রাখিয়া যাইতে হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর কতকগুলি লোককে অভাব-সম্পন্ন সৃষ্ট করিয়াও, সাম্য রাখিয়া স্বীয় অনন্ত কৌশলের ও দয়ার প্রকাশ করিয়াছেন; আবার ধনীদিগের হস্তে ও দরিদ্রদিগের হস্তে লক্ষণগত তারতম্যও অনেক।

বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ ও মঙ্গল,—এই গ্রহপঞ্চকের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উন্নতকর্ম্মা হইতে সমর্থ; এবং চন্দ্র ও শুক্র ঐরূপ উচ্চ হইলে, জাতক সামান্য নীচকর্ম্মা হয়। ধনীদিগের হস্তে সকল গ্রহস্থান উচ্চ এবং ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকে (চিত্র—৮, চিহ্ন—৩।১০।১।৮।৯।৪।৫। ক-ক, খ-খ); কিন্তু দরিদ্রের হস্তে মঙ্গলের ক্ষেত্র, বৃহস্পতি ও রবি কিঞ্চিদুচ্চ, শনি, বুধ ও মঙ্গল—এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন, এবং শুক্র ও চন্দ্র স্থান সুস্পষ্ট বা বলবান্ থাকে। (চিত্র—৪ চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮)।

গ্রহগণের এই বলাবল জনিত পার্থক্যের সহিত সংসারে ধনী ও দরিদ্রের সৃষ্টি করিয়া বিশ্বেশ্বর কি বিচিত্র লীলাই করিতেছেন! এখন বল দেখি, ভগবৎকীর্ত্তি কত দূর নিরপেক্ষ ও উচ্চ?

শিষ্য। আপনার নিকট হইতে তত্ত্ব সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম উপদেশ লাভ করায়, আমার ভ্রম ক্রমশঃই অপসৃত হইতেছে; এই জগতে ঈশ্বরের নিয়মেই ভোগ্যাভোগ্য বিষয়ের সজ্ঘটন হইতেছে, আর আমাদিগের পক্ষে তৎসম্বন্ধীয় সাম্যও বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে সাময়িক (Contemporary) কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইবার আশা করিতেছি। প্রভো, ঈশ্বর মনুষ্যকে সুময়ানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন? নৌকাযোগে জলযাত্রার বিষয় মনুষ্য সমাজে প্রচলিত হইবার

পূর্ব্বে ঈশ্বর কাহাকেও জলপথে ভ্রমণে প্রবৃত্তি দেন নাই ; কিন্তু তিনি কোন না কোন লোককে নৌকার আবিষ্কারক ও জল পথের প্রথম পরিভ্রমী করিয়া সৃষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বাভাবিক প্রমাণনিরপেক্ষ জ্ঞানের (Intuition) সাহায্যে অনুমিত হয়। বহুসংখ্যক লোকের মধ্যে তাঁহাকেই বা প্রথম উক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন করিবার কারণ ও উদ্দেশ্য কি ? নৌকাবিষ্কারের পর হইতেই লোকের জলভ্রমণের আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ; এবং ইদানীন্তন অনেক দেশীয়া অবরোধবাসিনী রমণীর হস্তেও সুদূর সমুদ্রযাত্রা করিবার যে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই বা কারণ কি ? বাস্পীয় পোত ও অর্ণবযান আবিষ্কারের পূর্ব্বে পদব্রজে, অশ্বযানে বা নৌকা যোগে ভ্রমণ করিয়া অনেকের কার্য্য সাধন বা তৃপ্তিলাভ হইত ; কিন্তু এক্ষণে বাস্পীয় শকটের জন্য কাহাকেও ২ মিনিটের স্থলে ৪ মিনিট অপেক্ষা করিতে হইলে, উদ্বিগ্ন হইতে হয়। পূর্ব্বে দশ ক্রোশ দূরগত সংবাদ ২ সপ্তাহের মধ্যে পাইলেই লোকে যথেষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিতেন, কিন্তু এক্ষণে রাজকীয় পত্রবাহক অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্বে বহুদূরগত পত্র আনয়ন করিলেও অনেকে বিরক্ত হন। পূর্ব্বে লোকে যাহাতে অভাব বোধ করিতেন না, এক্ষণে তাহাতে যে লোকে অভাবের সঙ্গে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন, তাহার কারণ কি ? ঈশ্বর কি কার্য্যসাধন করিবার জন্য, এরূপ করেন ? কোন লোকের একখানি শকটের প্রয়োজন হইলে, তিনি কোন একখানি বিশিষ্ট শকট মনোনীত করিয়া নিয়োগ করেন ; বহুসংখ্যক শকটের মধ্যে সেই একটী বিশিষ্ট শকটই নিযুক্ত হয় কেন ? পুস্তক বিক্রেতার আপণে বহুবিধ পুস্তক আছে ; কেহ বা গল্প, কেহ পুরাণ, কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ বা ঈশ্বরজ্ঞানদ্যোতক ধর্ম্মতত্ত্ব—বিভিন্ন পুস্তক ক্রয় করেন কেন ? বহুসংখ্যক পণ্য-স্ত্রীই (বেশ্যা) পথিকমাত্রকেই প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মানা থাকে ; কিন্তু কোন একটী বিশিষ্ট পথিক্ তাহাদিগের মধ্যে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট পণ্য-স্ত্রীতে আসক্ত হয় কেন ?—একটী লোক বিপণিতে (বাজারে) দ্রব্যাদির ক্রয় করিবার জন্য, বহির্গত হইয়া, কোন একটী বিশিষ্ট লোকের আপণ হইতে পণ্যাদির ক্রয় করেন কেন ?—এইরূপে, ব্যবসায়ীবিশেষে ব্যক্তিবিশেষের সহিত ক্রয় বিক্রয়ে—বিনিময় বিধিতে—আবদ্ধই বা হন কেন ? আবার

ঐ ব্যবসায়ীগণের মধ্যে কাহার পণ্যাদি অল্প সময়ে, কাহারও বা অধিক সময়ে নিঃশেষিত হয় কেন? এই সকল বিষয়ের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান-পিপাসা সাতিশয় বলবতী হইয়াছে। কৃপা করিয়া আমায় এতৎ-সম্বন্ধে উপদেশে চিরোপকৃত করুন।

গুরু। যাহার কারণ নাই, তাহার কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না; আবার ভগবানের বিশ্বজনীন নিয়মের বশে জাতক ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ক্রমোন্নতির বশে লোকের অভাবাদির উপলব্ধি হইতেছে বলিয়া, তাহার নিরাকরণের উপায়ও তিনি অভাবের উপলব্ধির পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত ও ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি জগতে কাহারও অভাব রাখেন না; ভগবানের সুনিয়মে সন্তান প্রসূত হইবার পূর্ব্ব হইতেই যেমন জননীর মনে স্নেহের ও স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হয়, সেইরূপ অভাব ঘটিবার পূর্ব্বে তাহার নিরাকরণ উপায়াদির নির্দ্ধারণ ও ব্যবস্থাপন করিবার জন্য, তদ্বিষয়ক ক্ষমতাসম্পন্ন লোকের সৃষ্টি করেন। যেমন জলযাত্রা আবশ্যক হইবার পূর্ব্বেই তিনি জলযাত্রীর সাধক বা উদ্ভাবক লোকের সৃষ্টি করিয়া তাহার সদ্ব্যবস্থা করিয়াছেন। আবার ঐ উদ্ভাবকশ্রেণীর লোক নাক্ষত্রিক বলে বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হন। তাঁহাদের অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র (Spatulate) প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটগুলি পুষ্ট ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—১৩।১৪।৬।১৫)

বিলাতে অতুল ধীশক্তিসম্পন্ন ওয়াট (Watt) সাহেব বাষ্পযোগে অভীষ্ট কার্য্য সাধন করিবার উপায়োদ্ভাবন করিলে পর, সমুদ্রযাত্রার প্রধানসাধন অর্ণবযানের উৎকর্ষ সাধন করিতে রবার্ট ফুলটন (Robert Foulton) সাহেব প্রথম বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবন করেন। আর তৎসম্বন্ধের উদ্ভাবক লোকের উদ্ভাবনায় অর্ণবযানের আবিষ্কার ও উৎকর্ষ হইবার পর হইতেই লোকের সমুদ্রযাত্রার স্পৃহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত মাত্রায় দিতেছেন। এখন হস্তেও সমুদ্রযাত্রাসূচক রেখাচিহ্নাদির—মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রস্থান বেষ্টনকারী রেখা বা চন্দ্রস্থান হইতে বৃহস্পতি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত রেখা—(চিত্র—১৪, খ-খ ১১ ক-ক)—দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এইরূপ চিহ্ন ভারতের অবরোধ-বাসিনী কোন কোন কুল-কামিনীদিগের হস্তেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

এখন ভারতবর্ষীয় অনেক যুবক রাজানুগ্রহে কার্য্যানুরোধে সস্ত্রীক সমুদ্র-পথবর্ত্তী ভিন্ন দেশে যাইতেছেন; সুতরাং স্বকৃপায় হস্তরেখাযোগে সমস্তই সাধ্য বলিয়া প্রতিভাত করিয়া দিতেছেন। এইরূপ প্রত্যেক সাময়িক ব্যাপার সাধনের সূক্ষ্মতত্ত্ব পূর্ব্বোক্তরূপ বিধি অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে। তাঁহার অনন্ত দয়ায়, এই বিশাল জগতে কিছুরই অভাব হয় না। এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে তোমার বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ হইল ত? আর কোন প্রকার সন্দেহ আছে কি?

শিষ্য। প্রভো, আপনার কৃপায় আমার সকল সন্দেহই অপসৃত হইতেছে; আপনি অনন্ত দয়াময় ভগবানের যে, অনন্ত কৃপার আভাস দিলেন, তাহা আপনার বর্ণনগুণে বিশিষ্টরূপ বিকাশ পাওয়ায়, এখন বুঝিতে পারিয়াছি,—তিনি জগতে কিছুরই অভাব রাখেন নাই—রাখিবেনও না। কিন্তু এখন যে লোক সামান্য সাময়িক কার্য্যের ইতরবিশেষে বিলক্ষণ অভাবের অনুভব করেন, এবং তজ্জন্য প্রায়ই বিচলিত হন, তাহার কারণ কি?—ইহার তত্ত্বানুসন্ধানই এক্ষণে আমার উদ্বেগের একটী প্রধান কারণ।

গুরু। পূর্ব্বে যাহা আবশ্যক ছিল না, এখন তাহা আবশ্যক হইতেছে; পূর্ব্বে লোকের জীবন দীর্ঘ ছিল, সুতরাং পূর্ব্বকালীন লোকদিগকে সাধ্যকর্ম্মের জন্য, ব্যস্ত হইতে হইত না। এখনকার দিনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আন্দোলন আলোচনার যতই প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের উন্নতি হইতেছে,—ততই অল্প দিনে উন্নতির পথে গিয়া স্থির হইবার জন্য, লোকের সতৃষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। তাই তাঁহাদিগের এই স্বল্প জীবনের মধ্যে স্বল্প বিলম্বও সহ্য হয় না। এইরূপ বিলম্বের প্রতিকার হইবে বলিয়া, ভগবান্ পূর্ব্ব কথিতানুরূপ নূতন নূতন কল কৌশলের উদ্ভাবক কোন স্থিরবুদ্ধি লোকের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন; আর তাহার ফলে ভগবদনুগ্রহে লোকে দীর্ঘকালের সাধ্য ব্যাপার স্বল্পকালে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইতেছে। এই কারণেই লোকে রেলযোগে ২ দিনের পথ ২ ঘণ্টায় অতিক্রম করিতে পারে; প্রাচীনকালে দুই সপ্তাহের প্রাপ্য সংবাদ কতিপয় ঘণ্টায় পাইতে পারে। আর ইহাতে বিলম্ব হইলে, স্বকর্ম্ম ব্যস্ততাহেতুক বিব্রত ও উত্ত্যক্ত হইতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বকালে লোককে এরূপ শীঘ্র সকল কর্ম্ম করিতে হইত না বলিয়া

তাঁহাদিগের দীর্ঘ জীবনে বহু কর্ম্ম সাধন করিতে হইত। আর দয়াময়ের সদয় নিয়মে তাঁহাদিগের দীর্ঘজীবনের তাহাই অন্যতম কারণ। এখন আবার স্বল্পজীবনে প্রচুর কার্য্য সাধন করিয়া, স্থির হইতে হইবে বলিয়া, ভগবান্ এখন সকলকেই কর্ম্মতৎপরতা ও ব্যস্ততা দিয়াছেন। এই ব্যস্ততাই পার্থিব আসক্তি নষ্ট করিয়া, স্থির হইবার একমাত্র কারণ। সুতরাং ভগবান আমাদিগকে যেরূপে পরিচালিত করিতেছেন, তাহা আমাদিগের উন্নতি সাধনের জন্য; ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে দ্বন্দ্বাতীত ও স্থির করিবার জন্য দয়াময়ের দয়া যে, জগতে অবিরামস্রোতে প্রবাহিত, তাহার ইহাও একটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কিন্তু যাহাদিগের হস্তে চন্দ্রস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃতা একটী ধনুঃ সদৃশী বক্ররেখা থাকে, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক (Spiritual) জ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট উন্নতি হয়; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কোন কারণেই ব্যস্ত বা বিচলিত হইতে হয় না। ইহাও গ্রহগণের বলাবলের বশে নিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—২, চিহ্ন—থ-থ।)

এক্ষণে এ বিষয় তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল ত? আর অন্য কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

শিষ্য। প্রভো, এতৎসম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ নাই; তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়া, তাঁহার সৃষ্ট সমস্ত জীবের সম্বন্ধে যে, অনন্ত দয়াশক্তি প্রকাশ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে! এক্ষণে আমরা যে, কার্য্যানুবন্ধে লোকের সহিত ব্যবসায় ব্যাপৃত হই, তাহার মধ্যে কি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, তাহাও জানিতে আমার সাতিশয় আগ্রহ রহিয়াছে। এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হই।

গুরু। আমাদিগের আয়, ব্যয়, বৃত্তি, উপজীবিকা—এমন কি দৈনিক কার্য্যগুলির সাধনপর্য্যন্ত পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সকরুণ নিয়মে গ্রহগণের পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদিত হইয়া যাইতেছে। সুতরাং আমাদিগের কোন কার্য্যেই স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাপরতা নাই। দয়াময়ের অনন্ত দয়ায় সকল জীবই প্রতিপালিত হইতেছে। তাঁহার এই বিশালরাজ্যে যে ব্যবসায়ী অর্থাভাব ভোগ করিতেছে, তাহার অভাব নিরাকরণের জন্য, ভগবান পূর্ব্বেই ব্যক্তি বিশেষকে তাহার নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহার অভাব

মোচন করিতে বাধ্য রাখিয়াছেন। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাইতেছি যে, কোন এক ব্যক্তি বিপণিমধ্যে কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া দেখিল, তাহার অভিলাষিতানুরূপ ক্রেয় দ্রব্যের অনেকে বিক্রয় করিতেছে; কিন্তু তাহাকে তাহাদের মধ্যে একজনের নিকট হইতে সেই দ্রব্য ক্রয় করিতে হইতেছে। বিপণিমধ্যে এইরূপ দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়া, অনেককে দর-দস্তুর করিতে করিতে সস্তা বা সুবিধা বুঝিয়া একজনের নিকট হইতে স্ব স্ব অভীষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। আর এইরূপ ক্রয় বিক্রয়ে—বিনিময়বিধিতে—প্রত্যেকেরই অভাব মোচন হয়। একের অর্থাভাব অন্যের দ্রব্যাভাব ঘুচাইবার জন্য, যে বিনিময়বিধি চলিতেছে, তাহাও দয়াময়ের অনন্ত দয়ার বশে—ও তাঁহার নিয়ম পরিচালিত গ্রহগণের বলে। কোন ব্যক্তির শকট আবশ্যক হইলে, তিনি যে কোন একটী বিশিষ্ট শকট গ্রহণ করেন, তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত বিধির অধিকার দেখিতে পাওয়া যায়। আর পুস্তকের দোকানে বহুবিধ পুস্তক সত্ত্বে কেহ যে গল্প, কেহ যে পুরাণ, কেহ ভূতত্ত্ব, কেহ পুরাবৃত্ত, কেহ ঈশ্বর নির্ণায়ক ধর্ম্মতত্ত্ব—প্রভৃতি বিভিন্ন পুস্তকের ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও গ্রহগণের বশে পরিচালিত হয়। কেন না, যাঁহার প্রতি বৃহস্পতির অনুকূল দৃষ্টি প্রবল, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে ভালবাসেন; যাঁহার শুক্র অনুকূল, তিনি ভূতত্ত্বের আলোচনা করিতে ইচ্ছুক; বুধের আনুকূল্যে জাতকের বিজ্ঞানচর্চ্চায় আসক্তি জন্মে; মঙ্গলের আনুকূল্যে জাতক যুদ্ধবর্ণন ও অস্ত্র বিদ্যার পোষক গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসে, চন্দ্রের আনুকূল্যে জাতকের কাব্য বা কল্পিত গল্প পাঠে অনুরাগ থাকে। শনির আনুকূল্যে গুহ্যবিদ্যার বা প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে জাতকের আগ্রহ স্বতই প্রবল থাকে। সুতরাং পুস্তক বিক্রেতার বিপণিতে বিভিন্ন ক্রেতা বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক ক্রয় করে। পণ্যস্ত্রীগণ সজ্জিত হইয়া যে, পথিক মাত্রকেই প্রলোভিত করিতে না পারিয়া কোন একটী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রলোভিত করিয়া থাকে, তাহার কারণও গ্রহগণের পরিচালন। কোন পথিকের প্রতি শুক্রের প্রবল দৃষ্টি আছে; সে ব্যক্তি যাইতে যাইতে কোন পণ্যস্ত্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইল;—উভয়ে গ্রহবলে আকৃষ্ট হইয়া স্বকাম চরিতার্থ করিল। এ স্থলেও পূর্ব্বোক্ত বিনিময় বিধির মহতী নীতির অস্তিত্ব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না ঐ কামোন্মত্ত

পথিক ঐ পণ্যস্ত্রীর নিকট স্বকামসন্তর্পণে চিত্তবিনোদন ক্রয় করিয়া তাহার যথারীতি পোষণ করিতে অর্থব্যয়ে বাধ্য হইল; আবার উক্ত গ্রহের বল অধিক হওয়ায়, আকর্ষণী শক্তি স্থায়িরূপে কার্য্যকরী হইলে, হয়ত কিছুদিন ধরিয়া তাহার পোষণ করিতে বাধ্যও হইতে পারে। যাহা হউক, এই সমস্ত বিষয়েই গ্রহগণের পরিচালনী শক্তিরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ভগবানের সুনিয়মপরিচালিত গ্রহগণের বলাবলের বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বের যে বিমল আভাস পাইলাম, তাহাতে আমার সকল সন্দেহই অপসৃত হইল। আবার আপনার প্রদত্ত আভাসের বিষয় আমার অন্তরে এরূপ বিকাশ পাইতেছে যে, তাহাতে আমার কথিত সকল প্রশ্নেরই সূক্ষ্ম রহস্য যেন চক্ষুর নিকট ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এক্ষণে আমার আর একটী সন্দেহ আছে; এক একটী শিল্পী বা কারিকরের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া, অনেক মহান্ মানবকেই মুগ্ধচিত্তে তাহার প্রশংসা করিতে হয়; তাহার ব্যবসায়ের উন্নতিকামনা না করিয়াও, হিতৈষী হইতে হয়। এরূপ নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতার কারণ কি?

গুরু। বৎস, তোমার কথিত বিষয়টী জগৎপতির ঐ এক সূক্ষ্ম নিয়মের বশে সম্পাদিত হইতেছে। মনে কর, কোন একটী মোদক ছানার ও চিনির সমানুপাত মিশ্রণে ও পাক প্রণালীর নৈপুণ্যে সুস্বাদু মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারে; তাহার সেই উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞান বা শক্তি সামর্থ্যও নাক্ষত্রিক বলে জন্মিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার তাহার সেই মিষ্টান্নের ব্যবসায়ে অনেক সমৃদ্ধ সম্পন্ন লোককে বাধ্য করিয়া রাখিবার সামর্থ্যও সেই নাক্ষত্রিক বলে জন্মিয়াছে।

সুস্বাদু মিষ্টান্ন নির্ম্মাণনিপুণ মোদকের অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ (square) বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ, তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকার প্রথম পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইবে; এবং প্রত্যেক অঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থি বা গাঁইটও পুষ্ট ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অপরিপুষ্ট হইয়া থাকে। নাক্ষত্রিক বল সমাহারে করতলে রেখা চিহ্নাদির যে, এইরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে, তাহাই তাহার মিষ্টান্ন

প্রণয়নের নৈপুণ্যসূচক প্রধান চিহ্ন। আর সুনিপুণ মোদকের প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদুতাভোগ করিয়াই অনেক সম্পন্ন লোক যে, তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হন, তাহাও ঐ গ্রহনক্ষত্রের বশে। তজ্জন্যই কোন বিশিষ্ট মোদকের প্রণেয় মিষ্টান্নের উপকরণ দ্রব্যাদির সমানুপাতে মিশ্রীকরণ ও লোক বশীকরণ যেমন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনই অনেক লোককে লাভের প্রত্যাশা না করিয়াও, সেই মোদকের প্রশংসা দ্বারা হিতৈষিতা করিতে দেখা যায়; ইহার অন্যতম কারণ, মোদকের মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবার প্রণালীর গুণে সেই প্রস্তুত মিষ্টান্নের স্বাদুতা লোকের স্নায়বীয় শক্তিকে এরূপ বশীভূত করিয়া রাখে যে, কোথাও সেই ভাবের অভাব হইলে, সেই স্নায়বীয় শক্তি তাহা তৎক্ষণাৎ মনে করাইয়া দেয়। ঐরূপ একজন লৌহ-শিল্পী নাক্ষত্রিক বলে উৎকৃষ্ট লৌহ সিন্দুক প্রস্তুত করিতে পারে; আর সেই গ্রহনক্ষত্রের বলাবলানুসারে তাহার অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র (spatulate) ও হস্ততল কঠিন এবং শনির ও রবির স্থান উচ্চ হয়। তাহার সেই লৌহ শিল্পের উৎকর্ষ জন্য, অনেক ধনী লোককেই—যাহাদিগের আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে—তাহার প্রশংসাবাদে মোহিত হইতে হয়। এই সকল শিল্পাদির সাধনও গ্রহগণের বলসাপেক্ষ। এই বলে পরিচালিত হইয়া, অনেক ধনীকেই কার্য্যতঃ নিঃস্বার্থ-পরহিতৈষী হইতে হয়;—ইহাতে অনেক শিল্পীরও সবিশেষ লাভ হয়। জগৎপতির অনন্ত কৌশলের পরিচয় ত পদে পদে!

শিষ্য। প্রভো আপনি যে, বলিলেন, স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, আমাদিগকে অনুক্ষণই নিঃস্বার্থপরহিতৈষিতা করিতে হয়, তাহার চরম ফলই বা কি?

গুরু। বৎস, জগৎপাতা জগদীশ্বরের অনন্তদয়ায় পরিচালিত হইয়া, জীব কর্ম্মক্ষেত্রে কার্য্যে রত হইতেছে বটে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রহগণের বলে বলীয়ান্ হইয়া, স্ব স্ব গুণে বা বলে, অপর সকলের স্নায়বীয় শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে; যেমন, কোন ব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ এবং বুধস্থান প্রবল ও তাহাতে লম্বভাবে দুই তিনটী রেখা দণ্ডায়-মান,—সেই ব্যক্তি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী (চিত্র—১২, চিহ্ন ২।৭।ঘ) আবার গ্রহগণের পরিচালনের বশে কাহারও হস্তে আয়ূরেখার তৎকালসূচক

স্থানের উপর কাল বিন্দু চিহ্ন থাকায়, তৎপ্রতি জ্বর বা অন্য ব্যাধির আক্রমণ হইয়াছে, (চিত্র—৮, চিহ্ন—চ) সেই ব্যক্তি আরোগ্য লাভের আশায় পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত চিকিৎসকের সাহায্য লইল ; ও তাঁহার চিকিৎসা নৈপুণ্যে রোগ যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া শেষে যথাকালে আরোগ্যলাভ করিল ; কিন্তু সেই চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগযন্ত্রণার যে, কথঞ্চিৎ প্রশমন হইয়াছিল, তাহার জন্য, তাহার স্নায়বীয় শক্তি তাঁহার নিকট বাধ্য হইয়া রহিল। হস্তে শুক্রস্থান হইতে একটী সূক্ষ্ম রেখা করচতুষ্কোণে উপনীত হওয়ায়, আত্মীয় বিভ্রাট জনিত অভিযোগে পড়িয়া, কোন ব্যক্তি বিপর্য্যস্ত হইল, (চিত্র—৮, চিহ্ন—ঝ-ঝ), বলিয়া কোন ব্যবহারাজীবের—উকিলের—শরণ লইলেন ; সেই উকিলের হস্তে রবিরেখা প্রবল এবং রবি চন্দ্র ও বুধ এই গ্রহত্রয়ের স্থান উন্নত থাকায় ও শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত অসংলগ্ন হওয়ায়, উক্ত উকিল স্বকার্য্যে একান্ত নিপুণ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। (চিত্র—১২, চিহ্ন—৫।৬।৭ ক—ক ; ঙ) তিনি পূর্ব্বোক্ত শরণাগত মক্কেলের—অভিযুক্ত বা অভিযোক্তা—আসামী বা ফরিয়াদী—যাহারই হউক, পক্ষসমর্থন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন ; পরে তিনি জয়লাভ করিলে, তাঁহার মক্কেলের—পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যস্ত ব্যক্তির—স্নায়বীয় শক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ বাধ্য হইয়া রহিল।

এইরূপে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকে বলিয়া, আমাদিগের রোগ শোক আপৎ বিপৎ প্রভৃতির বশে বিপর্য্যস্ত হইবার সময় আবশ্যকমত উক্ত চিকিৎসক বা বৈজ্ঞানিকের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়, ও তাঁহার হস্তে আত্ম সম্প্রদান করিতেও বাধ্য হইতে হয়। আবার সেইরূপ অভিযোগ বিশেষে কার্য্যের অন্যথা দেখিলে, অমনই আমাদিগের স্নায়বীয় শক্তি স্বতই পূর্ব্ব কথিতরূপ বাধ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে ; আর তাই সেই স্নায়বীয় শক্তি স্বতই তাহায় মনে করাইয়া দেয়,—অমুক উকিলের শরণ লইলে, বোধ হয়, অভিযোগে শুভফল ফলিত। তখন কাহারও সম্বন্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ঐ বিজ্ঞ উকিলের শরণ লইবার জন্য, বলিতে বাধ্য হইতে হয়। আবার ঐরূপ বিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের বা উকিলের শরণ লইবার পরামর্শ দিয়া যে, তাহার পোষকতা করা হয়, তাহাও নিঃস্বার্থভাবে। তাহার কারণ পূর্ব্বে তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ করিয়া যে ফললাভ করিয়াছে

তাহার জন্য, তাঁহার নিকট মায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, তাঁহার প্রশংসাবাদ করিয়া, অন্যকে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া, উক্ত উকিলের হিতৈষণা করিতে ব্রতী হওয়াও আবশ্যক হইয়া পড়ে। ডাক্তারের বা চিকিৎসকের নিকট এইরূপ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মোৎসর্গ করিয়া ফললাভ করিলে—সামান্য শান্তি পাইলে,—তাহার পোষকতা করিতে—অন্য রোগীকে তাহার শরণ লইয়া আত্মোৎসর্গ করিতে—পরামর্শ দিয়া নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা করিতে সচেষ্ট হইতে হয়। ইহাতে ভগবান্ বিশ্ববিধাতা বিশ্বেশ্বরের—স্বপ্রকাশপর কর্ম্মেরই সাধন করিতে জীবমাত্রকেই রত হইতে হয়; কেন না, এরূপ কাহারও সাহায্যে বিপৎ হইতে মুক্তিলাভ হইলে,—সেই বিপৎ-ত্রাতার কারণকে—তাঁহার সেই শক্তির বিধাতা শক্তিময়কে—জানিতে বা বুঝিতে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। অব্যক্ততত্ত্ব বিভু সংসারের কার্য্যে এইরূপে ব্যক্ত হইয়াও, ঘটনাবিপর্য্যয়ে কত মতে যে, উন্নতিসাধন করিতেছেন,—জীবের স্বরূপজ্ঞানে অধিকার দিয়া, তাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষবিধান করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাও সেই উন্নতিবিধায়িনী নীতির একটী।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত উপদেশ পাইয়া যেমন জ্ঞানলাভ করিতেছি, অমনই আমার মন অনির্ব্বাচ্য আনন্দ রসে আপ্লুত হইতেছে। আবার হঠাৎ আমার বিষয়ান্তরে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে। গুরুদেব, বিবিধ ভাবের আবির্ভাবে মনে যে, কত সন্দেহ জন্মায়, তাহার রহস্য না জানিলে, সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইতে হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভগবৎ কর্তৃক আদিষ্ট বা পরিচালিত হইয়াই, যদি সংসারে আমাদিগকে বিবিধ কর্ম্ম বিপাকে পড়িতে হয়,—যদি চৌর্য্যাদি পাপ কর্ম্মও আমাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে পরিচালিত হইয়া করিতেই হয়, তবে আমরা তাহার

ফলভোগ করি কেন? কাহারও হস্তে যদি আপনার কথিতানুরূপ চৌর-লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সে চৌর হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ও জাতক জন্মকাল হইতে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, তাহার অনুষ্ঠিত বা আচরিত সকল কর্ম্মই যে, ভগবানের নির্দ্দেশ বশে, তাহা স্থির। তবে সংসারে এরূপ কর্ম্মবিভেদে সামাজিক মানসিক ও শারীরিক কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হয়, তাহাই আমার জিজ্ঞাস্য!

গুরু। গ্রহগণ যে, পার্থিব জীবের পরিচালক, তাহা জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক শাস্ত্র এক বাক্যে অনবরতই প্রকাশ করিতেছে; চৌরদিগের হস্তে যে, বুধস্থান অত্যুচ্চ ও বৃহস্পতি স্থান নিম্ন হয়, তাহার কারণও গ্রহগণের সংস্থান জন্য, প্রাবল্য দৌর্ব্বল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বৃহস্পতি হস্তে দুর্ব্বল থাকায়, তাঁহার গুণ যে, ধর্ম্ম কর্ম্মের সাধনে লোককে রত রাখা—তাহারই বিপর্য্যয়; তাই ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে না। বুধ অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তাহার গুণ পার্থিব আসক্তির বৃদ্ধি—এ স্থলে অতি বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাকে চুরী করিতে হয়। সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য নিয়ম বশে গ্রহ-গণ পরিচালিত হইয়া, লোকের হস্তে যে, রেখাচিহ্নাদির পার্থক্য ও তদনুরূপ কর্ম্মবিপাক ঘটাইয়া থাকেন, তাহা এতৎসংক্রান্ত সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুশীলনের বশে স্বতই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং তাহাতে স্বকর্ম্মহেতু তাহাকে ঘৃণ্য বা মহামান্য কিছুই করা যায় না। তবে স্থূল জগতে কর্ম্মফলে সামাজিকী ঘৃণা বা মর্য্যাদা—যাহাই হউক না কেন, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিছুই নহে। আর তাহাও ঘটিয়া থাকে—সামাজিক সকল লোকই সেই গ্রহবলে পরিচালিত হওয়ায়, তাহার শুভাশুভ ফলে স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকার জন্য। কিন্তু তাহাতে তাহার ও সামাজিক অন্যান্য লোকের আসক্তি বৃদ্ধি হওয়ায়, আসক্তির প্রসরও বৃদ্ধি হইতে থাকে। যাহার দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহারও বুধস্থানে কাল বিন্দু চিহ্ন থাকিয়া, বুধের পার্থিব আসক্তির হ্রাস করে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—খ) তজ্জন্যই যাহার দ্রব্য অপহৃত হয়, সেই ব্যক্তি দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, অভাবের উপলব্ধি করিয়া, তৎপ্রতি অধিকতর আসক্ত হয়; ও চোরের দ্রব্য দেখিয়া আসক্তি বর্দ্ধিত হওয়ায়, সে চৌর্য্যে রত হয়। সুতরাং এই আসক্তি বা টান বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, মানসিক

বলের দৃঢ়তা সাধিত হইতেছে। আর শারীরিক বিকারাদিও ঐরূপ গ্রহগণের বশে—স্নায়বীয় শক্তির বিকৃতি বশে—ঘটিলেও, তাহার স্থায়িত্ব অল্প; সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয়।

শিষ্য। সংসারে লোকে রোগ শোকেও দুঃখ বোধ করে, এবং ধন সম্পদে সুখানুভব করে,—ইহার প্রতি লোকে উপেক্ষা করিতে পারে না কেন?

গুরু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংসার রঙ্গমঞ্চে সকলেই অভিনয় করিতে আসিয়াছি; তাঁহাদের কার্য্যের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও, কার্য্যতঃ নবরসেরই বিকাশ হইতেছে। পরম রসিক সর্ব্বরসজ্ঞের নি োদানু-সারে তাঁহারই নাটকের অভিনয় করিতে বাহ্যতঃ কখন সুখ, কখনও দুঃখ-ভোগ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। আবার মনুষ্যদিগের হস্তে তাঁহার অভীষ্ট যাবতীয় কর্ম্মের সূচক চিহ্নাদিও দিয়া, আপনার অনন্ত কৌশলের পরিচয় দিতেছেন। আয়ূরেখা হইতে যতগুলি শাখা রেখা উর্দ্ধমুখী ততগুলিই শুভ ভাবের বিকাশ করিয়া থাকে। ইহারও অন্তর্ণিহিত মহত্তত্ত্ব হইতেছে, আলোক উর্দ্ধ হইতেই বিস্তৃত হইতে থাকে; উর্দ্ধ পথ উন্মুক্ত থাকিলে, আলোক অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ লাভে সমর্থ হয়। সুতরাং আয়ূরেখার উর্দ্ধমুখী শাখা রেখা বিভিন্ন গ্রহগত হইয়া তাঁহাদের জ্যোতিঃ আয়ূতে—জীবনে মিশাইতে সমর্থ হয় বলিয়াই উন্নতি। তবে সেই সকল আয়ুঃশাখার গতি অনুসারে উপায় পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন, আয়ূরেখার কোন শাখা সরলরেখা বৃহস্পতি স্থানে যাইলে, ও বৃহস্পতি স্থান পুষ্ট হইলে, জাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজধানীতে বা রাজ সরকারে কর্ম্ম পাইতে—বিশেষতঃ বৃহস্পতি স্থান অত্যুন্নত হইলে, স্বর্ণ ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৮, চিহ্ন—জ-জ) আয়ূরেখা হইতে নিঃসৃত কোন শাখা শনি স্থানে যাইলে, লৌহ কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের ও পাট কাষ্ঠ তৃণ প্রভৃতির বাণিজ্যে বা বিদেশে চাকুরিতে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—ঘ-ঘ) উক্ত রেখা রবিস্থানে যাইলে, হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া বা হঠাৎ কোন ধনাঢ্যের সাহায্য লাভ করিয়া উন্নত হইতে পারে।

(চিত্র—৯, চিহ্ন—জ-জ)

উক্ত রেখা বুধস্থানগত হইলে, বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৯, চিহ্ন—ঝ, ঝ) এইরূপ আবার রোগ শোকও ভগবন্নিয়মে সঙ্ঘটিত হয়। সংসার-প্রীতির বা আনুরক্তির বিধান করেন শুক্র। তাই শুক্রক্ষেত্র হইতেছে, আমাদিগের সংসারক্ষেত্র। এই সংসারক্ষেত্রে উদ্ভূত হইয়া কোন রেখা যদি আয়ুরেখা ছেদ করিয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা ভেদ করে, তাহা হইলে জাতককে শোক তাপ ভোগ করিতে হয়। এই রেখার গত্যনুসারিণী উপপত্তি হইতেছে, সংসারাবস্থান কালে কেহ আয়ুতে আঘাত করিয়া—জীবনে দাগা দিয়া—মস্তিষ্ক বিকৃত ও হৃদয় বিচলিত করিয়াছে;—তাহাই ব্যবহারিক কথায় শোক! (চিত্র—১০, চিহ্ন—গ—গ) আবার ঐরূপ রেখা আয়ুরেখা কর্ত্তন করিয়া ভাগ্যরেখা ভেদ করিলে, অর্থনাশ ও তজ্জনিত মনস্তাপ ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—গ—গ) ভাগ্য-রেখা ধনলাভাদি সম্পত্তির বিধান করে, তাহার ছেদে হানি ঘটায়। আয়ুরেখায় অঙ্কিত জীবনে যে অশান্তি উপস্থিত হয়, এই রেখায় তাহার প্রকাশই সম্ভবপর। আবার ঊর্দ্ধমুখী রেখা যেমন উন্নতিবিধায়িনী, অধোমুখী রেখা তেমনই তদ্বিপরীত ভাব-বিকাশিনী। এইরূপ রেখায় জীবনে ব্যাঘাত—এমন কি মৃত্যু সূচিত হয়। তবে ইহারও গতিভেদে ফলভেদ আছে। ঐরূপ রেখা যদি শুক্রক্ষেত্রাভিমুখী হইয়া অধোমুখে থাকে, তাহা হইলে ইহলোকেই দেশভ্রমণ বুঝায়। (চিত্র—১০, চিহ্ন—ঘ) কিন্তু অধোমুখী শাখা মঙ্গলক্ষেত্র দিয়া মণিবন্ধাভিমুখিনী হইলে, মৃত্যু সূচিত হয়। (চিত্র—১০, চিহ্ন—ঙ)।

ভগবান্ যাহা বিহিত বলিয়া, নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহার ত অপলাপ করিবার যো নাই। সংসারে যিনি গ্রহবলে স্থির হইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে শোক তাপ কিছুই না থাকিলেও, সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীবের এ শোক তাপও অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা পার্থিব উন্নতিরও অনিত্যতা বুঝাইয়া জীবকে ক্ষণিক অবসাদের পর শান্তির বিধান করে।

শিষ্য। প্রভো, মানব কিরূপ গ্রহ বলে স্থির হইতে পারে?

গুরু। রাত্রির অধিপতি চন্দ্র; চন্দ্র পৃথিবীর উপর শৈত্যের বিধান করেন বলিয়া, তাঁহার শক্তিতে মানব স্থির হইয়া শান্তিসুখ উপভোগে সমর্থ হয়,—এই সময় উন্নত সদাত্মাদিগের সাতিশয় প্রীতিকর। সুতরাং নিশীথে

বা রাত্রির শেষাংশে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি জগতের উপর স্থিরা শক্তির ক্রিয়া হইতেছে বলিয়া, তাহার বশে তাহার স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকায়, স্থির ও সদাত্মপরিচালিত হইতে পারে; এবং তাহাদিগের হস্তে প্রায়ই শুক্র-বন্ধনী অঙ্কিত থাকে। (চিত্র—১০, চিহ্ন—ক-ক); আবার কেহ কেহ বলেন, শনি ও চন্দ্র সমসপ্তমে থাকিলে—বিশেষতঃ বিনিময় যোগ সম্বন্ধ হইলে, জাতক সদাত্মপরিচালিত হইয়া ক্রমশঃই স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ ইহাও যে, আধ্যাত্মিকী উন্নতির সূচক—এবং তৎক্ষণজাত ব্যক্তি যে সদাত্মার সাহায্যপ্রাপ্ত—তাহাও ভূয়শঃ পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং ভগবন্নিয়মে গ্রহপরিচালন বশেই মানবগণ ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শেষে স্থির হইতে সমর্থ।

শিষ্য। প্রভো, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে মনুষ্যের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক পরিণতি কিরূপ?

গুরু। বৎস, সংসারে মানবমাত্রকেই ধর্ম্ম অধর্ম্ম—সকল কর্ম্মই গ্রহ-পরিচালনের বশে করিতে হয়, তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। যাহার হস্তে যেরূপ চিহ্ন রেখাদির সংস্থানে যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বন করিতে হয়, তাহার সুবিস্তার বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। সকলকেই ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, কর্ম্ম, অকর্ম্ম,—সকলই যখন জগদীশ্বরের নিয়মে পরিচালিত গ্রহগণের বশে করিতে হইতেছে, তাহাতে আমাদিগের কর্ত্তৃত্ব নাই; সুতরাং তাহার জন্য, পূর্ব্বের ন্যায় আমরা স্বকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগী নহি। ধর্ম্মসাধনও আমার গ্রহগণের পরিচালনের বশে করিতেছি বলিয়া, লোকে তজ্জন্য, সামাজিক প্রশংসাই পাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বোক্তরূপ আসক্তি বৃদ্ধি হইতেছে। সেই আসক্তি-বৃদ্ধিই শেষ জীবের পরমাত্মাসঙ্গমের উপায় হইয়া থাকে। মানসিকী উন্নতিও পূর্ব্বের ন্যায় এক নিয়মাধীন; শারীরিক নিয়মও পূর্ব্বরূপ। সুতরাং ভগবানের এই বিস্তৃত রাজত্বে একই নিয়ম সমপরিমাণে কার্য্যকর হইয়া বিবিধ কর্ম্মসাধন ও অনন্ত সৃষ্টি পরিচালন করিতেছে। সুতরাং কর্ত্তৃত্বহীন আমাদিগের প্রশংসাই বা কি, আর ঘৃণাই বা কি?—আমাদিগের কর্ম্মসকল সর্ব্ববিধায়ে অনিবার্য্য নিয়ম-সাপেক্ষ বলিয়া, আমরা জাগতিক সকল কর্ম্মেরই ফলাফল হইতে মুক্ত। তবে তাঁহার অনন্ত

সৃষ্টির পরিচালনে বিবিধ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া, সংসার রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ার্থ প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন আমাদিগের অবস্থার আব কোনও বিশিষ্টত্ব নাই।

শিষ্য। যদি গ্রহগণের বশে আমাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম—সকলই করিতে হয়, তাহা হইলে, সামাজিক পাপ পুণ্য সম্বন্ধের বিশ্বাসই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

গুরু। বৎস, সংসারে পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি—দ্বন্দ্বজ্ঞান কিছুই নহে,—পদার্থগত অবস্থান্তর মাত্র। সংসারে বৃহৎ না থাকিলে, ক্ষুদ্রের উপলব্ধি হইতে পারে না,—আলোক ভিন্ন অন্ধকারের জ্ঞান কিছুতেই পাওয়া যাইতে পারে না। বৈদ্যুতিকী প্রক্রিয়ায় (Electric system) যেরূপ অনুকূল (Positive) ও প্রতিকূল (Negative) এই দ্বিবিধ পরস্পর বিপরীত শক্তিদ্বয়ের স্বতঃই উদ্ভব হয়,—একটীর অভাবে অন্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিরোধ ঘটে,—পাপ পুণ্যেরও সেইরূপ একের অভাবে অন্যের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিরোধ ঘটিয়া থাকে ; যেমন কোন ব্যক্তির বুধস্থান প্রবল ও তাহাতে জাল (Grille) চিহ্ন এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল, আর বৃহস্পতি স্থান দুর্ব্বল থাকায়, জাতককে বাধ্য হইয়া চুরী করিতে হয়। কেহ স্বীয় স্বভাবের অনুসারে যে কোন সংস্থান সম্বন্ধে অভাবের অনুভব করে বলিয়া—কেহ বা দ্রব্য দর্শনে মুগ্ধ বা তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াতে—চুরী করিতে বাধ্য হয় ; কিন্তু সেই চুরীর কারণ হইতেছে, গ্রহপরিচালনের সহিত জাতকের প্রকৃতিতে পার্থিব আসক্তির অতিবৃদ্ধি। আবার কোন ব্যক্তির হস্তে বৃহস্পতি বলবান্ থাকায়, তাহার অভাবকালীন চুরী করিতে প্রবৃত্তি হইবে না,—সে আবশ্যক দ্রব্যের ভিক্ষায় ব্রতী হইবে।—ফলতঃ এই ভিক্ষা ও চুরীর পরিণতি সমান,—কেননা চুরী ও ভিক্ষা উভয়েরই ফল, দ্রব্য সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি দ্রব্যের তাৎকালিক স্বামীকে না জানাইয়া লইল, তাহার পক্ষে উক্ত অপহৃত দ্রব্য যেরূপ ফলপ্রদ বা কার্য্যকর, যে ভিক্ষা করিয়া লইল, তাহার পক্ষেও সেই দ্রব্য সেইরূপ সমফলপ্রদ বা সমভাবে কার্য্যকর। চুরীতে বা ভিক্ষায়—যাহাতেই লাভ করা যাউক না কেন, লব্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে উভয়ের সম্বন্ধে কোন প্রকার ফল-বৈষম্য ঘটিবে না। মনে কর, কোন ব্যক্তি অন্নাভাবে ক্ষুৎপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া, ভিক্ষা দ্বারা কিঞ্চিৎ অন্নের আহরণ

ও ভক্ষণ করিল,—অপর ব্যক্তি ঐরূপ অন্নাভাবে পড়িয়া, উদরের জ্বালায় চুরী করিয়া, অন্নের সংগ্রহ ও ভক্ষণ করিল। কিন্তু ঐ ভিক্ষালব্ধ বা চুরি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন দ্বারা উভয়েরই ক্ষুধাতৃপ্তি ও শরীর পুষ্টি সমপরিমাণে হইবে, নিশ্চিতই।

আবার কোন ব্যক্তি একটী সময়নিরূপক ঘটিকাযন্ত্রের অভাবে চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা এক ব্যক্তির একটী ঘটিকাযন্ত্র আহরণ করিয়া, তাহার সাহায্যে স্বকার্য্য-সাধনে ব্রতী হইল : আর এক ব্যক্তি ঐরূপ একটী ঘটিকাযন্ত্রের অভাবে ভিক্ষা দ্বারা তাহার সংগ্রহ করিয়া অভাবের পূরণ ও স্বকার্য্যের সাধন করিতে লাগিল। কিন্তু অপহৃত বা ভিক্ষাহৃত উভয় প্রকার ঘটিকাযন্ত্র সমশক্তি হইলে উভয়ের নিকট সমব্যবহারে সমফলপ্রদই হইয়া থাকে ;—অর্থাৎ চৌর ও সাধু—উভয়ের নিকট ব্যবহার সাম্যে সমশক্তি ঘটিকাযন্ত্র সমফল প্রদানই সমানরূপে সময় নির্দ্দেশই করিয়া থাকে।

আর পার্থিব পদার্থের সহিত জীবের স্ব-স্বামিত্ব ভাব দেহের সহিতই বিলয় পায়,—কেহ কোন দ্রব্যই সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না। এই পৃথিবীর কিয়দংশ, যাহা রামের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, তাহার ভিতর হইতে শ্যাম একটী দ্রব্য লইয়া স্বাধিকারে স্থাপন করিল ; কিন্তু দেহের বিলয়ের সহিত শ্যামকে সেই স্বাধিকারে বিন্যস্ত দ্রব্যটীরও ত্যাগ করিতে হইল। ইহাতে ফল হইল কি ? স্বাধিকার পরাধিকারেই বা কি?—যখন স্ব-স্বামিত্বভাবের সম্বন্ধ দেহের সহিত, আর তাহারই আনুকূল্য হেতু—প্রাকৃতিক নিয়মের বশে, যখন পার্থিব পদার্থ পৃথিবীতেই রাখিয়া যাইতে হইবে, তখন এই পার্থিব স্ব-স্বামিত্ব-ভাব অনিত্য—ভ্রমময়! ইহা ঠিক যেন কোন ব্যক্তি গঙ্গার জল কাশীপুরের ঘাটে কলসে পূর্ণ করিয়া লইয়া বড়বাজারের ঘাট পর্য্যন্ত সেই জলপূর্ণ কলস বহন করিয়া আনিয়া, আবার গঙ্গায় ঢালিয়া দিয়া গেল মাত্র। কেননা, চুরী বা ভিক্ষা—যে উপায়েই হউক, যে পার্থিব পদার্থের সংগ্রহ বা সঞ্চয় করা হইল, তাহা প্রাকৃতিক অনিত্যত্ব গুণসম্পন্ন বলিয়া, যথাকালে তাহা স্বকারণে—পৃথিবীতে বিলয় পাইবে। তাহা হইলে, সেই অপহৃত বা ভিক্ষাহৃত দ্রব্যের স্বামিত্বলাভ করিবার পর যাহাতে তাহার স্বামিত্বলোপ না হয়,—যাহাতে তাহার নিজেরই থাকে, তজ্জন্য তাহার রক্ষণাবেক্ষণভার বহন করিতে করিতে

বহু দিন ধরিয়া রাখিয়া, পরে যথাকালে স্বতঃই বা পরতঃই আবার পৃথিবীতে ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং চুরী বা ভিক্ষা উভয় উপায়েরই দ্রব্য সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যেমন বৈদ্যুতিকী শক্তি (Electricity) এক,—তাহার অনুকূল (Positive) প্রতিকূল (Negative) ভেদ আছে,—যেমন পার্থিব সকল দ্রব্যই এক প্রকৃতিজ—কিন্তু তাহার উপর শীতোষ্ণাদি অবস্থা পার্থক্য থাকে, পাপপুণ্যও তেমনই কর্ম্মের অবস্থান্তর মাত্র হইলেও,সেইরূপ সকল কর্ম্মই এক। কেননা, ভারত বিলাত হইতে উষ্ণ, কিন্তু আফ্রিকা হইতে শীতল; বিলাত ভারত হইতে শীতল হইলেও, গ্রীণল্যাণ্ড হইতে উষ্ণ;—সুতরাং এই দেশগত আনুপাতিক শীতোষ্ণভাব সত্ত্বেও কেহ কেবল শীতযুক্ত বলিয়া কথিত হইতে পারে না। ঐরূপ নিষ্পাদুক ব্যক্তি সপাদুক হইতে দুঃখী, কিন্তু পঙ্গু বা খঞ্জ হইতে সুখী, আবার সপাদুক নিষ্পাদুক হইতে সুখী হইলেও, শকটা-রোহী হইতে দুঃখী—এইরূপ তুলনার অনুপাতে পড়িয়া, সুখ দুঃখের বিভেদ করা যায় বটে, কিন্তু তাহা বাহ্য ব্যাপারে;—আভ্যন্তর ব্যাপারে সকলেরই অবস্থা সমান। তবে ভগবান্ লোককে বিবিধ কর্ম্মবিপাকে নিযুক্ত রাখিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যসাধন—অনন্ত সৃষ্টির পরিচালন—সঙ্গে সঙ্গে জীবের আত্মোৎ-কর্ষবিধান করাইতেছেন। তবে অলীক বিশ্বাসের বশে লোককে যে, পাপ-পুণ্যের বিভেদ করিতে হইতেছে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য।

শিষ্য। প্রভো, অনেক ধর্ম্মাত্মা লোক বহুসংখ্যক লোকের প্রতিপালন করেন; এবং তাঁহার সেই সকল ব্যাপারে ও তদনুষঙ্গিক কার্য্যে ব্যয়ও যথেষ্ট হয়, অথচ অর্থোপার্জ্জন জন্য, তাঁহাদিগের কোনরূপ চেষ্টা বা বৃত্তি কিংবা উপজীবিকা দেখা যায় না; তবে সেইরূপ কার্য্যে অনাসক্ত থাকিয়াও, ঐরূপ অর্থব্যয় করিতে সমর্থ হন কিরূপে?

গুরু। বৎস, তোমার এরূপ ভ্রম, আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; দেখ, সংসারে নিরবলম্ব হইয়া কেহই থাকিতে পারে না;—ভগবান্ স্থূল জগতে সকলেরই একটী না একটী অবলম্বন নিশ্চিতই দিয়াছেন। তিনি রাজকীয় ধনাগার হইতে নিজে ধনাহরণ করিয়া, কাহাকেও পোষণার্থক বা ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, নিজে রাজকীয়া মুদ্রার সৃষ্টি করিয়া, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে

বিতরণ করেন না। তাঁহার জাগতিক সকল কর্ম্মই জাগতিক নিয়মে নিত্যই সংসাধিত হইয়া থাকে। তিনি স্থূল জগতে এমন একটী সূক্ষ্ম নিয়ম ব্যবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে ভিক্ষুকদিগের পোষণও যেরূপে হইতেছে, তোমার কথিত মত ধার্ম্মিকদিগের পোষণও সেইরূপে হইতেছে,—এই উভয় শ্রেণীর বৃত্তি ও গতি একই রূপ! ভিক্ষুকগণ যেরূপ নিজে দীনবেশে ধনিজন-গণের আশ্রয় লইয়া, তাঁহাদের দয়া আকর্ষণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান, সেই ধার্ম্মিকগণও আপনাদের অন্তঃকরণ ধর্ম্মের আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া তাহার প্রতিফলিত দিব্য আলোকে সাধারণের চক্ষু ফুটাইতে বিরাজমান; ভিক্ষুক যেমন বিবিধ সুরল সঙ্গীতে লোকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেই ধার্ম্মিকেরাও সেইরূপ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উত্তেজক উজ্জ্বল রসময় সঙ্গীতে লোকের চিত্তের একাগ্রতাসাধন—সঙ্গে সঙ্গে মনোহরণ করিতে পারেন; ভিক্ষুকেরা যেরূপ পরের দয়া আকর্ষণ করিয়া আপনার (অবস্থা প্রকাশাদি) হীনতার বিনি-ময়ে ধনীদের সাহায্যে আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই ধার্ম্মিক লোকেরাও সেইরূপ,—যাঁহারা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে আপনাদের ধর্ম্মোন্মত্ত মনের ভাববিনিময়ে ধর্ম্মজাত শক্তির সঞ্চার করিয়া আপনাদের জীবিকার ও আবশ্যক ব্যয়াদির নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং ভিক্ষুক ও তোমার কথিতানুরূপ ধার্ম্মিকগণ একই উপায়ে স্ব স্ব অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। যদি তোমার এতৎ সংক্রান্ত নিগূঢ়তত্ত্ব বা স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তাহার অনুসন্ধান করিলেই প্রকৃত তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবে।

শিষ্য। প্রভো, এই অনন্ত জীব সমাহারের কি কোন গূঢ় রহস্য আছে?

গুরু। বৎস, সংসারে এই অনন্ত জীব সমাহারের মধ্যে যে মহৎ তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা তোমায় একরূপ আভাস দেওরাই হইয়াছে? এক্ষণে তাহার ভাব বিকাশ করিয়া তোমার সকল সন্দেহেরই অপনোদন করিতেছি।

বর্ণমালার প্রত্যেক বর্ণেরই উচ্চারণ স্থান ভিন্ন, এবং স্বরূপও ভিন্ন। আবার সকল বর্ণমালাই প্রধানতঃ মুখ্য গৌণানুসারে দ্বিবিধ;—একের উচ্চারণ স্বতন্ত্রই অনন্যসাপেক্ষ হইয়া উচ্চারিত হইতে পারে; অন্যের উচ্চারণ পূর্ব্বোক্ত স্বপ্রধান বর্ণের উচ্চারণ সাপেক্ষ। পূর্ব্বোক্ত বর্ণগুলি স্বর,—অপর-গুলি ব্যঞ্জন। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ ঐরূপ স্বর ও ব্যঞ্জন রূপে বর্ত্তমান।

আবার ঐ স্বর ব্যঞ্জনের বিভিন্ন সংযোগে যেমন বহু বাক্যেরই উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে নিরন্তর অনন্ত জীবের উৎপত্তি হইতেছে। আবার বর্ণগুলির উৎপত্তিগত স্থানভেদে যেমন উচ্চারণভেদ, এবং তজ্জন্যই তাহারা বহুধা, সংসারে জীবমণ্ডলীও সেইরূপ বিভিন্ন গ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বলে জাত হইয়া বহুধা। আবার বর্ণমালার বহুসংখ্যাই যেমন বিভিন্ন বিনিবেশে বহু বাক্যের উৎপাদনে সমর্থ, সাংসারিক জীব সেইরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে পারস্পারিক সংযোগে বিবিধ কর্ম্ম করিয়া, ভগবন্মায়া অব্যাহত রাখিতে সমর্থ। এই সকল বৈষম্য না থাকিলে, ভগবন্মায়ায় এই সংসারবৈচিত্র্য থাকিত না। সকল সমবর্ণ হইলে—উচ্চ নীচ, প্রভু ভৃত্য, গুরু শিষ্য, না থাকিলে, অচিরে সংসারের অবসান হইত—অনন্ত সৃষ্টির রক্ষাবিধান হইত না। অনন্ত সৃষ্টির পরিচালনই হইতেছে বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং ইহাই হইতেছে, অনন্ত জীবস্রোত প্রবাহিত থাকিবার সুনিয়ম ;—তাই অনন্ত জীবে বৈষম্য রাখিয়া তাহাদিগের একত্র সমাহার !

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুরু। বৎস, গ্রহগণ সংক্রান্ত অনেক গুঢ় তত্ত্বই তোমায় বিদিত করিলাম; এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান লাভ করিলে, তাহার পরিচয় দাও।

শিষ্য। প্রভো, আপনার নিকট গ্রহগণ পরিচালন বিষয়ের আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বুঝিয়াছি, ভগবানের দয়া প্রস্রবণ অনন্তকাল ব্যাপিয়া দয়াবারি উদ্গীরণ করিয়া জাগতিক সমস্ত জীবের আধ্যাত্মিকী তৃষ্ণার অপনোদন করিতেছে। গ্রহগণের যে, এক একটী গুণ আছে, তাহার বিষয় আপনার নিকট বর্ণন করি।

রবির আনুকূল্যে জাতক বিশ্বাসী, সাবধান, বিচক্ষণ, ক্ষমতাপ্রিয়, বিপুল-ব্যয়ী, গম্ভীর প্রকৃতি, মিতভাষী, পরাক্রমশালী, মান্য, মহদন্তঃকরণ, উচ্চমতি ও দয়ালু হয়; এবং জাতকের দেহের উপর আধিপত্যে দেহ সুগঠন স্থূলাস্থি ও দৃঢ়; নেত্রদ্বয় বিশাল, মুখমণ্ডল গোল, স্বর সুমধুর ও কেশ কুঞ্চিত হয়।

চন্দ্র ও মনুষ্যের দেহের উপর আধিপত্য পাইলে, মুখমণ্ডল গোল, চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ, গলদেশ ও হস্ত পদাদি স্থূল, শরীর পুষ্ট ও পাণ্ডুবর্ণ এবং লোম কর্কশ করেন; আবার স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে ধীর কোমল স্বভাব, বিদ্যানুরাগী, সুস্থ শরীর, লোকরঞ্জন, কর্ম্মনিপুণ ও কুশল-প্রিয় করেন।

মঙ্গল লোকের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মস্তক বর্ণ-বেষ্টিত, নয়ন গোলাকার, দেহ দৃঢ়তর, ও পৃষ্ঠ কিঞ্চিন্নত করেন; ও স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে অত্যন্ত সাহসী, বলবান্, পরাক্রমশালী, শূর, কামী ও তীক্ষ্ণ রোষাগ্নিযুক্ত করেন।

বুধ মনুষ্য শরীরের উপর আধিপত্য করিয়া, দেহ নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব, নাতি পুষ্ট নাতি ক্ষীণ, কেশ ঈষৎ কুঞ্চিত, শ্মশ্রু (দাড়ীর চুল) বিরল, নাসিকা সরল করেন; ও স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে বুদ্ধিমান্, সুপণ্ডিত, বালকের ন্যায় সরলমনাঃ, জিজ্ঞাসু, কল্পনায়ত, রহস্যজ্ঞ, বাগ্মী, শিল্পনিপুণ, ন্যায়জ্ঞ ও বাণিজ্য পটু করেন।

বৃহস্পতি জাতকের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, দেহ স্থূল, কেশ

হ্রস্ব, কপাল দীর্ঘ, চক্ষু ধূসরবর্ণ, দন্ত দীর্ঘ (গজদন্ত), গ্রীবা ক্ষুদ্র, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, কেশ কুঞ্চিত, নিম্নপ্রদেশ দীর্ঘ ও মধ্য ক্ষীণ করেন; স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে মহাত্মা, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, দাতা, বদান্য, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ এবং উচ্চাভিলাষী করেন।

শুক্র মনুষ্যশরীরের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের মূর্ত্তি সৌম্য, মধ্যাকার, নয়নদ্বয় উজ্জ্বল, নাসিকা উন্নত, গণ্ড ও চিবুকের মধ্যে কূপ সদৃশ (টোল খাওয়া) কেশ প্রচুর ও চিক্কণ করেন; এবং স্বভাবের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতককে আমোদরত, সুগন্ধিপ্রিয়, সঙ্গীতামোদী, ধীর, পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন, সমাজিকতা সম্পন্ন, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জন, রমণী-বল্লভ ও যাত্রাদি মহোৎসবে উৎসাহী করিয়া থাকেন।

শনি মনুষ্যের অবয়বের উপর আধিপত্য করিয়া, জাতকের দেহ দীর্ঘ ও কৃশ, অধর ওষ্ঠ ও নাসিকা পীন (মোটা), নেত্রদ্বয় ক্ষুদ্র, কর্ণদ্বয় বিস্তৃত, কেশ কুঞ্চিত ও নিম্ন প্রদেশ কৃষ্ণ করেন; এবং স্বভাবের উপরে আধিপত্য করিয়া, জাতককে গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন, মিতভাষী, ধৈর্য্যাবলম্বী, পরিশ্রমী, ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্, ক্লেশসহিষ্ণু ও দূরদর্শী করেন।

গ্রহগণের উক্তরূপ এক একটী কারকত্ব শক্তি বা গুণ আছে; সকলেরই জন্মগ্রহণ করিবার সময় পৃথিবীর উপর গ্রহগণের শক্তি অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্যকরী থাকে;—আর জীব জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীর একটী অঙ্গীভূত পদার্থ হয় বলিয়া, গ্রহগণের শক্তি তাহাদিগের উপরও বিশিষ্টরূপ কার্য্য করে। ইহার কারণ, যেমন কোন মোদক স্বীয় দক্ষতায় প্রস্তুত মিষ্টান্নে লোকের স্নায়বীয় শক্তিকে বাধ্য করিতে পারে, সেইরূপ গ্রহগণও আপনাদের পরিচালন বশে অল্পাধিক শক্তির প্রকাশ করিয়া জাতকের স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য করিয়া রাখেন। আরও যেমন কোন চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগে কাহারও জ্বরযন্ত্রণার প্রশমন করিলে, যেমন তাহার নিকট ঐ ব্যক্তির স্নায়বীয় শক্তি বাধ্য থাকে, এবং কাহারও জ্বর-যন্ত্রণা হইলে, তাহাকে সেই চিকিৎসকের শরণ লইবার জন্য, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতে হয়, সেইরূপ জন্মগ্রহণ কালে গ্রহগণের বলাবল যেরূপ থাকে, তাহারই যে ফল দেন, তাহাও ঐরূপ স্নায়বীয় শক্তিকে বাধ্য করিয়া রাখেন বলিয়া।

গুরু। বেশ, তোমার উপদেশগ্রাহিতার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে ঐ কোষ্ঠীর বিচারসহ জাতকের হস্তরেখার বিচার করিয়া ফলসাম্য প্রদর্শন করিলে, তোমার জ্ঞান দৃঢ়মূল বলিয়া বুঝিতে পারিব। এক্ষণে পশ্চাল্লিখিতানুরূপ জালচক্রটীই ইহার।

শিষ্য। মকরলগ্নে কেতুর অবস্থানকালে কোন ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে; তাহার ফলে জাতক গিরিবনভ্রমণশীল, বীর, আচারগুণবিহীন, সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, বায়ুপ্রধানধাতু, বায়ুজনিত রোগে অভিভূত, কান্তিবিশিষ্ট এবং তাহার নাসিকা দীর্ঘ, উন্নতাগ্র, চিত্ত সঙ্কীর্ণ, নয়ন প্রশস্ত, হস্তপদ বিস্তীর্ণ, গতি রমণী-মোহিনী, সামাজিক ব্যবহারে ইনি আত্মীয় কুটুম্ব ও ব্রাহ্মণগণের ভূষণস্বরূপ, শঠবন্ধুবৃত, কুচরিত্র, কুৎসিত পত্নীযুক্ত, নিন্দক, ধনী, ধর্ম্মরত, ভূপতিসেবী, সৌভাগ্যবান্, সুখী, অন্নদাতা হন; কিন্তু লগ্নে কেতু থাকায়, উক্ত লাগ্নিক ফলের কথঞ্চিৎ হ্রাস করিবে, নিশ্চিতই। লগ্নাধিপ শনি চতুর্থ নীচস্থ হওয়ায় ইঁহার পিতৃসম্পত্তি, উত্তম বাহন, ভূমি ও বাসস্থান লাভ হইয়াছে। দ্বিতীয়াধিপও

চতুর্থে—ভূমিসংক্রান্ত কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা। তৃতীয় স্থানে মঙ্গল থাকায় ইঁহার ভ্রাতৃহানি সম্ভবপর। তবে স্বীয় ক্ষমতায় ধনী, পরাক্রমশালী, রাজানুগ্রহে সুখী ; অপিচ তথায় শুক্র তুঙ্গী থাকায়, ইঁহার ভগিনী সুন্দরী, বিদ্যানুশীলনে অনুরাগের অভাব, ললনায় আসক্তি, ভীরুতা ও সহিষ্ণুতা কল্পনা করা যায় ; কিন্তু তৃতীয়াধিপতি নবমে থাকায় বিদ্যা-বাণিজ্যার্থক বহুভ্রমণও সম্ভবপর। চতুর্থে শনি থাকায়, ইঁহাকে স্থানভ্রষ্ট, ক্লেশযুক্ত, বনভ্রমণরত, সন্তপ্তহৃদয়, বন্ধু ও পিতৃসম্পত্তিহীন হইতে পারে, অপরতঃ চতুর্থাধিপ তৃতীয়ে থাকায় পিতৃসম্পত্তির হানি সূচিত হইতেছে। পঞ্চমস্থ রবিতে—ইনি আত্মম্ভরি, সাহসী ও বিদ্যাহীন হন এবং তাঁহার প্রথম সন্তান নষ্ট হয়। পঞ্চমস্থ বুধে—পুত্রবান্, সুখী, বহুমিত্র, মেধাবী, সদুপদেষ্টা, সরল, সুশীল, সদালাপী, সুলেখক, সদ্বক্তা, বাণিজ্যকুশল হয় আবার পঞ্চমাধিপ তৃতীয়ে থাকায়, ইঁহার শুভযাত্রাদি, ভ্রাতৃসৌহৃদ্য, কিন্তু বিদ্যালাভে বিঘ্ন ও পুত্রহানি কল্পনীয়। ষষ্ঠাধিপ পঞ্চমে থাকায় ইঁহার পুত্র রুগ্ন বা নষ্ট, প্রণয়ভঙ্গ, বিষাদাদির কল্পনা করা যায়। সপ্তমে রাহু থাকায় ইঁহার স্ত্রী রুগ্ন ; কিন্তু সপ্তমাধিপ দশমে প্রবল থাকায়, ইঁহার ভার্য্যা উচ্চমতি ; এবং বাণিজ্যে অর্থলাভও হইবে। অষ্টমাধিপ, পঞ্চমে থাকায়, ইঁহার ইন্দ্রিয় দোষ ও পুত্রহানির বিষয় উপলব্ধি হইতেছে। নবম স্থানে বৃহস্পতি থাকায়, ইনি স্বজনপ্রিয়, ভাগ্যবান্, ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা, নীতি-পরায়ণ, পরম ধার্ম্মিক, কীর্ত্তিশালী এবং রাজসচিব বা তৎসদৃশ ক্ষমতাবান্ হইতে পারেন। আবার নবমাধিপ বুধ পঞ্চমে থাকায়, বিদ্যা, মনোরমা প্রণয়িনী, সুসন্তান ও সৌভাগ্যলাভ অবশ্যম্ভাবী। দশমে চন্দ্র থাকায় ইঁহার রাজা বা সমাজ হইতে অর্থ ও সম্মানপ্রাপ্তি, উচ্চ কর্ম্মাভিষেক, কীর্ত্তি, মনস্তুষ্টি, ও বহুগুণ ললনাদি লাভ অবশ্যই সঙ্ঘটনীয়। দশমাধিপ তৃতীয়ে থাকায় কার্য্য পরিবর্ত্তন বা তদুপলক্ষে ভ্রমণ, বা ভ্রাতৃসাহায্যে কর্ম্ম শক্তি প্রভৃতি লাভ সম্ভবপর। ইঁহার দশম গৃহ তুলায় চন্দ্র থাকায়, ইঁহার রাশি হইতেছে তুলা ; তাহার ফলে—ইঁহার গাত্রের মাংসপেশী সকল দৃঢ় নহে, দেহও অনতি-দীর্ঘ, বদান্যতায় বন্ধুগণ সন্তুষ্ট, বাচালতায় অতি পটুতা আছে ; আরও ইনি জ্যোতিষজ্ঞ ও ভৃত্যগণের অনুরক্ত। একাদশাধিপ তৃতীয়ে থাকায় ইঁহার আয়-

হানি, ভ্রমণে কিংবা ভ্রাতৃ সাহায্যে ধন ও মিত্র লাভ হইতে পারে। দ্বাদশাধিপ নবমে থাকায় ইহার বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে প্রতিবন্ধক ও বাণিজ্যে বা নৌকা-যাত্রায় অনিষ্ট সঙ্ঘটন সম্ভবপর হইলেও, বৃহস্পতির বলে ফলহ্রাস অবশ্যম্ভাবী।

আপনার উপদেশনিহিত আভাসে ইহাও বুঝিয়াছি যে, গ্রহগণের পূর্ব্বোক্ত ফল তাঁহাদিগের অধিকারে বিশিষ্টরূপ প্রকাশ পায়। পূর্ব্বোক্তরূপ গ্রহ-সংস্থান ফলে—চন্দ্রের নাক্ষত্রিক সংস্থান বলে বুধের ভোগ্য দশা প্রায় ১৪ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বাল্যে বুধের দশায়—প্রায় ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত—ইনি কথঞ্চিৎ বিদ্যার্জ্জন করেন; বুধের দশায় বুধ প্রবল থাকায়, তাহার বলে, ঐ ব্যক্তি ধীশক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, বিদ্যালাভ সহজে ঘটিয়াছিল। পরে শনির দশা ১০ বৎসর কাল (২৪ বৎসর পর্য্যন্ত) মেষ রাশিতে নীচস্থ হওয়ায়, শনির ইঁহার অনুকূল হইতে পারেন নাই; তাই তাঁহার নির্দ্দিষ্টফলের—গভীর বুদ্ধিশক্তি, মিতভাষী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম, ধনার্জ্জনে যত্ন, ক্লেশসহিষ্ণুতা ও দূর-দর্শিতা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে তাহার বিপরীত ফল,—হিংসা, দ্বেষ, লোভ, ভীরুতা, নীচাশয়তা, সন্দিগ্ধতা, অপবিত্রতা, অশৌচ, নীচকর্ম্মপরতা, মিথ্যাবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভৃতি ঘটাইয়াছেন—এমন কি এই সময়ে বিবিধ কুক্রিয়ার মোহে হতজ্ঞান হইয়া, ইঁহাকে চুরীও করিতে হইয়াছে। সুতরাং ১৪ বৎসরের পর হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে—শনির দশায়—ইঁহার বিদ্যাহানি ও চরিত্রের হীনতা ঘটিয়াছিল; এবং তাঁহাকে বিবিধ রোগভোগেও নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল। ইঁহার পূর্ব্বোক্ত কুক্রিয়া ও নিগ্রহ সমস্তই গ্রহবৈগুণ্যের বশে। তৎপরে বৃহস্পতির দশা—১৯ বৎসর কাল;—(৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত) ইনি চরিত্রদোষের সংশোধন, অর্থোপার্জ্জন, ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মবিষয়ের সবিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান, এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ সাধন করিয়াছেন। পরে রাহুর দশা—১২ বৎসর কাল—(৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত) তাঁহাকে বহুবিধ শারীরিকী পীড়ায় ভুগিতে হইয়াছে ও ঐ সময় তাঁহার মাতাপিতার বিয়োগ হইয়াছে; এবং সময়ে সময়ে সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বের অনুশীলনে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। পরে শুক্রের দশায় ২১ বৎসর কাল—(৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত) সূক্ষ্ম ধর্ম্মানুশীলনে রত থাকিয়া ধর্ম্ম ও অর্থের বিশিষ্টরূপ উপার্জ্জন করিয়াছেন; পরে রবির দশায়;—৬ বৎসরের মধ্যে—(৮০ বৎসর বয়সে) মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে হস্ত রেখা বিচারে ঐ সকল ধ্রুবফল নির্ণয় করা যাউক।—ইঁহার হস্ত চতুষ্কোণ অঙ্গুলী যুক্ত হওয়ায়, শান্ত, বিদ্বান, সূক্ষ্মবুদ্ধি, কারণানুসন্ধায়ী, ও সভ্যতাপ্রিয় হয় এবং একরূপ সর্ব্বকর্ম্মনিপুণও বটে। ইঁহার হস্তে বৃহস্পতি, শনি, রবি বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র, ও শুক্র,—প্রত্যেক গ্রহেরই স্থান উচ্চ হওয়াতে ইঁহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন মন্দ হয় নাই। শনির স্থান প্রবল থাকায়, ইঁহাকে কিছুদিন কদাচারী হইতে হইয়াছিল; রবিস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, দয়ালু ও উদার স্বভাব। বুধের স্থান উচ্চ থাকায়, ইনি পার্থিব পদার্থে আসক্ত, ও নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কারক, গুহ্যধর্ম্মানুরক্ত, বুধের ও রবির স্থান সমভাবে উচ্চ হওয়ায়, ইনি বাগ্মী ও বিচারে বিলক্ষণ পটু, মঙ্গলস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি সাহসী ও প্রত্যুৎপন্নমতি। চন্দ্রস্থান উচ্চ থাকায়, ইনি অহংতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও অস্থিরচিত্ত, এবং কোন এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে ইহার ইন্দ্রিয় সকল এরূপ সংযত হইয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নে দেখিতে পান। আর স্থূল ভাবের ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে রত থাকেন; আবার হস্ত পার্শ্ব হইতে একটা সরল রেখা চন্দ্রস্থান অতিক্রম করিয়া আয়ূরেখা স্পর্শ করায়, ইনি কোপনস্বভাব নিশ্চিতই। শুক্রস্থান উচ্চ থাকাতেও, তিনি সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির মধুরতা, কোমলতা ও সাধারণ বদান্যতার প্রশংসায় রত, স্ত্রীগণের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শনে নিপুণ ও অপরকে সন্তুষ্ট করিতে এবং নিজে প্রশংসিত হইতে ইচ্ছুক।

ইঁহার হস্তে আয়ূরেখায় ১২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচকস্থলে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ঐ সময় ইহার বিদ্যালাভ বিষয়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়,—ঐ সময়ে তিনি বিদ্যার্জ্জন সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ উন্নতি লাভ করেন; এবং উহারই পরে আর একটী সূক্ষ্ম রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া, আয়ূরেখা স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার ঐ সময়ে—(১৫ বৎসরের প্রারম্ভে) বিবাহ হয়; পরে ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা বৃহস্পতির স্থানাভি-মুখী হওয়ায়, ঐ সময়ে একটী রাজকীয় কর্ম্মে ইঁহার কিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জন হয়; ২২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ইঁহার

আরও উন্নতি হইতে থাকে ; ঐরূপ ঊর্দ্ধমুখী রেখার বলে ৩২ ও ৩৮ বৎসর ক্রমশঃই উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে। শুক্রস্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া আয়ুরেখার ৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া শিরোরেখা ও হৃদয়-রেখা ভেদ করিয়া গিয়াছে,—ঐ সময়ে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয় ; ঐরূপ আর একটা রেখা ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া শিরোরেখা ছেদ করিয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ করায়, ঐ সময়ে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে আয়ূরেখার ৫০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা শনির ক্ষেত্রে যাওয়ায় তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ঐ সময় ইহার আরও বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছে। আয়ূরেখার ৮০ বৎসর বয়ঃক্রম জ্ঞাপক স্থলে আয়ূরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা মণিবন্ধাভিমুখে যাওয়ায়, ঐ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইবে ;—আরও হস্তে শনিরেখা বা ভাগ্যরেখা প্রবল থাকায়, ইহার স্বীয় সংস্থানানুকূল যথেষ্ট পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদলাভ হইয়াছিল এবং হস্তে রবিরেখা পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত থাকায়, স্বীয় অনুকূল সময়ে স্থিরচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যশস্বী, কীর্ত্তিমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী ও কৃতকর্ম্মা হইয়াছিলেন ; আরও তজ্জন্যই তিনি মহান্ লোকের সাহায্যলাভে সমর্থ ও অর্থের সদ্ব্যয়ে নিপুণ।

গুরু। তোমার হৃদয়ে তত্ত্বমূলক উপদেশগুলি যে বিকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার্য্য ;—এক্ষণে এতৎসংক্রান্ত উপপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার অনুশীলিত এই উভয়বিধ জ্যোতি-বিজ্ঞানের ফলসাধ্যে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, কেবল গ্রহগণের শক্তি জীবের স্নায়বীয় শক্তির উপর বিশিষ্টরূপ আধিপত্য করিয়া, যে কার্য্য করাইয়া থাকে, কর ও কোষ্ঠী—একবাক্যে অভেদে তাহারই প্রকাশ করিতেছে ; আর তজ্জন্যই এই উভয় শাস্ত্রের শাস্ত্রাঙ্গের সাহায্যে গ্রহপরিচালনের সহিত যে, মনুষ্যের অবশ্যম্ভাবী ফল অনবরতই চলিতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত কৌশলী বিশ্বশিল্পী বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের ও স্বারূপ্যের উপলব্ধি করা যায়।

উপসংহার।
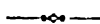
শিষ্য। প্রভো, এই গ্রহপরিচালনের বশে আমাদিগকে যে, ঘটনাবিপর্য্যয়ে পড়িতে হয়, তাহার ফল বা উদ্দেশ্য কি?

গুরু। বৎস, এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া সকলেরই আকর্ষণী-শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাই দয়াময়ের দয়ায় উন্নতির একটী উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একটী দৃষ্টান্ত দেখিলে, এতৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। একটী মধ্যস্থূল (Double convex) দ্বিন্যুব্জপৃষ্ঠ কাচখণ্ড সূর্য্যরশ্মিতে ধারণ করিলে, তাহার ধৃত সূর্য্যরশ্মিসমূহ এক বিন্দুর অভিমুখী হইয়া যায়; এই জন্যই তাহাকে (Converging) এক বিন্দুমুখে আকর্ষণপর বা সংকর্ষক কাচখণ্ড বলা যায়। আর ঐ মধ্যস্থূল (দ্বিন্যুব্জপৃষ্ঠ) কাচখণ্ডের সাহায্যে সূর্য্যরশ্মি বা রৌদ্র এক বিন্দুর অভিমুখী করিয়া সেই বিন্দু কোন দ্রব্যের উপর ফেলিলে, তাহা দগ্ধ হইয়া যায়;—ইহার একমাত্র কারণ—আকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধি। আবার মধ্যনিম্ন (Double concave) দ্বি-উত্তান-পৃষ্ঠ কাচখণ্ড সূর্য্যরশ্মিতে ধারণ করিলে, তাহা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়; এই জন্য এইরূপ কাচকে (Diverging) রশ্মি-বিক্ষেপক কাচখণ্ড বলা যায়।

ঈশ্বর এক—অদ্বিতীয়। এক সূর্য্য যেরূপ জাগতিক সকল পদার্থের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করিতেছেন, ঈশ্বরও জাগতিক সকল জীবের উপর সেইরূপ সমভাবে স্বীয় দয়ার পরিচালন করিতেছেন; তাহার সেই অনন্ত দয়া আমাদিগের বাহ্য স্থূল অবস্থায় বাহ্য ব্যাপারেই আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইতেছে;—তাহার কারণ বাহ্য স্থূলত্ব—বাহ্য উন্নতি বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি নিরন্তর—চেষ্টাও যথেষ্ট। সুতরাং আমরা বাহ্য ব্যাপারে স্থূল বা প্রবল ও আভ্যন্তরীন ব্যাপারে সূক্ষ্ম বা হীনবল বলিয়া, দয়াময়ের দয়া আমাদিগের অন্তরে যে, মধ্যনিম্ন (Double concave) কাচে পতিত রশ্মির ন্যায় বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না; আর তজ্জন্যই আমরা লোকের বাহ্য অবস্থাদির পরিচয়ে সুখ দুঃখের উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু তিনিই আবার গ্রহপরিচালনের সহিত বিবিধ ঘটনাচক্রে ফেলিয়া আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে পিষ্ট ও ঘৃষ্ট করিয়া আমাদিগের বাহ্য স্থূলত্বের হ্রাস ও আভ্যন্তরীণ স্থূলত্বের বৃদ্ধি করিতেছেন;—অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয় দুর্ব্বল ও বাহ্য ইন্দ্রিয় প্রবল আছে বলিয়া, আমরা মধ্যনিম্ন (Double concave) কাচখণ্ডের ন্যায় ঐশ্বরিকী শক্তি বাহ্য ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত করিতেছি। বিশ্ববিধাতার সুনিয়মবশে আমাদিগকে ঘটনাচক্রের নিরন্তর

ঘর্ষণে পড়িতে হওয়ায়, তিনি আমাদিগের বাহ্য স্থূলত্বের হ্রাস করিয়া, সূক্ষ্মত্ব ও অন্তরের বলবৃদ্ধি করিয়া পুষ্টি করিয়া দিতেছেন ; আর তাহা হইলে আমরা মধ্যস্থল (Double convex) কাচখণ্ডের ন্যায় হইয়া ভগবানের অনন্ত শক্তি এক বিন্দুর অভিমুখী করিয়া তুলিতে পারিব। এই ঘটনা বিপর্য্যয়ে ফেলিবার ইহাই একটী প্রকৃষ্ট কারণ।

আমরা এই কর্ম্মবিপাক-সঙ্কুল সংসারে এই গ্রহগণের বলে নিরন্তরই পরিচালিত হইতেছি বটে, কিন্তু তাহাতে অনুক্ষণই আমাদিগের আধ্যাত্মিকী উন্নতি হইতেছে ; আবার এই আধ্যাত্মিকী উন্নতির সহিত সকলেরই সাংসারিক কর্ম্ম বিপাকের বিঘ্নবিপর্য্যয় অপসৃত হইতেছে ;—তাহার কারণ, পার্থিব জীবের আধ্যাত্মিকী উন্নতির সাধনার্থক উন্নত মহাত্মার দৃষ্টি তৎপ্রতি অনুক্ষণই রহিয়াছে। তাঁহাদিগের পার্থিব জীব পরিচালন করিবার শক্তি-বিশিষ্ট রূপ থাকায়, তাঁহারা জাগতিক জীবের সুখ দুঃখের সহন ক্ষমতা বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ ; সুতরাং তাঁহাদিগের অবলম্বন পাইলে, জীবের জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণাদি থাকে না।

একটা লৌহ ও অপর একটী কাষ্ঠ শলাকা কাগজ দ্বারা বেষ্টিত কর ; পরে কোন একটী প্রদীপ্ত-শিখ অগ্নিস্তোমের উপর পূর্ব্বোক্তরূপ কাগজ বেষ্টিত শলাকাদ্বয় ঘুরাইতে থাক। ইহার ফলে দেখিবে, কাষ্ঠ শলাকায় বেষ্টিত কাগজ যেমন স্বল্পক্ষণে ঐ অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইবে, লৌহশলাকায় বেষ্টিত কাগজ তেমনই স্বল্পক্ষণে দগ্ধ হইবে না। তাহার কারণ কাষ্ঠের তাপপরিচালনী (Conductivity) শক্তি না থাকায়, কাষ্ঠলগ্ন কাগজ শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু লৌহের তাপ পরিচালনী (Conductivity) শক্তি যথেষ্ট থাকায়, লৌহ শলাকালগ্ন কাগজ তত শীঘ্র দগ্ধ হয় না।—সেইরূপ উন্নত মহাত্মাদিগের আশ্রিত জীবগণের পক্ষে জাগতিক দুঃখ যন্ত্রণা উপেক্ষার বিষয়ীভূত হয়। তাঁহারা ঐ মহাত্মাদিগের উপদেশে স্বরূপ তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়া বুঝিতে পারেন যে, ঘটনাচক্রে পড়িয়া অন্তর সবল হইতেছে,—আকর্ষণী শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সকরুণ নিয়মের বশে জাগতিক জীবের নিরন্তরই উন্নতি হইতেছে ; সুতরাং প্রত্যেক কার্য্যেই যে, তাঁহার এক সুমহদুদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেরই সমালোচনে উপলব্ধ হইবে।

OPINIONS OF THE PRESS.

[SAMUDRIK REKHADI BICHAR.]

HINDU PATRIOT,

November 18, 1895.

Samudrik Rekhadi Bichar :—By Babu Roman Kristo Chatterjee. This is a treatise on Palmistry, being a companion volume to the author's first work on the same subject which was noticed in these columns sometime ago. Those who are interested in the subject will do well by providing themselves with a copy of this book by means of which it is possible to learn the Palmist's art without the help of an adept. The book is embellished with 48 diagrams which considerably enhance its utility. We trust that Roman Babu will continue the series and that the path on which he has so long trod with such signal success may never be wholly a stranger to his fact.

AMRITA BAZAR PATRIKA,

November 22, 1895.

Treatise on Palmistry in Bengali.—Babu Roman Kristo Chatterjee of this city has just presented the public with another treatise on Palmistry in Bengalee. Babu Roman Kristo, as is well known to the public at large,—for every morning not less than one hundred person come to his house to avail themselves of his knowledge of Palmistry—has been an earnest student of this branch knowledge for the last twenty-three years; and the treatise before us is the outcome of his assiduous study and wide observation. The value of the book is considerably enhanced by forty-eight woodcuts reprinting the various kinds of palms which are well calculated to help the student in understanding its contents.

THE INDIAN MIRROR,

January 26, 1896.

Samudrik Rekhadi Bichar.—The publication of the Book under notice has been undertaken with the object of throwing additional light on its predecessor (Samudrik Siksha) which we had the pleasure of noticing in these columns sometime ago, and of preparing the reader for a clear understanding of "Samudrik Bijnan" which is to follow. The plain of instruction is the same as was adopted in the case of "Samudrik Siksha" namely, the catechistic style which is found, from experience, to be effective in impressing

the subject-matter on the learners mind. The text is alphabetically arranged and illustrated with no less than forty-eight diagrams showing the lines on the palm in different positions. The earnestness of the author in attempting to popularize palmistry among his countrymen is vividly observable in the pages of the publication.

THE INDIAN MIRROR,

January 28, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."]

> " In the hands of all the sons of men, God places marks
> That all the sons of men may know their own works.
> What can be avoided
> Whose end is purposed by the almighty God."

SIR,—Of all the sciences, which distinguished the sages of Ancient India, and which won for them a high name and fame among the civilized nations of the world, the science of Astrology may be regarded as the best and most useful to mankind. The high proficiency of the Hindu sages in Astrology elicited the highest admiration from many learned European scholars. The Hindu sages were equally proficient in Palmistry, which has hitherto been unfortunately neglected by our countrymen, and upon which the Europeans of the nineteenth century have much improved. It must be admitted on all hands that Palmistry is no less a useful science than Astrology, for it predicts the future events of a man's life by the lines on the palm of the hand. Not only does Palmistry vaticinate the future destinies of humanity, but it also foretells incidents in connection with a man's present or passed life. The importance and usefulness of this much-neglected science cannot be over-estimated. Palmistry makes an individual chary of his impending calamities, though they are sure to happen, and it also directs him to choose a profession or to take to some trade in which he is likely to be successful, or, other words, it directs the proper way to a person by which he may achieve success in life. A close study of the works on Palmistry will, no doubt, help one to acquire spiritual culture, to which Young Bengali, who are the furture hopes of their country, ought to devote their hearts and souls. Without spiritual culture, it may be said here parenthetically, the re generation of degenerate India of the nineteenth century is out of the question, as has been time and oft pointed out by you. The reason why our countrymen do not care a straw for this useful science is not far to seek. It does not certainly procure them any pecuniary gain, worth the name. I am glad to learn that Young Bengal are evincing a lively interest in Palmistry which is at the present day very much cultivated by the Westerners. Europeans have, as I have already said, much improved upon the Indian Palmistry which dates its existence in India from time immemorial, and have produced excellent works on Palmistry which have electrified the world. The reproach is justly

hurled against us that we do not admire what our forefathers admired, but we praise that which is praised by the Westerners.

It is, indeed, a matter of congratulation that our countrymen will devote their time and energy to the study of this useful science namely, Palmistry. The name of Babu Romon Kristo Chatterji, the well-known author of "Samudrik Siksha" and "Shmudrik Rekhadi Bichar," which have been highly spoken of by the English and Vernacular Press alike, may be mentioned in this connection. This gentleman, after unremitting labours of many years, has learned this art to perfection and examines the palms of persons who call for the purpose at his residence gratis. On one occasion, I was present in his house when he examined the palms of some gentlemen who came to his residence to know their furtue. A gentleman, named Babu Hemendra Nath Sing Roy, the author of "Prem" showed his palm to Roman Babu who told him that he would within a fortnight get an appointment in some place to which he would have to travel by sea. This predication came true within the appointed time *i. e*, a fortnight. This gentleman is now serving as a Sub-Divisional Officer in Mourbhunj. Shortly after the publication of his work "Prem," he went to Romon Babu who predicated that some wealthy gentleman would be pleased with the perusal of his book, and send him a handsome reward. This vaticcination also came true, for an anonymous gentleman sent the author a reward of Rs. 300. The Oriental Life Insurance case may be still fresh in the minds of your readers. Dr. Rati Kanta Ghose was implicated in the above case. He came to Romon Babu during the trial of the case at the Police Court, and was told that he would get off scot-free, and so he did. I would advice those who have little faith in Palmistry and palmists to show their hands to Romon Babu, who I am sure, will be able to convince them of the truth of this important science. Babu Romon Ktista Chatterji's recent work, "Samudrik Rekhadi Bichar," which is embellished with 48 diagrams, is really a valuable book on the subject. The book is in the form of questions and answers so that it is easy for beginner to learn the mysterious art of Palmistry from this book without the help of teachers. The book is moderately priced, and its get up is excellent. May Romon Babu live long, and enjoy sound health is the heart-felt prayer of us all.

Yours, &c.,

S. L. MUKERJI.

The 24th January, 1896.

THE INDIAN MIRROR,

February 7, 1896.

THE ART OF HAND-READING WELL-NEIGH CARRIED TO PERFECTION.

[To The Editor of "The Indian Mirror."]

SIR,—It is a great pleasure to be able to say that palmistry which goes by the name of "a pretended art," has become a well-

nigh perfect art with Babu Romon Kristo Chatterji, the renowned Palmister, living at No. 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta.

In July last year, I went to Ramon Babu to have my fortunes told. With wonderful accuracy, the palmister told me everything connected with my past life. He then predicted that four or five months after, I should have a sad bereavement, and shortly after must leave the educational institution, where I was then serving and be the Head-master of some other school in the metropolis. The breavement did come, indeed, in the sudden and untimely death of my father-in-law, and the first prediction being thus verified, I was naturally led to expect the verification of the other. As I had no intention of leaving the institution were I was serving, I was quite at a loss to guess how the influence of stars could so act upon me as to make me leave the institution, but now I cannot help believing the fact that no man can over-ride the astral influence. A sorry state of things about the institution came to my knowledge through an undreamt-of quater about the middle of December 1895. I found that some *pet* teachers with their oily tongues drew handsome salaries, while the others with all the conscientious discharge of their duties drew but starvation salary. This was more than I could bear, and accordingly I tendered my resignation. I am now serving as Head-master of a High English School in the town. Thus the two preductions of Roman Babu have been most wonderfully verified. Roman Babu is already well-known in the Metropolis for his wounderful powers in hand-reading, and I have every reason to believe that his name will in no time spread far and wide.

Yours, &c.

KALI KUMAR SINHA, B. A.

The 3rd February, 1896

THE INDIAN MIRROR,

July 1, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF "THE INDIAN MIRROR."]

Sir.—Reading many correspondents in your paper in praise of Babu Romon Krishna Chatterji, celebrated amateur palmist of Mathur Sen's Garden Lane," Calcutta, I went to him one day sometime in last year. When I went to him, there were some twenty men present, all of whom, had gone there, for the same purpose. I was not a little surprised with the amiable and courteous manners, and with the patience with which Babu Romon Krishna was seeing the palms of their hands. The past events of my life were told by him in a manner, as if he knew me intimately from my infancy. As to the future events—as one year has elapsed since his foretelling, I can say that he has pretty accurately predicted them. To save from the clutches of greedy and designing common fortune-tellers, those of

my countrymen, who care to know the future beforehand, and to recommend them to consult Romon Babu, I write this letter. Babu Roman Krishna is doing yeoman's service to the cause of palmistry in our country. He has published several books on the subject in Bengali and in English. One of his recent publications *viz.*, "Lessons on Palmistry" in English, is very creditably done and, in it he has fully retained his reputation as a successful author. The book is embellished with several diagrams of hands, and the language, in which it is writted, is chaste and simple. The get-up of the book also leaves nothing to be desired. On the whole, the author's attempt to popularise the reading of palmistry among the English-knowing people by the publication of this book, is bound to be crowned with success.

Yours, &c.,

Bansberia. TRAILOKYA NATH CHATTERJI.

COOCH BEHAR,

June 7th 1905.

FROM H. P. SANDYAL, H. P. A., L. L. D., F. R. C. L.

My dear Sir,

Your Book on Chiromancy exhibits an excellence quite unsurpassed as I am inclined to think it. The incubation of the idea during so many years of your investigation and research into this once neglected science, has rounded it to a satisfactory completeness. You have indeed laboured diligently to present an adequate picture of the varied conditions of this extensive subject; and your scientific training has materially helped to give value to your exposition. Your work I am sure can not fail to be extremely serviceable to all who wish to understand the great problems of human destiny.

Believe me to be,
My dear sir,
Yours sincerely,
H. P. SANDYAL.

THE STATESMAN,

June 9, 1896.

A book on Palmistry :—Babu Roman Kristo Chatterjee, the author of several books on the science of Palmistry has issued from the Reliance Press a neat little volume giving a course of lessons on the subject. The volume is conveniently devided into sections and carefully indexed, and illustrated. It deals lucidly with a science about which there has always been much curiosity.

সুলভদৈনিক ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—এই মহানগরীর সুবিখ্যাত সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, সচিত্র। রমণ বাবু বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, কিছু দিবস পূর্ব্বে "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভিষ্টোপযোগী করিবার জন্য ৪৮ খানি হস্ত চিত্র সহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালানুক্রমে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯১টী প্রশ্ন বর্ণমালানুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা হইয়াছে। মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত কোন পার্থক্য কিম্বা বিদ্যানুশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবমত সরল ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে "হস্তরেখানুশীলন" সম্বন্ধীয় যে চারিখানি চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। লেখক পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিধ কর্ম্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অদৃষ্টবাদী ও যাহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, এই দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য দেড় টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কৃপাবলে সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে এক জন সুপরিচিত লোক। ব্যবসায়ী না হইলেও কেবল মাত্র

শাস্ত্র শিক্ষা এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য বহু লোকের করতলস্থ রেখার বিচার করিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্য প্রকাশ করিয়া দেন। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদৃষ্টের গতি এবং ভোগের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শাস্ত্র শিখিবার যাঁহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহা তাঁহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে।

হিতবাদী ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদিবিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোষ্ঠি দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্যনির্ণয় করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহার অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—"সামুদ্রিক-শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" সমালোচনা উপলক্ষেই আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিকশাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" পূর্ব্বসমালোচিত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" এক প্রকার পরিশিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জন্যই বলিতেছি, "রেখাদিবিচার" সামুদ্রিক-শিক্ষারই পরিশিষ্ট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেখাদি-বিচারে ৪৮টী করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যত রেখার পরিচয় দিয়াছেন। করকোষ্ঠি দেখিয়া ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি-বিচারেও" প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কথিত হইয়াছে।

শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে উপযোগিনী। যত্ন করিয়া পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষা" ও "রেখাদিবিচারে" বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারের" ও যে, সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি ফাল্গুন ১৩০২।

"সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য ১॥০ টাকা। জ্যোতিষ বিদ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যশ আছে। যাঁহারা মোটা মুটি রকমের জ্যোতিষ শিখিতে উৎসুক, এই গ্রন্থ তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ইহাতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্গনিবাসী ২৬শে ফাল্গুন ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজি ছিলেন না; করকোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রমণ বাবুর আলোচনার ফলেই লোকের মতি গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজ কাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানাজাতি তাঁহার করকোষ্ঠী জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন; এবং কতকগুলি রেখা বা বিন্দু যে, মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অভ্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত "সামুদ্রিক শিক্ষা" এবং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমালা। আমরা আগ্রহের সহিত এই মূল সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি অপরেও মিলাইতে পারিবেন।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

Lakshmibilas Press

সামুদ্রিক শিক্ষা

সামুদ্রিক শিক্ষা

অর্থাৎ

করতলস্থ রেখা ও চিহ্নাদি দ্বারা নরনারীর
ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শুভাশুভ
জানিবার উপায়।

[১৬ খানি চিত্র সম্বলিত।]
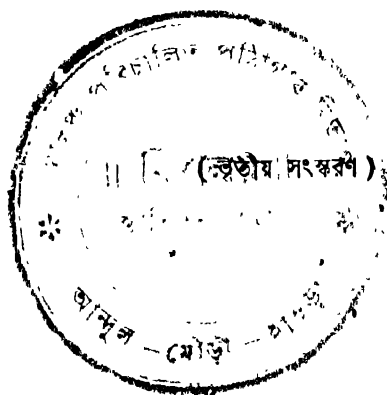
৺রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

(তৃতীয় সংস্করণ)

CALCUTTA.
BENGAL MEDICAL LIBERARY.
1912.

ভূমিকা।

—o—

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপায় এক্ষণে আমার আন্তরিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। বিংশত্যধিক বৎসর ব্যাপিয়া যে বিদ্যার আলোচনায় ব্যাপৃত আছি, অদ্য তাহার ফল—'সামুদ্রিক শিক্ষা' প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বে যৌবনাবস্থায় ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকশাস্ত্রে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না; এমন কি এই সকল শাস্ত্রে অফলত্বের আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না, বরং তৎতৎশাস্ত্রবিদ্‌দিগের প্রতি উপহাস করিতাম। কিন্তু পরে এ ক্ষুদ্র জীবনের কয়েকটী ভাবী ঘটনা, ফলিতজ্যোতিষের গণিত ফলের দ্বারা নিরূপিত হওয়াতে, জ্যোতিষের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সেই অবধি ইহার আলোচনায় কৃতপ্রযত্ন হইয়াছি।

এই সময়ে জনৈক জ্যোতির্ব্বিৎ স্বর্গীয় ৺ যজ্ঞেশ্বর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্ব হওয়ায়, তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে গণনা করিয়া মৎসম্বন্ধীয় কতিপয় ভবিষ্যৎ ঘটনা অবধারণ করেন এবং তাহা কার্য্যে বিশিষ্টরূপ পরিণত হয়। সেই সময় হইতেই আমি হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং কয়েক বৎসর পরে ইহাতে যৎসামান্য জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া, স্বকীয় ও বন্ধুবর্গের জীবনের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ফলাবধারণ করিয়া, শাস্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইলাম। কিন্তু ফলিতজ্যোতিষ শাস্ত্র দুরূহ গণিতের সাহায্যসাপেক্ষ হওয়ায়, এবং গণিত-শাস্ত্রে আমার তাদৃশ পারদর্শিতা না থাকায়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ফলের গণনা করা সুবিধাজনক নয় বলিয়া, ফলিতজ্যোতিষের সাহায্যে শুভাশুভ ফলাফল নির্দ্ধারণ করা মৎপক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গণিত-

শাস্ত্রজ্ঞ কোন বন্ধু আমাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিতেন। কিন্তু দৈববশে অতি শীঘ্রই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন আর কোন উপায়ে অভ্রান্ত-রূপে এই সমস্ত জানা যায় কি না--তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সামুদ্রিকশাস্ত্রের কথা আমার স্মরণ হইল; কিন্তু সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রত্যক্ষ ফলাবধারণ করিবার উপযোগী কোন গ্রন্থই পাইলাম না; যাহা পাইলাম, তাহা পাঠোপযোগী ও তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হইল না। অনুসন্ধানে জানিলাম ইংরেজীতে এতৎসম্বন্ধে বহুল গ্রন্থ আছে। পরে সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সকল পুস্তকপাঠে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, ফল মিলাইতে সক্ষম হইলাম বটে, কিন্তু ফল ও কাল-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিষয়ের কিছুই করিতে পারিলাম না। অবশেষে সৌভাগ্যক্রমে কোন উন্নত মহাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সামুদ্রিকশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের সবিশেষ উপদেশ লাভ করিয়াছি। তিনি দয়া করিয়া, এতৎসম্বন্ধীয় যে সকল সূক্ষ্ম উপদেশ দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাতে আমি ন্যস্তজীব হইয়া রহিয়াছি। শেষোক্তবলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রত্যহ বহুসংখ্যক হস্ত পাঠ করিয়া. শুভাশুভ ফল বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বঙ্গভাষায় সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট লোক—এমন কি অল্পশিক্ষিত মহিলা-কুলও যাহাতে অনায়াসে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, অদৃষ্ট জানিতে পারেন, সেই-জন্য ইহা অতি সরল ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ভাষার সরলতা রক্ষা করিবার জন্য গ্রাম্যদোষ পরিহারেও প্রয়াসী হই নাই।

যদিও বহুকালাবধি আমি সামুদ্রিকশাস্ত্রের যথেষ্ট আলোচনা করিতেছি, তথাপি গত কয়েক বৎসরের অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার ফলমাত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। অধীতগ্রন্থের যে সকল ফল প্রত্যক্ষীভূত করিতে পারি নাই, তাহা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। কেবল অভ্রান্ত ফলগুলিই বিবৃত হইয়াছে।

ইহা যে সাধারণের কতদূর উপকারে আসিবে, তাহা বলিতে পারি না। তবে যাঁহারা প্রত্যক্ষফলদর্শনে প্রীত হয়েন, তাঁহাদের নিকট যে ইহা আদৃত হইবে, তাহার কিছু আশা আছে। যাহারা অদৃষ্টবাদী, তাঁহারা ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ ফল মিলাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন; আর যাঁহারা

পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা ক্রীড়াচ্ছলেও ইহার ফলগুলি মিলাইতে যত্নবান্ হইলে, আপনাদিগের পৌরুষ বা পুরুষকারের কিরূপ বল—বুঝিতে পারিবেন।

আমরা সর্ব্ববিধায়ে সফলকাম হইতে আশা করি। যদি কেহ স্বকীয় বা পরকীয় করতলস্থ রেখা বা চিহ্নাদির ফলনির্ণয় করিতে অক্ষম হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট আসিলে, মিলাইয়া এবং বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব।

পরিশেষে নিবেদন যে, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেই মুদ্রাকরপ্রমাদজনিত দোষগুলির সংশোধন করিয়া পাঠ করিলে কৃতার্থ হইব।

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষার্থীর প্রতি।

প্রথমপাঠ্য—সামুদ্রিকশিক্ষা।

দ্বিতীয়পাঠ্য—সামুদ্রিক রেখাদিবিচার।

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ করিতে হইবে; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদিবিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা অনেক স্থানে পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে এবং বিশেষ কোন ফললাভে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু, কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিকরেখাদিবিচার আয়ত্ত্বাধীন করিতে চেষ্টা না করেন; তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে—তিনি বিশুদ্ধগণনায় সক্ষম হইবেন না।

তৃতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

সামুদ্রিকশিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিষ্ফল হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

নিবেদন।

—::০::—

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বেত্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই। কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল রত্নস্বরূপ "সামুদ্রিকশিক্ষা," "সামুদ্রিক রেখাদিবিচার," "সামুদ্রিক বিজ্ঞান," নামক তিনখানি অমূল্যগ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উক্তগ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম, এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থণীয়।

রমণ বাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক-শাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহে ধনী নির্ধন রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাঁহার যশরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রকাশক।

মানসিক বল
শারীরিক বল
সহজ (প্রমাণ নিরপেক্ষ
জ্ঞান
বিচার শক্তি
স্থূল
স্বাভাবিক
বুদ্ধি
ইচ্ছা
শক্তি
বিচার শক্তি
রিপু

চিত্র–১।
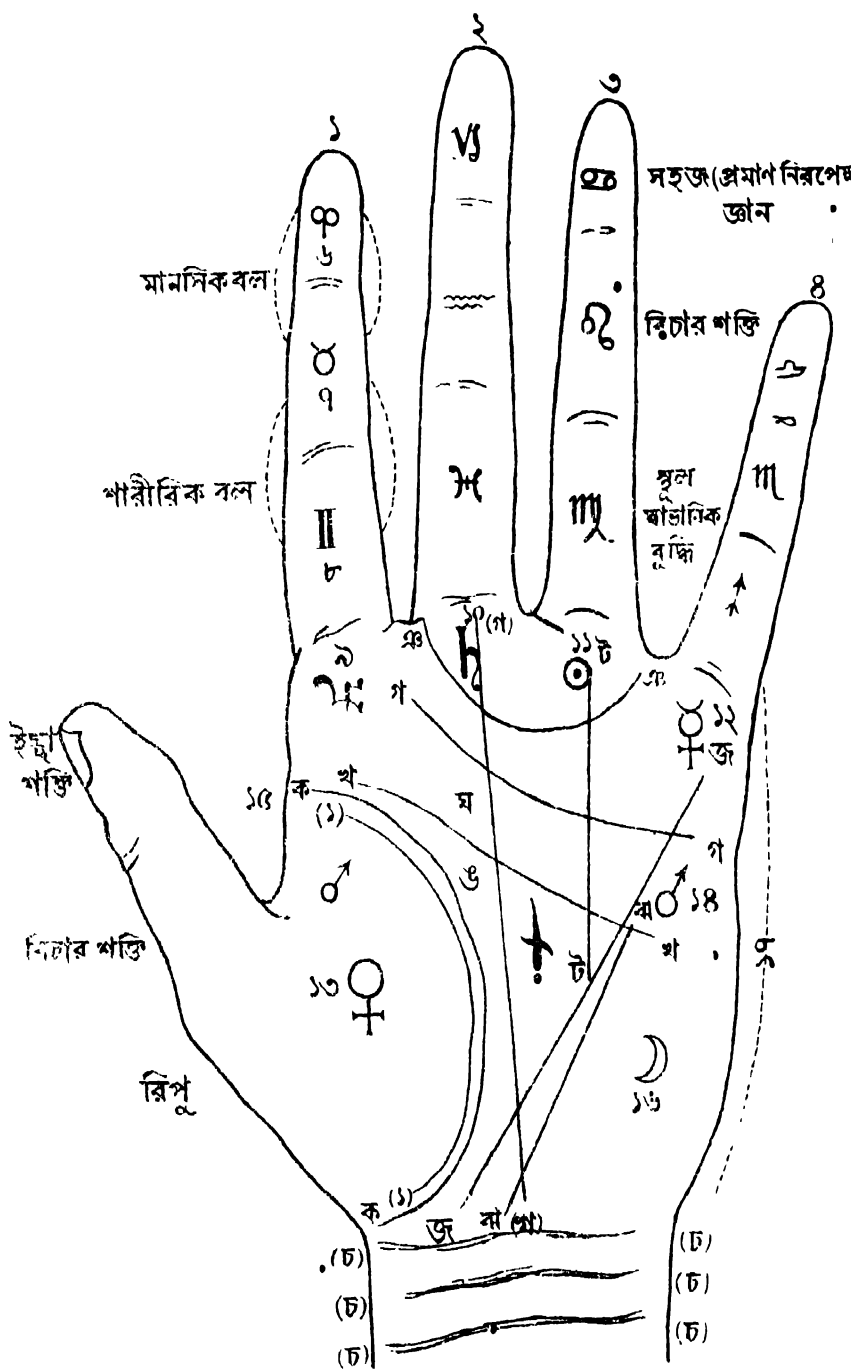
The Star
১ তারকা চিহ্ন

The Square
২। চৌক চিহ্ন

The Spot
৩। দাগ চিহ্ন

The Circle
৪। বৃত্ত চিহ্ন

The Island
৫। যব চিহ্ন

The Triangle
৬। ত্রিকোণ চিহ্ন

The Cross
৭। ঢেরা চিহ্ন

The Grille
৮। জাল চিহ্ন
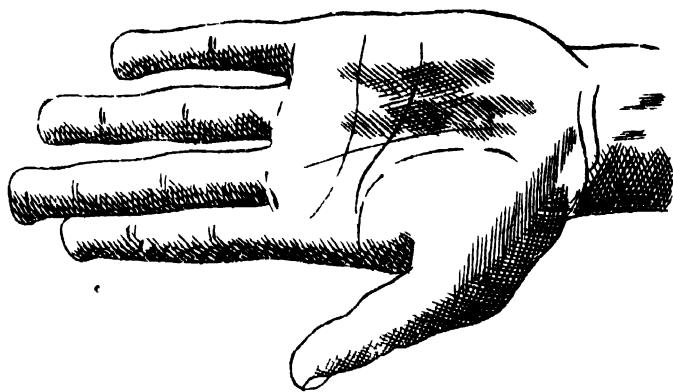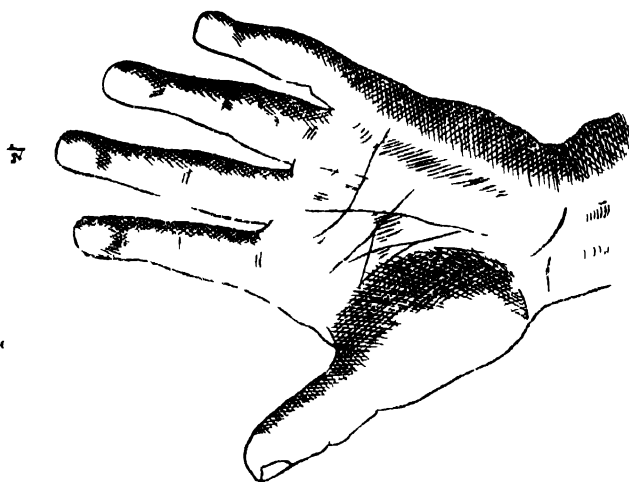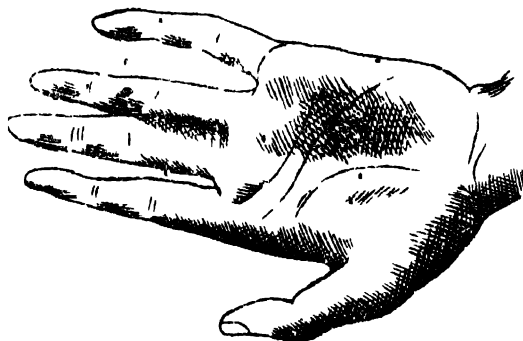
চিত্র-২

চিত্র—৬।

খ

POINTED HAND
সূচ্যগ্র হস্ত।

SQUARE HAND
চতুষ্কোণ হস্ত।

SPATULATE HAND
স্থূলাগ্র হস্ত।

চিত্র-৩।

ঘ

ELEMENTARY HAND.
অপরিপুষ্ট হস্ত।

চ
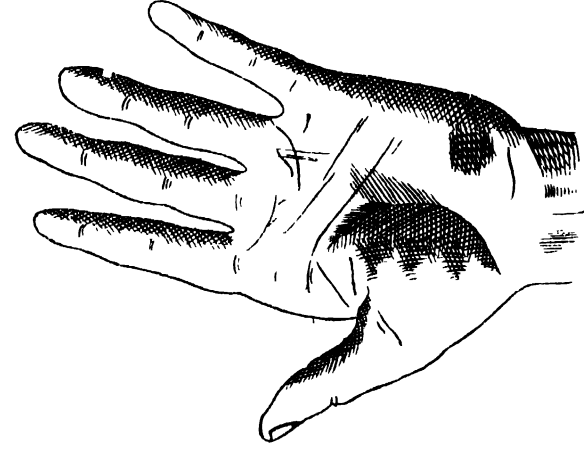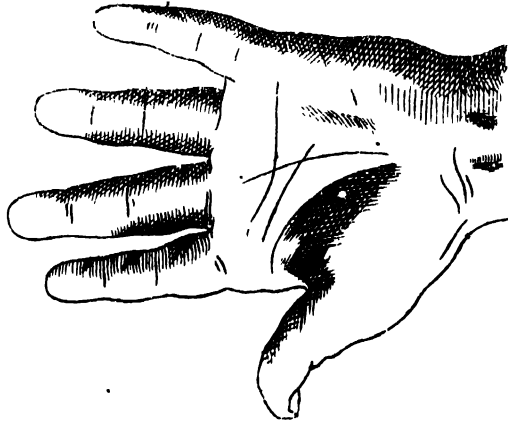
(CONIC) ARTISTIC HAND.
(শুণ্ডাকার) শিল্পসূচক হস্ত।
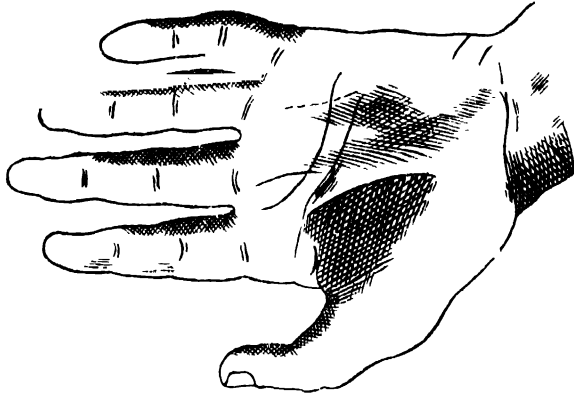
PHILOSOPHIC HAND.
বিচার সূচক হস্ত।

চিত্র-৪।

চিত্র-৫।

চিত্র-৬।

চিত্র-৭।

চিত্র - ৮।

চিত্র-৯

চিত্র — ১০

চিত্র-১১

চিত্র-১২

চিত্র - ১৩

চিত্র-১৪

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বাভাষ।

—:○:—

চিত্র—১।

যে যে পর্ব্ব যে যে স্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সেই পর্ব্বস্থ চিহ্ন সেই সেই রাশিসূচক।

যে গ্রহের স্থানে যে চিহ্ন আছে, তাহা সেই গ্রহের চিহ্ন।

চিত্র—২।

পৃষ্ঠা

চিত্র—৩।

চিত্র—৪।

চিত্র—৫।

চিহ্ন পৃষ্ঠা

চিত্র—৬।

চিত্র—৭।

চিত্র—৮।

চিহ্ন পৃষ্ঠা

" ১—। কোন একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ু-রেখা ভেদ করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে তারকাযুক্ত হইলে অর্থনাশ হয়।

" ২—। ১ম রেখার শেষাংশ শিরোরেখা স্পর্শ করিলে, বলের হ্রাস ও ন্যায়বিচারে অক্ষমতা বুঝায়।

" ৩—। কোন একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া রবিরেখা কর্ত্তন করিলে মাতাপিতার দুর্ভাগ্য হেতু জীবনের প্রথমাংশে অর্থনাশ হয়।

" ৪—। ৩য় চিহ্নের প্রারম্ভে তারকাচিহ্ন (Star) থাকিলে, মাতাপিতার মৃত্যু হেতু জাতকের দুর্ভাগ্য বুঝায়।

" ৫—। বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া রবিরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কর্ত্তন করিলে মাতা বা পিতার মৃত্যুর পরে জাতক ভিক্ষুক সদৃশ দুরবস্থাপন্ন হয়।

" ৬—। কোন রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্ত্তন করিয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক পীড়া হইয়া অর্থহানি বুঝায়।

" ৭—৭। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া বুধ-স্থানাভিমুখী হইয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, জাতকের অসুখকর প্রণয় বুঝায়।

" ৮—। কোন একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া শিরো-রেখাকে কর্ত্তন করিয়া হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, সাংঘাতিক পীড়ার জন্য অর্থনাশ হয়।

" ৯—। উচ্চাভিলাষী (শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে সফলকাম।) ... ৫৪

" ১০—। মাতাপিতা হইতে দুর্ভাগ্যসূচক। ... —৫৭

" ১১—। ‘রবিরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত (Forked) হইলে,

চিত্র—৯।

চিত্র—১০।

চিহ্ন | | পৃষ্ঠা

চিত্র—১১।

চিহ্ন পৃষ্ঠা

জাতকের উপাধির আগ্রহ এবং গুহ্যবিদ্যায়, (Occult science) পারদর্শিতা থাকে।

„ ৪। দীর্ঘজীবনজ্ঞাপক। ... ... ৬০ „

„ ৫। এই চিহ্ন গুহ্যক্রুশ (Cross mystic)—ইহা গুহ্যবিদ্যা (Mysticism) সূচক। ... ৭৯ „

„ ৬। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত ও কলহপ্রিয় হয়। ... ৩৯ „

„ ৭। অবিবেচনা প্রযুক্ত আত্মহত্যা-জ্ঞাপক। ... ৪০ „

„ ৮। জাতক ক্ষমতাশালী, কৃতকর্ম্মা ও সুস্থশরীর হয়। ... ৪০ „

„ ৯। হৃদয়ের কোমলতা ও উন্নতি সূচক। ... ... ৩৯ „

„ ১০। দীর্ঘায়ুঃ ও মেধা-সূচক। ... ... ৩৯ „

„ ১১। সুস্থতা ও সততা জ্ঞাপক। ... ... ৩৯ „

চিত্র—১২।

„ ১-১। একটী রেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থানের উপর দিয়া গিয়া শনির স্থানে শেষ হইলে, জাতক ধর্ম্মোন্মত্ত হয়; এবং প্রশংসাভাজন হইবার জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা করে।

„ ২-২। মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে কোন একটী রেখা হৃদয়-রেখা কর্ত্তন করিয়া বক্রভাবে রবির স্থানে যাইলে, জাতক সম্মান ও প্রশংসা পাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

„ ৩-৩। শুক্রের স্থান হইতে কোন একটী রেখা রবিরেখা কর্ত্তন করতঃ বুধের স্থানে যাইলে, রবিরেখাকে যে স্থানে কর্ত্তন করে, সেই বয়সে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

„ ৪-৪। প্রত্যাদেশ সূচক। ... ... ৩৩ „

„ ৫-৫। যতগুলি সরলরেখা আয়ুরেখা কর্ত্তন করত করচতুষ্কোণে যায়, জাতকের ততগুলি সামান্য রকমের কষ্ট হয়।

৬-৬। একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা কর্ত্তন করত মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থিত কোন চতুষ্কোণের মধ্যে

শেষ হইলে, কোন দুষ্ট লোকের সহিত বিবাহ হইতে অব্যাহতি বুঝায়।

চিত্র—১৩।

„ ১—১। শুক্রস্থান হইতে একটী সরল রেখা উঠিয়া শৃঙ্খলাকার হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, জাতক বা জাতিকা যথাক্রমে স্ত্রী বা পুরুষ হইতে আজীবন কষ্ট পায়।

„ ৩—৩। একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া রবিরেখাকে কর্ত্তন করত মঙ্গলের ক্ষেত্রে শেষে হইলে, ঐ রেখা রবি-রেখাকে যে স্থানে কর্ত্তন করে, সেই বয়সে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

„ ৪—৪। শুক্রস্থানস্থিত তারকাচিহ্ন (Star) হইতে একটী রেখা উঠিয়া শনির স্থানে শাখাবিশিষ্ট (forked) হইলে জাতকের অসুখকর বিবাহ বুঝায়।

চিত্র—১৪।

„ ১—২। একটী যবচিহ্ন (Island) শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত (চিহ্ন—১) যাইলে এবং ভাগ্যরেখার উপর আর একটী যবচিহ্ন (Island) থাকিলে, (চিহ্ন—২) উভয় চিহ্নই একবয়োনির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিলে স্ত্রীলোক-কর্ত্তৃক প্রলোভন বুঝায়।

৩। শুক্রের স্থানস্থিত তারকাচিহ্ন হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রের উপর দিয়া বক্রভাবে রবির স্থানে যাইলে, এবং তথায় কোন রেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে জাতকের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু হইতে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বুঝায়।

„ ৪। বুধস্থানের পার্শ্বে হস্তসীমান্তে কতকগুলি ছোট ছোট রেখা থাকিলে, চিত্তচাঞ্চল্য থাকে; বৃহস্পতি ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ থাকিলে, উক্ত ফলের নিশ্চয়তা বুঝায়।

অনুক্রমণিকা।

——:০:——

রেখাবিচার।

হস্তরেখার বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে, দেখা যায় যে, কাহারও দক্ষিণ হস্তের রেখা অধিকতর স্পষ্ট, ও বাম হস্তের রেখা অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট, কাহারও বা বাম হস্তের রেখা পরিস্ফুট ও দক্ষিণ হস্তের রেখা তদপেক্ষা অপরিস্ফুট (কোন হস্তে রেখাসম্বন্ধীয় অপরিস্ফুটতা এতাদৃশ অধিক হয় যে, না টিপিয়া, সেই রেখা দৃষ্টিগোচর হয় না) আবার কাহারও বা দক্ষিণ হস্তে যতগুলি রেখা আছে, বাম হস্তের রেখার পরিমাণ তদপেক্ষা অধিক বা অল্প। কোন রেখা উভয় হস্তে সমপরিমাণে স্থূল, ও সমভাবে বিস্তৃত থাকিলে, তাহার ফল সম্পূর্ণ ফলিয়া থাকে ; উভয় হস্তের কোন রেখা সমপরিমাণে সূক্ষ্ম (এমন কি যাহা টিপিয়া বাহির করিতে হয়) হইলে, তাহার ফলও রেখানুযায়ী পূর্ণ ফলিয়া থাকে। কিন্তু দক্ষিণ ও বাম হস্তের রেখাগত স্থূলত্ব ও বিস্তার সম্বন্ধীয় তারতম্যানুসারে ফলেরও বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে ; যথা—দক্ষিণ হস্তের রেখা বাম হস্তাপেক্ষা স্থূল ও বিস্তৃত হইলে, পূর্ণফলের বৈষম্য দৃষ্ট হয় ; ঐরূপ বামহস্তের রেখা প্রবল ও দক্ষিণ হস্তের রেখা দুর্ব্বল হইলে, তন্নির্দ্দিষ্ট ফলের অপেক্ষাকৃত হ্রাস হইয়া থাকে। যদি দক্ষিণ হস্তের কোন রেখা প্রবল থাকে, এবং বাম হস্তে তাহার অভাব হয়, তবে তাহা অর্দ্ধেকের অধিক ফলপ্রদ ; কিন্তু বাম হস্তে রেখা সুস্পষ্ট থাকিলে, এবং দক্ষিণ হস্তে তাহার অভাব হইলে, তাহা অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কম ফল প্রদান করে। এজন্য সামুদ্রিকশাস্ত্রে দক্ষিণ হস্তকে "মুখ্যক্রিয়" (Active) হস্ত ও বাম হস্তকে "গৌণক্রিয়" (Passive) হস্ত বলিয়া অভিহিত করা যায়।

উচ্চতাবিচার।

করতলে গ্রহগণের যে স্থান আছে, হস্তবিশেষে সেই সকল স্থানের উচ্চতা অত্যুচ্চতা ও নিম্নতা দেখিতে পাওয়া যায় ; এই উচ্চতা ও নিম্নতা অনুসারে গ্রহগণের বলাবল ও ফলাফল বিচার করিতে হয়। (১) করতলে গ্রহদিগের

স্থান মঙ্গলের ক্ষেত্র (চিত্র ১।ঙ) হইতে সামান্য উচ্চ হইলে, সেই স্থান উচ্চ ; (২) অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে উচ্চ হইলে, তাহা অত্যুচ্চ ; ও (৩) খাতবৎ (গর্ত্তের মত) প্রতীয়মান হইলে, তাহা অনুচ্চ বা নিম্ন বলিয়া অভিহিত হয়। করতলে সকল গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে, হস্ত বিস্তার কালীন গ্রহস্থানগুলি মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উচ্চ, কিন্তু একত্র সমতল সদৃশ প্রতীয়মান হয়। সাধারণতঃ কোন গ্রহস্থান উচ্চ হইলে, সেই গ্রহনির্দ্দিষ্ট ফল পরিমিতরূপে ফলে ; অত্যুচ্চ হইলে গ্রহনির্দ্দিষ্ট ফলের অনিষ্টকর আতিশয্য ও অনুচ্চ হইলে উহার অভাব হয়। বক্ষ্যমাণ উদাহরণে ইহার উপলব্ধি হইবে। যথা—মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতক সাহসী, শান্ত, একগুঁয়ে, দৃঢ়ভক্ত হয়, বিপৎকালে ধীরতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে ; অত্যুচ্চ হইলে, জাতক জাঁকজমক করিতে ভালবাসে, অহঙ্কারী, হঠাৎকার্য্যকারী হিংসুক হননপর হয়, ও তাহার সরলভাবের অভাব ঘটে ; এবং নিম্ন হইলে ভীরু ও বালস্বভাবসম্পন্ন হয়। মঙ্গল যেরূপ আমাদিগের স্বভাবের উপর আধিপত্য করে, সেইরূপ স্থাবর সম্পত্তির উপরও উহার আধিপত্য আছে ;—উহার স্থানের কোমলতা কঠিনতা আমাদের স্থাবর সম্পত্তির হ্রাস বৃদ্ধির সূচনা করে। যথা—উভয় হস্তে মঙ্গলের প্রথমস্থান (চিত্র ১।১৪) কঠিন ও উচ্চ হইলে, স্থাবর সম্পত্তির অধিকারিত্ব, একহস্তে কঠিন ও অপর হস্তে কোমল হইলে, স্থাবর সম্পত্তির উপর ঋণভার ও উভয় হস্তে কোমল হইলে, উহার নাশ বা শূন্যতা বুঝায়। মঙ্গলের উভয় স্থানের কোন স্থানে কাল বিন্দু থাকিলে, তাহাতে স্থাবর সম্পত্তির নাশ সূচনা করে। ভূম্যাদি ক্রয় করিবার উদ্যোগ-সময়ে মঙ্গলের প্রথমস্থান অপেক্ষাকৃত কঠিন অনুভূত হয়। * এইরূপ অন্যান্য গ্রহেরও ফলাফল গ্রহগণের সংস্থানাদি হইতে উপলব্ধ হয়।

* স্থাবর সম্পত্তিসম্বন্ধীয় চিহ্ন সংস্থানাদির উপদেশ কোন সামুদ্রিক গ্রন্থে পাইতে পারি নাই ; ইহা কোন উন্নত মহাত্মার মুখ হইতে অধিগত।

সামুদ্রিক শিক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

সামুদ্রিক লক্ষণ।

শিষ্য। প্রভো! সামুদ্রিক শাস্ত্র কি, তাহার বিষয় কিঞ্চিৎ জানিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব।

১। গুরু। যে শাস্ত্র, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ, ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহ জানাইয়া দেয়, তাহাকে সামুদ্রিক শাস্ত্র কহে। এই শাস্ত্রে মনুষ্যের করতল, অঙ্গুলী, অঙ্গুলীপর্ব্ব, ও শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন সমুদয় দ্বারা মনুষ্যের ত্রিকালের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী, অর্থাৎ—মনুষ্যের পরমায়ুঃ, প্রকৃতি, বিষয়জ্ঞান, বিদ্যানুশীলন, অর্থাগম, গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি জীবনঘটিত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইতেছি। অঙ্গুলীর গঠন ও আকার হইতে মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব চরিত্রাদি জানা যায়। যথা, যে ব্যক্তির অঙ্গুলীগুলি স্থূল ও করতল অপেক্ষা ক্ষুদ্র (লম্বা নয়), সে ব্যক্তি স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়বিশ্বাসী, চঞ্চল ও উগ্রস্বভাবযুক্ত, স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিলাসী (উত্তম আহার, বিহার ও পরিচ্ছদের জন্য ব্যস্ত) হয়। আবার যাহার অঙ্গুলী করতল অপেক্ষা দীর্ঘ, তাহাকে সূক্ষ্মবিষয় অনুশীলনে তৎপর, শিল্পকর্ম্ম ও চিত্রাঙ্কন করিতে সক্ষম এবং ঘটনাবলীর সময় ও নাম স্মরণ রাখিতে সবিশেষ পটু দেখা যায়। ইহাতেই দেখ যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামান্য প্রভেদে স্থূল ফলের কত ইতরবিশেষ হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষণে হস্তাঙ্গুলী দ্বারা ব্যক্তিগত শুভাশুভ ঘটনাবলী যাহাতে জানিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধীয় কথঞ্চিৎ উপদেশ প্রার্থনীয়। হস্তা-ঙ্গুলী সাধারণতঃ কয়ভাগে বিভক্ত ও তাহা কিরূপ?

২। গুরু। সাধারণতঃ হস্তাঙ্গুলী সাত ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে তিনটী প্রধান—সূচ্যগ্র (Pointed), চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square), স্থূলাগ্র (Spatulate), এবং অপর চারিটী—অগরিপুষ্ট (Elementary), শুণ্ডাকার (Conic), বিচারসূচক (Philosophical), এবং মিশ্র (Mixed)। [চিত্র ৩]

শিষ্য। তিন প্রকার প্রধান হস্তাঙ্গুলীর মধ্যে সূচ্যগ্র (Pointed) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ?

৩। গুরু। হস্ততল নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র, অর্থাৎ মাঝারি ও অঙ্গুলী সকল সরল, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র ও দেখিতে সুন্দর এবং অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব (নখসংযুক্ত পর্ব্ব বা পাব) ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও সরু। [চিত্র ৩। ক]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কি প্রকার?

৪। গুরু। যাহার হস্ত সূচ্যগ্র-অঙ্গুলীবিশিষ্ট, সেই জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সমদর্শী ও দিব্যজ্ঞানবিশিষ্ট হয়; আরও স্বাভাবিক উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন হয়; আবার এত কল্পনাপ্রিয় হয় যে, অধিকাংশ পার্থিব বিষয় কল্পনা-শক্তি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে, ও গভীর কল্পনায় এত মগ্ন হইয়া যায় যে, পরিশেষে প্রকৃত বিষয়ের ধারণাও করিতে পারে না, এবং সময়ে সময়ে তাহার ভবিষ্যৎ বিষয় বলিবারও শক্তি হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপ লক্ষণসম্পন্ন জাতকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

৫। গুরু। যে সকল বিষয়ে কল্পনা-শক্তির আবশ্যকতা নাই, যাহাতে ধর্ম্ম ও প্রণয়ের সম্পর্ক নাই, এবং অকিঞ্চিৎকর বিষয়, অর্থাৎ যাহাতে মন আকৃষ্ট না হয়,—এই সকল বিষয় তাহার পক্ষে কিছুই নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহার হৃদয় অত্যন্ত সরস হয় এবং সে রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে পারে। তাহার হৃদয় ধর্ম্মভাবে ও করুণরসে পূর্ণ থাকে।

শিষ্য। চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি?

৬। গুরু। এইরূপ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী বড় এবং তাহার মূলদেশ অর্থাৎ তৃতীয়পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত উচ্চ বা মাংসল হয়। হস্ততল মাঝারি, গভীর ও

কঠিন হয়, এবং অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ নখসংযুক্ত পর্ব্ব চতুষ্কোণের ন্যায় দেখায় বলিয়া, ইহাকে চতুষ্কোণ বা "চৌক" কহা যায়। [চিত্র ৩। খ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ ?

৭। গুরু। যাহার হস্ত চতুষ্কোণ-অঙ্গুলীবিশিষ্ট, সে ব্যক্তি শান্ত-গুণাবলম্বী, সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, কারণানুসন্ধায়ী বিদ্যানুরাগী ও সভ্যতাপ্রিয় হয়। আর যদি অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব অর্থাৎ নখসংযুক্ত পর্ব্ব সম্পূর্ণ বা অধিক পরিমাণে চতুষ্কোণ (চৌক) দেখায়, তাহা হইলে জাতক নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। ঐরূপ ব্যক্তির কার্য্য-প্রণালী ও জ্ঞান কিরূপ ?

৮। গুরু। চতুষ্কোণ অঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক রাজনীতিবিষয়ে পারদর্শী হয় ও সকল কর্ম্মই কর্ত্তব্যানুরোধে করিয়া থাকে; দর্শন-শাস্ত্রাদি শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারে; একবারে অনেক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং তজ্জন্য আত্মাভিমানও করিয়া থাকে; যে সকল ক্রিয়ায় নিপুণতা আবশ্যক, যথা, শিকার করা, বিলিয়ার্ড (Billiard), দ্যূতক্রীড়াদি এবং অন্যান্য কার্য্য—যাহাতে সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রয়োজন—সেই সকলে সবিশেষ নিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে; পক্ষী পুষিতেও ভালবাসে।

শিষ্য। স্থূলাগ্র (Spatulate) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি ?

৯। গুরু। অঙ্গুলীর নখসংযুক্ত পর্ব্ব বা প্রথম পর্ব্ব মূল অপেক্ষা স্থূল, প্রশস্ত ও চ্যাপ্‌টা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হয়। (চিত্র ৩। গ)

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয় ?

১০। গুরু। যাহার হস্তের অঙ্গুলী স্থূলাগ্র ও চ্যাপ্‌টা (Spatulate) সেই জাতক কার্য্যতৎপর হয়; কিন্তু এইরূপ অঙ্গুলীসংলগ্ন করতল যদি কঠিন হয়, তবে তাহার কার্য্যতৎপরতা অধিক পরিমাণে দেখা যায়; আবার করতল কোমল হইলে; শারীরিক কার্য্য অপেক্ষা মানসিক কার্য্যে তাহাকে অধিক দক্ষ দেখা যায়। আরও সে ব্যক্তি পরিশ্রমী, ধৈর্য্যাবলম্বী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (এমন কি একগুঁয়ে), স্বাধীনতাপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হয়; এবং করতল কঠিন হইলে, কোন একটী বিষয়ের সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া রাখে।

শিষ্য। ঐরূপ লক্ষণবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ ?

১১। গুরু। যে সকল কার্য্যে দৈহিক উন্নতি হয়, (ব্যায়াম, অশ্বারোহণ ইত্যাদি) ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক তাহা করিতে ভালবাসে ও সাধারণ-তন্ত্র-

প্রণালীর অনুরক্ত ও বাণিজ্যপ্রিয় হয়; কল কারখানার কার্য্যে নিপুণতা দেখায়; কুক্কুর ও ঘোটক ইত্যাদি পুষিতে অত্যন্ত উৎসুক হয়।

শিষ্য। এক্ষণে প্রধান তিন প্রকার অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম। অপর চারি প্রকারের মধ্যে অপরিপুষ্ট (Elementary) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি।

১২। গুরু। অপরিপুষ্ট অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের তলদেশ অঙ্গুলী অপেক্ষা বড়; অঙ্গুলীগুলি ছোট, মোটা ও শক্ত; নখ ছোট; করতলে ভাগ্য-রেখা (Fortune linc) প্রায়ই থাকে না, বা অস্পষ্টভাবে থাকে; আর বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট ও বক্র হয়। [চিত্র ৩। ঘ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট লোকের স্বভাব কিরূপ হয়?

১৩। গুরু। উক্তরূপ হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক সমাজবন্ধনে থাকিতে ভালবাসে; অবিবেচক অল্পবুদ্ধি ও অত্যন্ত একগুঁয়ে হয়, এবং প্রায়ই ধারণা-শক্তিহীনও হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপ লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ হইয়া থাকে?

১৪। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে; তাহার বিদ্যাভ্যাস এককালেই হয় না, বা অতি অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে; এবং ফেরিওয়ালা, কসাই, ঘোড়ার সহিস ইত্যাদির ন্যায় নীচকর্ম্মে রত হয়; আর শারীরিক ও মানসিক কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে?

শিষ্য। শুণ্ডাকার (Conic) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কিরূপ?

১৫। গুরু। শুণ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্ত প্রায়ই সূচ্যগ্র অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের ন্যায় হয়; কেবল ইহার অঙ্গুলীর মূলদেশ অর্থাৎ গোড়া, স্থূলও প্রশস্ত এবং অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম বা সরু হইয়া শুণ্ডাকার ধারণ করে। (সূচ্যগ্র-অঙ্গুলীর কেবল নখসংযুক্ত পর্ব্ব ক্রমশঃ সরু হয়, কিন্তু শুণ্ডাকার অঙ্গুলী মূলদেশ হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া যায়)। শুণ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের তলদেশের গ্রহ-স্থান সকল প্রায়ই উচ্চ হয়। [চিত্র ৩। চ]

শিষ্য। ঐরূপ অঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরূপ?

১৬। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট জাতক, সূচ্যগ্র-হস্তাঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতকের ন্যায় যথেষ্ট সদ্গুণসম্পন্ন হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ ভালবাসে, এবং আমোদপ্রিয়, আত্মসুখী ও যশঃপ্রার্থী হয়; অর্থ অপেক্ষা আমোদ, আমোদ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য

অধিক পরিমাণে ভালবাসে; অন্য লোকের মতামত গ্রাহ্য করে না; প্রায়ই অলস হয় এবং নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

১৭। গুরু। শুণ্ডাকার অঙ্গুলীবিশিষ্ট জাতক রমণীপ্রিয় এবং সামান্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি ধারণে সমর্থ হয়; অধিক বাক্যব্যয় করে; আর কার্য্যতঃ অধ্যবসায়ী স্বাধীনতাপ্রিয়, ভীত, নম্র, বৃথাগর্ব্বিত এবং কখন কখন অধিক আশাপূর্ণ বা আশাশূন্য হয়; কাহারও আজ্ঞা বহন করিতে কিম্বা কাহাকেও আজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করে না; সাংসারিক সুখ অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ করে।

শিষ্য। বিচারসূচক (Philosophical) অঙ্গুলীযুক্ত হস্তের লক্ষণ কি?

১৮। গুরু। করতল বড় ও পুষ্ট; অঙ্গুলীর গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট সকল পরিপুষ্ট; অঙ্গুলী ক্রমশঃ শুণ্ডাকার হইয়া অগ্রভাগ চতুষ্কোণ বা চৌক (Square) ও লম্বা হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলী বড় এবং ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত হয়। [চিত্র ৩। ছ]

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট জাতকের স্বভাব কিরূপ?

১৯। গুরু। উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতক সত্যানুসন্ধায়ী ও বিবেকী এবং অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবিৎ হয়।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তযুক্ত লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

২০। গুরু। ঐরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সূক্ষ্মতত্ত্ব ও কারণ বিচার না করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, এবং সকল বিষয় সত্যানুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়া, পরে নিজের ইচ্ছামত কার্য্য করে; নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ও পরীক্ষণীয় শাস্ত্রসকল অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকে; এবং ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া কার্য্য করে; ও অধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া জীবন অতিবাহিত করে।

শিষ্য। মিশ্র (Mixed) অঙ্গুলীবিশিষ্ট হস্তের লক্ষণ কি?

২১। গুরু। এইরূপ হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ নানা প্রকার। পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট অঙ্গুলী দুই হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। একটী হস্তের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হয় ত চৌক এবং স্থূলাগ্র, কিন্তু অপরটী চৌক এবং শুণ্ডাকার; সময়ে সময়ে দশটি অঙ্গুলীর মধ্যে এক প্রকার অগ্রভাগবিশিষ্ট দুইটী অঙ্গুলী

দেখা যায় না। কোনটী সূচ্যগ্র, কোনটী চতুষ্কোণ, কোনটী স্থূলাগ্র ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। ঐরূপ অঙ্গুলীবিশিষ্ট লোক কিরূপ স্বভাবের হয়?

২২। গুরু। কথিতরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ব্ব কর্ম্মে রত হয়, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান রাখে এবং অনেক কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ করে। ইহারা যে কোন কর্ম্মে উপস্থিত হউক না কেন, আপনাদিগকে তাহাতে সহজেই নিযুক্ত করিতে পারে।

শিষ্য। ঐরূপ হস্তবিশিষ্ট লোকের জ্ঞান ও কার্য্য-প্রণালী কিরূপ?

২৩। গুরু। উক্তরূপ লক্ষণাক্রান্ত জাতক সর্ব্ব বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখিতে পারে; রাজকার্য্যে ও ব্যবসায়ে পটু হয়; কৃষিকার্য্য, শিল্পকর্ম্ম, ধর্ম্মবিষয় এবং আরও অনেক বিষয়ের একত্র সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করে; ফলে, সকল কার্য্যই জানে, কিন্তু কোনটীতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে না; যদ্যপি ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য্যগুণ বিশিষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহা হইলে কোন এক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিলে, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া সেই বিষয়ে বিখ্যাত ও অদ্বিতীয় হইতে পারে। সদসদ্বিচার না করিয়াও, যথাবিধি কার্য্য করিতে পারে। দেবোপাসক হইয়াও ধার্ম্মিক হয় না; সাহস সত্ত্বে বিবাদ ভালবাসে না; এবং অর্থোৎপন্ন সুখ্যাতি ভিন্ন সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অঙ্গুলী-সংস্থান।

শিষ্য। অঙ্গুলীর বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে অঙ্গুলীর পর্ব্ব সকল যে ছোট বড় দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অর্থ কি ?

২৪। গুরু। বৎস! ইহার অর্থ একে একে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

তর্জ্জনীর বা প্রথমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব (যে পর্ব্বে নখ সংযুক্ত থাকে) মেষ রাশির বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় ; ঐ অঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব বৃষ রাশির এবং তৃতীয় পর্ব্ব মিথুন রাশির স্থান ; ঐরূপ অনামিকার বা তৃতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব কর্কটের, দ্বিতীয় পর্ব্ব সিংহের এবং তৃতীয় পর্ব্ব কন্যার ; কনিষ্ঠার বা চতুর্থাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব তুলার, দ্বিতীয় পর্ব্ব বৃশ্চিকের এবং তৃতীয় পর্ব্ব ধনুর ; এবং মধ্যমার বা দ্বিতীয়াঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব মকরের, দ্বিতীয় কুম্ভের এবং তৃতীয় পর্ব্ব মীনের ; এইরূপে চারিটী অঙ্গুলীর বারটী পর্ব্বে বারটী রাশির স্থান নিরূপিত আছে। এই সকল অবলম্বন করিয়া জাতকের জন্মলগ্ন স্থির করা যায়। এতদ্ভিন্ন জাতক কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা স্থির করিতে হইলে, দেহের অন্যান্য স্থানগত চিহ্ন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আকারের সম্বন্ধে বিচার করাও আবশ্যক। * [চিত্র ১]

তর্জ্জনী বা প্রথমাঙ্গুলী, মধ্যমা বা অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলী, কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্গুলী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীকে ক্রমান্বয়ে বৃহস্পতির, শনির, রবির, বুধের ও শুক্রের অঙ্গুলী বলে। [চিত্র ১ (১—৫)]

যদি তর্জ্জনী মধ্যমার ন্যায় সমান দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে, জাতক গর্ব্বিত ও বিলাসী হয় এবং আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করে। আর যদি কোন সভা স্থলে আত্মীয় স্বজন নিজাপেক্ষা হীনবেশে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে নিজের

* মেষলগ্নের প্রথম অংশে জন্ম হইলে একটী ছোট তিল-চিহ্ন কপালের উপর মস্তকের চুল যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক তাহার নীচে থাকে ; দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে, কপালে তিল-চিহ্ন থাকে ; কিন্তু এই চিহ্ন কপালের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে, কেবল চুলের

নিজের সম্পর্কীয় লোক বলিয়া পরিচয় দিতে চাহে না ; কিংবা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়। কিন্তু তর্জ্জনী মধ্যমাপেক্ষা ছোট বা স্বাভাবিক গঠনের হইলে জাতক কর্ম্মঠ ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন হয়।

তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব অপর দুই পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বাগাড়ম্বরে রত থাকে এবং দীর্ঘ ও সূচ্যগ্র (pointed) হইলে, প্রকৃত ধার্ম্মিক হয় এবং প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, উচ্চাভিলাষী হয় ; এবং তৃতীয় পর্ব্ব অন্য দুইটী পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক অহঙ্কারী হয় এবং নিজের আধিপত্যবিস্তারে চেষ্টা করে। যদি তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত লম্বা অর্থাৎ সাধারণ গঠনের হয় ও নির্গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইটশূন্য হয় এবং বৃহস্পতির স্থান (যাহার বিশিষ্ট বিবরণ পরে বলা যাইবে) উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাণ (বুজরুগী) দেখাইতে ভালবাসে। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, জাতক অভাব বা ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে সত্য অনুসন্ধান করিতে সক্ষম হয়, এবং বন, উপবন ও পর্ব্বতাদির চিত্র অঙ্কিত করিতে

নীচে থাকে না ; এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে মুখের ছিদ্রের নীচে অধরের উপর বা দাড়িতে তিল-চিহ্ন থাকে। এই অংশগুলিকে দ্রেক্কাণ বলে। এই লগ্নে জন্ম হইলে, শরীর কৃশ কিন্তু দৃঢ়, আকার মাঝারি (লম্বাও নয় বেঁটেও নয়) মুখ ও ঘাড় লম্বা, ভ্রূদ্বয় লোমশ অর্থাৎ অধিক লোমবিশিষ্ট, বর্ণ শ্যামল চুল কাল এবং প্রকৃতি উগ্র হয়। প্রথম অংশে ও শেষ অংশে জন্ম হইলে, অতি অল্প প্রভেদ হয়, অর্থাৎ প্রথমাংশে জাতক সবল এবং দ্বিতীয়াংশে দুর্ব্বল হয়।

বৃষ লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, কণ্ঠদেশে বা গ্রীবার সম্মুখ অংশে তিল-চিহ্ন থাকে, কিন্তু এই চিহ্ন যদি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় তাহা হইলে, অশুভসূচক হয় ; দ্বিতীয়াংশে জন্মিলে তিল-চিহ্ন গ্রীবার পার্শ্বদেশে থাকে এবং তৃতীয়াংশে পশ্চাদ্দেশে অর্থাৎ ঘাড়ে থাকে ; এই ঘাড়ের তিল অত্যন্ত উচ্চ (আঁচিলের মত) হয়। এই লগ্নস্থ জাতকের শরীর মধ্যাকার, কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ ললাট বিস্তৃত মুখ পুষ্ট বা ভরন্ত, চক্ষু বৃহৎ, ওষ্ঠ স্থুল, নাসিকা প্রশস্ত, কেশ কুঞ্চিত এবং প্রকৃতি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু হয় ; সে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকে, কিন্তু রাগ হইলে চণ্ডালবৎ ব্যবহার করে।

মিথুন লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, একটী তিল-চিহ্ন স্কন্ধের সন্নিকটে দক্ষিণ হস্তে উপরিভাগে থাকে ; দ্বিতীয়াংশে এই চিহ্নটী বাম হস্তের ঐরূপ স্থানে থাকে ; এক তৃতীয়াংশে এই চিহ্নটী কনুইয়ের নীচে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই লগ্নের জাতক সরল ও

ভালবাসে। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, জাতক ভাণ-প্রিয় (বুজরুগ) হয়।

মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব সূচ্যগ্র (Pointed) হইলে, জাতক কোপন (খিট্‌খিটে) ও উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, গম্ভীর এবং স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে চিন্তাশীল হয়। মধ্যমা বক্র হইলে, জাতক হত্যাকারী হয়। ইহার প্রথম পর্ব্ব অপর দুইটী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক সর্ব্বদা মৃত্যুকামনা করে। দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, কৃষিকর্ম্মে ও যন্ত্রসম্বন্ধীয় কার্য্যে সক্ষম হয়; উদ্ভিদ্‌বিদ্যাশীলনে নৈপুণ্য ও উদ্ভিজ্জ ঔষধের প্রয়োগে সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হয়। ইহার দ্বিতীয় গ্রন্থি মোটা হইলে, জাতক গণিত-বিদ্যানুশীলন ও বিশুদ্ধ শাস্ত্রাধ্যয়ন করে। তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক ঈর্ষাবিশিষ্ট হয়। মধ্যমা অনুচ্চ গ্রন্থিবিশিষ্ট (গেটে) হইলে, জাতক গুহ্যশাস্ত্র যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষ, ইন্দ্রজালশাস্ত্র ইত্যাদির শিক্ষা করে।

অনামিকা তর্জ্জনীর সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী ও ধনশালী হয়; মধ্যমার সমান হইলে, দ্যূতরত অর্থাৎ জুয়ারি হয়; উহা অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিদ্যাসম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ বিনা উপদেশে শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করিতে পারে; কিন্তু এই জ্ঞান সময়ে

দীর্ঘাকারবিশিষ্ট, উজ্জ্বল শ্যাম বা পিঙ্গলবর্ণ যুক্ত হয়; ইহার দৃষ্টি চঞ্চল হয়, এবং ই[illegible] কর্ম্মঠ, গাম্ভীর্য্যহীন ও সুবুদ্ধি বলিয়া বোধ হয়।

মকর লগ্নের প্রথমাংশে দক্ষিণ জানুর উপর, দ্বিতীয়াংশে বাম জানুর উপর এবং তৃতীয়াংশে জানুর নীচে তিল-চিহ্ন থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীর কৃশ এবং কখন [illegible] বক্র ও ভগ্নপ্রায় দেখা যায় (মুখাবয়ব পাৎলা, লম্বা এবং চোস্ত; এবং শ্মশ্রু অর্থাৎ (দাড়ির চুল) পাৎলা হয়। এবং জাতক কার্য্যতঃ চৌকশ, স্থির ও কৌতুকপ্রিয় হয়।

কুম্ভ লগ্নের প্রথমাংশে দক্ষিণ পদে, দ্বিতীয়াংশে বাম পদে, এবং তৃতীয়াংশে পায়ের ডিমের উপর তিল-চিহ্ন থাকে। জাতকের শরীর মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, মুখ পুরস্ত ও লম্বা, বর্ণ পাণ্ডু, চুল কাল এবং চক্ষুঃ পিঙ্গলবর্ণ হয়। জাতক দেখিতেও সুশ্রী হয়।

মীন লগ্নের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ন দক্ষিণ পদতলে; দ্বিতীয়াংশে বাম পদতলে এবং তৃতীয়াংশে গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালীতে থাকে। জাতকের শরীর খর্ব্বাকার ও স্থূল, স্কন্ধ গোল, চুল কটা, মুখ গোল, বর্ণ গৌর, প্রকৃতি অলস হয়; এবং জাতক সুরাপায়ীও হইয়া থাকে।

কর্কট লগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে, শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার দুই-একটী চুলবিশিষ্ট একটী তিল চিহ্ন দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে থাকে; দ্বিতীয়াংশে ঐ চিহ্ন দক্ষিণ বক্ষের নিম্নভাগে এবং

উন্নতির ক্ষতি করে। অনামিকা চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, জাতক সকল বিষয়ে কারণানুসন্ধায়ী হয়, এবং শিল্পসম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, শিল্পবিদ্যাপ্রিয় এবং দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, গঠন গড়িতে, অর্থাৎ কুম্ভকারের কার্য্য করিতে পারে; আর ধনী হইবার চেষ্টা করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, জাতক কর্ম্মঠ ও তর্কশাস্ত্রে পারগ, বক্তা এবং নর্ত্তক হয়। অঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থি (গাঁইট) মোটা হইলে, শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিতে উৎসুক, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থি মোটা হইলে, অর্থলোভী অথচ অর্থের সদ্ব্যবহারক্ষম হয়।

কনিষ্ঠাঙ্গুলী মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইলে, জাতক বিদ্যাপ্রিয় হয় এবং সকল প্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান উপার্জ্জনে বিশিষ্ট যত্ন করে, ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে। অনামিকার সমান দীর্ঘ হইলে, জাতক সুপণ্ডিত, বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ ও মহাজ্ঞানী হয়। যদি অপর চিহ্ন সকল অপরিস্ফুট হয় ও শুভচিহ্ন না থাকে এবং এই অঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক ধূর্ত্ত ও শঠ হয়। এই অঙ্গুলী অতি ক্ষুদ্র হইলে, জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সারগ্রাহী ও সত্বর ভালমন্দ বিচারে সক্ষম হয়। এই অঙ্গুলী সূচ্যগ্র (Pointed) হইলে, গুহ্যবিদ্যার সূক্ষ্মতত্ত্ব-

---

তৃতীয়াংশে উহার পার্শ্বভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীরের গঠন মধ্যাকার কিন্তু শরীরের ঊর্দ্ধদেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়; মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার, বর্ণ মলিন ও ঈষৎ পাণ্ডু, চুল কটা, চক্ষু কটা ও ছোট; প্রকৃতি কোমল ও স্ত্রীস্বভাবাপন্ন এবং শ্লেষ্মধাতুবিশিষ্ট হয়।

সিংহ লগ্নের তিন অংশের তিল-চিহ্ন কর্কট লগ্নের ন্যায় হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা বক্ষের বাম ভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতক দীর্ঘাকার, প্রশস্তস্কন্ধ, বিশালচক্ষুঃ; ইহার কেশ হরিদ্রা, বিরল (পাৎলা), নখ রক্তবর্ণ, গোলাকার বা চ্যাপ্‌টা। জাতক উগ্রস্বভাব ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়; এবং উচ্চাভিলাষীও হয়।

কন্যা লগ্নের প্রথমাংশে জন্মিলে, তিল-চিহ্ন উভয় বক্ষের মধ্যে বা উদরের উপর; দ্বিতীয়াংশে উদরের উপর এবং তৃতীয়াংশে তলপেটের নিম্নভাগে থাকে। এই লগ্নের জাতকের শরীর মধ্যাকার, পরিষ্কৃত এবং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহার প্রকৃতি নিস্তেজ, স্থির, কর্কশ হয়, কখন কখন চঞ্চলও হইয়া থাকে; এবং শিল্পবিদ্যা অধ্যয়নে অত্যন্ত আসক্তি থাকে।

তুলা লগ্নের প্রথমাংশে তিল-চিহ্ন কোমরে, দ্বিতীয়াংশে পেটের উপর নাভির সন্নিধানে এবং তৃতীয়াংশে তলপেটের নিম্নদেশে থাকে। জাতকের আকার সুচারু ও দীর্ঘ, কেশ অত্যন্ত কৃষ্ণ, মুখশ্রী সুন্দর, চক্ষুঃ নীলবর্ণ, দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং মনোহর হয়। সে উচ্চাভিলাষীও হয়।

দ্বারা জ্ঞানলাভ করে। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) হইলে, জাতক অনেক বিষয়ে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারে; ইহার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব স্থূল হইলে, জাতক কার্য্যকালে ভাব প্রকাশে পটু হয়। স্থূলাগ্র (Spatulate) হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে অত্যন্ত রত থাকে, কারুকার্য্যে পটু হয়, ও সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতেও পারে; কিন্তু যদি বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকে, এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল হয়, তাহা হইলে, চৌরস্বভাবসম্পন্ন হয়। এই অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শী ও বক্তৃতায় পটু হয়; দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, পরিশ্রমী ও ব্যবসায়ে নিপুণ হয়; এবং তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, চতুর, ধূর্ত্ত, চৌকশ, ও কখন কখন মিথ্যাভাষীও হয়। প্রথম গ্রন্থি (গাঁইট) পুষ্ট হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের তত্ত্ব অনুসন্ধানে রত থাকে এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে পারে; দ্বিতীয় গ্রন্থি (গাঁইট) পুষ্ট হইলে, বাণিজ্যবিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন ও তৎসম্বন্ধে পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথমপর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, জাতক সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন, নূতন তত্ত্বোদ্ভাবনে সক্ষম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নিজবুদ্ধির উপর দৃঢ়বিশ্বাসী এবং যে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, সে সমুদয়ে উৎকর্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করে; যদি এই পর্ব্ব চতুষ্কোণ অর্থাৎ চৌক (Square) বিস্তৃত (চওড়া) ও ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে একগুঁয়ে স্বীয় বুদ্ধির প্রশংসাকারী (হাম্‌বড়া) ও দুঃখী হয়। এই অঙ্গুলী মধ্যাকার (মাঝারি) হইলে, শত্রুর সহিত গুপ্তভাবে শত্রুতা করিতে চেষ্টা করে; এই অঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, ন্যায়ান্যায় বিচারে অক্ষম ও কান পাৎলা (যাহা বলে, তাহাতেই বিশ্বাসী) হয়। ইহার প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে

বৃশ্চিক লগ্নের যে কোন অংশে জন্মিলে, শরীরের নিম্নভাগে ও গুহ্যস্থানে তিল-চিহ্ন থাকে; এই লগ্নের জাতকের গঠন মধ্যাকার ও বলিষ্ঠ, দেহ শ্যামল, কেশ কটা ও কুঞ্চিত, স্বভাব নম্র এবং প্রকৃতি চিন্তাযুক্ত হয়।

ধনুঃ লগ্নে প্রথমাংশে দক্ষিণ উরুর, উপর, দ্বিতীয়াংশে বাম উরুর উপর এবং তৃতীয়াংশে দক্ষিণ জানুর উপর তিল-চিহ্ন থাকে। জাতকের শরীর দৃঢ় ও দীর্ঘাকার মুখশ্রী সুন্দর ও রক্তবর্ণ, ললাট প্রশস্ত, মস্তকের কেশ কটা, (কিন্তু অল্প বয়সে পাকিয়া যায়), নাসিকা লম্বা চক্ষুঃ সুন্দর ও পরিষ্কৃত হয়। আরও সে আমোদপ্রিয় এবং ঘোড়ায় চড়িতে ও শিকার করিতে ভালবাসে।

কাহারও সহিত বন্ধুতা করিতে পারে না, এবং সততার অভাবাপন্ন হয়; দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল হইলে, বিচারক্ষম ও নৈয়ায়িক হয়; এবং এই পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে, বিচারক্ষমতাহীন ও মলিনবুদ্ধি হয়, এবং গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখিতে পারে না। প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে, এক-গুঁয়ে ও ভালমন্দ বিচারে অক্ষম হয়। যদি এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব (যাহাকে শুক্রস্থান বলে) অত্যন্ত উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতকের চরিত্র পশুবৎ হয়, মধ্যবিধ উচ্চ হইলে, জাতক সবলতা ও ভালবাসা বিশিষ্টরূপ লাভ করে এবং যদি উচ্চতা না থাকে, তাহা হইলে, কামপ্রবৃত্তিহীন হয়।

এই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিলাম, এক্ষণে আর কি জানিতে ইচ্ছা কর বল।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে অঙ্গুলীসম্বন্ধে কতিপয় স্থূল বিষয় জানিলাম; এক্ষণে হস্তাঙ্গুলীর নখরসম্বন্ধে যদি কিছু বলিবার থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

২৫। গুরু। হস্তাঙ্গুলীর নখরসমূহের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বিস্তার অধিক হইলে জাতক তার্কিক, সূক্ষ্মজ্ঞানবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদিগের উপর আধিপত্য স্থাপনে ইচ্ছা করে এবং সংবাদ পত্রের সম্পাদক হয়। জাতকের এই নখসমূহ দন্তদ্বারা কর্ত্তন করার অভ্যাস থাকিলে, তাহার প্রকৃতি চঞ্চল ও স্বভাব উগ্র হয়; এই নখর সকল দীর্ঘ ও বক্র হইলে, জাতক নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত হয়; ক্ষুদ্র ও মলিন হইলে, মিথ্যাবাদি ও প্রবঞ্চক হয়, ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বিশ্বাসঘাতক হয়; অল্প প্রশস্ত কৃষ্ণবর্ণ ও বক্র হইলে নির্লজ্জ ও প্রবঞ্চক হয়; শ্বেতবর্ণ ও দীর্ঘ হইলে বিশুদ্ধস্বভাব হয়; পাৎলা হইলে শরীর দুর্ব্বল, ও ধূর্ত্তস্বভাব হয়; এবং এই নখর সকল গোল হইলে সুখাভিলাষী হয়।

শিষ্য। ভগবন! প্রায়ই নখরের উপর শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন সকল দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল চিহ্নের বিষয় কিছু বলিলে কৃতার্থ হই।

২৬। গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখরের উপর শ্বেত-চিহ্ন থাকিলে জাতকের ভালবাসায় প্রবৃত্তি জন্মে; কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্যায় ভালবাসায় রত হয় বা কুপথগামী হয়। তর্জ্জনীর নখরের উপর শ্বেত-চিহ্ন থাকিলে, জাতকের অর্থলাভ হয় ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়। মধ্যমার নখরের উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে

অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে। অনামিকার নখরের উপর শ্বেতচিহ্ন থাকিলে, সম্মানপ্রাপ্তি ও অর্থলাভ হয় এবং কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন থাকিলে, নীচপ্রবৃত্তি ও অপযশোভাগী হয়। কনিষ্ঠার নখের উপর শ্বেতবর্ণ-চিহ্ন থাকিলে, বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মে এবং ব্যবসায়ে উন্নতি হয়; এবং এই চিহ্ন কৃষ্ণ বা হরিদ্রা-বর্ণ হইলে মৃত্যুকাল সন্নিকট বুঝায়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির বিষয় যতই আপনার নিকট শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার জ্ঞানপিপাসা বলবতী হইতেছে; এক্ষণে অঙ্গুলীর উপর লোম থাকিলে কি জানা যায়, সেই বিষয় অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন।

২৭। গুরু। বৎস! বলিতেছি শ্রবণ কর;—বৃদ্ধাঙ্গুলীর বা অপর অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বের উপর লোম থাকিলে, জাতক উগ্রস্বভাব ও চঞ্চলপ্রকৃতি হয়; কিন্তু পর্ব্ব সকল লোমশূন্য হইলে জাতক ভীরুস্বভাবসম্পন্ন হয়।

শিষ্য। অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

২৮। গুরু। ঐরূপ রেখা যে সকল অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে থাকে, সেই সেই অঙ্গুলীর স্বকীয় গুণের হ্রাস করে।

শিষ্য। ঐ সকল রেখা বক্র হইলে কি হয়?

২৯। গুরু। জাতকের প্রত্যেক অঙ্গুলী সম্বন্ধে বিপরীত ফল ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। একটী গভীর রেখা বক্রভাবে প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

৩০। গুরু। জাতক মায়াবাদী হয়।

শিষ্য। একটী সবল রেখা প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের উপর থাকিলে কি হয়?

৩১। গুরু। জাতকের মায়াবাদিত্ব বিচার ও কাল্পনিক ভাবের সারত্ব বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। একটী সবলরেখা দ্বিতীয় তৃতীয় পর্ব্বকে সংযুক্ত করিলে কি হয়?

৩২। গুরু। জাতক পার্থিব কার্য্যসমূহ জ্ঞানপূর্ব্বক ও বিবেচনার সহিত সম্পন্ন করে।

শিষ্য। সমস্ত অঙ্গুলীর প্রত্যেক পর্ব্বে এক-একটী ক্ষুদ্র সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

৩৩। গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা কোনও অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব হইতে তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

৩৪। গুরু। যে অঙ্গুলীর উপর থাকে, তাহার গুণ দৃঢ় ও বর্দ্ধিত করে।

শিষ্য। কোনও অঙ্গুলীর উপর বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

৩৫। গুরু। সেই অঙ্গুলীর নির্দ্দিষ্ট গুণের প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

শিষ্য। অঙ্গুলীর উপর সাধারণ চিহ্নসম্বন্ধে বলিলেন, এক্ষণে এক একটী অঙ্গুলীর বিশিষ্ট চিহ্ন সকলের বিষয় বলিলে, উপকৃত হই।

৩৬। গুরু। এক একটী অঙ্গুলীসম্বন্ধে যথাজ্ঞান প্রশ্ন কর, উত্তর দিতেছি।

তর্জ্জনী বা প্রথমাঙ্গুলী।

শিষ্য। কোন একটী সরল রেখা তর্জ্জনীর নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করত, দ্বিতীয় পর্ব্বে গতশেষ হইলে কি হয়?

৩৭। গুরু। জাতক গাঢ়চিন্তাযুক্ত ও বিবেচক হইয়া, থাকে; কিন্তু, প্রগল্‌ভও হয়।

শিষ্য। এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

৩৮। গুরু। জাতক অপরের ধন পাইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

৩৯। গুরু। জাতক মিথ্যাবাদী ও হিংসক হয়।

শিষ্য। ইহার প্রথম পর্ব্ব (হস্ততলের দিকে) একটী রেখা দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকিলে, কি হয়?

৪০। গুরু। জাতক দুর্ব্বলশরীর হয় ও মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বে দুইটী ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয়?

৪১। গুরু। জাতকের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন (Star) থাকিলে কি হয়?

৪২। গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৪৩। গুরু। জাতক সাহসী ও দুর্দ্দান্তপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্নের সহিত অপর একটী রেখা মিলিত থাকিলে কি হয়?

৪৪। গুরু। জাতক নম্র প্রকৃতি হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৪৫। গুরু। জাতকের ব্যভিচার-দোষ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

৪৬। গুরু। জাতক নির্ব্বোধ এবং তজ্জন্য সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মধ্যমা বা দ্বিতীয়াঙ্গুলী।

শিষ্য। যদি একটী সরল রেখা মধ্যমার নিম্নদেশ বা শনির স্থান হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যায়, তবে কি হয়?

৪৭। গুরু। জাতক যুদ্ধে জয়লাভ করে ও সমৃদ্ধিশালী হয়।

শিষ্য। এইরূপ একটী বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

৪৮। গুরু। জাতকের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয়।

শিষ্য। শনির স্থান হইতে বহু রেখা উঠিয়া, মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

৪৯। গুরু। জাতক নিষ্ঠুর হয় ও মনঃকষ্টে দিনপাত করে।

শিষ্য। কতকগুলি সরল-রেখা মধ্যমার তৃতীয়পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

৫০। গুরু। জাতক খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। বহু সরল-রেখা কেবল প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

৫১। গুরু। জাতক অর্থলোলুপ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বহুরেখা তৃতীয় পর্ব্বে বক্রভাবে থাকিলে কি হয়?

৫২। গুরু। জাতক অত্যন্ত দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে ত্রিভুজ চিহ্ন (Triangle) থাকিলে কি হয়?

৫৩। গুরু। জাতক অসচ্চরিত্র ও দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয়?

৫৪। গুরু। ইহা কেবল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের হস্তেই দেখা যায়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে তারকাচিহ্ন (Star) থাকিলে কি হয়?

৫৫। গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। মধ্যমার পার্শ্বদেশে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

৫৬। গুরু। জাতক অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে।

অনামিকা বা তৃতীয়াঙ্গুলী।

শিষ্য। একটী সরল রেখা অনামিকার তৃতীয পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয ?

৫৭। গুরু। জাতক সবিশেস সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বহুরেখা এই অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

৫৮। গুরু। জাতকের অর্থনাশ হয় ; বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদ্বারাই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে।

শিষ্য। কতকগুলি সরল রেখা কেবল তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয় ?

৫৯। গুরু। জাতক বিজ্ঞ ও সুখী হয়।

শিষ্য। বহু সরলরেখার মধ্যে একটী তৃতীয়পর্ব্বের পার্শ্বদেশে যাইলে কি হয় ?

৬০। গুরু। জাতকের গৌরবলাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বস্থ রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয় ?

৬১। গুরু। জাতক অহঙ্কার ও বাক্পটুতাদ্বারা অর্থলাভ করে।

শিষ্য। একটী রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয় ?

৬২। গুরু। জাতক সচ্চরিত্রতা ও নিপুণতাদ্বারা সৌভাগ্যলাভ করে।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয় ?

৬৩। গুরু। জাতক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও, তাহা হইতে উদ্ধার পায়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

৬৪। গুরু। জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয় ?

৬৫। গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপব্যয়ী হয়।

কনিষ্ঠা বা চতুর্থাঙ্গুলী।

শিষ্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনে তৎপর ও উন্নতমনাঃ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তিনটী সরল রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কাল্পনিক বা "আকাশকুসুম" (Chimœrical) বিষয়ের অনুসন্ধানে রত থাকে।

শিষ্য। ইহার প্রথম পর্ব্বে একটী মোটা সরল রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দরিদ্র হয় ও তাহার কখন বিবাহ হয় না।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বে দুই বা তিনটী সরল রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী হইয়া থাকে।

শিষ্য। দ্বিতীয় পর্ব্বের রেখাগুলি স্থূল ও বিশৃঙ্খল হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বক্তৃতায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী রেখা বিশৃঙ্খলরূপে দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক আত্মরক্ষার নিমিত্ত চতুরতা প্রকাশ করে।

শিষ্য। একটী সরল রেখা বুধের স্থান হইতে উঠিয়া, তৃতীয় পর্ব্ব ভেদ করত দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিশেষরূপে সমৃদ্ধিশালী ও সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হয় ?

শিষ্য। একটী স্থূল রেখা ও ক্রুশ-চিহ্ন তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক চৌরপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মায়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়।

অঙ্গুষ্ঠ বা বৃদ্ধাঙ্গুলী।

শিষ্য। দুই বা তিনটী সরল রেখা অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের আরম্ভ হইতে তৃতীয় পর্ব্বের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। জাতকের হৃদয়ে ঐকান্তিক ভালবাসা থাকে এবং সে যথার্থ প্রেমিকা হয়।

শিষ্য। প্রথম পর্ব্বে বক্র রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ধনবান্ হয়।

শিষ্য। দুই বা তিনটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সর্ব্বজনপ্রিয় হয় এবং সকলে তাহাকে ভালবাসে।

শিষ্য। কোন স্ত্রীলোকের হস্তে অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। সেই স্ত্রীলোক অত্যন্ত ধনবতী হয়।

শিষ্য। একটি রেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম গাঁইট বেষ্টন করিয়া থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতকের ফাঁসী হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।

হস্ততল।

শিষ্য। প্রভো! আপনি দয়া করিয়া এ দাসকে পূর্ব্বকথিত বিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষা দিলেন। এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের হস্তে যদি কোন পার্থক্য থাকে, তবে সেই সম্বন্ধে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইলে কৃতার্থ হইব।

গুরু। কিরূপ জানিতে ইচ্ছা কর, বল।

শিষ্য। গুরুদেব! ইতিপূর্ব্বে আপনার শ্রীমুখ হইতে বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহগণের হস্তের মধ্যে স্থানে আছে শুনিয়াছি; এক্ষণে সে সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশ পাইতে চাই।

গুরু। করতলস্থিত তর্জ্জনীর মূলদেশসংলগ্ন স্থানকে বৃহস্পতির স্থান বলে, মধ্যমার মূলদেশসংলগ্ন স্থানকে শনির স্থান, অনামিকার সংলগ্ন স্থানকে রবির স্থান, এবং কনিষ্ঠার সংলগ্ন স্থানকে বুধের স্থান কহে। করতলে বৃদ্ধাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বস্থিত স্থানকে শুক্রের স্থান বলে। মঙ্গলের দুইটী স্থান আছে একটী করতলের পার্শ্বে বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থানের মধ্যে অবস্থিত এবং অপরটী করতলের অপর পার্শ্বে হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যে অবস্থিত। করতলের পার্শ্বস্থ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রায় মণিবন্ধ পর্য্যন্ত স্থানকে চন্দ্রের স্থান বলে। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যে অবস্থিত স্থানকে "হস্তচতুষ্কোণ" (Quadrangle) বলে—(একটী রেখা তর্জ্জনীর ও মধ্যমার মূলদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত টানিলে, এবং অপর একটী ঐরূপ অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে শিরোরেখা পর্য্যন্ত টানিলে, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার সহিত যে চতুষ্কোণ স্থান বেষ্টন করে, তাহাকে হস্তচতুষ্কোণ" বলে)। আয়ুরেখা, শিরোরেখা, ও হৃদয়রেখা এই তিনটি মিলিত হইয়া যে ত্রিকোণবিশিষ্ট ত্রিভুজ আকার স্থান বেষ্টন করে, তাহাকে হস্ত ত্রিভুজ কহে। হস্তের মণিবন্ধের উপর যে সকল রেখা থাকে, তাহাকে জীবন-বলয় বলে।

শিষ্য। ভগবন্! আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, স্বাস্থ্যরেখা, শিরোরেখা, হৃদয় রেখা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শুনিতে ইচ্ছা হয়।

গুরু। যে রেখা অধিক সময় মণিবন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্রের স্থানকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাকে আয়ুরেখা কহে। যে রেখা আয়ু-রেখার করতলস্থ প্রান্ত (বৃহস্পতির স্থানের সন্নিকট) হইতে আরম্ভ করিয়া, কর তলের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত অবস্থিত, তাহাকে শিরোরেখা কহে। যে রেখা বুধের স্থান ও করতলের অপর পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া রবিক্ষেত্র পার হইয়া শনি ও বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহাকে হৃদয়রেখা কহে। যে রেখা মণিবন্ধ বা চন্দ্রের স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে ভাগ্যরেখা কহে। যে রেখা মণিবন্ধ বা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া মঙ্গল বা বুধের স্থান পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হয়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে এবং এই স্বাস্থ্যরেখার অপর একটী সমান্তরাল রেখাকে প্রবৃত্তি রেখা (Via Lasciva) কহে। রেখা সমূহ ও গ্রহগণের স্থান স্থূলভাবে বলিলাম। (চিত্র ১)

শিষ্য। প্রভো! আমার প্রতি আপনার চিরদিন যেরূপ কৃপাদৃষ্টি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টির বিষয় আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। অনুমতি হয় ত নিবেদন করি।

গুরু। বৎস! তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি যে, তোমার মতন সদ্‌গুণবিশিষ্ট শিষ্যকে আমার কিছুই অদেয় নাই; অতএব তোমার যাহা ইচ্ছা অকুতোভয়ে প্রকাশ কর।

শিষ্য। ভগবন্! সকল করতলের বর্ণ সমান দেখা যায় না,—প্রায়ই ভিন্ন; সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইলে সুখী হইব।

গুরু। হস্ততল রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রস্বভাব, হরিদ্রা বর্ণ হইলে পিত্তা-ধিক্যবিশিষ্ট ও ক্রুদ্ধস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কফাধিক্যসম্পন্ন ও বিষমস্বভাব, গোলাপী হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরায়ণ হয়।

শিষ্য। প্রভো! রেখাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন।

গুরু। রেখাসমূহ রক্তবর্ণের হইলে জাতক উগ্রস্বভাব আমোদপ্রিয়, সদালাপী ও বিশ্বাসী হয়। হরিদ্রাবর্ণ হইলে, পিত্তাধিক্যসম্পন্ন, ক্রুদ্ধস্বভাব, কার্য্যতৎপর, উচ্চাভিলাষী, চতুর, প্রতিহিংসাপ্রিয় ও অহঙ্কারী হয়। রক্তবর্ণের মধ্যে কাল বর্ণের আভা থাকিলে, প্রতিহিংসাযুক্ত, গম্ভীর, শঠ এবং

ক্রোধী হয়। পাণ্ডু আভাযুক্ত হইলে কফাধিক্যবিশিষ্ট স্ত্রীস্বভাবাপন্ন সাময়িক দাতা এবং উৎসাহী হয়; আর অল্প ক্রোধ হইলে সহজেই তাহার নিবৃত্তি হয়।

গুরু শিষ্য। গুরুদেব! বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক উচ্চ হইলে, জাতক উচ্চাভিলাষী, যশঃ-প্রার্থী, ধর্ম্মসম্বন্ধে উন্মত্ত, আমোদপ্রিয়, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক ও কল্পনাপ্রিয় হয়। আর ঐ স্থান অধিক উচ্চ হইলে জাতক অহঙ্কারী, লোকের উপর প্রভুত্বস্থাপনে অভিলাষী, আত্মশ্লাঘাপ্রিয়, অশাস্ত্রীয় উপাসনাকারী হয়। যদি বৃহস্পতির ও রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও ধনবান্ হয়; এবং ইহার সহিত যদি বুধের স্থান উচ্চ থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ও ন্যায়শাস্ত্রবিৎ হয় এবং কবিতা-রচনা করিতে সক্ষম হয়। আর এই সমস্ত স্থান উচ্চ হইলে, চিকিৎসা-শাস্ত্র-বিশারদ হয়; এবং এই সকল স্থানের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ হয়। বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে জাতক মানী, ন্যায়পর, ও শান্তপ্রকৃতি হয়। শুক্রের স্থান বৃহস্পতির সহিত উচ্চ হইলে সামাজিক, সরল, আমোদপ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ ও হৃদয়বান্ হয়।

শিষ্য। প্রভো! বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে জাতক অধার্ম্মিক, স্বার্থপর, অলস, সম্ভ্রমহীন ও নীচপ্রবৃত্তির লোক হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানের উপর এক বা বহু রেখা থাকিলে তাহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। একটী রেখা থাকিলে, সকল কর্ম্মে সফলতা লাভ করে ও ইষ্ট সিদ্ধ হয়; এবং বহুরেখা থাকিলে, বড় হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু সফল-মনোরথ হয় না।

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানের উপর ক্রুশ (Cross) চিহ্ন থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। এই চিহ্ন সূক্ষ্মভাবে থাকিলে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; এবং এই চিহ্ন স্থূল হইলে সুখকর বিবাহ বা উত্তম স্ত্রীলাভ হয়। (চিত্র ২)

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন (star) থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চতর এবং সৌভাগ্য-শালী বংশে বিবাহ করে।

শিষ্য। এই স্থানে সামান্য স্পট (spot) চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। মান সম্ভ্রম ও অর্থহানি হয়।

শিষ্য। এই স্থানে চতুষ্কোণ (square) চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। আধিপত্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। (চিত্র ২)

শিষ্য। বৃহস্পতির স্থানে যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক সামাজিক নিগ্রহে বিশেষ কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক রাজদূত বা ঘটক হয়। (চিত্র ২)।

শিষ্য। এই স্থানে জাল চিহ্ন (grille) থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক কুসংস্কারবিশিষ্ট, স্বার্থপর, ও অহঙ্কারী হয়, এবং একাধিপত্যস্থাপনে ইচ্ছা করে। (চিত্র ২)

শিষ্য। প্রভো! বৃহস্পতির স্থানে আরও একটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে আমার জিজ্ঞাস্য আছে। এই স্থানের বহু রেখাকে একটী রেখা কর্ত্তিত করিতে দেখা যায়, তাহাতে কি ফল হয়?

গুরু। পুরুষের এই চিহ্ন থাকিলে লম্পট হয় ও স্ত্রীলোকে অসতী হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতির দশায় জন্ম হইলে কিরূপ হয়?

গুরু। এই দশায় জন্ম হইলে, বলিষ্ঠ, বর্ণ গোলাপী, চক্ষু আয়ত ও নীলবর্ণ, চুল কটা ও কুঞ্চিত (কিন্তু যৌবনে ঘন), দন্ত সাদা ও বৃহৎ, মুখশ্রী সুন্দর, চিবুক সুন্দর (ইহার মধ্যে একটী গর্ত্তের ন্যায় থাকে); শ্রবণশক্তি সূক্ষ্ম, স্বর মিষ্ট হয়, এবং উত্তম আহার-বিহার করিতে ইচ্ছা করে। এই সম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর; যাহাদের বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, তাহাদের আত্মবিশ্বাস অধিক হয়: তাহাদের অঙ্গুলী চৌক (square) ও তৃতীয় পর্ব্ব স্থূল হয়; তাহাদের হস্ত অধিক নরম বা অধিক কঠিন হয় না: এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব লম্বা হয়।

শিষ্য। বৃহস্পতি কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে?

গুরু। বৃহস্পতি শরীরের মধ্যে ফুস্ ফুস, রক্ত, এবং অন্ত্রের (Intes-tine) উপর আধিপত্য করে এবং এই কারণেই পক্ষাঘাত, হঠাৎ জ্বর,

রক্তাধিক্যের পীড়া হয় এবং জাতক অশ্ব এবং অশ্বযান হইতে পতিত হয়। ইহাদের স্বভাব উগ্র হয় এবং ইহাদের হস্তলিপি বড় ও পরিষ্কৃত হয়।

শনি শিষ্য। শনির স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক মৌনাবলম্বী, নির্জ্জনবাসী, ভীরু, বলবান্ কালোয়াৎ বা উচ্চসঙ্গীত-প্রিয় হয় এবং কৃষিকার্য্যে রত থাকে। ইহারা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং আত্মাভিমানী হয়।

শিষ্য। শনিব স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। এই স্থান নিম্ন হইলে, জাতক দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট ও নীচপ্রবৃত্তির লোক হয়। ইহারা আত্মহত্যা করিবার অভিলাষ করে এবং ইহারা নিরামিষভোজী হয়। কিন্তু ইহার সহিত ভাগ্য-রেখা বলবতী হইলে, এই সমস্ত ঘটনার হ্রস্বতা দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। এই শনির স্থানের উচ্চতার সহিত অপরাপর কি কি স্থান উচ্চ হইতে পারে এবং তাহাদের ফলাফল কিরূপ হয়?

গুরু। যদি শনির স্থানের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক ভদ্র ও ধৈর্য্যশালী হয়, কিন্তু বিষণ্ণ ও মূর্চ্ছাগতবায়ুগ্রস্ত হয়; এবং এই শনি বৃহস্পতির উচ্চতার সহিত বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক প্রাচীন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে যত্নবান্ হয় এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু যদি শনি ও বুধের স্থান কেবল উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অধার্ম্মিক, জালিয়াৎ, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট, প্রতিহিংসাপরায়ণ চৌর ও সন্তানের প্রতি স্নেহশূন্য হয়। যদি শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হয়, তবে জাতক অত্যাচারী, বদমাইস, মিথ্যা প্রভুত্বস্থাপনে নিযুক্ত, নির্লজ্জ ও মনুষ্যদ্বেষী হয়। শুক্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক সত্য ও গুহ্য বিদ্যা অনুসন্ধানে রত থাকে, আত্মসংযমী ও সন্দিগ্ধমনাঃ হয় এবং জাঁক্‌জমক প্রকাশে নিযুক্ত থাকে; কিন্তু ইহার মধ্যে যদি শনির স্থান প্রবল হয়, তাহা হইলে জাতক অহঙ্কারী, হিংসক ও লম্পট হয়। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক কুৎসিত হয় এবং অন্তর্দ্দৃষ্টির দ্বারা গুহ্য ধর্ম্মের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। শনির উপব বহুরেখা থাকিলেই কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। শনি স্থানে একটী রেখা থাকিলে ভাগ্যবান্ ও বহুরেখা থাকিলে হতভাগ্য হয়। কিন্তু যদি একটী সিঁড়ী বা মইএর ন্যায় চিহ্ন থাকে,

এবং ঐ চিহ্ন বৃহস্পতির অভিমুখে যায়, তাহা হইলে সৌভাগ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। একটি সরল রেখা যদি হৃদয়রেখা হইতে উঠিয়া, শনির স্থানে যায়, তাহা হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। এইরূপরেখা থাকিলে, জাতকের বিশেষ অর্থকষ্ট হয় ; কিন্তু এই রেখা পরিষ্কৃত ও স্পষ্ট হইলে, জাতক সেই সকল কষ্ট সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। এই শনির স্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক দুর্ঘটনা, বজ্রপাত, সর্পাঘাত ইত্যাদি দ্বারা হত হয়।

শিষ্য। এইরূপ চিহ্ন চতুষ্কোণ-চিহ্ন দ্বারা বেষ্টিত হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক ঐরূপ বিপদের সময় পলাইয়া রক্ষা পাইতে পারে।

শিষ্য। যদি শনির স্থানের উপর একটি চতুষ্কোণের কোণে লাল দাগ থাকে, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক অগ্নিসম্বন্ধীয় বিপদে পতিত হয় ; হইয়াও রক্ষা পায়।

শিষ্য। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। শনি স্থানে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে, জাতক ভৌতিক ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করে ; কিন্তু যদি মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে, জাতকের অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। এই শনি স্থানে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক ভৌতিক বিদ্যা বা ধর্ম্মের অপব্যবহার করে এবং পাগ্‌লামীও করিয়া থাকে।

শিষ্য। আর জালচিহ্ন (Grille) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক অর্থকষ্ট পায় ও দুর্ভাগ্য হয়।

শিষ্য। শনির দশায় জন্ম, হইলে জাতক কি প্রকার ফলভোগ করে ?

গুরু। এই দশায় যাহার জন্ম সে কৃশ, বা রোগী, পিঙ্গল বর্ণ হয় এবং ইহার শরীর মধ্যাকার : চক্ষু ক্ষুদ্র ও কৃষ্ণবর্ণ নাসিকা দীর্ঘ চুল কাল ও

সোজা (শূকরের কুঁচির মত), স্কন্ধ বিস্তৃত হয়। এই ব্যক্তি একগুঁয়ে, ভীরু, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং ধৈর্য্যাবলম্বী হয়।

শনি, অস্থি, গ্রন্থি, প্লীহা এবং মেরুদণ্ডের উপর আধিপত্য করে। শনির দশায় জন্মিলে, জাতক মৃগীরোগ, পক্ষাঘাত, ক্ষতঘা, ও বিশেষ প্রকারে পতিত হইলে যে সমস্ত বিপদ্ উপস্থিত হয়, এই সমস্তই ভোগ করে। শনি যাহার অধিক প্রবল হয়, তাহার দন্তপংক্তি দুর্ব্বল হইয়া শীঘ্র পতিত হইয়া যায়।

শনির দশায় জন্মিলে, জাতকের হাত লম্বা এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চওড়া হয় এবং জাতক দুঃখী হয়।

শিষ্য। এক্ষণে রবির স্থান সম্বন্ধে কিছু বলুন। **রবি**

গুরু। রবির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্র বিদ্যায় পারদর্শী হয়। নূতন বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়। অপরের অনুকরণ করিতে সক্ষম হয়। সে ব্যক্তি চঞ্চলপ্রকৃতি ও প্রকৃত বন্ধুত্ব করণে অক্ষম হইলেও, দয়ালু ও উদারস্বভাব হয়, তাহার মন সুন্দর বস্তুতে সহজেই আকৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে ভালবাসে না, বরং এই ভালবাসাকে প্রকৃত অবস্থায় পরিণত করে। রবি ও বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে, জাতক সদ্বিবেচক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তীক্ষ্নদৃষ্টি, শাস্ত্রানুশীলনে রত এবং বক্তৃতা ও রচনায় শক্তিসম্পন্ন হয়। রবি ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সুবুদ্ধি, কল্পনাপ্রিয়, চিন্তাযুক্ত ও সরলহৃদয় হয়। রবি ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের স্বভাব শান্ত ও সুশীল এবং অন্য সকলকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। রবির স্থান অধিক উচ্চ হইলে, জাতক অর্থাভিলাষী অপব্যয়ী, বিলাসী (খোস্‌পোষাকী), হিংসক, অবিবেচক, চঞ্চল এবং কুতার্কিক হয়; তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা থাকে এবং সে কুচিন্তায় রত থাকে। তাহার হস্ত কোমল নখের অগ্রভাগ চওড়া, অঙ্গুলী বাঁকা, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়।

শিষ্য। রবির স্থান নিম্ন হইলে কিরূপ হয়?

গুরু। জাতক অলস হয় এবং জ্ঞানোপার্জ্জনে বিরত থাকে।

শিষ্য। রবির স্থানের উপর ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন থাকিলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, তাহা বলিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। এই রবির স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক অর্থলাভ করিয়া বা বড়লোক হইয়াও মানসিক সুখে বঞ্চিত থাকে, ও বহুকষ্টে খ্যাত-নামা হয়। কিন্তু এই রবির স্থান বলবান্ হইলে, তাহার পরিশ্রম ও গুণের জন্য খ্যাতিলাভ হয় এবং এই তারকা-চিহ্নের সহিত যদি রবির স্থানে অনেক রেখা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, সে ধনী হয়।

শিষ্য। তথায় জাল-চিহ্ন (Grille) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অল্পবুদ্ধি (অহম্মুখ), গর্ব্বিতা এবং যশোভিলাষী হয়।

শিষ্য। রবির স্থানের উপর ক্রুশ চিহ্ন (Cross) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। শিল্পচর্চ্চা করিবার ক্ষমতা থাকে না; কিন্তু ঐ সঙ্গে আর একটী সরল রেখা থাকিলে অর্থাগম হয়।

শিষ্য। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এক্ষণে রবির দশায় জন্ম হইলে জাতক কিরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তৎ-সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ বলুন।

গুরু। এই দশায় জন্মিলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, যশস্বী হয় এবং শিল্পকার্য্যে পারদর্শী হয়।

আর এই রবির স্থান উচ্চ হইলে, অর্থলোভী, অহঙ্কারী ও আত্মপক্ষ-সমর্থনকারী হয়। সে ব্যক্তি, সুন্দর, মধ্যাকার, রক্তবর্ণ এবং তাহার গণ্ডদেশ লালবর্ণ হয়। তাহার কেশ পাতলা, লম্বা ও কটা হয়। চক্ষু বড় ও উজ্জ্বল হয় মুখ মধ্যাকার; ওষ্ঠাধর সমভাবে মোটা, চিবুক গোল এবং অল্প বড় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠন হয়। তাহার করতলের ও অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য সমান হয় এবং অঙ্গুলী গুলি চৌক হয়। রবি হৃদয়, চক্ষু ইত্যাদির উপর আধিপত্য করে। এই দশায় চক্ষুর্জ্জ্যোতির ন্যূনতা, শিরঃপীড়া, হৃদ্রোগ প্রভৃতি হয়।

শিষ্য। এই রবির স্থানের বিষয় শুনিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে যে, ঈশ্বর সূর্য্যকে মনুষ্যের পার্থিব উন্নতির জন্যও সৃষ্টি করিয়াছেন। দয়া করিয়া এক্ষ বুধের স্থান উচ্চ হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়, বলুন। বুধ

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক শাস্ত্রজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, সাহসী, বক্তৃতা করিতে সক্ষম, ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, নূতন বিষয়ের আবিষ্কারক, চঞ্চল

ভ্রমণকারী, গুহ্যধর্ম্মানুসন্ধায়ী হয়। এতদ্ব্যতীত বালকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ভালবাসে ও অল্প বয়সে বিবাহ করে।

শিষ্য। বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, রসিকতাপ্রিয়, কপট ও মূর্খ হয়।

শিষ্য। উক্ত স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত ও মূর্খ হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উচ্চতার সহিত যদি অঙ্গুলী সকল সূচ্যগ্র হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে।

শিষ্য। এই স্থানের উচ্চতার সহিত অঙ্গুলীগুলি চৌক হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক তর্কের সহিত বক্তৃতা করিতে পারে।

শিষ্য। এই বুধের স্থানে একটি সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অতিশয় ভাগ্যবান্ হয়।

শিষ্য। একটি সরল রেখা যবচিহ্নসংযুক্ত হইয়া, এই স্থান হইতে রবি স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। বিনা কারণে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উপর বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শাস্ত্রানুশীলনে রত থাকে।

শিষ্য। বহুরেখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দাতা হয়।

শিষ্য। এইরূপ বহুরেখা সত্ত্বেও বুধের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করে। এবং কখন কখন এই চিকিৎসাশাস্ত্রের দ্বারাই বাতুলতা প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এইরূপ চিহ্ন স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে তাহার কোন চিকিৎসক বা শাস্ত্রজ্ঞের সহিত বিবাহ হয়।

শিষ্য। বুধের স্থানের উপর রেখা সকল অধিক স্থূল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বৃথা বাক্যব্যয়ী হয়।

শিষ্য। বুধের স্থান রবির স্থানের দিকে বা হস্ত পার্শ্বে হেলিয়া থাকিলে কি হয়?

গুরু। রবির অভিমুখে যাইলে ভাগ্যরেখাকে বলবতী করে, ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রে বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু হস্তপার্শ্বের অভিমুখীন হইলে ব্যবসায় ও শিল্পকার্য্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

শিষ্য। এই বুধের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্নে জাতক প্রতারক ও চৌর হয়।

শিষ্য। ত্রিভুজচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। রাজনৈতিক বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। এই বুধের স্থানের উপর ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রতারক ও চৌর হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রবঞ্চক ও চৌর হয়।

শিষ্য। প্রভু! এ পর্য্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল যে, লোক সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে অসৎ বা সৎ হয়, কিন্তু ক্রমে যতই আপনার কৃপায় ঈশ্বরের সৃষ্টির নিয়মাবলীর বিষয় শ্রবণ করিতেছি, ততই বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে অসৎ বা সৎ হইতে পারে না; বরং তাহাদের প্রাক্তনকর্ম্মসম্ভূত ফলসমূহ বর্ত্তমান জীবনে ভোগ করিবার নিমিত্ত জন্মকালীন একবারে নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। গুরুদেব! এক্ষণে বুধের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ অবস্থা হয় তৎ সম্বন্ধে উপদেশ করিলে এ দাস কৃতার্থ হয়।

গুরু। বুধের দশায় জন্মিলে, জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়—সকল বিষয় বুঝিতে পারে। শাস্ত্রবিদ্যা (অধিক সময়ে চিকিৎসাশাস্ত্র) ভালবাসে, এবং কার্য্য-তৎপর হয়। জাতকের আকার খর্ব্ব এবং শরীরের গঠন সুন্দর হয় এবং যৌবনকালে আরও সুন্দর দেখায়। উচ্চ কপাল, চঞ্চলচক্ষু, লম্বা ও সূচালু-চিবুক এবং ক্ষাণ স্বর হইয়া থাকে। হস্ত প্রায়ই দীর্ঘ হয়, অঙ্গুলীর গঠন মিশ্র বলিয়া বোধ হয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী সমান উচ্চ ও সূচালু হয়।

শিষ্য। বুধ শরীরের কোন্ কোন্ অংশে আধিপত্য করে?

গুরু। মস্তক ও জিহ্বা।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি পীড়া হইবার সম্ভাবনা ?

গুরু। বাতুলতা, শ্লেষ্মাঘটিত ও পিত্তঘটিত রোগ সকল উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। এক্ষণে মঙ্গলের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলুন। **মঙ্গল**

গুরু। মঙ্গলের স্থান দুইটী—একটী বুধের স্থানের নিম্নে এবং অপরটী বৃহস্পতির স্থানের নিম্নে—এ বিষয় তোমাকে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব তুমি তোমার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুযায়িক যেরূপ সহজ ভাবে প্রশ্ন করিতেছিলে, এক্ষণে সেইরূপ প্রশ্ন করিলে আমি ও প্রকৃত উত্তর দিব।

শিষ্য। বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানটী উচ্চ হইলে, জাতক কিরূপ অবস্থাপন্ন হয় ?

গুরু। জাতক সাহসী, প্রত্যুৎপন্নমতি, ও যুদ্ধাভিলাষী হয়।

শিষ্য। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, কিরূপ হয় ?

গুরু। জাতক ধীরপ্রকৃতি হইয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে ; এবং অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে চেষ্টা পায়।

শিষ্য। কিন্তু যদি মঙ্গলের উভয় স্থান সমান উচ্চ হয়, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক উগ্রস্বভাব, অবিচারী, নিষ্ঠুর, শোণিত-লোলুপ (শোণিতপাত, শোণিতদর্শন ইত্যাদি বিষয় ভালবাসে), কামাতুর হয় এবং তাহার বাক্য অত্যুক্তিপূর্ণ হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান নিম্ন হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভীরু ও বালস্বভাব হয়।

শিষ্য। যদি মঙ্গলের উভয় স্থান এবং রবির স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক সহিষ্ণুতা-গুণবিশিষ্ট হয়, বিজ্ঞানশাস্ত্রে পারদর্শী এবং সত্যানুসন্ধানে পটু হয়।

শিষ্য। যদি মঙ্গলের দুইটী স্থান ও চন্দ্রের স্থান সমান উচ্চ হয়, তবে কিরূপ হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক নৌকাচালনবিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান এবং বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক তার্কিক ও রসিকতাপ্রিয় হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের উভয় স্থান এবং শনির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মনুষ্যদ্বেষী, নির্লজ্জ, অধার্ম্মিক ও হতভাগ্য হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়।

শিষ্য। ঐ স্থান অতি নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্থাবর সম্পত্তিবিহীন হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থানের উপর তিল-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। দুই হস্তেই বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে তিল-চিহ্ন থাকিলে মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ঐ চিহ্ন এক হস্তে থাকিলে, কিয়ংপরিমাণে রক্ষা পায়। আর যদি ঐরূপ তিল-চিহ্ন বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানের উপর থাকে, তাহা হইলে পৈতৃক সম্পত্তির ঐরূপ অবস্থা হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্ন থাকিলে জাতক হত্যা করিবার উদ্যম করে।

শিষ্য। ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। যুদ্ধবিদ্যায় পারগ হয়।

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। নিজে অতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার (একগুঁয়েমীর) জন্য কলহ উপস্থিত করিয়া বিপদে পতিত হয়।

শিষ্য। জাল চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। ঐ চিহ্ন থাকিলে কোনরূপ বিপদে পতিত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হয়, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের দশায় জন্মিলে জাতক কিরূপ ফলভোগ করে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন।

গুরু। এই দশায় জন্মিলে জাতক সাহসী, বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বী, আত্মরক্ষক ও সকল কর্ম্মে উদ্যোগী হয়। জাতক মধ্যাকারগঠন, বলবান্ আয়তচক্ষুঃ-(চক্ষু প্রায়ই রক্তবর্ণ) থাকে এবং লালবর্ণ হয়। জাতকের নাসিকা বংশীর মত চিবুক দীর্ঘ, গলা মোটা ও ছোট এবং স্কন্ধদেশ প্রশস্ত হয়। করতল শক্ত ও সকল অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব মোটা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়।

শিষ্য। মঙ্গল শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে?

গুরু। শোণিত ও গ্রীবার উপর আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি রোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা?

গুরু। গলাফোলা, বসন্ত, এবং শস্ত্র ও ভূমি হইতে শারীরিক বিপদ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আপনার নিকট মঙ্গলের স্থানের বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, মঙ্গল সকল বিষয়েই অমঙ্গল ঘটায়। যাহা হউক, এক্ষণে চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে কি হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। জাতক চিন্তাযুক্ত, বিষণ্ণ, পবিত্র বৃথাকল্পনাপ্রিয় হয়; আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। এইরূপ প্রকৃতির লোক অলস, অহংতত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ও অস্থির চিত্ত হয়, এবং কোন এক বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে করিতে এরূপভাবে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম হইয়া যায় যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ও স্বপ্নযোগে দেখিতে পায়। এই ব্যক্তি চঞ্চলস্বভাববশতঃ জলভ্রমণে রত থাকে; এবং ধর্ম্মানুশীলন অপেক্ষা ঈশ্বরের লীলানুসন্ধানে অধিক আমোদ বোধ করিয়া, তাহাতেই নিযুক্ত থাকে। এই ব্যক্তি এত কল্পনাপ্রিয় হয় যে, শিল্প এবং সাহিত্যেও কল্পনার ভাব আনিয়া ফেলে। এই ব্যক্তি এইরূপ বিবাহ করে যে, এই ব্যাপার আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধবের অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়; যেমন—আপনার জাতীয় বয়ঃস্থা বা বিধবা কন্যা বিবাহ।

চন্দ্র শিষ্য। চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত স্থূল ও উচ্চ দেখা যায়; ইহার ফল কিরূপ হয়?

গুরু। এইরূপ হইলে আভ্যন্তরিক নাড়ীর রোগ উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগ অত্যন্ত উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক, পিত্ত, বাত, শ্লেষ্মজনিত রোগে আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যদি চন্দ্রের স্থানের উপর আইসে এবং মঙ্গলের স্থানের নিম্নে থাকে; রবির স্থানে জাল-চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে, এই কয়টীর সমষ্টি কিরূপ ফলপ্রদান করে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। জাতক লম্পট, পরনিন্দাকারী, কদাচারী, ভীরু ও উদ্ধতস্বভাব হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উচ্চতার সহিত করতল কঠিন ও অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা হইলে কি হয়?

গুরু। কৌশলপ্রিয় (মতলববাজ), চঞ্চলমতি (খামখেয়ালী), উগ্র-প্রকৃতি, অসন্তুষ্ট, পৌত্তলিকধর্ম্মোন্মত্ত, শিরঃপীড়াগ্রস্ত, আত্মাভিমানী ও গভীবচিন্তাশীল হয়।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান অধিক উচ্চ হইয়া, বিস্তৃত হওত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত আসিয়া কোণাকৃতি হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক চিন্তাযুক্ত হয় এবং ত্যাগ স্বীকার করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান স্ফীত না হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক চিন্তা কবিতে অক্ষম হয় ও মনের স্থিরতা রাখিতে পারে না।

শিষ্য। চন্দ্র ও বুধের স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক আমোদরত ও কল্পনাপ্রিয় হয়।

শিষ্য। চন্দ্র ও শনির স্থান সমান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সর্ব্বদা মলিন বস্ত্র পরিধান করে। ভীরু এবং অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত হয়।

শিষ্য। অন্য সকল গ্রহের স্থান নিম্ন; কিন্তু চন্দ্রের স্থান কেবল উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক চিন্তা ও কল্পনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থান উচ্চ বা স্ফীত, হস্তের চতুষ্কোণের নিম্নে ক্রুশ চিহ্ন-যুক্ত এবং ইহাদের সহিত অঙ্গুলীর গঠন সূচালু হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। জাতকের অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দর্শনশক্তি প্রবল হয়।

শিষ্য। চন্দ্রেব স্থানের উপর সরলরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বেই জানিতে পারে।

শিষ্য। এই স্থানে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকে, উপদেবতা হইতে ভয় পায় এবং ভবি-ষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে দেখিতে পায়।

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বাত-ব্যাধিগ্রস্ত ও মিথ্যাবাদী হয়; এই চিহ্ন অত্যন্ত বড় হইলে, নিজেকেই বঞ্চিত করে এবং ছোট হইলে ঐন্দ্রজালিক হয়।

শিষ্য। একটী সরল রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোপনস্বভাব (খিট্ খিটে) হয়।

শিষ্য। যদি একটী ধনুসদৃশ রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে যায় তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পায় এবং ভবিষ্যৎ বিষয় স্বপ্নে দেখে, ও এই সকল বিষয় প্রকাশ করিবারও ক্ষমতা পাইয়া থাকে।

শিষ্য। হস্ততলের নিম্ন হইতে একটী সরল রেখা চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণ হয়।

শিষ্য। এই স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু ইহার সহিত যদি চন্দ্রের স্থান উচ্চ থাকে এবং শিরোরেখা এই চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহা হইলে জাতক জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। যদি একটী সূক্ষ্ম রেখা এই তারকা-চিহ্নের সহিত আয়ুরেখাকে সংযুক্ত করে, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের মূর্চ্ছাগত-বায়ু-রোগ উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। এই স্থানে বহু সরল রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক সর্ব্বদা যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানের উপর কোণাকৃতি (Angel) চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া মরিয়া যায়।

শিষ্য। এই স্থানে অর্দ্ধবৃত্তচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহাতেও জলমগ্ন হওয়ায়, মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই স্থানে ত্রিভুজচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

শিষ্য। বিবাহ রেখা কোন্‌টীকে বলে ?

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতে আয়ুরেখা পর্য্যন্ত যে রেখা থাকে, তাহাকে বিবাহ-রেখা বলে। কিন্তু উক্ত রেখা ছিন্ন ভিন্ন হইলে, বিবাহে বা ভালবাসায় গোলযোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। অন্য কোন রেখাদ্বারা বিবাহের বিষয় বুঝা যায় কি না ?

গুরু। শুক্রের স্থানে বা বিবাহ-রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে বিবাহ বা ভালবাসা ভঙ্গ হয়। কিন্তু যদি উক্ত যবচিহ্ন হইতে একটী সরল রেখা উঠিয়া রবিস্থান স্পর্শ করে, তাহা হইলে বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং দাম্পত্য প্রেম সুদৃঢ় হয়। (চিত্র ৫। ১০—১০। ১১)

শিষ্য। তিনটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দানশীল ও সুখী হয় (চিত্র ৫। ৮)

শিষ্য। কোন স্থূলরেখা শুক্রেব স্থানে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখাভেদ করত, মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক হাঁপানিকাসী-রোগগ্রস্ত হয়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানের উপর তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িয়া কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন আয়ুরেখার সন্নিকটে থাকিলে, জাতক কোনরূপে বন্দী হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। শুক্রের স্থানের উপর ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রায় তৎপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এই শুক্রের স্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্নে জাতককে গোপনীয় বিপৎসঙ্কুল প্রেমে রত করায়। কিন্তু সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থানের উপরও যদি ক্রুশ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে উভয়েরই প্রেম সুখকর হয়।

শিষ্য। জালচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে জাতকের করতলে শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) থাকিলে এই স্বভাব দৃঢ় হয়।

শিষ্য। শুক্রের দশায় জন্মিলে কিরূপ ফলাফল হয়?

গুরু। জাতক শান্ত, ধীর, দয়ালু, ভালবাসিতে ইচ্ছুক, সঙ্গীত-বিদ্যা-পারদর্শী সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং শারীরিক সুখাভিলাষী হয়; এবং প্রায়ই তাহার স্বভাব স্ত্রীলোকের মত হয়। ইহার করতল শ্বেতবর্ণ, কোমল এবং দীর্ঘ হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলা প্রায়ই ক্ষুদ্র হয়।

শিষ্য। শুক্র শরীরের কোন্ কোন্ স্থানে আধিপত্য করে?

গুরু। শুক্র গ্রীবা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের উপর আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই দশায় জন্মিলে কি কি পীড়া উপস্থিত হয়?

গুরু। মূর্চ্ছাগতবায়ু এবং স্ত্রীসংসর্গ-জনিত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়। এই গ্রহ এবং চন্দ্র স্ত্রীলোকের উপর অধিক পরিমাণে আধিপত্য করে।

শিষ্য। এই স্থান চিহ্নশূন্য হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের মানসিক স্থিরতা, পবিত্রতা হয়; ও পার্থিব আসক্তি থাকে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রহস্থান পরিবর্ত্তন।

শিষ্য। গ্রহ-চিহ্ন-গুলি নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হইলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। তাহা হইলে নিজ নিজ গুণানুযায়ী ফলের বৃদ্ধি করে; যথা—বৃহস্পতি বৃহস্পতির স্থানে, শনি শনির স্থানে, রবি রবির স্থানে, বুধ বুধের স্থানে মঙ্গল মঙ্গলের স্থানে এবং শুক্র শুক্রের স্থানে থাকে।

শিষ্য। গ্রহ চিহ্নগুলি স্বকীয় স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে থাকিতে পারে কি না?

গুরু। তাহাও হইয়া থাকে, যথা—কখন কখনও চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে এবং বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির বা রবির স্থানে থাকিতেও দেখা যায়।

শিষ্য। চন্দ্রের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের আধ্যাত্মিক-শক্তি বিশেষ পরিমাণে থাকে।

শিষ্য। বুধের চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক কার্য্যনির্ব্বাহে সক্ষম হয় ও বাকচাতুর্য্যে সুখ্যাতিলাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। বুধের চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। দেব! পূর্ব্বে যে করতলস্থিত ত্রিভুজের উল্লেখমাত্র করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। কিরূপ ইচ্ছা কর বল।

কর-ত্রিভুজ।

শিষ্য। এই হস্তত্রিভুজের লক্ষণ কি?

গুরু। আয়ুরেখা, শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা বেষ্টিত স্থানকে করত্রিভুজ বলে।

শিষ্য। ইহার প্রথম বা উচ্চ কোণ কোন্‌টী?

গুরু। আয়ুরেখা এবং শিরোরেখা মিলিত হইয়া যে কোণ উৎপন্ন করে সেইটী ইহার প্রথম বা উচ্চ কোণ।

শিষ্য। ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কোন্‌টী?

গুরু। শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখায় মিলিত উৎপন্ন কোণকে ইহার দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ কহে।

শিষ্য। ইহার তৃতীয় বা নিম্ন কোণ কোন্‌টী?

গুরু। আয়ুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা উৎপন্ন কোণকে ইহার তৃতীয় বা নিম্ন কোণ বলে।

শিষ্য। যে ব্যক্তির হস্তে করত্রিভুজ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকে, অর্থাৎ—উহার তিনটী রেখাই যদি একটুও ভগ্ন না থাকে, তাহা হইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। জাতক সৌভাগ্যশালী, শরীরসম্বন্ধে বিশেষ সুস্থ, সাহসী ও দীর্ঘজীবী হয়।

শিষ্য। ইহার প্রথম কোণ স্পষ্ট ও অল্প প্রশস্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হৃদয় কোমল ও উন্নত হয়।

শিষ্য। এই প্রথম কোণ প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নির্ব্বোধ ও অভদ্র হয়।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত, অর্থাৎ—শনির স্থানের নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক ধনলোভী ও দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ—দ্বিতীয় অঙ্গুলীর নিম্ন হইতে আরব্ধ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক, ঈর্ষান্বিত, বিদ্বেষী ও ধূর্ত্ত হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয় বা মধ্য কোণ স্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দীর্ঘায়ুঃ ও মেধাবী হয়।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অপরের অনিষ্টকারী ও সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়।

শিষ্য। এই কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নির্ব্বোধ, অস্থির ও চঞ্চলচিত্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। তৃতীয় বা নিম্ন কোণ স্পষ্ট হইলে কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক সুস্থ শরীর ও সৎপ্রবৃত্তির লোক হয়।

শিষ্য। স্বাভাবতঃ এই কোণের বাহুযুগল অসংলগ্ন থাকে, কিন্তু যদি যুক্ত হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ব্বল ও অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। এই কোণে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মন্দস্বভাব, অলস ও কর্কশভাষী হয়।

শিষ্য। কোণ তিনটীর গুণাগুণ বুঝিলাম; কিন্তু ত্রিভুজের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন থাকিলে কিরূপ হয়?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত, নিষ্ঠুর ও কলহপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন শিরোরেখার ঠিক নিম্নভাগে এই রেখার সহিত মিলিত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিবেচনা প্রযুক্ত আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্ন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ক্ষমতাশালী, কৃতকর্ম্মা ও সুস্থ হয়।

করচতুষ্কোণ।

শিষ্য। প্রভো! করত্রিভুজের বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে করচতুষ্কোণের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হৃদয়রেখা, শিরোরেখা, শনি বা ভাগ্যরেখা এবং স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা বেষ্টিত করতলস্থ চতুষ্কোণ স্থানকে হস্তচতুষ্কোণ বা কর চতুষ্কোণ বলে।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত হইলে এবং ইহাতে অন্যরেখা না থাকিলে কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ও স্থিরচিত্ত হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক হিংসক, পক্ষপাতী, প্রবঞ্চক ও অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের বুধের নিম্নস্থ পার্শ্ব শনির নিম্নস্থ পার্শ্ব অপেক্ষা প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উদারভাবের অভাব থাকে এবং সে অর্থলোলুপ হয়।

শিষ্য। বুধের নিম্নস্থ ঐ পার্শ্ব অন্য পার্শ্ব অপেক্ষা অপ্রশস্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্বীয় সুখ্যাতিলাভের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ অত্যন্ত প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দোষশূন্য হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণ বহুরেখাযুক্ত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পবুদ্ধি হয়; অথবা তাহার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণের শনিরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা বাহুদ্বয় অস্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য, হিংসক ও দুরভিসন্ধিযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই চতুষ্কোণে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নম্র হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা এই চতুষ্কোণের মধ্য হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন সম্ভ্রান্তলোকের সাহায্য পাইয়া থাকে।

শিষ্য। করচতুষ্কোণসম্বন্ধে যথেষ্ট বলিলেন, এক্ষণে মণিবন্ধসম্বন্ধে দয়া করিয়া কিছু বলুন।

গুরু। প্রশ্ন কর বলিতেছি।

মণিবন্ধ।

শিষ্য। মণিবন্ধের বলয়ত্রয় পরিস্কৃত ও সরল থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক সুস্থশরীর ও সৌভাগ্যশালী হয় এবং তাহার জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। এই বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

শিষ্য। এই বলয়ত্রয় ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পব্যয়ী হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে (M) এইরূপ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জীবন অতিশয় কষ্টে অতিবাহিত হইয়া, শেষে সৌভাগ্য-বিশিষ্ট ও বৈরাগ্যযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে কোণাকৃতি চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বৃদ্ধবয়সে পরধন প্রাপ্ত হয় ও সম্মান লাভ করে।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শরীর সুস্থ হয়।

শিষ্য। এই রেখাত্রয় ভগ্ন ও ভাগ্যরেখা ইহাদের নিকটবর্ত্তী থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখাত্রয়ের মধ্যে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক পরধন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এই চিহ্ন অস্পষ্ট হইলে লম্পট হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের সমুদ্রযাত্রা ঘটে।

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া, শুক্রস্থানভেদ করত বৃহস্পতি-স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের দীর্ঘকালস্থায়ী জলপথে ভ্রমণ ঘটে।

শিষ্য। বৃহস্পতিরেখার সহিত ঐরূপ একটী রেখা শনির স্থানের অভিমুখে গিয়া, তাহার শীর্ষস্পর্শোদ্যত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন ঘটে না। ঐ দুইটি রেখার মধ্যে কোন একটী আয়ুরেখায় লীন হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে; আর ঐ দুইটী সমান্তরালভাবে সম্পূর্ণরূপে থাকিলে, জলযাত্রায় বহুবিধ কষ্ট হয়; কিন্তু তাহাতে লাভও হইয়া থাকে।

শিষ্য। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা স্পর্শ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। উক্তরেখা সবল হইয়া সর্ব্বতোভাবে বুধের স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে আয়বৃদ্ধি হয় ও কখন কখন জলপথে বিপদও ঘটে।

শিষ্য। কোন রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক হঠাৎ অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে।

শিষ্য। ঐরূপ কোন রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোন বর্দ্ধিষ্ঠ লোকের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা উঠিয়া চন্দ্রের স্থান অতিক্রম করত স্বাস্থ্যরেখা স্পর্শ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের জীবন শোকে ও দুর্ভাগ্যে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার অনুগ্রহে করতলস্থ চিহ্নসমূহের ও মণিবন্ধের বিষয় শুনিয়া যথেষ্ট কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে এতদ্ব্যতীত আর যে সমস্ত রেখা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে কৌতূহল হইতেছে; যদি অনুমতি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি।

গুরু। বৎস! তোমার কৌতূহল নিবারণ জন্য আমি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি। তোমার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে জিজ্ঞাসা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আয়ুর্ব্বিচার।

শিষ্য। হে দেব! গ্রহগণের স্থান নিরূপণ এবং উচ্চতা ও নিম্নতা বিচার করিলে, মনুষ্যের স্বভাব ধর্ম্ম বিপদ ইত্যাদি বিষয় বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ দেখিতেছি না। আয়ুঃসম্বন্ধে আমার কতকগুলি জিজ্ঞাস্য আছে; কারণ যে মনুষ্যের আয়ুঃ নাই, তাহার সকল লক্ষণই বৃথা। এজন্য আয়ুঃসম্বন্ধে বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। অতএব আয়ুঃরেখা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। আয়ুর্হীন মনুষ্যের কিছুই দেখিবার আবশ্যকতা নাই, অতএব আয়ু সম্বন্ধে তোমার যে কিছু প্রশ্ন থাকে, অবাধে বলিতে পার।

শিষ্য। মনুষ্যের আয়ুঃ কত দীর্ঘ হইতে পারে?

গুরু। শত বৎসরের অধিকও হইতে পারে।

শিষ্য। আয়ুরেখার লক্ষণ কি?

গুরু। যে রেখা তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যদেশ হইতে, অর্থাৎ বৃহস্পতির স্থানের নিম্নদেশ হইতে, উঠিয়া শুক্রের স্থানকে বেষ্টন করত মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই আয়ুরেখা বলে।

শিষ্য। আয়ুরেখা কিরূপ হইলে জাতক শতায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুঃ হয়?

গুরু। যদি আয়ুরেখা দীর্ঘ, সুস্পষ্ট, অনতিসূক্ষ্ম হয় এবং বক্র ভগ্ন বা অন্য রেখার দ্বারা কর্ত্তিত না হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, সুস্থ, সংস্বভাব ও সচ্চরিত্র হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অসুস্থ, মন্দবুদ্ধি, দুর্ব্বল ও ঈর্ষান্বিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা প্রশস্ত ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্দ্দান্ত ও পশুপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক রুগ্ন হয়। কিন্তু যদি উভয় হস্তে এই রেখার মধ্যস্থান সূক্ষ্ম হয়, তবে তাহার জীবনের শেষ অংশ অসুস্থ হয়, এবং যদি সেই সূক্ষ্ম অংশের শেষভাগে "দাগ" (Spot) থাকে, তাহা হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম ও স্থানে স্থানে স্থূল হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিত চিত্ত ও চঞ্চল হইয়া থাকে। (চিত্র ৩)

শিষ্য। আয়ুরেখাকে কিরূপে বিভাগ করিলে বয়ঃক্রম জানা যায়?

গুরু। ইহাকে ৫। ১০। ১৫। ২০ ইত্যাদি অংশে ভাগ করিলে আয়ুঃ জানিতে পারা যায়। (চিত্র ৪ দেখ)

শিষ্য। আয়ুর্নিরূপণ করিতে হইলে, দুই হস্ত দেখিবার আবশ্যকতা আছে কি না?

গুরু। উভয় হস্ত দেখিয়া, আয়ুঃ স্থির করিতে হয়।

শিষ্য। উভয় হস্তে আয়ুরেখা ছোট হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অল্পায়ুঃ হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা ভগ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। এক হস্তে আয়ুরেখা ভগ্ন ও অপর হস্তে সম্পূর্ণ থাকিলে জাতক উৎকট রোগাক্রান্ত হয়। উভয় হস্তে ভগ্ন থাকিলে, জাতকের মৃত্যু হয়। কিন্তু যদি আয়ুরেখা এক হস্তে এক স্থানে ভগ্ন এবং অপর হস্তে অপর স্থানে ভগ্ন হয়, তাহা হইলে, জাতক প্রথম হস্তের অর্থাৎ—যে হস্তের আয়ুরেখার ভগ্ন চিহ্ন তাহার মূলের সন্নিকট—ভগ্ন স্থানের বয়ঃক্রমসূচক সময়ে পীড়াক্রান্ত হইয়া, দ্বিতীয় হস্তের ভগ্ন স্থানের বয়ঃক্রমসূচক সময় পর্য্যন্ত ঐ পীড়া ভোগ করিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। যথা—কোন ব্যক্তির এক হস্তের আয়ুরেখা ৩০ বৎসর বয়ঃক্রম-সূচক স্থানে হইলে, এবং অপর হস্তে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক সময়ে ভগ্ন হইলে জাতক ৩০ বৎসর বয়সে রোগাক্রান্ত হইয়া ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ রোগ ভোগ করত অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শিষ্য। এই আয়ুরেখা কাহারও কাহারও বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া শুক্রের স্থান বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যায়। তাহাতে কিরূপ ফলাফল হয়?

গুরু। যে জাতকের এইরূপ আয়ুরেখা আছে, সে উচ্চাভিলাষী, কৃত-কার্য্য ও সুখ্যাতিভাজন হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার পার্শ্বে শুক্রের স্থানের অভিমুখে একটী রেখা কাহারও কাহারও হস্তে থাকে; তাহাতে কি হয়?

গুরু। ঐ রেখা আয়ুরেখার যতদূর পর্য্যন্ত সমান্তরাল ও বিস্তৃত থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত আয়ুরেখার যে সকল অশুভ-চিহ্ন থাকে, সে সমস্তই সংশোধন করে। আর জাতক বিলাসী ও সুখভোগী হয়।

শিষ্য। এইরূপ রেখার দ্বারা অর্থপ্রাপ্তিসম্বন্ধে কিছু জানা যায় কি না?

গুরু। উক্ত রেখা থাকিলে কোন স্ত্রীলোকের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার উৎপত্তি বা শেষভাগে কোন শাখারেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। যদি কোন শাখারেখা অধোমুখী হইয়া, আয়ুরেখার শেষভাগে থাকে, তাহা হইলে জীবনের শেষভাগে অর্থনাশ হয় এবং আয়ুরেখার উৎপত্তিস্থানে কোন শাখারেখা অধোমুখী হইয়া থাকিলে, জাতক অহঙ্কারী, অবিবেচক ও কল্পনাপ্রিয় হয়। কিন্তু উক্ত শাখা-রেখাদ্বয় স্পষ্ট হইলে জাতক ন্যায়পরায়ণ ও সৎ হয়।

শিষ্য। ঐরূপ শাখারেখা আয়ুরেখা হইতে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মূর্খতাবশতঃ অর্থ নষ্ট করে বা কষ্টে পড়ে। (চিত্র ৭)

শিষ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করত শিরোরেখা পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। ঐরূপ রেখা থাকিলে মনঃকষ্ট ও প্রণয়ভঙ্গ হয়।

শিষ্য। যে সকল রেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখা ভেদ করিয়া হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করে, তাহা কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। ঐরূপ চিহ্নে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ বুঝায়। (চিত্র ৫)

শিষ্য। কোন রেখা আয়ুরেখা হইতে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। তাহাতে জাতকের উদ্যম সকল সফল হয়।

শিষ্য। এইরূপ রেখা শনিস্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। আয়ুরেখার যে স্থান হইতে এই রেখা উত্থিত হইয়াছে, জাতকের সেই বয়ঃক্রমে অর্থলাভ ও ব্যবসায় উন্নতি হয়, এবং সে স্থাবরসম্পত্তি ও গাড়ী ঘোড়া করিতে পারে।

শিষ্য। এইরূপ রেখা রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সুখ্যাতিলাভ ও অর্থোপার্জ্জন হয়।

শিষ্য। এরূপ রেখা, বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। ব্যবসায় ও শাস্ত্রানুশীলনদ্বারা অর্থ ও সুখ্যাতিলাভ হয়। (চিত্র ৫)

শিষ্য। আয়ুরেখা হইতে দুইটী রেখা নির্গত হইয়া একটী চন্দ্রের স্থানে অপরটী শুক্রস্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ রেখা থাকিলে, জাতক স্বদেশত্যাগ করিয়া বিদেশ গমন করে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক নানারূপ বিপদ এবং শারীরিক ও আর্থিক কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর তিল-চিহ্ন বা কাল দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বায়ুরোগগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন অত্যন্ত গভীর হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার প্রথমাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখার অভিমুখে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিজগুণে বিদ্যা ও খ্যাতিলাভ করে। কিন্তু উহার মধ্যে কোন রেখা প্রবল হইলে অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলে, সম্মান ও ধনলাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। এইরূপ রেখা অঙ্গুষ্ঠের অভিমুখে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের বিপদ, যথা—পড়িয়া যাওয়া বা অসুস্থ হওয়া, বুঝায়।

শিষ্য। প্রভো! আয়ুরেখার মূল, শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা এতদুভয়ের সহিত মিলিত হইতে কি দেখা যায়?

গুরু। এইরূপ অনেক হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় ; এবং ইহাতে জাতকের ভয়ানক দুরবস্থা ও অপমৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপর অনেকানেক চিহ্ন থাকে, তাহার মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। আয়ুরেখার প্রথমাংশে থাকিলে, বাল্যাবস্থায় দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। মধ্যস্থলে থাকিলে, সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হয় ; এবং এই চিহ্ন উভয় স্থানে থাকিলে মৃত্যু হয়। আয়ুরেখার শেষাংশে থাকিলে ও অভাবনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। মঙ্গলের স্থান হইতে কোন রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা ভেদ করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক মস্তক ও কণ্ঠদেশে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। যদি কোন পরিস্ফুট ও মোটা রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। যদি আয়ুরেখার উপর কোন বড় দাগ (Spot) থাকে, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক অন্ধ হয়।

শিষ্য। অনেকের আয়ুরেখা অঙ্গুষ্ঠের নিকট হইতে উত্থিত হইতে দেখা যায়, তাহাতে কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। তাহাতে জাতকের সন্তান হয় না।

শিষ্য। আয়ুরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। আয়ুরেখার ও ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে এই চিহ্ন থাকিলে, জাতকের জন্মদোষ, সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ও বংশগত রোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই চিহ্ন আয়ুরেখার উপর অন্য কোন স্থলে থাকিলে জাতক কিছুকাল রোগগ্রস্ত থাকে। স্বাস্থ্যরেখা না থাকিলে, উক্ত যবচিহ্ন অজীর্ণ ও পিত্তজনিত রোগগ্রস্ত করে।

শিষ্য। কোন রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যাইয়া বক্রভাবে শনির স্থানে উপস্থিত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিলাসোন্মত্ত হয় ; কিন্তু বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে।

শিষ্য। আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে কোন রেখা শনি স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কিরূপ ফলপ্রদ হয়?

গুরু। এইরূপ রেখা স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে প্রসবকালীন তাহার মৃত্যু হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

হৃদয়-রেখা।

শিষ্য। আয়ুরেখার বিষয় শুনিয়া আমার এই জ্ঞান হইতেছে যে, মনুষ্য মাত্রই অদৃষ্টের দাস, তাহারা জন্মাবধি যে সমস্ত কার্য্য করে, সে সমুদায়ই তাহারা পূর্ব্ব হইতেই সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে; কেবল পার্থিব জ্ঞানান্ধ হইয়া উহা জানিতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে হৃদয়-রেখার লক্ষণ কিরূপ বিস্তারিত রূপে বলিলে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

গুরু। যে রেখা বুধের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে হৃদয়-রেখা বলে।

শিষ্য। হৃদয়রেখার বর্ণ ও গঠনসম্বন্ধে অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু বলুন।

গুরু। ঐ রেখা পরিস্কৃত ও সুন্দর হইলে এবং চওড়া ও মলিন না হইলে জাতক সরলান্তঃকরণ ও শান্ত হয়।

শিষ্য। ঐ রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া শনির স্থান হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশুদ্ধ প্রেমিক না হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখের বশবর্ত্তী হয়।

শিষ্য। হৃদয়েরেখা চিহ্নশূন্য হইয়া, বৃহস্পতির স্থান হইতে বুধের স্থান পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক এরূপ স্বার্থপর প্রেমে রত হয় যে, সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মানসিক কষ্ট পায়।

শিষ্য। হৃদয়-রেখা শৃঙ্খলাকার হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হয়, এবং বৃহস্পতির স্থান উচ্চ না থাকিলে, তাহার হৃৎপিণ্ডের পীড়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই রেখা উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হৃদয় কঠিন হয়।

শিষ্য। এই রেখা মলিন, শৃঙ্খলগঠন ও বিস্তৃত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক প্রতারক হয়।

শিষ্য। এই রেখা ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক যকৃতের পীড়ায় কষ্টভোগ করে।

শিষ্য। অনেকের হৃদয়-রেখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী দেখা যায় ; তাহাতে কি ফল হয় ?

গুরু। এইরূপ ব্যক্তি মন্দবুদ্ধি, অর্থলোলুপ, হিংসক, কপট ও প্রতারক হয়।

শিষ্য। শনির স্থান হইতে হৃদয়-রেখা উঠিলে, এবং তাহাতে শাখাদি না থাকিলে, কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। জাতক স্বল্পায়ুঃ ও তাহার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠে এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয়, তাহার প্রকৃতি কিরূপ হয় ?

গুরু। সে ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। এই রেখা শনি বা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া, যদি অনামিকা ও মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে উঠে, তাহা হইলে কি ফল হয় ?

গুরু। জাতকের জীবন অতিকষ্টে ও পরিশ্রমে অতিবাহিত হয়।

শিষ্য। এই রেখা অতিশয় দীর্ঘ হইলে, চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে এবং শুক্র-বন্ধনী চিহ্ন থাকিলে, কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। সে স্ত্রীসম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়।

শিষ্য। হৃদয়রেখাবিহীন মনুষ্য কি কখন দেখা যায় ? যদি এরূপ হয়, তবে তাহার প্রকৃতি কিরূপ ?

গুরু। এইরূপ অনেক মনুষ্য আছে যে, তাহাদের হৃদয়রেখা একেবারে নাই। ইহারা কপট ও স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট এবং এই সঙ্গে যদি স্বাস্থ্য-

রেখা স্পষ্ট না থাকে, তবে ইহাদের আয়ুঃ অল্প হয় এবং হৃৎপিণ্ডের পীড়া উপস্থিত হইয়া, হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। এই রেখা অধিক স্থানে ভগ্ন স্থানে হইলে, জাতক স্ত্রীবিদ্বেষী হয় এবং তাহার মানসিক চাঞ্চল্য থাকে।

শিষ্য। এই রেখার শেষ অংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া, একটী বৃহস্পতির স্থানে ও অপরটী শনির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনী ও সৌভাগ্যশালী হয়। কিন্তু ঐ দুইটীর মধ্যে একটী বৃহস্পতির ও শনির স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত যাইলে জাতক আজীবন বিশিষ্টরূপ সৌভাশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একটী বৃহস্পতির ও অপরটী শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ জাতকের উদ্যমসমূহ বিফল হয়, এবং সে ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ত হয়।

শিষ্য। হৃদয়রেখার কোন শাখা যদি বৃহস্পতির স্থানে না যায়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক দরিদ্র হয়।

শিষ্য। এইরূপে হৃদয়রেখার কোন শাখা যদি বুধের স্থানে অবস্থিত না হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সন্তান হয় না।

শিষ্য। হৃদয়রেখা অনামিকার মূলদেশ পর্য্যন্ত অবস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। যদি ভাগ্যরেখা বিশেষ বলবতী না থাকে, তবে জাতকের সকল উদ্যমই নিষ্ফল হয়।

শিষ্য। হৃদয়রেখা ভগ্ন হইলে এবং তাহার উপর কটা বা রক্তবর্ণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিহ্ন বা শ্বেতবর্ণ গর্ত্তের মতন কোন চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। ভগ্ন হৃদয়রেখার উপর কটা দাগ থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইতে হয়; শ্বেতবর্ণ গর্ত্ত থাকিলে, প্রকৃত ভালবাসা লাভ করে। রক্তবর্ণ সূচীবিদ্ধবৎ-চিহ্ন থাকিলে, অথবা এই চিহ্ন রবির নিম্নে থাকিলে, জাতকের শিল্পকর্ম্ম অসম্পন্ন হয়; বা তাহাকে উচ্চাভিলাষজন্য মনঃকষ্ট পাইতে

হয়; কিন্তু এই চিহ্ন বুধের নিম্নে থাকিলে, জাতক দর্শনশাস্ত্রবিৎ ও আইনজ্ঞ হয় এবং চিকিৎসক দ্বারা মনঃকষ্ট পায়।

শিষ্য। হৃদয়রেখা অনামিকার মূলদেশের কিয়ৎপরিমাণ বেষ্টন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যায় স্বভাবতঃ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া, সবিশেষ পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই রেখা উভয় হস্তে শনির স্থানের নিম্নদেশে শিরোরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যদি হৃদয়রেখার কোন একটী রেখা শিরোরেখাকে স্পর্শ করে, এবং অপর একটী রেখা স্পর্শকারী রেখাকে কর্ত্তন করে, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শোচনীয় বিবাহ ও তজ্জন্য মানসিক কষ্ট হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা হৃদয়রেখা হইতে বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে আসিলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্নধারী ব্যক্তি হত্যাকারী হয়।

সপ্তম অধ্যায়

শিরোরেখা।

শিষ্য। প্রভো! আমাদের ভাষা কথায় বলে "মনোগুণে ধন"—অর্থাৎ যাহার যেরূপ মনের ভাব তাহার জীবনও সেইরূপ অতিবাহিত হয়। কিন্তু এই হৃদয়রেখা বা মনোরেখার বিষয় এখন শুনিয়া বুঝিলাম যে, মনুষ্যের দোষ গুণে কিছুই ঘটে না; কেবল গ্রহগণের আধিপত্যে সমস্ত ফলাফল উৎপন্ন হইতেছে এবং ইহাও ঈশ্বর কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়া আছে। তথাপি

আমরা জ্ঞানান্ধ হইয়া, এতৎসম্বন্ধে কিছুই দেখিতে পাই না। এক্ষণে দয়া করিয়া শিরোরেখা সম্বন্ধে বলুন।

গুরু। যে রেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আইসে, তাহাকে শিরোরেখা কহে।

শিষ্য। ঐ রেখা ভগ্ন বা শাখাবিশিষ্ট না হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সুবুদ্ধি, সুবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের স্বাভাবিক মনের দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধির অভাব থাকে।

শিষ্য। এই রেখা ক্ষুদ্র এবং শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা শৃঙ্খলগঠন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের মনের দৃঢ়তা থাকে না ও তাহার স্বভাব চঞ্চল হয়।

শিষ্য। এই রেখা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা অত্যন্ত স্থূল ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক উদ্যমরহিত, অর্থলোভী ও যকৃজ্জনিত-পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা দীর্ঘ হইলে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ ও স্থূল হইলে কি হয়?

গুরু। এই চিহ্নবিশিষ্ট লোক অত্যাচারী হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে এবং করতলে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের বিপৎকালীন আত্মদমন করিবার ক্ষমতা থাকে; ও স্বভাবতঃ ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য্য করিতে সক্ষম হয়; প্রত্যুৎপন্নমতি উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই শিরোরেখা অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া সবলভাবে করতলের পার্শ্ব-দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ লোক কৃপণ অর্থলোলুপ ও নীচপ্রকৃতি হয়।

শিষ্য। ঐ সকল ফলাফলের হ্রাসবৃদ্ধিকারী অপর কোন রেখা আছে কি না?

গুরু। করতল কোমল এবং বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, পূর্ব্বোক্ত দোষ সকলের খণ্ডন হইয়া যায়।

শিষ্য। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভযুক্ত না হইয়া, শনির স্থানের নিম্নদেশ হইতে আরব্ধ হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের বয়োবৃদ্ধি হইলে বিদ্যাশিক্ষা ও বুদ্ধির উন্নতি হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা হৃদয়রেখার সন্নিকটে থাকিলে কি হয়।

গুরু। জাতক দুর্ব্বল ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াগ্রস্ত হয় এবং মানসিক কষ্ট পায়।

শিষ্য। এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে দূরে অবস্থিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক সৎ, রাজভক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির শিরোরেখা কিয়দ্দূর সবলভাবে থাকিয়া পরিশেষে বক্রভাবে বুধের স্থানাভিমুখে যায়, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। সে স্বভাবতঃ অর্থলোলুপ ও কৃপণ হয় এবং ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা সূক্ষ্ম ও ঈষৎ গড়ানে হয় এবং মধ্যমা ও অনামিকা দীর্ঘে সমান হয়, তাহার কিরূপ উন্নতি হইয়া থাকে?

গুরু। সে ব্যক্তি আউতি (অগ্রিম) খরিদ বিক্রী বিষয়ে পটু হয় ও চিরকাল কোম্পানির কাগজ ও হুণ্ডী ব্যবসায়ে ও দ্যূতক্রীড়াতে নিপুণ হয়।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত থাকে, এবং ক্রমশঃ গড়াইয়া আসিয়া শেষাংশে শাখাবিশিষ্ট হয়, তাহার মস্তিষ্কের অবস্থা কিরূপ?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতকের সাহিত্যে প্রবৃত্তি থাকে, এবং সে অজ্ঞাত গূঢ় বিষয়ের সাহিত্যসম্বন্ধীয় লেখক, প্রবন্ধাদি-আবিষ্কারক, ও অপূর্ব্ব-কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা ক্রমশঃ বক্র হইয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত থাকিলে এবং সেই সঙ্গে একটী ক্রুশচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক আত্মঘাতী হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার শেষাংশ দ্বিখণ্ডিত হইয়া একটী শাখা চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার স্বপ্ন সকল সফল হয়।

শিষ্য। যাহার শিরোরেখা করতলের মধ্যদেশে আসিয়া শেষ হয়, তাহার মস্তিষ্ক কিরূপ হয়?

গুরু। তাহার জ্ঞান ও বুদ্ধি সমস্ত দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। শিরোরেখায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ্ন ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া ও তজ্জন্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার শেষাংশ বক্রভাবে চন্দ্রের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক কল্পনাশক্তি, কবিত্বশক্তি, ও গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করে।

শিষ্য। ঐরূপে বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বাণিজ্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে পটু হয়।

শিষ্য। ঐরূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক খ্যাতি ও যশঃপ্রিয় হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐরূপে শনির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের সঙ্গীত ও ধর্ম্মবিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ও সে ব্যক্তি সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।

শিষ্য। যদি কোন সবল রেখা শিরোরেখার প্রথমাংশ হইতে বৃহস্পতির স্থানে যায়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী হইয়া থাকে, এবং শিরোরেখা দীর্ঘ হইলে, তাহার সকল আশা পূর্ণ হয়।

শিষ্য। দুইটী শিরোরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দ্বিভাববিশিষ্ট হয়, যথা—কখন অত্যন্ত দয়ালু, কখন বা অত্যন্ত নিষ্ঠুর হয়। কিন্তু ইহারা সৎপরামর্শদাতা হয়।

শিষ্য। শিরোরেখা ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মস্তকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু উভয় হস্তে ভগ্ন থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়।

শিষ্য। যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক কার্য্যতৎপর ও আত্মাভিমানী হয়; সাধারণতঃ ইহারা

কর্ম্মপটু হয়। নাটকের অভিনেতা, বক্তৃতাকারী, উকীল ও কৌন্সীল হইয়া থাকে। ইহারা ব্যস্তভাবে কোন বিষয় বিচার করিয়া থাকে।

শিষ্য। কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা শিরোরেখাকে কর্ত্তন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রবঞ্চক হয়।

শিষ্য। শিরোরেখার উপর রক্তবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ দাগ থাকিলে কি হয়?

গুরু। বিজ্ঞানশাস্ত্রীয় কোনরূপ আবিষ্কার করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখায় শনির স্থানের নিম্নে কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকিলে, কি হয়?

গুরু। জাতক দন্তশূল ভোগ করে।

শিষ্য। ঐরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে!

শিষ্য। ঐরূপ কৃষ্ণবর্ণ দাগ শুক্রের স্থানের নিকট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের কর্ণরোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বায়ুরোগগ্রস্ত হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

ভাগ্য-রেখা।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে আমার জ্ঞান হইতেছে, যে, শিরোরেখা দ্বারা মনুষ্যের মস্তিষ্কের বৃত্তিসমূহ জানা যায়, এবং ইহাতেই, বোধ হইতেছে যে, মনুষ্যের জন্মকালীন এই সকল বিষয় স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও জানা যাইতেছে যে, বুদ্ধিমান লোকে যে নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার জন্য অহঙ্কার করিয়া থাকে, বা হতবুদ্ধি লোক নিজের বুদ্ধিহীনতার

জন্য যে লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে, এ সকলই ভ্রমমাত্র; এ ঈশ্বরের সৃষ্টিকৌশল বোধগম্য না হওয়াতেই এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। এক্ষণে আমাকে ভাগ্য-রেখার বিষয় কিছু উপদেশ দানে বাধিত করুন।

গুরু। ভাগ্য-রেখার বিষয় শুনিতে কি ইচ্ছা কর বল।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা কাহাকে বলে?

গুরু। যে রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে ভাগ্য-রেখা বলে। ইহাদ্বারা পার্থিব উন্নতি, ধনযোগ, উচ্চপদ ইত্যাদি জানা যায়, এবং এই কারণে ইহাকে পার্থিব রেখাও বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। এই রেখা আয়ুরেখা হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিজগুণে পার্থিব উন্নতি লাভ করে, এবং এই রেখা আয়ুরেখার যে স্থানে মিলিত থাকে জাতক নিজের সেই বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত পিতা, মাতা, ও আত্মীয়বর্গের সন্তোষসাধনে যত্নবান্ থাকে।

শিষ্য। এই রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শনির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অপরের সাহায্যে উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। ভাগ্যরেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রে, বক্তৃতায় ও ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। ঐরূপে রবির স্থানে যাইলে কি হয়।

গুরু। জাতক সাহিত্যে, শিল্পবিদ্যায় ও নাটকসম্বন্ধে উন্নতিলাভ করে। কিন্তু ইহার সহিত অনামিকা সূচালু হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। এইরূপে অনামিকার অগ্রভাগ চৌক হইলে, সাহিত্যে সবিশেষ পটুতা জন্মে, এবং এই অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্থূল হইলে, নাটক রচনা করিতে পারে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ঐরূপ বৃহস্পতির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

শিষ্য। ঐরূপ ভাগ্য-রেখা করতলের মধ্য হইতে উঠিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক দুর্ভাগ্য হয়, এবং তাহার সমস্ত উদ্যম ভগ্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা সরল ও শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দরিদ্রাবস্থা হইতে ধনী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই ভাগ্য-রেখার প্রথমাংশ বক্র ও শেষাংশ সরল হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক প্রথমে দরিদ্র থাকে, পরে ধনী হয়।

শিষ্য। ভাগ্যরেখা সরল ও ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং হৃদয়-রেখার উপরিভাগ পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। এইরূপ হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় ভাগ্যবান্ হয়। এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রীয় আবিষ্কারক, উদ্যানের কার্য্যে ও কৃষিকার্য্যে নিপুণ হয়; ও স্থপতি (Architect) হয়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ভগ্ন বা বক্র থাকিলে কি হয় ?

গুরু। বক্র থাকিলে সেই বয়সে সাংসারিক বিপদ্ উপস্থিত হয় এবং ভগ্ন থাকিলে শারীরিক পীড়া হইয়া থাকে। (চিত্র। ৪ অনুসারে বয়সের নির্ণয় করিতে হয়।)

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা সরল ও সুস্পষ্ট থাকিলে কি হয় ?

গুরু। আয়ুরেখার দোষ বা দুর্ব্বলতা সংশোধন করে।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা শনির স্থানে বিভক্ত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক জীবনের শেষভাগে অত্যন্ত অর্থকষ্ট পায়।

শিষ্য। কোন একটী ক্ষুদ্র রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে কর্ত্তন করিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের স্ত্রীবিয়োগ হয়, অথবা সে কোন স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট পায়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখার প্রারম্ভে তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। মাতাপিতা হইতে জাতক দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ চিহ্নের সহিত শুক্রের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অল্পবয়সেই পিতামাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। ভাগ্য রেখায় একটী যব ও তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের প্রণয়ভঙ্গ ও দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে এবং এই ভাগ্য-রেখা বক্র হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে জাতক বিবাহজ নহে, বুঝায়।

শিষ্য। ভাগ্য-রেখার মধ্যদেশে যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক পুরুষ হইলে, স্ত্রীলোকদ্বারা এবং স্ত্রীলোক হইলে পুরুষদ্বারা প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। ঐরূপ যবচিহ্ন শিরোরেখার নিম্নে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিজাতীয় স্ত্রী বা পুরুষকর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। অনেক হস্তে ভাগ্যরেখা আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহার ফল কি?

গুরু। ভাগ্য-রেখাশূন্য ব্যক্তি উদ্যমরহিত, মৎস্যমাংসত্যাগী ও দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

রবিরেখা।

শিষ্য। প্রভো! আপনার উপদেশ মত আমার ধারণা হইতেছে যে, ভাগ্যরেখা দ্বারা মনুষ্যের পার্থিব উন্নতির বিষয় জানা যায়। এক্ষণে অপর একটী রেখা, যাহা রবির স্থান হইতে আয়ুরেখা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহাকে কি বলে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। ইহাকে রবিরেখা বলে।

শিষ্য। এই রবিরেখাবিশিষ্ট লোক স্বাভাবিক কিরূপ ফলাফল ভোগ করে?

গুরু। এই রেখা পরিষ্কৃতরূপে রবির স্থানে আসিলে, জাতক যশস্বী কীর্ত্তিমান্, ধনী, বুদ্ধিজীবী হয় এবং সকল কর্ম্মে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া উহার সদ্ব্যয় করে; মহান্ লোকের সাহায্য পাইয়া থাকে; এবং স্থিরচিত্ত ও প্রত্যুৎপন্নমতি হয়।

শিষ্য। এই রবিরেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক শিল্প, সাহিত্য, ও নাটক রচনায় পারদর্শিতা লাভ করে।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অপরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, মানী ও যশস্বী হইয়া থাকে।

শিষ্য। যদি রবিরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে রবির স্থানে যায়, ও সেই সঙ্গে শিরোরেখা গড়াইয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখে যায়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক পদ্যরচনায় ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই রেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া রবির স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমে, ও নিজ চেষ্টায় উন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

শিষ্য। এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শিল্পবিদ্যা দ্বারা উন্নতিলাভ করে।

শিষ্য। যদি এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে উত্থিত হয়, অনামিকার অগ্রভাগ স্থূল হয় এবং শিরোরেখা প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নাটক-লেখক হইয়া থাকে।

শিষ্য। যাহার হস্তে রবি প্রবল থাকে, এবং সেই সঙ্গে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বয় দীর্ঘে সমান থাকে, তাহাব কি ফল হয়?

গুরু। সে দ্যূতক্রীড়ায় ও ক্রয়-বিক্রয়ে নিপুণ হয়।

শিষ্য। রবিরেখা বুধ ও বৃহস্পতির স্থানের উচ্চতার সহিত সুস্পষ্ট থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ভাগ্য, বুদ্ধি, ও সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং শাস্ত্রানুশীলনে পারদর্শিতা লাভ হয়।

শিষ্য। যে ব্যক্তির অঙ্গুলী সকল বক্র, হস্ততলের মধ্যস্থল অপেক্ষাকৃত গভীর ও রবিরেখা প্রবল থাকে, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। তাহার কোন উদ্যমই সফল হয় না।

শিষ্য। এই রেখা যদি প্রবল হয় এবং সেই সঙ্গে কোন গ্রহের স্থান উচ্চ না থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক কোন লোকের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। রবিস্থানে বহুরেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহুবিধ শিল্পকার্য্য দ্বারা অর্থপ্রাপ্তির চেষ্টা করে, কিন্তু কোন কার্য্যেই সফল হয় না।

শিষ্য। রবিরেখার উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের কোন বন্ধু দ্বারা অর্থলাভ হয়।

শিষ্য। যদি রবির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকে এবং সেই চিহ্ন রবিরেখাকে স্পর্শ করে, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

শিষ্য। রবিরেখা হৃদয়-রেখাকে স্পর্শ করিলে, ও তথায় কাল 'দাগ' থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক চক্ষুরোগে কষ্ট-পায়; সম্ভবতঃ অন্ধও হয়।

স্বাস্থ্যরেখা।

শিষ্য। গুরুদেব! রবিরেখার বিষয় শুনিয়া জানিলাম যে, মনুষ্যের উদ্যম, চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় ও তাহার ফলাফল ইহা দ্বারা জানা যায়। এক্ষণে স্বাস্থ্যরেখার সম্বন্ধে দয়া করিয়া কিছু উপদেশ করুন।

গুরু। প্রশ্ন কর, বলিতেছি।

শিষ্য। কোন্ রেখাটীকে স্বাস্থ্যরেখা বলে ?

গুরু। আয়ূরেখার সন্নিকটে মণিবন্ধ হইতে যে রেখা উঠিয়া বুধের স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। (চিত্র ১। জ-জ)

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখার বর্ণ গোলাপী হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক সুস্থশরীর, আমোদপ্রিয় ও সৌভাগ্যশালী হয়।

শিষ্য। এই রেখা আয়ূরেখার সহিত যুক্ত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। যদি আয়ূরেখার সহিত যুক্ত না থাকে, তবে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়।

শিষ্য। যাহার হস্তে এই স্বাস্থ্যরেখা আদৌ নাই, তাহার অবস্থা কিরূপ ?

গুরু। সে চতুর ও চঞ্চল প্রকৃতিবিশিষ্ট হয় এবং তাহার বাক্‌চাতুর্য্য থাকে।

শিষ্য এই রেখা ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বৃদ্ধাবস্থায় পীড়াগ্রস্ত হয়!

শিষ্য। এই রেখা সরল ও সূক্ষ্ম হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কঠিনহৃদয় হয়।

শিষ্য। এই রেখার উপরি (বুধস্থানসমীপস্থ) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের শিরঃপীড়া জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখার মধ্যস্থল সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক জ্বররোগাক্রান্ত হয়।

শিষ্য। এই রেখার নিম্ন (মঙ্গলক্ষেত্রগত) ভাগ রক্তবর্ণ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হয়।

শিষ্য। যাহার এই রেখার সর্ব্বাংশই রক্তবর্ণ, সে কিরূপ ফলভোগ করে?

গুরু। সে অহঙ্কারী হয় ও তাহার প্রকৃতি পশুর ন্যায় হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখা জটিল ও তরঙ্গায়িত (পাকান বা ঢেউখেলান) হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী হয় ও পিত্তাধিক্যজন্য রোগভোগ করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের পরিপাকশক্তি ভালরূপ থাকে না।

শিষ্য। যদি কোন লোকের এই রেখার কেবল উপরিভাগ শাখাযুক্ত হয়, এবং সেই শাখা শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, ত্রিভুজাকার হয়, তবে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে সে সম্মানিত সুখ্যাতিবিশিষ্ট হয় এবং ধর্ম্মোন্নতি-বিষয়ে ও গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে; স্বাভাবিক ইন্দ্রজাল (Natural magic) ও মোহিনীবিদ্যা (Electrobiology) অর্থাৎ দেহস্থ-তাড়িত-বলে অপরকে অচৈতন্য করিয়া তাহার শরীরের উপর আধিপত্য করণ সম্বন্ধে নিপুণ, এবং ঐশ্বরিক কার্য্য করণের তত্ত্বানুসন্ধায়ী হয়।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রেখা ভেদ করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক পীড়াগ্রস্ত হইবে জানা যায়।

শিষ্য। এই রেখা ভাগ্য ও শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া ত্রিভুজ-চিহ্ন উৎপন্ন করিলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্বাভাবিক নিয়মদ্বারা অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে; হস্তচালনাপূর্ব্বক অন্যকে অচৈতন্য (Electrobiology) করিতে পারে; ঐশ্বরিক ঘটনার কার্য্য কারণ বুঝিবার ক্ষমতা পায়; এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা ভবিষ্যৎ বিষয় দেখিতে পায়।

শিষ্য। এই রেখা চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত বক্রভাবে যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অব্যবস্থিতচিত্ত হয় এবং তাহার অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে।

শিষ্য। এই স্বাস্থ্যরেখায় যবচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক (Somnambulist) হয়, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়া থাকে; এমন কি সেই অবস্থায় ভ্রমণও করে।

প্রবৃত্তিরেখা। (Via Lasciva)

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃপায় মনুষ্যের শারীরিক শুভাশুভ স্বাস্থ্যরেখা দ্বারা যে সবিশেষ জানা যায়, তাহা বুঝিয়াছি। এক্ষণে প্রবৃত্তিরেখা (Via Lasciva) সম্বন্ধে কিছু বলিলে কৃতার্থ হই।

গুরু। যে রেখা স্বাস্থ্যরেখার সহিত সমান্তরাল থাকিয়া এই রেখাকে বলবান্ করে, তাহাকে প্রবৃত্তিরেখা (Via Lasciva) কহে। (চিত্র ১। ঝ-ঝ।)

শিষ্য। এই রেখা শুক্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লম্পট হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই রেখা সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক উত্তম বক্তৃতা করিতে পারে; এবং তদ্দ্বারা খ্যাতিলাভ করে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা রবির স্থান হইতে উঠিয়া, এই প্রবৃত্তিরেখার সহিত মিলিত হইলে, কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। জাতক নিশ্চিতই ধনবান্ হয়।

শুক্র-বন্ধনী। (Girdle of Venus)

শিষ্য। দেব! প্রবৃত্তিরেখার বিষয় শুনিলাম, এক্ষণে শুক্র-বন্ধনী (Girldle of Venus) সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বল।

শিষ্য। কোন্ রেখাকে শুক্র-বন্ধনী কহে ?

গুরু। যে রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে শুক্র-বন্ধনী (Girdle of Venus) কহে। (চিত্র ১-ঞ-ঞ চিহ্ন)

শিষ্য। শুক্র-বন্ধনী যদি ঐরূপই থাকে তবে কি হয়?

গুরু। জাতকের উপর উন্নত আত্মার (Good spirit) দৃষ্টি থাকে; সে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে এবং সে সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী হয় ও তাহার গীতি গাথা পদ্য রচনা করিবার শক্তি থাকে।

শিষ্য। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক লম্পট হয়।

শিষ্য। এই রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে না উঠিয়া, যদি শনিস্থান হইতে উঠে এবং বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক শঠ ও মিথ্যাবাদী হয়।

শিষ্য। এই রেখা রবিস্থানে অপর একটী রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের চরিত্র-দোষে ধনহানি হয়।

শিষ্য। এই রেখা অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে এবং চন্দ্র ও শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের মূর্চ্ছাগত বায়ুরোগ হয়।

শিষ্য। গ্রহস্থান ও রেখা সম্বন্ধে আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে; অনুমতি হইলে নিবেদন করি।

গুরু। তোমায় উপদেশ করিতে আমি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; জিজ্ঞাসা কর—বলিতেছি।

অন্যান্য রেখা।

শিষ্য। কোন একটী রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থান অতিক্রম করিয়া শনির স্থানে যাইলে, কিরূপ ফল হয়?

গুরু। জাতক ধর্ম্মবিষয়ে সময়ে সময়ে উন্মত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে রবিরেখার উপর ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, সে ধর্ম্মসম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া সম্মান পাইয়া থাকে; এবং এইরূপ চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে এই ফলের বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। কোন একটী রেখা মঙ্গলের প্রথম স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখা ভেদ করত রবির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক মানসিক বলে দৃঢ়তার সহিত উন্নতি লাভ করে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থানের নিম্নদেশ হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে পৌছিলে কি ফল হয়?

গুরু। জাতক স্বকায় বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা কার্য্যদক্ষ হয় ও উন্নতি সাধন করে।

শিষ্য। কোন রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করিলে কি হয়?

গুরু। ইহা দ্বারা জাতকের আত্মীয়ের মৃত্যু প্রতিপন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। দুইটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া মঙ্গলের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের ভালবাসায় বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটে।

শিষ্য। কোন একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত যাইলে কি হয়?

গুরু। জাতক প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। কোন একটী রেখা শুক্রের স্থানের উপরিভাগ হইতে বুধের স্থানে যাইলে কি হয়?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন পুরুষের হস্তে থাকিলে, স্ত্রীবিয়োগ এবং স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে, পতিবিয়োগ জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত যবচিহ্ন থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক স্ত্রীলোক দ্বারা প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে স্থিত তারকা-চিহ্ন হইতে উত্থিত কোন রেখা মঙ্গল-ক্ষেত্রে গিয়া, তথা হইতে রবির স্থানে অন্য ক্ষুদ্ররেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক নিকটস্থ আত্মীয় লোকের ইচ্ছাপত্র (Will) দ্বারা অর্থলাভ করে।

শিষ্য। যদি কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বুধের স্থানের পার্শ্বদেশে থাকে, এবং চন্দ্র ও শুক্রের স্থান উচ্চ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতক চাঞ্চলচিত্ত বালস্বভাব হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা যদি করচতুষ্কোণে যায়, তাহা হইলে, তাহার ফল কি হয়?

গুরু। জাতকের আত্মীয়-স্বজনের সহিত কলহ বিচ্ছেদ ঘটে; পরিণামে সম্পত্তি লইয়া, অভিযোগ (মকদ্দমা) উপস্থিত হয়।

শিষ্য। একটী সরলরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বের শেষাংশ হইতে উঠিয়া শুক্রস্থান দিয়া গিয়া, যদি ভাগ্যরেখাকে খণ্ডিত করিয়া যায় তবে তাহার ফল কি হয়?

গুরু। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত জাতকের বিবাহ হয়।

শিষ্য। ঊর্দ্ধরেখার শেষাংশে যদি একটী চতুষ্কোণ অঙ্কিত থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। জাতকের পূর্ব্বোক্ত দোষ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে।

শিষ্য। যদি একটী সরলরেখা শুক্রের স্থান হইতে শনির স্থানে শাখাযুক্ত হইয়া শেষ হয়, তবে কি হয়?

গুরু। জাতকের বিবাহ অসুখকর হয়।

শিষ্য। অনেকের এক হস্তে একটী চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অপর হস্তে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহাতে ফলের কিরূপ তারতম্য ঘটে?

গুরু। তাহাতে ফল সম্পূর্ণ ফলিতে পারে না। দুই হস্তে চিহ্ন থাকিলেই তাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ হয়।

শিষ্য। আবার অনেকের হস্তরেখা কৃষ্ণবর্ণ দেখায়; তাহার ফল কিরূপ?

গুরু। তাহাতেও সম্পূর্ণ শুভ ফল ফলিতে পারে না; অর্দ্ধেক ফল বা তদ্রূপ ফলের হ্রাস সেইরূপ লোকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ' ৺ভ ফলের কোন ব্যত্যয় ঘটে না।

নবম অধ্যায়।

ফলিতাংশ।

শিষ্য। দেব! আপনার নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছি। এক্ষণে ইহার ফলিতাংশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বৎস! অবাধে প্রশ্ন কর।

শিষ্য। চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বনকারীর লক্ষণ কিরূপ?

গুরু। বুধের স্থানে জালচিহ্ন (Grille), হস্ততল অপুষ্ট; কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা বুধের স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত, এই সূক্ষ্ম রেখাগুলি একটী স্থূলরেখা দ্বারা কর্ত্তিত, এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলীর গাঁইটগুলি পুষ্ট হইলে জাতক চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে।

শিষ্য। অপর কোনরূপ চিহ্ন দ্বারা চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় জানা যায় কি না?

গুরু। অপর কয়েকটী চিহ্ন দ্বারা জানা যায়। যথা, (১) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন এবং বুধের স্থানের উপর তারকাচিহ্ন; অথবা (২) উভয় হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী মোটা হইলে, চৌর্য্যবৃত্তির বিষয় জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। মিথ্যাবাদীর চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান অতিশয় উচ্চ, হস্তাঙ্গুলী দীর্ঘ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, কিংবা, (২) চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর ক্রুশ-চিহ্ন এবং শিরো-রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রের স্থানে অবস্থিত হইলে, জাতক মিথ্যাবাদী হয়।

শিষ্য। হত্যাকারীর চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) মঙ্গলের স্থানে তারকাচিহ্ন, অথবা (২) শিরোরেখার মধ্যভাগে, একটী নীলবর্ণ দাগ থাকিলে, ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, হত্যাকারী বুঝায়।

শিষ্য। অগম্যাগমনের চিহ্ন কি?

গুরু। বুধের স্থানের নিম্নভাগে হৃদয়রেখার উপর যবচিহ্ন।

শিষ্য। বিবাহে অনিচ্ছুক হইলে কিরূপ চিহ্ন থাকে?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে বিবাহে ইচ্ছা থাকে না।

শিষ্য। পরচ্ছিদ্রান্বেষণকারীর চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। চন্দ্রের স্থান অতিশয় নিম্ন ও শনির স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে, পর-চ্ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

শিষ্য। সততার ও সৌভাগ্যের চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। সৎ সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত দুইটী রেখা থাকা, হস্তচতুষ্কোণ প্রশস্ত হওয়া এবং হস্তত্রিভুজ পরিস্কৃতরূপে থাকা আবশ্যক।

শিষ্য। সতীত্বের লক্ষণ কিরূপ?

গুরু। অনামিকার প্রথম পর্ব্বে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, স্ত্রীলোক সতী হয়।

শিষ্য। দয়ালুব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে?

গুরু। বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং হৃদয়রেখা অভগ্ন।

শিষ্য। কোন্ চিহ্নে স্ত্রীজাতির উপর ঘৃণা বুঝায়?

গুরু। যাহার হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত অবস্থিত থাকে, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করে।

শিষ্য। কম্পজ্বরগ্রস্ত ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায়?

গুরু। অনামিকার কোন পর্ব্বে একটী দীর্ঘ কাল দাগ থাকে; ইহা সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিষ্য। পক্ষাঘাত-রোগের চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। যদি স্বাস্থ্যরেখা বহুবর্ণবিশিষ্ট হয় ও এই রেখার সহিত শিরো-রেখার মিলন-স্থানে একটী রক্তবর্ণ বিন্দু-চিহ্ন থাকে, তবে জাতক পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

শিষ্য। পক্ষাঘাত-রোগে মৃত্যু কিরূপে নির্দ্ধারিত হয়?

গুরু। পক্ষাঘাতের সাধারণ চিহ্নের সহিত দুইটী সরলরেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিয়া চন্দ্রের স্থানে যাইলে এবং শনির স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে, বা শনির স্থানের নিম্নে আয়ুরেখার শেষভাগে এই তারকাচিহ্ন থাকিলেও; পক্ষাঘাতে মৃত্যু বুঝায়।

শিষ্য। হাঁপানী কাসীরোগের চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। (১) হস্ত-চতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, স্বাস্থ্যরেখা অস্পষ্ট এবং হৃদয়রেখা বক্রভাবে শিরোরেখার নিকটস্থ ; অথবা (২) একটী স্থূলরেখা বক্রস্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখাকে খণ্ডিত করিয়া চন্দ্রাভিমুখীভূত (চিত্র ৫।৯—৯)।

শিষ্য। শিরঃপীড়ার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। শিরোরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা উঠিয়া আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করিলে, ও শিরোরেখা শৃঙ্খলাকার হইলে, শিরঃপীড়া হয়।

শিষ্য। যক্ষ্মাকাসের চিহ্ন কি ?

গুরু। নখ সকল গোল এবং নখের অগ্রভাগ বক্র হইলে, যক্ষ্মাকাসের বিষয় জানা যায়।

শিষ্য। উদরী-রোগের চিহ্ন কি ?

গুরু। চন্দ্রের স্থানে তারকাচিহ্ন।

শিষ্য। সন্ধিগত বাতের চিহ্ন কি ?

গুরু। আয়ুরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও একটী শাখা চন্দ্রের স্থান গত।

শিষ্য। বাত ও অষ্টাঙ্গগ্রহণের (গেঁটে বাত) লক্ষণ কি ?

গুরু। চন্দ্রস্থান হইতে উঠিযা, একটী রেখা যদি আয়ুরেখাকে কর্ত্তন করে, তাহা হইলে, উক্ত ব্যাধির বিষয় জ্ঞাপন করে।

শিষ্য। হৃদ্রোগের চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) মধ্যমার নিম্নভাগে হৃদযরেখা প্রশস্ত ও পাণ্ডুবর্ণ, (২) রবিরেখা ও আয়ুরেখার উপর যবচিহ্ন. (৩) স্বাস্থ্যরেখার আয়ুরেখার সহিত মিলিত ও আয়ুরেখার উপর নীল বা রক্তবর্ণ দাগ, কিংবা (৪) হৃদয়রেখার উপর বৃত্তাকার বা যবচিহ্ন—এই কয়েকটীর মধ্যে একটী থাকিলেই, হৃদ্রোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। বংশগত রোগের লক্ষণ কিরূপ ?

গুরু। আয়ুরেখার উপর যবচিহ্ন।

শিষ্য। কণ্ঠনালীর মধ্যে ক্ষত বা ইহার উপর কোন রোগ উপস্থিত হওয়ার চিহ্ন কি ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও অপর একটী ঊর্দ্ধগামী রেখা শাখাবিশিষ্ট

(Forked) হইয়া, এই স্থানে থাকিলে, এবং এই স্থানেই শেষ হইলে, কণ্ঠনালীর রোগ নিরূপিত হয়।

শিষ্য। প্লুরিসি (Pleurisy) এবং পার্শ্বশূলের চিহ্ন কি?

গুরু। একটী যবচিহ্নবিশিষ্ট ঊর্দ্ধগামী রেখা আয়ূরেখা হইতে উঠিয়া, বৃহস্পতির স্থানে যাইলে ঐ রোগ হয়।

শিষ্য। অম্লরোগের চিহ্ন কি?

গুরু। চন্দ্রস্থান অতি পুষ্ট হইলে, অম্লরোগের বিষয় জানা যায়।

শিষ্য। পাণ্ডুরোগের ন্যাবার (Jaundice) লক্ষণ কি?

গুরু। স্বাস্থ্যরেখার উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে, উক্ত রোগের বিষয় জানা যায়; কিন্তু ঐ স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ দাগ (Spot) থাকিলে, উক্ত রোগের প্রবল আক্রমণ বুঝায়।

শিষ্য। চক্ষুরোগের লক্ষণ কি?

গুরু। রবির স্থানে নীল চিহ্ন থাকিলে, বা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, চক্ষুরোগ হয়। আবার তাহার সহিত বাতের সংযোগ থাকিলে অন্ধও হয়।

শিষ্য। ধর্ম্মযাজকের চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। অঙ্গুলী সকলের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি স্থূল, ও অগ্রভাগ সূচালু হইলে, ধর্ম্মযাজক বা পরিব্রাজক হয়।

শিষ্য। পশুকর্ত্তৃক বিপদ্‌গ্রস্ত হওবার চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। শনি ও মঙ্গলের স্থানের উপর তারকা-চিহ্ন।

শিষ্য। অস্ত্রাঘাতের অপমৃত্যুর চিহ্ন কি?

গুরু। দ্বিতীয়াঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকাচিহ্ন, এবং শনির স্থান হইতে উত্থিত শুক্রবন্ধনী (Gridle of Venus) ছেদক একটী রেখা।

শিষ্য। বৃক্ষলতাদি অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতার চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। শুক্রের স্থান উচ্চ এবং অঙ্গুলী সকল (বিশেষতঃ বৃদ্ধাঙ্গুলী) দীর্ঘ।

শিষ্য। মনুষ্য ও জীবজন্তু অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতা কিসে জানা যায়?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল চৌক হইলে, তৎসম্বন্ধে পারদর্শিতা জানা যায়।

শিষ্য। যুদ্ধক্ষেত্রাদির চিত্র অঙ্কিত করিবার পারদর্শিতার চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলেই, এই বিদ্যা উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে কারুকার্য্য করিতে পারে ?

গুরু। রবিরেখা ও বৃহস্পতি-রেখা প্রবল ও অঙ্গুলী চৌক।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে ভাস্কর হইতে পারে ?

গুরু। হস্ততলে অল্পরেখা এবং হস্ততল স্থূল দৃঢ় হইলে ভাস্কর হয়।

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারদর্শী হইয়া থাকে ?

গুরু। যাহার শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও স্থূলাগ্র, সেই ব্যক্তি এই বিষয়ে পটু হয়।

শিষ্য। চিকিৎসকের চিহ্ন কি ?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও তিনটী রেখা এই স্থানে থাকিলে এবং রবি-রেখা প্রবল হইলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎক হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঔষধাদি আবিষ্কারকের চিহ্ন কি ?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নের সহিত চন্দ্রের স্থান অতি উচ্চ থাকিলে, ঔষধাদির আবিষ্কার ও নানাবিধ চিকিৎসা শাস্ত্রোক্ত দ্রব্য হইতে স্ব স্ব প্রথায় প্রয়োগো-পযোগী সার বাহির করিতে সক্ষম হয়।

শিষ্য। পশু-চিকিৎসকের চিহ্ন কি ?

গুরু। চিকিৎসকের সাধারণ চিহ্নের সঙ্গে হস্ততল দৃঢ় ও অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগ মোটা।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী হয় ?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্দ্ধগামী সরল রেখা বুধের স্থানের পার্শ্বে থাকিলে, ঐ বিদ্যায় নিপুণ হয়।

শিষ্য। কি চিহ্ন দ্বারা নাক্ষত্রিক বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী জানা যায় ?

গুরু। চন্দ্র বুধ ও শনির স্থান অতি উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও বিচারসূচক (Philosophical)।

শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে পদ্য-লিখিতে পারে ?

গুরু। যাহার চন্দ্র ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকে, সে পদ্যলেখক হয়।

শিষ্য। সাহিত্যপারদর্শীর কি চিহ্ন থাকে ?

গুরু। অঙ্গুলীসকল কোমল এবং অগ্রভাগ মোটা বা চৌক।

শিষ্য। কোন্ ব্যক্তি পুস্তক ইত্যাদির সমালোচক হইয়া থাকে ?

গুরু। যাহার নখ ছোট এবং বুধের স্থান উচ্চ।

শিষ্য। কি কি চিহ্ন দ্বারা সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ জানা যায় ?

গুরু। (১) শনির স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ও গ্রন্থি (গাঁইট) গুলি স্থূল এবং নখ ছোট হইলে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ হয়; অথবা (২) শুক্র-বন্ধনী (Girdle of venus) ও রবিরেখা প্রবল এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে কলাবৎ বা কালোয়াৎ হইয়া থাকে; (৩) সরল এবং মিশ্র অঙ্গুলী ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে সঙ্গীত বিদ্যায় পটুতা জন্মে।

শিষ্য। নাটক-অভিনেতার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। (১) অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক, শুক্রের স্থান উচ্চ এবং শাখাবিশিষ্ট হইলে; অথবা (২) শিরোরেখার একটী শাখা বুধের স্থানে ও আর একটী রেখা মঙ্গলের স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্থানে আসিলে, নাটক অভিনেতা হয়।

শিষ্য। বাণিজ্যে নিপুণতার চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) উভয় হস্তেই অনামিকা চৌক অথবা (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্য পর্ব্বদ্বয় অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, বাণিজ্য বিষয়ে নিপুণ হয়।

দশম অধ্যায়।

স্ত্রী-হস্তের বিবরণ।

শিষ্য। যদি কোন রমণীর হস্তাঙ্গুলীর গ্রন্থি সকল সবিশেষ পুষ্ট হয়, তবে কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। জাতিকা সদ্বিবেচিকা হয়; কিন্তু সৌখীন বা আমোদপ্রিয়া হয় না।

শিষ্য। স্ত্রীলোকের বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতিকা মেধাবিনী হয়।

শিষ্য। বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতিকা চঞ্চলস্বভাবা হয়।

শিষ্য। যদি স্ত্রীলোকের করতল ছোট ও অঙ্গুলী সকল সূচালু হয়, তবে কি হয় ?

গুরু। সে উদ্দেশ্যরহিত ও খোস-পোষাকী হয়।

শিষ্য। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট হইলে কি হয় ?

গুরু। সে ভালবাসিতে ও বন্ধুত্ব করিতে তৎপর, পরদুঃখে কাতর, সরল প্রকৃতি, শিল্পবিদ্যায় নিপুণ, কর্ম্মঠ এবং নৃত্য গীত ও তামাসা দেখিতে ইচ্ছুক হয়; এবং গৃহপালিত জন্তু ও নিজের বা অপরের সন্তানে স্নেহবতী হয়।

শিষ্য। যদি সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ চৌক হয়, তবে কি হয় ?

গুরু। সে কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে।

শিষ্য। যাহার সকল অঙ্গুলী চৌক ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ছোট, সে কিরূপ ফলভোগ করে ?

গুরু। সে সদালাপিনী হয়; তাহার মনোবৃত্তি নিয়মের বশীভূত থাকে। সে গুণবান্ স্বামী ইচ্ছা করে, এবং অশ্লীল বাক্যে অসন্তুষ্ট হয় ?

শিষ্য। স্ত্রীলোকের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা বা চৌক ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কি হয় ?

গুরু। সে কলহপ্রিয়া, উচ্চভাষিণী অবিশ্বাসিনী ও পুরুষের বশতাপন্না থাকিতে অনিচ্ছুক হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! এক্ষণে চিহ্ন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিশেষ বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। কি শুনিবে,—প্রশ্ন কর।

একাদশ অধ্যায়।

চিহ্নসমূহের বিশিষ্ট বিবরণ।

তারকা-চিহ্ন। (Star)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ১।

শিষ্য। তারকা-চিহ্নের কথাই প্রথম জিজ্ঞাস্য। এই চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের উচ্চাভিলাষ সফল হয়, এবং সে সম্মান, ভালবাসা ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। যদি এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকে, এবং সেই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান নিম্ন ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ থাকে, তবে কি হয়?

গুরু। উভয় হস্তে থাকিলে, জাতক হত্যাকারী হয় ও তাহার ফাঁসী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে ও তৎসঙ্গে রবির স্থান নিম্ন হইলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহু পরিশ্রমে সুখ্যাতি লাভ করে ও ধনবান্ হয়; কিন্তু সুখ-স্বচ্ছন্দতা-বিহীন থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে অবিচ্ছিন্ন হইলে এবং ঐ স্থানে রবি রেখা ও অন্য দুই তিনটী রেখা থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বুদ্ধি ও পরিশ্রম গুণে সুখ্যাতি লাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও চৌর হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন উভয় হস্তেই মঙ্গলের উভয় স্থানের যে কোন স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দ্বিভাবাচারী ও বহুচিন্তাযুক্ত হয়; কিন্তু উহাই তাহার দুঃখের কারণ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কোন হস্ত এই চিহ্নবিশিষ্ট হইলে এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, ও শিরোরেখা চন্দ্রের স্থানে আসিলে কি হয়?

গুরু। জাতক জলমগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রস্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। কোন স্ত্রীলোক হইতে জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

গুরু। ইহাতে জাতকের ধননাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তৎসঙ্গে রবি ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের হঠাৎ ধনলাভ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক হত্যাকারী হয়।

শিষ্য। মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয়পর্ব্বস্থিত তারকাচিহ্নের সহিত ভাগ্যরেখা মিলিত হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের লজ্জাকর মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের সংযোগ স্থলে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের অপ্রীতিকর বিবাহ হয়।

শিষ্য। উপযুক্ত চিহ্নের সহিত বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয়?

গুরু। জাতকের অসুখকর বিবাহের দোষ সংশোধিত হয়; এবং ভবিষ্যতে বিবাহে সুখ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে জলভ্রমণ রেখার (৪২. পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জলভ্রমণে মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই তারকাচিহ্ন হস্তচতুষ্কোণের মধ্যে থাকিলে কি হয়?

গুরু। স্ত্রীজাতি ক্রীড়নকবৎ (খেলনার ন্যায়) তাহার উপর আধিপত্য করিয়া থাকে।

চতুষ্কোণ-চিহ্ন। (Square.)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ২।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে একটী চতুকোণ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ধর্ম্মোন্নতির জন্য বনগমন করে।

শিষ্য। শুক্রের স্থানে চতুষ্কোণ-চিহ্ন আয়ুরেখার সহিত মিলিত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের কারাবাস হইয়া থাকে।

শিষ্য। শনি-স্থানে চতুষ্কোণ-চিহ্নের মধ্যে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পায়।

শিষ্য। শনির স্থানের পার্শ্বে চতুষ্কোণ-চিহ্নের মধ্যে একটী লোহিত বর্ণ বিন্দু বা দাগ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অগ্নিদাহ হইতে নিষ্কৃতি পায়।

বিন্দু-চিহ্ন। (Spot)

চিত্র, ২ চিহ্ন, ৩।

শিষ্য। বিন্দু-চিহ্ন হস্ততলে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কষ্টভোগ করে। ইহা যে কোন রেখার সহিত থাকে, তাহাতে শরীরের সেইভাগের কষ্ট বুঝায়। যথা—শিরোরেখায় থাকিলে, মস্তকে আঘাত ;—ইত্যাদি।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ চিহ্ন হৃদয়রেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভালবাসার পাত্র লাভে কৃতকার্য্য হয়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে।

শিষ্য। কাল বা নীলবর্ণ চিহ্ন শিরোরেখার উপরে থাকিলে, কি হয় ?

গুরু। জাতকের স্নায়ু-দুর্ব্বলতা (Nervous debility) উপস্থিত হয়।

শিষ্য। আয়ুরেখার উপরে নীলবর্ণ চিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। তাহা হইলে জাতকের প্রতি বিষপ্রয়োগের বিষয় বুঝা যায়। দুই হস্তে থাকিলে, বিষপ্রয়োগে মৃত্যু হয়; কিন্তু এক হস্তে থাকিলে বিষপানেও রক্ষা পায়।

শিষ্য। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন কিরূপ এবং উহা হস্তে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন একটু গর্ত্ত সদৃশ হয়, এবং ইহা শুভফল প্রদান করে।

শিষ্য। বুধস্থানের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে কাল বিন্দু (Spot) থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এক হস্তে থাকিলে ভূমিঘটিত অভিযোগে (মকদ্দমায়) অর্থ নষ্ট করায় ; দুই হস্তে থাকিলে, ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। প্রথমাঙ্গুলী বা তর্জ্জনীর উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। ব্রাহ্মণ কিংবা ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক অর্থ অপহৃত হয়।

শিষ্য। দ্বিতীয়াঙ্গুলী বা মধ্যমার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। কোন বিধর্ম্মী পাশ্চাত্য ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক অর্থাপহরণ বুঝায়।

শিষ্য। তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকায় থাকিলে কি হয় ?

গুরু। যবনকর্ত্তৃক ধনাপহরণের কথা বুঝায়।

শিষ্য। কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Personal property) যথা ;— অঙ্গুরী, ঘড়ি, মণিব্যাগ, অলঙ্কার প্রভৃতি অঙ্গশোভন দ্রব্য অপহৃত হয়।

শিষ্য। এই কাল দাগের সংস্থান দেখিয়া, বয়োনিরূপণের উপায় কি ?

গুরু। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রথম গাঁইট পর্য্যন্ত, ৩০ বৎসর দ্বিতীয় গাঁইট পর্য্যন্ত ৬০ বৎসর, তৃতীয় গাঁইট বা অঙ্গুলীমূল পর্য্যন্ত ৯০ বৎসর বুঝায়।

বৃত্তচিহ্ন। (Circle.)

চিত্র, ১—চিহ্ন, ৪।

শিষ্য। বৃত্তচিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের সুখ্যাতিলাভ ও অর্থোন্নতি হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জলমগ্ন হইয়া জাতকের মৃত্যু ঘটে।

শিষ্য। এই চিহ্ন অন্যান্য গ্রহস্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। যে যে গ্রহের স্থানে থাকে, জাতকের তৎসম্বন্ধীয় উন্নতি বিপৎসঙ্কুল হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়রেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শিরোরেখার উপরে থাকিলে [illegible]

গুরু। জাতক অন্ধ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন অন্যান্য রেখার উপরে থাকিলে [illegible]

গুরু। যে রেখার উপর এই চিহ্ন থাকে, সেই রেখা [illegible] করে।

যবচিহ্ন। (Island.)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৫।

শিষ্য। যবচিহ্ন হস্ততলে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। এই চিহ্ন কোন রেখার উপর থাকিলে, জাতকের ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, ও বংশগত পীড়া উপস্থিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক কোন স্ত্রীলোককর্ত্তৃক প্রলোভিত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন হৃদয়-রেখার উপর থাকিলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে শিরোরেখার উপর থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হত্যা করিবার ইচ্ছা প্রবল থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানের বহির্ভাগে শিরোরেখার উপর থাকিলে, কি হয় ?

গুরু। জাতক দুরভিসন্ধিযুক্ত হয়।

শিষ্য। যদি এই চিহ্ন শিরোরেখার উপর থাকে, ও বৃহস্পতির স্থা[illegible] হয়, তবে কি হয় ?

গুরু। জাতক বংশগত শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখায় যবচিহ্ন এবং বৃহস্পতি ও রবিস্থান নিম্ন থাকিলে, কি হয় ?

গুরু। জাতক বংশগত শিবঃপীড়ায় আক্রান্ত হয় ; আর দেউলিয়া (Bankrupt) হয়।

শিষ্য। স্বাস্থ্যরেখায় যবচিহ্ন এবং বৃহস্পতি চন্দ্র ও শুক্রের স্থান প্রবল হইলে কি হয়?

গুরু। তাহা হইলে, জাতক গুহ্যবিদ্যার পারদর্শী. ও স্বপ্নচর (Somnambulist) হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক ঠগ্ ও চোর হয়। এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, সে অজীর্ণ ও উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন আয়রেখার প্রাবল্য ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের জন্মকালীন কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

ত্রিভুজ চিহ্ন (Triangle.)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৬।

শিষ্য। ত্রিভুজ-চিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক দৌত্য কার্য্যে নিপুণ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্য (Mystic.) ও ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতালাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক রাজনীতিজ্ঞ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক যুদ্ধ বা অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বিশিষ্টরূপে ভালবাসার পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে লিপ্ত হইতে চাহে।

ক্রুশচিহ্ন। (Cross.)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৭।

শিষ্য। ক্রুশচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের অত্যন্ত সুখকর বিবাহ হয়। এই সঙ্গে শনিরেখা ও রবিরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিলে, এই বিবাহে সুখের আরও বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক গুহ্যবিদ্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ে উন্মত্ত প্রায় হয়; এবং ক্রমে ক্রমে বুজ্‌রুগ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। শিল্পবিদ্যায় ও বিচারে জাতকের ভ্রম উপস্থিত হয়; এবং এই সঙ্গে রবির স্থান উচ্চ থাকিলে, জাতকের ধনযোগ হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক অবিশ্বাসী ও চোর হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক একগুঁয়ে ও কলহপ্রিয় হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক মিথ্যাবাদী হয়, এবং এই চিহ্ন অপেক্ষাকৃত বড় হইলে, সে আপনাকে প্রতারণা করে। কিন্তু এই চিহ্ন অত্যন্ত ছোট হইলে, জাতক কাল্পনিক ও গুহ্য ধর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতকের একটীমাত্র অসুখকর বিবাহ হয়। কিন্তু এই সঙ্গে বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে বিবাহ সুখকর হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন আয়ুরেখার নিম্নে থাকিলে কি হয়?

গুরু। জাতক বহু কষ্টে জীবন অতিবাহিত করে ও তাহার অবস্থা হীন হয়।

গুহ্যক্রুশ। (Cross-mystic.)

শিষ্য। গুহ্যক্রুশ কাহাকে বলে?

গুরু। একটী ক্রুশচিহ্ন হস্তচতুষ্কোণের মধ্যে থাকিয়া, উহার কোন রেখার সহিত সংযুক্ত না থাকিলে তাহাকে গুহ্যক্রুশচিহ্ন বলে।

শিষ্য। এই চিহ্ন সাধারণতঃ কিরূপ ফলপ্রদ হয় ?

গুরু। ইহার আকার ক্ষুদ্র হইলে, জাতকের গুহ্যবিদ্যায়, মিথ্যা বিশ্বাসে ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান জন্মায়।

শিষ্য। যখন ইহার আকার বৃহৎ হয়, তখন কিরূপ ফল হয় ?

গুরু। জাতকের অন্ধবিশ্বাসে ধর্ম্মবিষয়ে দৃঢ়তা (গোঁড়ামি) ও কাল্পনিক জ্ঞান অধিক পরিমাণে থাকে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানের নিম্নে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভ্রমযুক্ত হয় ও গুহ্যবিদ্যানুসন্ধানে রত থাকে; কিন্তু বৃহস্পতির স্থান উচ্চ থাকিলে, ধার্ম্মিক হয়, এবং ইহা বড় হইলে, জাতক ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসী হয় ও বাগাড়ম্বর করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন উভয় হস্তে পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক উচ্চাভিলাষী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত শনির স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক লোকদ্বেষী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত রবির-স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী ও কৃপণ হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের সহিত শুক্রের স্থান উচ্চ থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক প্রেমোন্মত্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনিরেখার সহিত মিলিত হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশিষ্টরূপ অর্থোপার্জ্জন করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয় ? (চিত্র, ৭—চিহ্ন, ১৬ দ্রষ্টব্য)

গুরু। জাতকের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয় ও সে যথেষ্ট ধনবান্ হয়।

জালচিহ্ন। (Grille.)

চিত্র, ২—চিহ্ন, ৮।

শিষ্য। জালচিহ্ন বৃহস্পতির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক ভুল বিশ্বাসী, অহঙ্কারী ও আধিপত্য প্রকাশে ইচ্ছুক হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শনির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দুর্ভাগা হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন রবির স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক অহঙ্কারী, মূর্খ, গৌরবাকাঙ্ক্ষী, দুর্ব্বল ও ভ্রমযুক্ত হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন বুধের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক শঠ ও অবিশ্বাসী হয় এবং তাহার চৌর্য্যবৃত্তি প্রবল হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক বিষণ্ণ, অস্থির ও অসন্তুষ্ট হয় ; এবং সে সর্ব্বদাই মৃত্যুকামনা করে।

শিষ্য। এই চিহ্ন চন্দ্রের স্থানে, ও শনির স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক উচ্চপদাভিলাষী ও অস্থির হয়, এবং পেশী সকল সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হওয়ার জন্য কষ্টভোগ করে।

শিষ্য। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন সত্ত্বে রবিরেখা প্রবল হইলে কি হয় ?

গুরু। জাতক পদ্য, গীতিকাব্য ও সাহিত্যে পারদর্শী হয়।

শিষ্য। এই চিহ্ন শুক্রের স্থানে থাকিলে ও শুক্রবন্ধনী হস্ততলে বর্ত্তমান থাকিলে কি হয় ?

গুরু। জাতক দুষ্ট, লম্পট ও আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছুক হয়।

শিষ্য। এই চিহ্নের অশুভ-সংশোধনকারী কোনরূপ চিহ্ন আছে কি না ?

গুরু। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়, এবং শিরোরেখা ও রবিরেখা প্রবল থাকে, তাহা হইলে, শুক্রবন্ধনীজনিত অশুভ ফল সংশোধিত হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

শিষ্য। প্রভো আপনার অনুগ্রহে সামুদ্রিক শাস্ত্রে সবিশেষ উপদেশ পাইলাম; এবং আমার কৌতূহলও নিবারিত হইল। এরূপ উপদেশ পূর্ব্বে কখনও পাই নাই। যাহা হউক, মনুষ্যের স্বভাব, আয়, ব্যয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম ইত্যাদি সকলই যে করতলগত-রেখা দ্বারা জানা যায়, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না; কিন্তু আপনার শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে সে সমস্তই জানিলাম।

গুরু। বৎস! এ সমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য। দেখ, আমার প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি, তুমি যেরূপ সরলভাবে প্রশ্নাদি করিয়া, 'সামুদ্রিক শাস্ত্রের' আদ্যোপান্ত জানিলে, ইহা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কি হইতে পারে? এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখে দুই-একটী হস্ত দেখিয়া, তাহার শুভাশুভ ফল বিচার করত আমার হৃদয়ের আনন্দবর্দ্ধন কর।

শিষ্য। গুরুদেব! তবে এক্ষণে আমাকে অনুমতি করুন; আমি এই হস্তটী পাঠ করিয়া, ইহার শুভাশুভ ফল বিচার করি।

হস্তবিচার।

শিষ্য। ইহাঁর করতল অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ।—ইনি সূক্ষ্ম বিচারে ও সূক্ষ্ম কর্ম্মে অক্ষম; এবং সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া, সহজেই সন্তুষ্ট হয়েন। ইনি স্বাভাবিক সহজ (প্রমাণনিরপেক্ষ) জ্ঞান দ্বারা হিতাহিত বিচার করিয়া থাকেন।

১। ইহাঁর অঙ্গুলীগুলি চৌক ও গাঁইটগুলি পুষ্ট।—ইনি চিন্তাযুক্ত, বিশ্বাসী, স্থিরপ্রকৃতি ও সত্যপ্রিয়; এবং আইন, ইতিহাস, ব্যবহারতত্ত্ব, ব্যাকরণ, অঙ্কবিদ্যা, কৃষিকার্য্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে তৎপর।

২। বৃহস্পতির (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১) স্থান উচ্চ;—ইনি ধর্ম্মপরায়ণ, উচ্চাভিলাষী, আমোদপ্রিয় ও উন্নতমতি; এবং স্বভাব-সৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসেন।

৩। শনির (চিত্র ১৫—চিহ্ন ২) স্থান উচ্চ;—ইনি নির্জ্জনপ্রিয়, কর্ম্মে বিজ্ঞ ও ধর্ম্ম-সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছুক।

৪। রবির (চিত্র ১৫—চিহ্ন-৩) স্থান উচ্চ ;—সাহিত্য ও শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, উন্নতমতি ও সুন্দর বস্তুতে রত।

৫। বুধের (চিত্র ১৫—চিহ্ন ৪) স্থান উচ্চ ;—ভ্রমণপ্রিয়, চঞ্চল, আবিষ্কারক, ব্যঙ্গপ্রিয়, কর্ম্মঠ ও শাস্ত্রানুশীলনে রত।

৬। মঙ্গলের (চিত্র—১৫ চিহ্ন ৫) স্থান উচ্চ ;—আত্মসংযমী, ত্যাগশীল, ধৈর্য্যগুণাবলম্বী ও বিষয়ভোগী।

৭। চন্দ্রের (চিত্র ১৫—চিহ্ন ৬) স্থান উচ্চ ;—শিষ্টাচারী, সঙ্গীতপ্রিয়, ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখিতে ইচ্ছুক।

৮। শুক্রের (চিত্র ১৫—চিহ্ন ৭) স্থান উচ্চ ;—হিতৈষী, নম্র, মমতাযুক্ত, ও সঙ্গীতপ্রিয়।

সাধারণ গ্রহস্থান ও অঙ্গুলী-সংস্থান দ্বারা ইহাঁকে বিচার বিষয়ে ব্যবহারাজীব বলিয়া বোধ হয়। (পরিচ্ছেদ ১—৮)

৯। আয়ুরেখায় ;—

১০। বৎসর বয়ঃক্রম-স্থলে একটী রেখা ঊর্দ্ধগামী হইয়া বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী ;—ইনি এই বয়সে পরীক্ষায় (ছাত্রবৃত্তি) উত্তীর্ণ হইয়াছেন। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ৮)

১৫ বৎসর বয়সস্থলে অপর একটী ঊর্দ্ধগ রেখা ঐরূপ ভাবে বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী ও প্রবল হইয়া, হৃদয়রেখার নিকটস্থ ;—উক্ত ব্যক্তি এই সময়ে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ভোগ করেন ; (চিত্র ১৫—চিহ্ন ৯)

১৬ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখাকে কর্ত্তন করত হৃদয়রেখার নিকটবর্ত্তী ;—ইহাঁর ঐ সময়ে মাতৃ-বিয়োগ হয়। এবং মানসিক চঞ্চলতায় বিদ্যাভ্যাসেরও ক্ষতি হইয়াছিল। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১০)

১৮ বৎসরে আয়ুরেখা হইতে ঊর্দ্ধমুখী রেখা আছে ;—ইনি এই সময়ে দ্বিতীয় পরীক্ষায় (F. A.) উত্তীর্ণ হন। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১১)

২০ বৎসরে স্থলে ঐরূপ ঊর্দ্ধমুখী রেখা আছে ;—ইনি এই সময়ে তৃতীয় পরীক্ষায় (B. A.) উত্তীর্ণ হন। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১২)

২১ বৎসরের শেষ ভাগে ঐরূপ একটী রেখা আছে ;—ইনি এই সময়ে ওকালতী (B. L.) পাশ করেন। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৩)

২২ বৎসরের শেষভাগে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া রবির স্থানের নিম্নভাগে হৃদয়-রেখার সহিত মিলিত ;—ঐ বয়সে ইহাঁর শুভ বিবাহ হইয়াছিল। চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৫)

২৩ বৎসরের শেষভাগে আয়ুরেখা হইতে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা শনির স্থানে উত্থিত ;—এই বয়সে ইহাঁর ওকালতী ব্যবসায়ের আরম্ভ ও তাঁহাতে উন্নতি হয়; এবং রেখা প্রবল ও শনির বা মধ্যমার অব্যবহিত নিম্নদেশে স্থিত ;—ইহাঁর গাড়ী-ঘোড়া ও অপরাপর ঐশ্বর্য্য ভোগ হইতেছে। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৫)

২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থলে একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা ও শিরোরেখাকে কর্ত্তন করত হৃদয়রেখাকে স্পর্শ করিয়াছে ;—ইহাঁর এই সময়ে পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৬)

হস্ততলে শুক্রবন্ধনী (Girdle of Venus) বর্ত্তমান এবং ৩০ বৎসর বয়সে আয়ুরেখার সন্নিকটবর্ত্তী ;—ইনি এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন (চিত্র ১৫—চিহ্ন ক)। স্বাস্থ্যরেখায় ত্রিভুজচিহ্ন আছে ;—ইহাঁর হঠযোগ অভ্যস্ত হইয়াছে। (চিত্র ১৫—চিহ্ন খ)

৩৫ বৎসর বয়সে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ;—ঐ সময়ে সবিশেষ ধনযোগ হয় ; ঐ সময় ইনি স্থাবর সম্পত্তি ও ধন সঞ্চয় করিয়াছেন। এবং এই রেখা উভয় হস্তে স্পষ্ট ;—ইনি জীবনের শেষভাগে ঐশ্বর্য্যভোগ করিবেন, জানা যায়। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৭)

৪০ বৎসর বয়সে আয়ুরেখায় একটী বিন্দু (Spot) আছে, ঐ সময়ে ইহাঁর জ্বরবিকার রোগ বুঝায়। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৮)

বুধের স্থানে দুইটী লম্বমান রেখা বর্ত্তমান ;—ইহাঁর দুইটী পুত্রসন্তান ও একটী ক্ষুদ্র রেখা থাকাতে একটী কন্যাসন্তান হইয়াছে ; এবং এই রেখাত্রয় প্রবল থাকাতে, ইহাঁর মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত উহারা জীবিত থাকিবে। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ১৯)

রবিরেখা উভয় হস্তে স্পষ্ট ;—ইনি বক্তৃতায় পারদর্শী ও যশস্বী হইয়াছেন। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ২০)

শিরোরেখা ও হৃদয়-রেখার মধ্যগত স্থানটী অত্যন্ত প্রশস্ত ;—ইনি উদার প্রকৃতির লোক।

চিত্র-১৫

চিত্র - ১৬
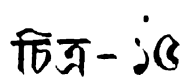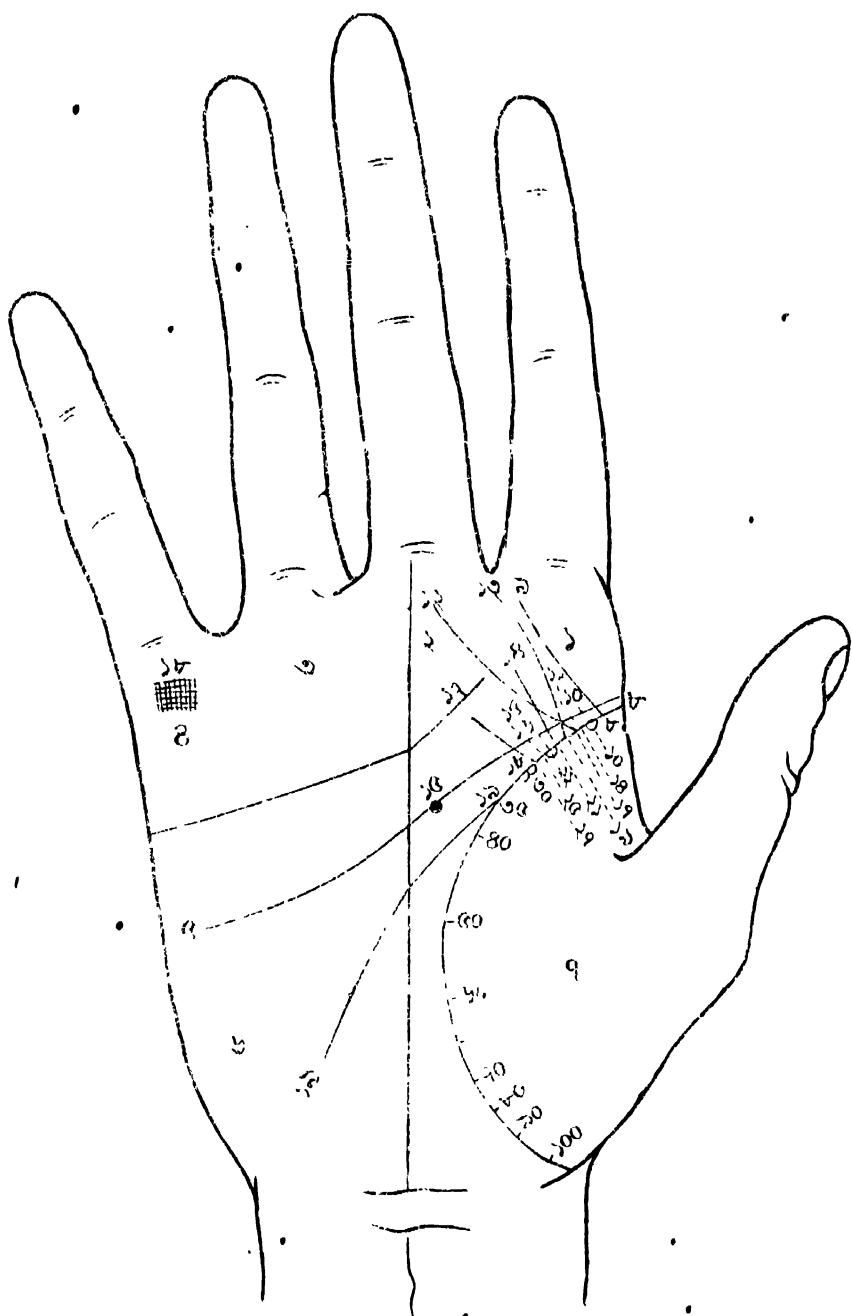
৬৫ বৎসর বয়সে উভয় হস্তে আয়ুরেখাতে দুইটী অধোমুখী রেখা বিদ্যমান; এই সময়ে ইহাঁর মৃত্যু হইবে জানা যাইতেছে। (চিত্র ১৫—চিহ্ন ২১)

গুরু। আর এই হস্তটীর ফলাফল বিচার কর।

শিষ্য। জাতকের হস্ততল অত্যন্ত কোমল; এইজন্য ইহাঁর শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা দেখা যায়।

হস্ততল মোটা,—ইনি অস্থির, স্বার্থপর, আত্মম্ভরি ও কার্য্যতৎপর।

অঙ্গুলীর অগ্রভাগ মোটা;—ইনি কারিগরের কর্ম্ম (Mechaincal labour) করিয়া থাকেন; আর ইনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চঞ্চল ও দাম্ভিক।

বৃহস্পতির (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১) স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অহঙ্কারী, আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক, আত্মপ্রশংসাকারী এবং ইহাঁর অনেক ভুল বিশ্বাস আছে।

শনির (চিত্র ১৬—চিহ্ন ২) স্থান নিম্ন;—ইনি দুর্ভাগা ও ইহাঁর জীবন অতি সামান্য।

রবির (চিত্র ১৬—চিহ্ন ৩) স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অর্থলোলুপ অপব্যয়ী, অহঙ্কারী, মিথ্যাবাদী ও হিংসক।

মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান (বৃহস্পতির নিম্নস্থ) অতি উচ্চ;—ইনি অসমসাহসী, গোঁয়ার। মঙ্গলের প্রথম স্থান (বুধের নিম্নস্থ) অতি উচ্চ;—ইনি পরপীড়ক, হত্যাকরণেচ্ছু ও অবিচারক।

চন্দ্রের (চিত্র ১৬—চিহ্ন ৬) স্থান অতি উচ্চ;—ইনি অসন্তুষ্ট, মদ্যপায়ী ও উচ্চপ্রকৃতি।

শুক্রের স্থান উচ্চ;—ইনি লাম্পট্য দোষে দূষিত।

আয়ুরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকায়, ইহাঁর জন্মকালীন মৃত্যুবৎ পীড়া হইয়াছিল।

৮ বৎসর বয়ঃক্রমের স্থানে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির নিম্নদেশে যাওয়ায়, পিতৃবিয়োগ হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ৯)

১০ বৎসর বয়সের স্থানে আয়ুরেখার উপর একটী দাগ (Spot) আছে,—সেই সময়ে অত্যন্ত পীড়া হইয়াছিল। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১০)

১৪ বৎসর বয়সের স্থানে আয়ুরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা শুক্রের স্থানাভিমুখী;—এই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া ইহাঁর হস্ত ভগ্ন হইয়াছিল। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১১)

১৭ বৎসরের স্থলে একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখাভিমুখী;—এই সময় বিবাহ হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১২)

১৯ বৎসরের স্থলে আয়ুরেখা হইতে একটী উর্দ্ধমুখী রেখা ...র স্থানাভিমুখী;—এই সময়ে ইনি লৌহ মৃদঙ্গার প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করেন। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৩)

২১ বৎসরের স্থলে ঐরূপ একটী রেখা শিরোরেখার নিকটস্থ; এই বয়সে ঐ ব্যবসায়ে উন্নতি হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৪)

২২ বৎসরের স্থলে আয়ুরেখা ও শিরোরেখা উভয়ের উপর বিন্দুচিহ্ন (Spot); —ঐ সময়ে জ্বর ও শিরঃপীড়া হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৫)

২৫ বৎসরের স্থলে শুক্রের স্থান হইতে একটী রেখা উঠিয়া শিরোরেখাকে কর্ত্তন করায় ব্যবসায় ক্ষতি হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৬)

২৭ বৎসরে (সম্প্রতি) একটী রেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখাভিমুখী;—ইহাঁর পিতৃব্যের মৃত্যু হয়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৭)

৩০ বৎসর বয়সে—উভয় হস্তে আয়ুরেখার পার্শ্বে ও আয়ুরেখার সহিত মিলিত একটী চতুষ্কোণচিহ্ন এবং বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর জালচিহ্ন (Grille) আছে;—ইনি চুরি করার জন্য কারাবাসে ২।বৎসর দণ্ড ভোগ করিবেন। (চিত্র ১৬—১৮ ও ৪।১৮)

৩৫ বৎসর বয়সের স্থানে উভয় হস্তে আয়ুরেখা হইতে একটী অধোমুখী রেখা আছে;—এই বয়সে ইহার মৃত্যু বুঝায়; এবং এই রেখা চন্দ্রের স্থানাভিমুখী হওয়ায়, শ্লেষ্মঘটিত পীড়ায় মৃত্যু বুঝায়। (চিত্র ১৬—চিহ্ন ১৯)

গুরু। বৎস! এটীও ঠিক হইয়াছে। তুমি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমার পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিলাম। এরূপ শিষ্য না হইলে উপদেশ দিয়া মনের তৃপ্তি লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় শীঘ্রই তোমার মঙ্গল হইবে।

উপসংহার।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার নিকট সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপদেশ লাভ করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, জগতে মনুষ্য, জীব, জন্তু, উদ্ভিৎ, স্থাবর, জঙ্গম ইত্যাদি সমস্তই সেই সৃষ্টিকর্ত্তার নিয়মের অধীন। তিনিই ইহাদিগের সকলের পরিচালক; তিনিই ইহাদিগের সকলের কর্ম্মের প্রবর্ত্তক; ইহারা তাঁহার নিয়ম দ্বারা তাঁহার অনন্ত সৃষ্টিসংক্রান্ত কর্ম্মসমূহের সাধনে ব্যাপৃত। এ জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, কিম্বা যে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, এই সমস্ত তাঁহারই নিজের কর্ম্ম। যাহারা এ জগতে ঘটনাবলীর মধ্যে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ বা অধিকরণ পদ বাচ্য, বোধ হয়, তাহারা বস্তুতই কিছুই নয়; কেবল তাহারা অনন্ত কর্ত্তার অনন্ত কার্য্যসাধনের উপকরণমাত্র। আরও আমার বোধ হয় যে, স্থূল ভৌতিক জগতের নিয়মাবলী যেরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, মানবীয় কর্ম্ম জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। জল জমিয়া বরফ হইবার জন্য উত্তর মেরুর সন্নিকটস্থ শীত প্রধান লাপলণ্ড (Lapland) দেশে যে সকল কারণের ও যে পরিমাণে উত্তাপের প্রয়োজন হয়, বিষুব-মণ্ডলস্থ গ্রীষ্মপ্রধান আফ্রিকা-খণ্ডেও সেই সেই কারণ সমূহেরও সেই পরিমাণ উত্তাপেরই প্রয়োজন হয়। ইহার মধ্যে কোন একটী কারণ অতি সামান্যরূপে বিচলিত হইলেই, তুষার কণাও উৎপন্ন হইতে পারে না। এমন কি এই মহানগরী কলিকাতায় কলে জল জমাইয়া বরফ প্রস্তুত হইতেছে; তাহাতেও ঐ কারণসমূহ আবশ্যক হইতেছে। সেই প্রকার কি ইংলণ্ডবাসী, কি ভারতবাসী সকল মনুষ্যের অদৃষ্ট চক্র বা কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণকর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে; এবং ইহাও ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনশীল। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতেছে যে, যখন আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড সেই নিয়ন্তার নিয়মে গ্রহগণ-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া আসিতেছে, যখন ইহা ভৌতিক জগতের নিয়মের মত অপরিবর্ত্তনশীল; যখন আমাদিগের কর্ম্মকাণ্ড আমাদিগের আয়ত্তাধীন

নহে, আমাদিগের ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, এবং যখন জাগতিক সকল ব্যাপারই সেই নিয়ন্তার নিয়মাধীন, তখন আমরা আমাদিগের কর্ম্মের জন্য কিরূপে দায়ী হইতে পারি? সকল দায়িত্বই আমাদিগের স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইয়া পড়িতেছে।

প্রভো! দেখিতে পাই, মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইয়া, জন্মগ্রহণ করিতেছে---কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী, কেহ সুন্দর, কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত, আবার কেহ বা এরূপ আত্মীয়বিহীন যে, যাঁহার গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, তিনিও প্রসব করিবার অনতিবিলম্বেই এ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এইরূপ নানাপ্রকার ভেদাভেদ ও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। বিবেকবিহীন আমি ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। আমাকে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! তুমি সামুদ্রিক শাস্ত্রে উপদেশ পাইয়া যেরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি শিষ্য-মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চশ্রেণীভুক্ত। তোমার জ্ঞান লালসা দেখিয়া তোমার প্রশ্নে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু তুমি যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা গুরুতর, ও অতি সূক্ষ্ম এবং অধিকারিভেদে গুহ্য হইলেও, তোমার জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্তি করিবার জন্য, স্থূল উদাহরণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। এই সমস্ত সূক্ষ্মবিষয় অন্যের প্রমুখাৎ শুনিবার নহে; নিজের জ্ঞানযোগে উপলব্ধি করিবার বিষয়।

আমাদিগের স্থূল কর্ম্মফলের দায়িত্বসম্বন্ধে তুমি যেরূপ বুঝিয়াছ, উহা ঐরূপই বটে। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে আমার আরও দুই-একটী কথা বক্তব্য আছে; তাহা তোমারই বাক্যের পোষণ করিবে।

আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়া কিরূপে মহাভারবহনে সক্ষম হইতে পারি? সেই গুরুভার বহন করিতে সেই মহান্ পুরুষ একমাত্র কেবল নিজেই সক্ষম। অনন্তশক্তিমান্ এবং অনন্তজ্ঞানবানের তুলনায় আমাদিগকে একবারে শক্তি-হীন ও গুণহীন বলিতে কে আপত্তি করিতে পারে? বর্ত্তমানে আমাদিগের যেরূপ গুণ ও শক্তি আছে, মনে কর, যদি তদনুরূপে পুরুষকার বা কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বকর্ম্মের অসহ্য চাপে কোন কালে পিষ্ট হইয়া যাইতাম—আমাদের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। ক্ষুদ্র বালুকার

কি সাধ্য যে. মহান্ হিমালয়ের মস্তকস্থিত বিশাল তুষাররাশি বহন করিতে পারে? কোন্ কালে দেখিয়াছ যে, সামান্য জলবুদ্বুদ. মহান্ সাগরে ভাসমান বৃহৎ অর্ণবপোত, বক্ষে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? আরও দেখ, যদি সেই অনন্তশক্তিমান্, অনন্তজ্ঞানবান্ সৎপুরুষ, আমাদিগের মত শক্তিহীন, জ্ঞানহীন, ন্যায়পরতাবিহীন অসৎ জীবের হস্তে জাগতিক কর্ম্মভারের কণামাত্রও অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে, আমরা কি আমাদিগের বর্ত্তমান শক্তিহীনতা জ্ঞানহীনতা, অন্যায়পরতা এবং সত্যবাহিত্য লইয়া সেই কণামাত্র কর্ম্মভারও সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতাম? কখনই নহে! আমাদের চঞ্চলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও হঠকারিতা দ্বারা সেই অত্যল্প কর্ম্মফল মঙ্গলনিদান না হইয়া, অমঙ্গলের আকর হইত; বিনাশস্রোতঃ উৎপন্ন করিয়া সমস্ত উৎসন্ন করিত—অনন্তমঙ্গলময়ের অনন্তসৃষ্টির রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, কোন্ কালে লয়প্রাপ্ত হইয়া যাইত। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিতে যে, সেই অনন্তদয়াময় আমাদিগকে কোনরূপ কর্ম্মভারগ্রহণে অশক্ত জানিয়া, তাঁহার অনন্তদয়াগুণে এ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবকে কর্ম্মের কারণমাত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং কোন দায়িত্ব আমাদিগের উপর ন্যস্ত করেন নাই। তিনি ক্ষুদ্র জীবকে তাহার ক্ষুদ্রতার জন্যই অনন্ত পরিমাণে ভালবাসেন। একবার ভাবিয়া দেখ তোমার অশক্ত, অজ্ঞান শিশু সন্তানকে কি কখন জনতাপূর্ণ পথে সহায়হীন হইয়া বিচরণ করিতে দিতে পার? তুমি তোমার প্রাণ থাকিতে পার না! তোমার শিশু সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস বলিয়া, তাহার প্রতি এত দয়া করিয়া থাক যে, তাহার কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা হইলেই, তাহার নিবারণ করিবার জন্য অসাধ্যসাধনেও যত্নবান্ হও। তবে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে জগৎপিতার প্রেম অনন্ত, ভালবাসা অনন্ত, দয়া অনন্ত, তিনি কিরূপে তাঁহার অশক্ত শিশু সন্তানদিগকে বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মপথে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে পারেন? তিনি সম্পূর্ণ জানেন, ইহাতে তাহার নাশ ভিন্ন রক্ষা হইতে পারে না। বৎস! একবার প্রণিধান করিয়া দেখ, বুঝিবে, তাঁহার অনন্ত প্রেম-নির্ঝর হইতে অনন্তদয়ানদী, উৎপন্ন হইয়া, কর্ম্মরাজ্যের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। ইহারই জলপান করিয়া, ক্ষুদ্র জীবসকল অভাবতৃষ্ণা দূর করিয়া জীবিত রহিয়াছে। এবং ইহারই জল দ্বারা কর্ম্মবৃক্ষে জলসেচন করিয়া, মঙ্গলফলের সম্ভোগ

করিতেছে। তাঁহার অনন্ত দয়ার ও অনন্ত প্রেমের পরিচয় আর কি দেখিতে চাও?

স্থূল ব্যাপার ঐরূপ; কিন্তু সূক্ষ্ম ব্যাপার স্থূলবিচারে দেখিতে অন্যরূপ। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি;—কি কারণে মনুষ্যের জন্মগ্রহণ-সময়ে অবস্থাবৈষম্য ঘটে তাহাই বলিতেছি। ইহা অতি গুহ্য ও সূক্ষ্ম বিষয়, অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে; নিজে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিলে, সহজেই তাহার উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা অন্যের নিকট শুনিবার বিষয় নহে! ইহা জ্ঞানচক্ষুর্দ্বারা দেখিবার বিষয়। তবে কেবল তোমার কৌতূহল নিবারণের জন্য, একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পরপৃষ্ঠার তালিকাটী দেখ। ইহাতে পর পর দশটী স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যে কতকগুলি ভিন্ন২ রাশি সন্নিবেশিত হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক স্তম্ভের রাশি সমষ্টি ত্রিশ। প্রথম স্তম্ভ প্রথম জন্ম, দ্বিতীয় স্তম্ভ দ্বিতীয় জন্ম, তৃতীয় স্তম্ভ তৃতীয় জন্ম—ইত্যাদি জন্মসূচক। প্রত্যেকে স্তম্ভের অন্তর্গত রাশিগুলি মনুষ্যের কর্ম্মের গুরুত্ব বা পরিমাণসূচকমাত্র। ১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি সংখ্যাগুলি মনে কর, ১ মণ, ২ মণ, ৩ মণ, ৪ মণ ইত্যাদির প্রকাশক। কর্ম্মের গুরুত্ব কর্ম্মের ফল দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। মনুষ্যের কর্ম্মফলের গুরুত্বের বা পরিমাণের একক (Unit), মনে কর, ১ মণ। এইরূপে একটী কর্ম্মের গুরুত্ব ২০ মণ পর্য্যন্ত মনে কর, হইতে পারে অর্থাৎ—এক সময়ে একটী কর্ম্মের দ্বারা ২০ মণ ওজনের ফল উৎপন্ন হইতে পারে। প্রথম জন্মের মনুষ্য প্রথম স্তম্ভে লিখিত সংখ্যা হিসাবে কর্ম্ম করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার সমস্ত জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশ মণের অধিক হইবে না। তাহার জীবন যত দীর্ঘ বা অল্প হউক, তাহার পার্থিব অবস্থা যত উন্নত বা অবনত হউক, কিংবা তাহার বুদ্ধি যত তীক্ষ্ণ বা স্থূল হউক, তাহার সমস্ত পার্থিব জীবনের কর্ম্মের ফল ত্রিশমণের অধিক হইবে না। অপর অপর জন্মেরও এইরূপ। সকল জন্মভুক্ত লোককেই ত্রিশ মণের অধিক করিতে হয় না। তবেই দেখ দরিদ্র, ধনী, সুন্দর, বিকলাঙ্গ ইত্যাদি সকলের জন্মগ্রহণ-সময়ে যেরূপ অবস্থা, হউক না কেন, প্রত্যেককে সমস্ত জীবনে সমান পরিমাণে কর্ম্ম করিতে হইতেছে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪	৬	৩	৭	৯	১	৮	৫	১০
১	৩	৭	২	৮	৫	২	৭	৫	২০
২	৫	৮	৫	৩	৫	১	৯	৬	
২	৬	৯	৭	২	১	৬	১	২	
১	৩		১	১	১	৫	১	২	
১	২		১	১	১	৪	১	২	
১	৪		৪	১	১	৪	১	২	
১	৩		৬	১	১	৩	১	২	
২			১	৪	১	১	১	৪	
২				২	১	১			
২					১	১			
২					১	১			
২					১				
২					১				
২									
২									
২									
২									
৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০	৩০

এক্ষণে বোধ হয়, তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, মনুষ্যের জন্মগ্রহণ সময়ে যে বৈষম্য দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নহে ; এবং তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট সামঞ্জস্যও আছে। তোমাকে এক্ষণে যাহা বুঝাইলাম, ইহা অতি স্থূল। প্রকৃত পক্ষে এ সমস্ত বিষয় অতি সূক্ষ্ম, জটিল ও গুহ্য। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিযাছি, ইহা অন্যের নিকট বুঝাইয়া লইবার নহে। যে তালিকার দৃষ্টান্তের দ্বারা অতি স্থূলভাবে বুঝাইলাম, উহা আধ্যাত্মিক বিষয়ের তুলনায় কিছুই নহে। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ঘটনাবলী পার্থিব স্থূল পথ অবলম্বন করিয়া বুঝাইবার নহে। তবে কেবল তোমার আগ্রহ নিবারণের জন্য, একটা মোটা পার্থিব উদাহরণের দ্বাবা বলিলাম।

বৎস! এতৎসম্বন্ধে আর একটী কথা বলিতেছি শ্রবণ কব।

মনুষ্যগণকে যে নানারূপ সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাবও একটী মুখ্য কারণ আছে। ইহা আর কিছুই নহে, কেবল তিনি যেমন মহৎ আধার, ঐরূপ মনুষ্যগণকেও একটী আধাররূপে পরিণত করিবার জন্য সুখ দুঃখের সৃষ্টি করিযাছেন। আমাদিগের দুঃখময় কর্ম্মফল আমাদিগকে শাস্তি দিবাব জন্য নহে। একটী স্থূল দৃষ্টান্তেব দ্বাবা সহজেই বুঝিতে পারিবে। যদ্যপি একখানি অতি বৃহৎ লৌহচাদর জলে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি ঐ লৌহচাদবকে উত্তপ্ত করিয়া, হাতুড়ী ইত্যাদির আঘাত দ্বারা কোনরূপ আধাবে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে, উহা আর জলমগ্ন হওয়া দূরে থাকুক, জলে ভাসমান থাকিয়া, উহার স্বরূপ অপর ভারবহন করিতেও সক্ষম হইবে। এই কারণেই মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে দিয়াছেন।

সমাপ্ত।

OPINIONS OF THE PRESS.

[SAMUDRIK REKHADI BICHAR.]

HINDU PATRIOT,

November 18, 1895.

Samudrik Rekhadi Bichar :—By Babu Roman Kristo Chatterjee. This is a treatise on Palmistry, being a companion volume to the author's first work on the same subject which was noticed in these columns sometime ago. Those who are interested in the subject will do well by providing themselves with a copy of this book by means of which it is possible to learn the Palmist's art without the help of an adept. The book is embellished with 48 diagrams which considerably enhance its utility. We trust that Roman Babu will continue the series and that the path on which he has so long trod with such signal success may never be wholly a stranger to his fact.

AMRITA BAZAR PATRIKA,

November 22, 1895.

Treatise on Palmistry in Bengali.—Babu Roman Kristo Chatterjee of this city has just presented the public with another treatise on Palmistry in Bengalee. Babu Roman Kristo, as is well known to the public at large,—for every morning not less than one hundred person come to his house to avail themselves of his knowledge of Palmistry—has been an earnest student of this branch knowledge for the last twenty-three years ; and the treatise before us is the outcome of his assiduous study and wide observation. The value of the book is considerably enhanced by forty-eight woodcuts reprinting the various kinds of palms which are well calculated to help the student in understanding its contents.

THE INDIAN MIRROR,

January 26, 1906.

Samudrik Rekhadi Bichar.—The publication of the Book under notice has been undertaken with the object of throwing additional light on its predecessor (Samudrik Siksha) which we had the pleasure of noticing in these columns sometime ago, and of preparing the reader for a clear understanding of "Samudrik Bijnan" which is to follow. The plain of instruction is the same as was adopted in the case of " Samudrik Siksha " namely, the catechistic style which is found, from experience, to be effective in impressing

the subject-matter on the learners mind. The text is alphabetically arranged and illustrated with no less than forty-eight diagrams showing the lines on the palm in different positions. The earnestness of the author in attempting to popularize palmistry among his countrymen is vividly observable in the pages of the pnblication.

THE INDIAN MIRROR,

January 28, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."]

"In the hands of all the sons of men, God places marks
That all the sons of men may know their own works.
What can be avoided
Whose end is purposed by the almighty God."

SIR,—Of all the sciences, which distinguished the sages of Ancient India, and which won for them a high name and fame among the civilized nations of the world, the science of Astrology may be regarded as the best and most useful to mankind. The high proficiency of the Hindu sages in Astrology elicited the highest admiration from many learned European scholars. The Hindu sages were equally proficient in Palmistry, which has hitherto been unfortunately neglected by our countrymen, and upon which the Europeans of the nineteenth century have much improved. It must be admitted on all hands that Palmistry is no less a useful science than Astrology, for it predicts the future events of a man's life by the lines on the palm of the hand. Not only does Palmistry vaticinate the future destinies of humanity, but it also foretells incidents in connection with a man's present for passed life. The importance and usefulness of this much-neglected science cannot be over-estimated. Palmistry makes an individual chary of his impending calamities, though they are sure to happen, and it also directs him to choose a profession or to take to some trade in which he is likely to be successful, or, other words, it directs the proper was to a person by which he may achieve success in life. A close study of the works on Palmistry will, no doubt, help one to acquire spiritual calture, to which Young Bengali, who are the furture hopes of their country, ought to devote their hearts and souls. Without spiritual culture, it may be said here parenthetically, the regeneration of degenerate India of the nineteenth century is out of the question, as has been time and of pointed out by you. The reason why our countrymen do not care a straw for this useful science is not far to seek. It does not certainly procure them any pecuniary gain, worth the name. I am glad to learn that Young Bengal are evincing a lively interest in Palmistry which is at the present day very much cultivated by the Westerners. Europeans have, as I have already said, much improved upon the Indian Palmistry which dates its existence in India from time immemorial, and have produced excellent works on Palmistry which have electrified the world. The reproach is justly

hurled against us that we do not admire what our forefathers admired, but we praise that which is praised by the Westerners.

It is, indeed, a matter of congratulation that our countrymen will devote their time and energy to the study of this useful science namely, Palmistry. The name of Babu Roman Kristo Chatterji, the well-known author of "Samudrik Siksha" and "Shamudrik Rekhadi Bichar," which have been highly spoken of by the English and Vernacular Press alike, may be mentioned in this connection. This gentleman, after unremitting labours of many years, has learned this art to perfection and examines the palms of persons who call for the purpose at his residence gratis. On one occasion, I was present in his house when he examined the palms of some gentlemen who came to his residence to know their future. A gentleman, named Babu Hemendra Nath Sing Roy, the author of "Prem" showed his palm to Roman Babu who told him that he would within a fortnight get and appointment in some place to which he would have to travel by sea. This predication came true within the appointed time *i. e*, a fortnight. This gentleman is now serving as a Sub Divisional Officer in Mourbhunj. Shortly after the publication of his work "Prem," he went to Roman Babu who predicated that some wealthy gentleman would be pleased with the perusal of his book, and send him a handsome reward. This vaticcination also came true, for an anonymous gentleman sent the author a reward of Rs. 300. The Oriental Life Insurance case may be still fresh in the minds of your readers. Dr. Rati Kanta Ghose was implicated in the above case. He came to Roman Babu during the trial of the case at the Police Court, and was told that he would get off scot-free, and so he did. I would advice those who have little faith in Palmistry and palmists to show their hands to Romon Babu, who I am sure, will be able to convince them of the truth of his important science. Babu Roman Kristo Chatterji's recent work, "Samudrik Rekhadi Bichar," which is embellished with 48 diagrams, is really a valuable book on the subject. The book is in the form of questions and answers so that it is easy for beginner to lean the mysterious art of Palmistry from this book without the help of teachers. The book is moderately priced, and its get up is excellent. May Roman Babu live long, and enjoy sound health is the heart-felt prayer of us all.

Yours, &c.

S. L. MUKERJI.

The 24th January, 1896.

THE INDIAN MIRROR,

February 7, 1896.

THE ART OF HAND-READING WELL-NEIGH CARRIED TO PERFECTION.

[To The Editor of "The Indian Mirror."]

SIR.—It is a great pleasure to be able to say that palmistry which goes by the name of "a pretended art," has become a well-

n'gh perfect art with Babu Roman Kristo Chatterji, the renowned Palmister, living at No. 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta.

In July last year, I went to Roman Babu to have my fortunes told. With wonderful accuracy, the palmister told me everything connected with my past life. He then predicted that four or five months after, I should have a sad bereavement, and shortly after must leave the educational institution, where I was then serving and be the Head-master of some other school in the metropolis. The bereavement did come, indeed, in the sudden and untimely death of my father-in-law, and the first prediction being thus verified, I was naturally led to expect the verification of the other. As I had no intention of leaving the institution were I was serving, I was quite at a loss to guess how the iufluence of stars could so act upon me as to make me leave the institution, but now I cannot help believing the fact that no man can over-ride the astral influence. A sorry state of things about the institution came to my knowledge through an undreamt-of quater about the middle of December 1895. I found that some *pet* teachers with their oily tongues drew handsome salaries, while the others with all the conscientious discharge of their duties drew but starvation salary. This was more than I could dear, and accordingly I tendered my resignation. I am now serving as Head-master of a High English School in the town. Thus the two preductions of Roman Babu have been most wonderfully verified. Roman Babu is already well-known in the Metropolis for his wounderful powers in hand-reading, and I have every reason to believe that his name will in no time spread far and wide.

Yours, &c.

KALI KUMAR SINHA, B. A.

The 3rd February, 1896.

THE INDIAN MIRROR.

July 1, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF "THE INDIAN MIRROR."]

SIR.—Reading many correspondents in your paper in praise of Babu Roman Krishna Chatterji, celebrated amateur palmist of Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta, I went to him one day sometime in last year. When I went to him, there were some twenty men present, all of whom had gone there for the same purpose. I was not a little surprised with the amiable and courteous manners, and with the patience with which Babu Roman Krishna was seeing the palms of their hands. The past events of my life were told by him in a manner, as if he knew me intimately from my infancy. As to the future events—as one year has elapsed since his foretelling. I can say that he has pretty accurately predicted them. To save from the clutches of greedy and designing common fortune-tellers, those of

my countrymen, who care to know the future beforehand, and to recommend them to consult Romon Babu, I write this letter. Babu Romon Krishna is doing yeoman's service to the cause of palmistry in our country. He has published several books on the subject in Bengali and in English. One of his recent publication *viz.*, "Lessons on Palmistry" in English, is very creditably done and, in it he has fully retained his reputation as a successful author. The book is embellished with several diagrams of hands, and the language, in which it is written, is chaste and simple. The get-up of the book also leaves nothing to be desired. On the whole, the author's attempt to popularise the reading of palmistry among the English-knowing people by the publication of this book, is bound to be crowned with success.

Yours, &c.,

TRAILOKYA NATH CHATTERJI.

Bansberia.

COOCH BEHAR,

June 7th 1905,

FROM H. P. SANDYAL, H. P. A., L. L. D., F. R. C. L.

My dear Sir,

Your Book on Chiromancy exhibits and excellence quite unsurpassed as I am inclined to think it. The incubation of the idea during so many years of your investigation and research into this once neglected science, has rounded in to a satisfactory completeness. You have indeed laboured diligently to present an adequate picture of the varied conditions of this extensive subject ; and your scientific training has materially helped to give value to your exposition. You work I am sure can not fail to be extremely serviceable to all who wish to understand the great problems human destiny.

Believe me to be

My dear sir,

Yours sincerely,

H. P. SANDYAL.

THE STATESMAN,

June 9, 1896.

A book on Palmistry :—Babu Roman Kristo Chatterjee, the author of several books on the science of Palmistry has issued from the Reliance Press a neat little volume giving a course of lessons on the subject. The volume is conveniently devided into sections and carefully indexed, and illustrated. It deals lucidly with a science about which there has always been much curiosity.

সুলভদৈনিক ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—এই মহানগরীর সুবিখ্যাত সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, সচিত্র। রমণ বাবু বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, কিছু দিবস পূর্ব্বে "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগী করিবার জন্য ৪৮ খানি হস্ত চিত্রসহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালানুক্রমে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯১টী প্রশ্ন বর্ণমালানুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা হইয়াছে। মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত কোন পার্থক্য কিম্বা বিদ্যাশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবমত সরল ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে "হস্তরেখানুশীলন" সম্বন্ধীয় যে চারিখানি চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। লেখক পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিধ কর্ম্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অদৃষ্টবাদী ও যাহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, এই দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কৃপাবলে সামুদ্রিক রেখাদি বিচারে একজন সুপরিচিত লোক। ব্যবসা না হইলেও কেবলমাত্র

শাস্ত্র শিক্ষা এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য বহু লোকের করতলস্থ রেখার বিচার করিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্য প্রকাশ করিয়া দেন। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি করতলচিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদৃষ্টের গতি এবং ভোগের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শাস্ত্র শিখিবার যাঁহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহা তাঁহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে।

হিতবাদী, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্যনির্ণয় করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহার অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—"সামুদ্রিক-শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" সমালোচনা উপলক্ষেই আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" পূর্ব্বসমালোচিত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" এক প্রকার পরিশিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এইজন্যই বলিতেছি, "রেখাদি বিচার" সামুদ্রিক শিক্ষারই পরিশিষ্ট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেখাদি-বিচারে ৪৮টী করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বহু রেখার পরিচয় দিয়াছেন। করকোষ্ঠী দেখিয়া ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারেও" প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কথিত হইয়াছে।

শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে উপযোগিনী। যত্ন করিয়া পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষা" ও "রেখাদি বিচারে" বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। 'আর সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারের"ও যে, সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি, ফাল্গুন, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। জ্যোতিষ বিদ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যশ আছে। যাঁহারা মোটামুটি রকমের জ্যোতিষ শিখিতে উৎসুক, এই গ্রন্থ তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ইহাতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্গনিবাসী, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজি ছিলেন না; করকোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রমণ বাবুব আলোচনার ফলেই লোকের মতি গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজ-কাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানা জাতি তাঁহার করকোষ্ঠী জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন; এবং কতকগুলি রেখা বা বিন্দু যে, মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অভ্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত "সামুদ্রিক শিক্ষা" এবং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমালা। আমরা আগ্রহের সহিত এই মূল সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি, অপরেও মিলাইতে পারিবেন।

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

LAKSHMIBILASH PRESS.

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার

সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার

অর্থাৎ

সামুদ্রিক বিষয়ানুসারী বর্ণমালানুক্রমিক

ফল বিচার।

[৪৮ খানি চিত্র সমন্বিত।]

রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত

(তৃতীয় সংস্করণ)

CALCUTTA.

BENGAL MEDICAL LIBRARY,

201, CORNWALLIS STREET.

1913.

CALCUTTA.

PUBLISHED BY PAUL BROTHERS & CO.,

7, Shib Krishna Daw's Lane, Jorasanko.

Printed by B. B. Chakravarti, at the Lakshmibilas Press,

12, Narkelbagan Lane, Gurhpar.

ভূমিকা

পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অনন্তকৃপায় সামুদ্রিকসংক্রান্ত ফলিততত্ত্বের সাধারণে প্রচারার্থক এই "সামুদ্রিক-রেখাদি-বিচারের" প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হইল। মৎপ্রণীত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" শেষাংশে যে "সামুদ্রিক-বিজ্ঞান" যন্ত্রস্থ বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে এই "সামুদ্রিক-রেখাদি-বিচারের" প্রণয়ন ও প্রচার করিবার কারণ, সামুদ্রিক শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ প্রবেশলাভ না করিলে, "সামুদ্রিক-বিজ্ঞানের" অধ্যয়ন ও অনুশীলন সুসাধ্য নহে তাই প্রয়োজনবোধে "সামুদ্রিক-বিজ্ঞানের" প্রচারকার্য্যে আপাততঃ নিরস্ত থাকিয়া, "সামুদ্রিক-রেখাদি-বিচার" প্রচারে কৃতোদ্যম হইলাম। এতদ্বিদ্যাশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে "সামুদ্রিক-শিক্ষার" অধ্যয়নের অব্যবহিত পরেই "সামুদ্রিক-রেখাদি-বিচার" যথেষ্ট উপকারসাধনে যে সমর্থ হইবে, ইহা স্থির। যাঁহারা "সামুদ্রিক-শিক্ষা" অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে, সামুদ্রিক সম্বন্ধের প্রায় সমস্ত তত্ত্বই অবগত হইতে পারিবেন। ইহা পাঠকদিগের অভীষ্টোপযোগী করিবার জন্য ফলানুসারে বর্ণমালানুক্রমে বিষয় সন্নিবেশ করিয়া গঠিত হইয়াছে; এবং "সামুদ্রিক-শিক্ষার" ন্যায় সহজ বোধ্য করিবার জন্য প্রশ্নোত্তরচ্ছলেই লিখিত হইয়াছে। অপিচ "সামুদ্রিক-শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহারই ফলানুসারে ইহাতে বিকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং "সামুদ্রিক-শিক্ষা" স্বগুণে যেরূপ সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে, ইহাও সেইরূপ সাধারণের নিকট আদৃত হইবে বলিয়াই, আশা হয়।

যদি কেহ "সামুদ্রিক-শিক্ষায়" প্রবেশলাভ না করায় করতলগত সর্ব্বাঙ্গীণ বিচার করিবার জ্ঞানের অভাবে কেবল স্বজ্ঞানে নির্ভর করিয়া ফল মিলাইতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যেন সামুদ্রিক-শাস্ত্রে অবিশ্বাস না করিয়া, আমার নিকট আসিয়া তাঁহার সন্দেহের বিষয় বিদিত করেন; তাহা হইলে সাধ্যমত তৎতদংশগত সমস্ত চিহ্নাদির ফল নিশ্চিতই মিলাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। ইতি—

৯ই আশ্বিন
সন ১৩০২ সাল।

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

সুপ্রসিদ্ধ সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তা রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার আজীবন অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফল রত্নস্বরূপ "সামুদ্রিক শিক্ষা" "সামুদ্রিক রেখাদি বিচার" ও "সামুদ্রিক বিজ্ঞান" নামক তিনখানি অমূল্য গ্রন্থ আছে। পুস্তকগুলির প্রথম সংস্করণ বহুদিন নিঃশেষ হওয়ায় অনেকেই অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। সেই অসুবিধা দূরীকরণার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম। এক্ষণে সাধারণের অনুগ্রহ প্রার্থনীয়।

রমণবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি এই সামুদ্রিক শাস্ত্রের লুপ্তরত্নোদ্ধার করিতে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া বহুপরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে সফলকাম হইয়াছিলেন। গণনার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহে ধনী, নির্ধন, রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি শত শত ব্যক্তি সমবেত হইতেন। এমন কি সুদূর বিলাতেও তাঁহার যশঃরশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে।

প্রকাশক।

শিক্ষার্থীর প্রতি

প্রথম পাঠ্য—সামুদ্রিক শিক্ষা।

দ্বিতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।

সামুদ্রিক শিক্ষার সহিত সামুদ্রিক রেখাদি বিচাব পাঠ করিতে হইবে; শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রেখাদি বিচার করিতে শিক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক; নতুবা অনেক স্থান পাঠকের কঠিন ও জটিল বোধ হইবে—এবং বিশেষ কোন ফললাভে সক্ষম হইবেন না; কিন্তু কেহ যেন সামুদ্রিক শিক্ষা না পড়িয়া সামুদ্রিক রেখাদি বিচার আয়ত্তাধীন করিতে চেষ্টা না করেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। তিনি বিশুদ্ধ গণনায় সক্ষম হইবেন না।

তৃতীয় পাঠ্য—সামুদ্রিক বিজ্ঞান।

সামুদ্রিক শিক্ষা ও সামুদ্রিক রেখাদি বিচার পাঠ না করিয়া ইহাতে নিষ্ফল হস্তক্ষেপ অনাবশ্যক।

সূচিপত্র।

—০+০—

(অ)

(আ)

(ই)

(ঈ)

(উ)

(ঋ)

(এ)

(ঐ)

(ক)

(খ)

(গ)

(ন)

(প)

(ফ)

(ব)

(ভ)

(ম)

(য)

(র)

(ল)

(ব)

(শ)

(ষ)

(স)

(হ)

করতলস্থ চিহ্নের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

[চিত্র—১]

১ প্রথমাঙ্গুলী তর্জ্জনী।

২ দ্বিতীয়াঙ্গুলী বা মধ্যমা।

৩ তৃতীয়াঙ্গুলী বা অনামিকা।

৪ চতুর্থাঙ্গুলী বা কনিষ্ঠা।

৫ বৃদ্ধাঙ্গুলী বা অঙ্গুষ্ঠা।

৬ বৃহস্পতির স্থান।

৭ শনির স্থান।

৮ রবির স্থান।

৯ বুধের স্থান।

১০ মঙ্গলের প্রথম স্থান।

১১ মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান।

১২ চন্দ্রের স্থান।

১৩ শুক্রের স্থান।

১৪—১৪ আয়ুরেখা।

১৫—১৫ অনুগরেখা।

১৬—১৬ শিরোরেখা।

১৭—১৭ ভাগ্যরেখা বা শনিরেখা।

১৮—১৮ রবিরেখা বা উন্নতিরেখা।

১৯—১৯—১৯ করত্রিকোণ।

২০—২০ স্বাস্থ্যরেখা।

২১—২১ করচতুষ্কোণ।

২২—২২—২২ মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয়।

২৩—২৩ চন্দ্রবুধসংযোজিনী রেখা।

২৪—২৪ শুক্রবন্ধনী।

২৫—২৫ হৃদয়রেখা।

২৬—২৬ প্রবৃত্তিরেখা বা স্বাস্থ্যরেখার অনুগরেখা।

চিত্রস্থ রেখাদির নির্ঘণ্ট।

এই পুস্তকে চিত্রগত রেখাদির ফল সূচনাদির নির্ণয় সহজসাধ্য করিবার জন্য এই নির্ঘণ্ট-পত্র প্রদত্ত হইল। ইহার প্রথম অঙ্কগুলি চিত্রগত রেখা-জ্ঞাপক সংখ্যা এবং বন্ধনীর অন্তর্গত প্রথম সংখ্যায় পুস্তকের পৃষ্ঠা ও তৎ-পরবর্ত্তী অঙ্কে উক্ত পৃষ্ঠাস্থ অনুবন্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে। এই নির্ঘণ্ট পত্র পাঠকের সুবিধার জন্য, সবিশেষ যত্নে প্রস্তুত করা হইয়াছে। পুস্তকের কোন স্থলে অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হইলে, এই নির্ঘণ্ট পত্রের সাহায্যে তাহা নিরাকৃত হইবে।

চিত্র—৬।

১। (৬।১৮) (৭৫।২৯৬)
২। (৬।১৮)
৩। (৬।১৮)
৪। (৬।১৮) (৭।২০) (৭৫।২৯৬)
৫। (৬।১৮)
৬। (৬।১৮) (৭৫।২৯৬)
৭। (৬।১৮)
৮। (৬।১৮)
৯। (৬।১৮) (৭।২০)
১০। (৬।১৮)

চিত্র—৭

১। (৬।১৯)
২। (৬।২০) (৩৭।১৪৪) (৩৯।১৫০)
(৭৯।৩১২) (৯৭।৩৮৮)
৩। (৬।২০) (৭৯।৩১২)
৪। (৬।২০)
৫। (৭।২১)
৬। (৭।২১)
৭। (৭।২২)

চিত্র—৮।

১। (৭।২৩)
২। (৭।২৩) (৪৫।১৭৫)
৩। (৭।২৪)
৪। (৮।২৬)
৫। (৮।২৬)
৬। (৮।২৫)
৭। (৮।২৫)
৮। (৮।২৭) (৮৪।৩৩৬)
(১০৫।৪১৯)
৯। (৮।২৭)
১০। (৪৫।১৭৫)

চিত্র—৯।

১। (৮।২৮)
২। (৮।২৮)
৩। (৮।২৯)
৪। (৯।৩১)
৫। (২৯।১১৪)

চিত্র—১০।

১। (৯।৩১)
২। (৯।৩২)
৩। (১০।৩৪) (৩৯।১২৫)
৪। (২৯।১১২)

চিত্র—১১।

১। (১০।৩৫) (৬৫।২৯৫)
(১১২।৪৫২)
২। (১০।৩৬)
৩। (১১।৪১)
৪। (১১।৪১)
৫। (১১।৩৯)
৬। (১১।৪০)
৭। (১২।৪৩) (৮৫।৩৩৭)

চিত্র—১২।

১। (১১।৪২) (৩৬।১৪২)
(৩৮।১৪৫) (৫২।১০৮)
(৫৪।২০৮) (৮২।৩২৮)
২। (১১।৩৮)

৩। (১২।৪৩)

৪। (১২।৪৩)

৫। (১৩।৫১)

৬। (৮।২৫) (৬৬।২৬০)
(৭২।২৮২) (৮৭।১৪৫)

চিত্র—১৩।

১। (১২।৪৪)

২। (১২।৪৪) (১১৬.৪৭০)

৩। (১৭৬৫ (

৪। (২৪ ৯২) (৩৭।১৪৩)

৫। (২৪।৯২) (৩৭।১৪৩)

৬। (২৭।১০৩)

৭। (২৭।১০৩ (৬৫।২৫৪)

৮। (২৭।১০৩)

৯। (২৭।১০৫)

১০। (২৭।১০৫)

১১। (২৭।১০৫) (২।৩৬৫)

১২। (২৭।১০৩)

১৩। (২৭।১০৫) (৪৫।১৭৫)

চিত্র—১৪।

১। (১৩।৪৯)

২। (১২।৪৬) (১০৫।৪১৯)

৩। (১৩।৪৯)

৪। (১৩।৪৯)

৫। (১৩।৪৯)

৬। (১৩।৫০) (৩৯.১৫০)

৭। (১৩।৫১) (১৭.৬৪) (১৭।৬৫)
(২২।৮৫)

৮। (১৩।৪৯)

চিত্র—১৫।

১। (১৪ ৫২)

২। (১৪।৫৫)

৩। (১৪।৫৫)

৪। (১৪।৫৬) (২৫।৪৫)
(৩৬.১৪০) (৩৭।১৪৪)
(৭৩।২৮৭)

৫। (১৪।৫৬) (১৭।৬৫)

৬। (২৫।৯৬)

৭। (২৫।৯৫) (৯৫।১৭৮)

চিত্র—১৬।

১। (১৫।৫৮)

২। (১৬।৬০)

৩। (১৬.৬০) (২৩।৮৬)

৪। (১৬।৬০)

৫। (২৬।৬০)

৬। (২২।৮২)

৭। (২২।৮২)

৮। (২২।৮২)

৯। (২২।৮২)

১০। (১৬.৬০)

১১। (১৬।৬০)

চিত্র—১৭।

১। (১৪।৫৬)

২। (১৫।৫৭)

৩। (১৫।৫৭)

৪। (১৮ ৬৭)

৫। (১৮।৬৭) (১০৭।৪৩০)

৬। (১৮।৬৭) (১০৭।৪৩০)

৭। (১৮।৬৭) (১৮।৬৮) ১৯।১১১)

৮। (১৮।৬৮) (২৯।১১১)
৯। (২৯।১১১)
১০। (১৫ ৫৯)
১১। (১৫।৫১)
১২। (১৮।৬৭)
১৩। (১৮।৬৭)
১৪। (৩০।১১৯।
১৫। (৪৪।১৬৯)
১৬। (৪৪।১৬৯)
১৭। (১০৭।৪৩০)

চিত্র—১৮।

১। (১৮ ৬৯) (২২।৮৪) (২৬।৯৭)
(৮২।৩২৮)
২। (১৮।৬৯)
৩। (১৮।৬৯) (২২।৮৪) (২৬।৯৭)
(৮২।৩২৮)
৪। (১৮।৬৯)
৫। (১৮।৭০) (২২।৮৫)
৬। (২১।৮০)
৭। (২১।৮০)
৮। (২১।৮০) (৮২।৩২৮)
৯। (২১।৮০)
১০। (১৮।৬৯)

চিত্র—১৯

১। (১৭।৬৩)
২। (১৭।৬৩)
৩। (১৭।৬৩)
৪। (২০।৭৬)
৬। (২০।৭৬)
৭। (২০।৭৬) (১২০।৪৯০)
৮। (২০।৭৬)
৯। (২১।৭৯)
১০। (২ ।৮১)
১১। (৪১।১৫৭) (৬০।২৩৩)
১২। (৪১।১৫৭) (৬০।২৩৩)
১৩। (৫৯।২২৭) (১১৬।৪৭১)
১৪। (৫৯।২২৭)
১৫। (২১।৮১)

চিত্র—২০।

১। (৪৮।১৮৪) (৫৫।২১১)
(৫৫।২১৪) (১০৩।৪১২)
২। (২৩।৮৯)
৩। (২৩।৮৯) (৪১।১৫৮) (৯৭।৩৮৮)
৪। (২৪।৯১) (১০৮।৪৩২)
৫। (২৮।১০৯)
৬। (২৮।১০৯)
৭। (৫০।১৯৪)
৮। (৫০।১৯৪)
৯। (৫০।১৯৪)
১০। (৩০।১১৬)
১১। (৪০।১৫৩) (১০১।৪০১)
১২। (৪০।১৫৩) (১০১।৪০১)

চিত্র—২১।

১। (৩০।১১৭)
২। (৩০।১১৭)
৩। (৩২।১২৩)
৪। (৩১।১২২) (৩২।১২৩)
৫। (৩১।১২২)
৬। (৩১।১২২)

৭। (৩২।১২৩)
৮। (৫০।১২৪)
৯। (৩২।১২৩)
১০। (৭৩।২৮৭)
১১। (৪৪।১৭১) (৯৭।৩৮৮)
১২। (৩২।১২৩)

চিত্র—২২।

১। (৩২।১২৪)
২। (৩২।১২৫)
৩। (৩২।১২৫) (৭১।২৭৯)
(৯৭।৩৮৭)
৪। (৩২।১২৫)
৫। (৩২।১২৬)
৬। (৩৩।১২৭)
৭। (৩৩।১২৭)
৮। (৩৩।১২৭)
৯। (৩৩।১২৭)
১০। (৭১।২৮০)
১১। (৪৩।১৬৩)

চিত্র—২৩।

১। (৩৪।১৩১) (৩৪।১৩৩)
(৬৪।২৫০) (৬৪।২৫২) (৯৬।৩৮৩)
২। (৩৪।১৩৩) (৬৪।২৫০)
৩। (৩৪।১৩৩) (৬৪।২৫০)
৪। (৩৪।১৩৩)
৫। (৩৪।১৩০) (৭৩।২৮৮)
৬। (৩৩।১২৯)
৭। (৩৯।১৪৯)
৮। (৩৪।১৩১) (৩৪।১৩৩)
(৬৩।২৪৭) (২৪।২৫২)

৯। (১৬।৬০) (১৮।৬৭)
১০। (৭০।২৭৬)
১১। (৬৪।২৫২) (১০২।৪০৫)
(১০৬।৪২৬)
১২। (৮৩।৩৩০)

চিত্র—২৪।

১। (২৩।৮৭)
২। (২৩।৮৭)
৩। (২৩।৮৭)
৪। (১৪।৫৪) (৩৫।১৩৫)
৫। (৩৫।১৩৯)
৬। (৩৫।১৩৯)
৭। (৩৫।১৩৯)
৮। (৩৬।১৪২)
৯। (৪০।১৫৩) (১১৫।৪৬৩)
১০। (৪০।১৫৩) (১১৫।৪৬৩)
১১। (৪০।১৫৩)
১২। (৪০।১৫৩)
১৩। (৩৮।১৪৭)
১৪। (১১৫।৪৬৩)

চিত্র—২৫।

১। (৩৮।১৪৮)
২। (৩৮।১৪৮)
৩। (৩৮।১৪৮)
৪। (৩৯।১৪৮)
৫। (৩৯।১৫১)
৬। (৩৯।১৫১)
৭। (৩৮।১৪৫) (৫৯।২২৯)
(১১৩।৪৫৭)
৮। (৪০।১৫৪)

৯। (৫৫।২১৪) (৭২।২৮৩)
(৮২।৩২৭) (৮৮।৩৫০)
১০। (১৭।৬১)
১১। (১১০।৪৪০)
১২। (৯৮।৩৯৩)

চিত্র—২৬।

১। (১২।৪৬) (৩৮।১৪৬)
(৭৫।২৯৫)
২। (৪০।১৫৫)
৩। (৪১।১৬৫)
৪। (৪৩।১৬৫)
৫। (৪৪।১৬৭)
৬। (৪৪।১৬৭) (৯৮।৩৯০)
৭। (৪৩।১৭৪)
৮। (৪৪।১৬৭) (৯৮।৩৯০)
৯। (৩।১৮)
১০। (৮৫।৩৩৭)
১১। (৮৫।৩৩৭)
১২। (৯৮।৩৯০)
১৩। (৮৯।৩৫৪)

চিত্র—২৭।

১। (১২।৪৫)
২। (২৭।১০৫) (৭১।২৮২)
(৮৭।৩৪৫)
৩। (১৪।৫৩) (৮৩।৩৩০)
(৯৬।৩৮৪)
৪। (৩৪।১৩৪)
৫। (৪১।১৫৮)
৬। (৪৫।১৭২)
৭। (৪৬।১৭৯)
৮। (৪৬।১৮০)
৯। (৪৬।১৭৭)
১০। (৪৪।১৬৮) (৭১।২৭৯)
১১। (৪৪।১৬৮)
১২। (৬১।২৩৮)
১৩। (৬১।২৫৮)
১৪। (৬৬।২৬০) (৭৩।২৮৯)
(৮৭।৩৩০) (৯২।৩৬৪) (১১০।৪৪০)
১৫। (৮৯।৩৫২)
১৬। (৩৭।১৪৩)
১৭। (৮৭।৩৩০)
১৮। (৭২।২৮২)

চিত্র—২৮।

১। (৪৫।১৭৩) (৪৫।১৭৬)
(৪৬।১৭৮)
২। (৪৭।১৮১) (১০৭।৪২৭)
৩। (৪৭।১৮১)
৪। (৪৫।১৭৩) (৪৫।১৭৪)
৫। (৪৫।১৭৩) (১০৭।৪২৭)
৬। (৪৭।১৮২)
৭। (৪৭।১৮২) (৬১।২৩৬)
৮। (৪৭।১৮২) (৪৮।১৮৫)
(১১৩।৪৫৫)
৯। (৪৭।১৮২) (৪৮।১৮৫)
(৬১।২৩৬)
১০। (৪৮।১৮৫)
১১। (৪৮।১৮৫)
১২। (৪৭।১৮১) (৪৭।১৮২)
(৪৮।১৮৫) (৭১।২৮২)
১৩। (৪৮।১৮৫)
১৪। (৪৮।১৮৫)

১৫। (৪৮।১৮৫) (৭০।২৭৬)
১৬। (৪৮।১৮৫)
১৭। (৪৮।১৮৫)
১৮। (৮৮।৩৪৮) (৯২।৩৬১)
১৯। (৭১।২৮১)
২০। (৭১।২৮১)

চিত্র—২৯।

১।
২। (৪৮।১৮৫)
৩। (৪৮।১৮৫)
৪। (৪৮।১৮৫)
৫। (৪৮।১৮৪)
৬। (৪৯।১৮৬)
৭। (৪৯।১৮৬)
৮। (৪৯।১৮৬) (৬৪।২৫২)
৯। (৪৯।১৮৭)
১০। (৪৯।১৮৭)
১১। (৪৯।১৮৭) (৬০।২৩২)
১২। (৪৯।১৯০)
১৩। (৪৯।১৯০)
১৪। (৫১।১৯৬)
১৫। (১৪।৫৪) (৩৫।১৩৫)
১৬। (৫০।১৯৩)
১৭। (৫১।১৯৫)
১৮। (৫২।১৯৯) (৮০।৩২১)
১৯। (৬০।২৩২)
২০। (৬৩।২৪৯)
২১। (৬৩।২৪৯) (৮০।৩১৭)

চিত্র—৩০।

১। (৪৭।১৮৩)
২। (৪৭।১৮৩) (৬৯।২৭১)
৩। (৪৭।১৮১)
৪। (৪৭।১৮৩)
৫। (৪৭।১৮৩)
৬। (৪৭।১৮৩)
৭। (৫০।১৯১)
৮। (৫১।১৯৭) (৯০।৩৫৫)
(৯৬।৩৮১)
৯। (৫১।১৯৭)
১০। (৫১।১৯৭) (৯০।৩৫৫)
১১। (৫১।১৯৭) (৯০।৩৫৫)
১২। (৫২।২০০) (৮৪।৩৩৬)
১৩। (৫২।১৯৮) (৫৪।২০৮)
১৪। (৫২।১৯৯) (৭০।২৮৯)
১৫। (৫৩।২০৩) (৫৮।২২৪)

চিত্র—৩১।

১। (৫৬।২১৫) (১১৬।৪৭২)
২। (৫৫।২০১)
৩। (৫৫।২১১) (১১৬।৪৭২)
৪। (৫৫।২১১) (৯৫।৩৭৮)
৫। (৫৭।২১৮) (৭৭।৩০৫)
৬। (৫৭।২১৮)
৭। (৫৭।২১৮) (৮৩।৩৩৩)
৮। (৫৭।২১৮)
৯। (৫৮।২২৫)
১০। (৩৭।১৪৪)
১১। (৫৭।২২০) (৫৮।২২১)
১২। (৫৮।২২১)
১৩। (৫৭।২১৮)
১৪।
১৫। (৮৬।৩৪২)

চিত্র—৩২।

১। (৫৬।২১৬) (৫৭।২১৯)
২। (৯৮।২২৩) (১১৫।৪৬৫)
৩। (৬০।২৫৪)
৪। (৫৬।২১৭)
৫। (৮০।৩১৯)
৬। (৬৩।২৪৬) (৭৫।২৯৪)
(১০৬।৪২৩)
৭। (৬৩।২৪৬) (৭৫।২৯৪)
(৮৯।৩৫১) (১১৫।৪৬৬)
৮। (৬২।২৪৪)
৯। (৬২।২৪৪)
১০। (৬৭।২৬৩) (১১৫।৪৬৪)
১১। (৬৭।২৬৩)
১২। (৯৩।৩৭০)
১৩। (৬৫।২৫৫)
১৪। (১১৫।৪৬৫)
১৫। (১১৫।৪৬৬)

চিত্র—৩৩।

১। (৫৩।২০৫)
২। (৩৭।১৪৩) (৮৫।৩৩৮)
৩। (৩৭।১৪৩) (১০৫।৪১২)
৪। (৩৭।১৪৩)
৫। (৩৭।১৪৩)
৬। (৩৭।১৪৩)
৭। (৩৭।১৪৩)
৮। (১০৮।৪৩৪)
৯। (৮০।৩১৯)
১০। (৬০।২৩৫)
১১। (৬৯।২৭৩)
১২। (৬৯।২৭৩)
১৩। (৬৯।২৭৩) (৭১। ৮০)
১৪। (৬২।২৪৩)
১৫। (৬২।২৪৩)
১৬। (৭৮।৩১১)
১৭। (৬৪।২৫০) (৭৪।২৯৩)
১৮। (৭৪।২৯৩)
১৯। (৮৩।৩৩১)
২০। (৮৩।৩৩১)
২১। (৮৩।৩৩৩)
২২। (৮৫।৩৩৮)

চিত্র—৩৪।

১। (৬১।২৩৬)
২। (৬১।২৩৬) (৯৮।৩৮৯)
৩। (৬১।২৩৬)
৪। (৬১।২৩৬)
৫। (৬৪।২৫১)
৬। (৬৪।২৫১)
৭। (৬৭।২৬৪) (৬৮।২৬৯)
(৬৯।২৭২) (৭০।২৭৭)
৮। (৮৭।৩৪৬)
৯। (৮৮।৩৪৬)
১০। (৮৮।৩৪৬)
১১। (৮৮।৩৪৬) (৯০।৩৫৬)
(১০৬।৪২৩)
১২। (৮৮।৩৪৭) (৯৯।৩৯৫)
১৩। (৯৩।৩৭১)
১৪। (৯৪।৩৭৫)
১৫। (৮৩।৩৩২)
১৬। (৯৭।৩৮৭)
১৭। (৯৭।৩৮৭)
১৮। (৯৭।৩৮৬)

১৯। (৯৬।৩৮৬)

২০। (৯৯।৩৯৫)

চিত্র—৩৫।

১। (৮৩।৩৩১) (৮৩।৩৩৩)
(৮৯।৩৫১) (৮৯।৩৫৩)

২। (৮৩।৩৩৭) (৮৯।৩৫১)

৩। (৮৩।৩৩১) (৮৩।৩৩৩)
(৮৯।৩৫১) (৮৯।৩৫৩)

৪। (৮৯।৩৫৩)

৫। (৮৯।৩৫৩)

৬। (৯৬।৩৮২) (৯১।৩৫৯)

৭। (৯১।৩৫৯)

৮। (৮৬।৩৪৩) (৯১।৩৬০)
(১০৩।৪১১)

৯। (৯১।৩৬০)

১০। (৯৬।৩৮২)

১১। (৬৮।২৬৮) (৬৯।২৭৫) (৯।৩৬৭)
(৯৩।৩৬৯)-(৯৪।৩৭৩) (৯৬।৩৮২)

১২। (৬৫।২৫৫) (৬৮।২৬৮)
(১০৬।৪২৩)

১৩। (৬৫।২৫৫)

১৪। (৭০।২৭৬) (১০৬।৪২৩)
(১১৩।৪৫৩)

১৫। (৮২।৩২৭) (৮৩।৩৩১)

১৬। (৭৩।২৮৬)

১৭। (২৭।১০৫) (৮৭।৩৪৫)

১৮। (৯৪।৩৭৩)

চিত্র—৩৬।

১। (৯২।৩৬৭)

২। (৯২।৩৬৮)

৩। (৬৪।২৫২)

৪। (৯৪।৩৭৪) (১১৪।৪৫৮)

৫। (৯৪।৩৭৪)

৬। (৯৪।৩৭৬)

৭। (৯৫।৩৭৯)

৮। (৯৫।৩৭৯)

৯। (৯৫।৩৮০)

১০। (৯৫।৩৮০) (৯৯।৩৯৬)

১১। (৯১।৩৬১)

১২। (৯১।৩৬১) (১০৭।৪২৯)

১৩। (৭৩।২৮৭)

১৪। (৬৫।২৫৬) (১০৩।৪০৯)
(১১৪।৪৫৮) (১১৬।৪৬৭)

১৫। (১১০।৪৪২)

১৬। (৯৩।৩৬৮)

চিত্র—৩৭।

১। (৭৩।২৮৬)

২। (৭৪।২৯২)

৩। (৬৫।২৫৭)

৪। (৬৬।২৫৮) (৬৬।২৫৯)

৫। (৬৬।২৫৮)

৬। (৬৮।২৭০)

৭। (৬৮।২৭০)

৮। (৬৭।২৬৫)

৯। (৮০।৩১৮)

১০। (৭৯।৩১৫)

১১। (৭৮।৩১০)

১২। (৮১।৩২৩)

১৩। (৮১।৩২৩) (৮২।৩২৭)
(১১৮।৪৭৯)

১৪। (৮২।৩২৭) (১১৮।৪৭৯)

১৫। (৮২।৩২৭).

চিত্র—৩৮।

১। (৬৪।২৫৩)
২। (৬৪।২৫২) (৭৭।৩০৫)
(১০৪।৪১৬) (১০৬।৪২৪)
৩। (৬৪।২৫৩)
৪। (৬৭।২৬৬) (১০৬।৪১৮)
৫। (৬৭।২৬৬)
৬। (৬৯।২৭৪)
৭। (৬৮।২৭০)
৮। (৬৮।২৭০)
৯। (৮২।৩২৭)
১০। (৮২।৩২৭)
১১। (১০৪।৪১৬)
১২। (১০৭।৪২৮) (১১৬।৪৬৮)

চিত্র—৩৯।

১। (৬৯।২৭২)
২। (৬৯।২৭২)
৩। (৭৫।২৯৮)
৪। (৭৬।৩০১)
৫। (৭৭।৩০৮)
৬। (৭৭।৩০৭) (১১২।৪৫১)
৭। (৫৭।২১৮) (৭৭।২০৫)
৮। (৭৭।৩০৪)
৯। (৭৭।৩০৪) (১০৩।৪১০)
১০। (১০৪।৪১৬)
১১। (৭৮।৩০৯)
১২। (৭৮।৩০৯)
১৩। (৪৮।১৮৫) (৭০।২৭৬)
১৪। (৮৪।৩৩৫)
১৫। (৮৪।৩৩৫)
১৬। (৮১।৩২৪) (৮৪।৩৩৫)
১৭। (৮৬।৩৪১) (১১৮।৪৮১)
১৮। (৮।৩২৪)
১৯। (৮১।৩২৪)
২০। (৮১।৩২৪)
২১। (১০২।৪০৫)
২২। (৭৭।৩০৪)

চিত্র—৪০।

১। (৭৯।৩১৩)
২। (৭৯।৩১৩)
৩। (৭৯।৩১৫) (৭৯।৩১৬)
(৮৯।৩১৪) (১১৬।৪৬৯)
৪। (৮০।৩২০) (১০০।৩৯৯)
৫। (১১৩।৪৫৪)
৬। (১০৪।৪১৪)
৭। (৮৩।৩২০) (৮৫।৩৩৯)
৮। (৮৪।৩৩৪) (১০৫।৪১৮)
৯। (৮৪।৩৩৪)
১০। (১০০।৪০০)
১১। (৪০।১৫৩) (১০১।৪০১)
১২। (৪০।১৫৩) (১০১।৪০১)
১৩। (১০৫।৪১৮)
১৪। (১১২।৪৫২)
১৫। (১১৩।৪৫৪)
১৬। (১১৩।৪৫৪)
১৭। (১১৭।৪৭৩)
১৮। (১১৭।৪৭৩)
১৯। (১১৭।৪৭৩)
২০। (১১৬।৪৬৯)

চিত্র—৪১।

১। (৯৮।৩৯১) (১১৩।৪৫৬)
(১১৪।৪৬১)
২। (৮।৩৯১) (১৩১।৪৫৬)
(১১৪।৪৬১)
৩। (৯৮।৩৯১) (১১৩।৪৫৬)
৪। (৯৮।৩৯১) (১১৩।৪৫৬)
৫। (৯৯।৩৯৭)
৬। (৯৩।৩৯৭)
৭। (১০৪।৪১৩) (১১৩.৪৫৪)
৮। (১০৯।৪৩৫)
৯। (১১৩।৪৫৪)
১০। (১১৪।৪৬০)
১১। (১১৪।৪৬০)
১২। (১১৪।৪৬০)
১৩। (১১৫।৪৬২)
১৪। (১১৯ ৪৮৩)
১৫। (১১৯।৪৮৩)
১৬। (১১৯।৪৮৩) (১১৯।৪৮৪)
১৭। (১১৯।৪৮৫)
১৮। (১১৯।৪৮৫)
১৯। (১০৮।৪৩৩)
২০। (২০৮।৪৩৩)
২১।

চিত্র—৪২।

১। (১০৬।৪২৫)
২। (৯৯।৩৯৭)
৩। (৯৯।৩৯৪)
৪। (৯৯।৩৯৪)
৫। (৯৯।৩৯৫)
৬। (৯৯।৩৫৪)
৭। (১০৬।৪২৫)
৮। (১০৬।৪২৫)
৯। (১১৯।৪৮৬)
১০। (১ ০।৪৮৭)
১১। (১২০।৪৮৭) (১২০।৪৮৯)
১২। (১২০।৪৮৯)
১৩। (১২০।৪৮৯)
১৪। (১২০।৪৮৯)

চিত্র—৪৩।

১। (১০৪।৪১৭)
২। (১০৪।৪০৯) (১১০।৪৩৯)
৩। (১০৫।৪২০)
৪। (১০৫।৪২০) (১১০।৪৪৩)
৫। (৯৬।৩৮৫) (১০৮।৪৩১)
৬। (১২০।৪৯০)
৭। (১২০।৪৯০)
৮। (১২০।৪৯১)
৯। (১২০।৪৯১)
১০। (১২০।৪৯১)

চিত্র—৪৪।

১। (১০২।৪০৪)
২। (১১৬।৪৭০)
৩। (১১১।৪৪৮)
৪। (১১১।৪৪৫)
৫। (১১৬।৪৭০)
৬। (১০৮ ৪৩১)
৭। (১০৮ ৪৩১)
৮। (১১২।৪৪৯)
৯। (১১৪।৪৫৯)

চিত্র—১

চিত্র—২

চিত্র - ৩

চিত্র - ৪

চিত্র – ৫

চিত্র – ৬

চিত্র—৭

চিত্র—৮

চিত্র—৯

চিত্র—১০

চিত্র-১১

চিত্র-১২

চিত্র—১৩

চিত্র—১৪

চিত্র-১৯

চিত্র-১৮

চিত্র-১

চিত্র-১৮

চিত্র - ১৯

চিত্র - ২০

চিত্র - ২১

চিত্র - ২২

চিত্র-২৩

চিত্র-২৪

চিত্র–২৫

চিত্র–২৬

চিত্র - ২৭

চিত্র - ২৮

চিত্র-২৯

চিত্র-৩০

চিত্র-৭১

চিত্র-৭২

চিত্র—৩৩

চিত্র—৩৪

চিত্র-৩৫

চিত্র-৩৬

চিত্র-৩৭

চিত্র-৩৮

চিত্র-৩৯

চিত্র-৪০

চিত্র – ৪১

চিত্র – ৪২

চিত্র-৪৩

চিত্র-৪৪

সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার নিকট সামুদ্রিকশাস্ত্রের উপদেশলাভ করিয়া মনে করিয়াছিলাম যে, সামুদ্রিকশাস্ত্রে আমি যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার চিত্তচাঞ্চল্যের হ্রাস হইল না, বরং চিত্তের অস্থিরতা দিন দিন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রভো, আমার বোধ হইতেছে, এত দিন পর্য্যন্ত কেবল সামুদ্রিকশাস্ত্রের স্থূলবিষয়-সম্বন্ধেই উপদেশ-লাভ করিয়াছি ও সম্ভবতঃ সেইজন্যই আমার চিত্ত-চঞ্চলতা দূরীভূত হইতেছে না। আপনি এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া মনুষ্যজীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনাবলী-সংক্রান্ত—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের বিভিন্ন স্বভাববিষয়ক ও কর্ম্মগত পার্থক্য-সম্বন্ধে—কিঞ্চিৎ সামুদ্রিক উপদেশ দান করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

গুরু। বৎস, তোমার অনুমান সত্যই বটে; "সামুদ্রিক শিক্ষায়" সামুদ্রিক-শাস্ত্রের কেবল স্থূল বিষয়েরই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমি সামুদ্রিক-শাস্ত্রের শিক্ষায় তোমার সযত্ন-অধ্যবসায় দর্শন করিয়া তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি ও সামুদ্রিকশাস্ত্রের যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপদেশ দিয়া জ্ঞান-যোগে তোমার সংশয় সন্দেহের নিরাকরণ করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। এক্ষণে তোমার মনে স্বতঃই যে প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, অবাধে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে পার। আমি সাধ্যমতে তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। গুরুদেব, আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম; এক্ষণে আপনার নিকট সামুদ্রিকশাস্ত্রবিষয়ক যাবতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপদেশ পাইলে আমার চিত্তচঞ্চলতা অপনীত হইবে ও তাহা হইলেই আমি শান্তি উপভোগে সমর্থ হইব।

অতএব প্রভো, আপনার আদেশ অনুসারে আমি এক্ষণে আপনার নিকট ক্রমান্বয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনার শ্রীমুখ হইতে ঐ সকল প্রশ্নঘটিত তত্ত্বের উপদেশলাভ করিলে, স্থিরচিত্ত হইয়া আত্মপ্রসাদলাভে কৃতার্থ হই।

গুরু। ভাল বৎস, তোমার সন্দেহমূলক প্রশ্নের অবতারণ করিতে আরম্ভ কর; সংশযাপনয়ন করিতেছি।
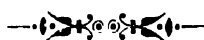
(অ)

অজীর্ণতা।

১। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অজীর্ণরোগাক্রান্ত হয়?

গুরু। (১) স্বাস্থ্য-রেখার উপর একটী যবচিহ্ন বা (২) স্বাস্থ্য-রেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকিলে জাতক অজীর্ণরোগগ্রস্ত হয়।

(চিত্র—২, চিহ্ন ১।)

অতীন্দ্রিয়দর্শন।

২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে দর্শন-শক্তির ক্ষমতা আছে, জানা যায়?

গুরু। (১) চন্দ্রবুধরেখার (চন্দ্র-বুধ-সংযোজিনী ধনুঃ-সদৃশী রেখার) প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে, (২) শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, কিংবা (৩) হৃদয়রেখা শাখাযুক্ত হইলে ও তাহার একটী শাখা বৃহস্পতির স্থানে যাইলে জাতকের অতীন্দ্রিয় পদার্থসম্বন্ধে—অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে দর্শনশক্তি যে আছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

(চিত্র—৫, চিহ্ন—১।২।৩।)

অত্যাচার।

৩। শিষ্য। অত্যাচারীর হস্তে কিরূপ চিহ্ন তাহার স্বভাবের সূচনা করে?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান নিম্ন ও মঙ্গলের স্থান পুষ্ট; বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ ও জাল-চিহ্নযুক্ত; অথবা (৩) করতল দীর্ঘ, কঠিন, প্রশস্ত, ও অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ এবং আয়ূরেখা লোহিতবর্ণের হইলে জাতক অত্যাচারী হইয়া থাকে। (চিত্র—২, চিহ্ন—২।)

অদৃষ্টবাদ।

৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন, জাতকের অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের সূচনা করে?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত; বা (২) শনিস্থান পরিপুষ্ট এবং তদুপরি ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে। (চিত্র—২, চিহ্ন—৩।৬।)

অধার্ম্মিকত্ব।

৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অধার্ম্মিক হইয়া থাকে?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান নিম্ন ও অঙ্গুলীসমূহের প্রথমপর্ব্ব অপরিপুষ্ট হইলে জাতক অধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

অধ্যবসায়—

৬। শিষ্য। অধ্যবসায়ী ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে?

গুরু। (১) বৃহস্পতি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ, শিরোরেখা হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী অনামিকার প্রথম পর্ব্বের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত উন্নত হইলে, বা (২) ভাগ্যরেখা মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইলে জাতক বিশিষ্টরূপ অধ্যবসায়ী হইয়া থাকে। (চিত্র—২, চিহ্ন—৪।৫; চিত্র—৩, চিহ্ন—১।।

—(মানসিক)

৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক মানসিক-অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়?

গুরু। অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র ও গ্রন্থিশূন্য, হস্ততল কোমল এবং দুই একটী রেখা তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে জাতক মানসিক অধ্যবসায়ের অধিকারী হয়। (চিত্র—৩, চিহ্ন—২।)

অনভিজ্ঞতা।

৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের অনভিজ্ঞতার সূচনা করে?

গুরু। (১) শিরোরেখা ও আয়ুরেখা মিলিত না হইলে, উভয় হস্তে-শনিস্থান নিম্ন ও মঙ্গলস্থান উচ্চ হইলে, (২) হস্তাঙ্গুলী গ্রন্থিশূন্য ও স্থূলাগ্র কিংবা (৩) মধ্যমা সূচ্যগ্র ও শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক অনভিজ্ঞ হয়।

অনুভূতি।

৯। শিষ্য। অনুভব-শক্তির চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) অঙ্গুলী সকল সূচ্যগ্র গ্রন্থিযুক্ত ও বুধের স্থান উচ্চ, (২) অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র, বৃদ্ধাঙ্গুলী (অঙ্গুষ্ঠ) ক্ষুদ্র ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইলে, প্রথমাঙ্গুলী (তর্জ্জনী) সূচ্যগ্র, বা (৩) হস্ত কোমল এবং অঙ্গুলীগুলি পুষ্ট হইলে জাতকের পরভাবের অনুভবশক্তি আছে, জানা যায়।

—(আধিক্য)।

১০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অনুভবশক্তির আধিক্যের বিষয় জানা যায় ?

গুরু। চন্দ্রবুধরেখা সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত ও চন্দ্রস্থান সাতিশয় উন্নত হইলে জাতকের অনুমানবলে সর্ব্বজনগতভাবের অনুভবশক্তি অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে।

অন্তঃকরণ—(কাঠিন্য)

১১। শিষ্য। কঠিন-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন দেখা যায় ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবির ও শুক্রের স্থান গভীর, এবং হৃদয়-রেখা অস্পষ্ট ও শাখাবিহীন হইলে, বা (২) বৃহস্পতির ও শুক্রের স্থান নিম্ন, করতল হৃদয়রেখাশূন্য, ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে জাতক কঠিন-অন্তঃকরণবিশিষ্ট হয়।

—(দৌর্ব্বল্য)

১২। শিষ্য। দুর্ব্বল-অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখা আয়ুরেখা হইতে উত্থিত, নখর সকল দীর্ঘ ও

প্রশস্ত এবং নীলবর্ণ হইলে, কিংবা (২) করতল হৃদয়রেখাশূন্য, শিরোরেখা অধোমুখী হইয়া, বক্রভাবে অঙ্কিত থাকিলে জাতকের অন্তঃকরণ দুর্ব্বল হয়।

অন্ধত্ব।

১৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্ধ হয়?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার নিকটবর্ত্তী মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী তারকা-চিহ্ন, (২) আয়ূরেখা বা চন্দ্রস্থানের উপর দুইটী বৃত্ত-চিহ্ন, (৩) স্বাস্থ্যরেখায় একটী ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন কিংবা (৪) রবিব স্থানে তাবকা চিহ্ন থাকিলে জাতককে অন্ধ হইতে হয়। (চিত্র—৪, চিহ্ন—৩।৪।৫।৭।)

অপমান।

১৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মধ্যে মধ্যে অবমাননাসঙ্ঘটনের লক্ষণ-প্রকাশ করে?

গুরু। বুধের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, এবং বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে জাতককে মধ্যে মধ্যে অপমানিত হইতে হয়।

(চিত্র—৪, চিহ্ন—৬।)

অপব্যয়।

১৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে অপব্যয় করিতে হয়?

গুরু। হস্তাঙ্গুলীর নখযুক্ত পর্ব্ব সকল পশ্চাদ্ভাগে ঈষদ্ভাবে বক্র থাকিলে জাতককে অপব্যয়ে রত হইতে হয়।

অভিমান।

১৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে অভিমানী হইতে হয়?

গুরু। করতল প্রশস্ত আর শিরোরেখা ও আয়ুরেখার সংযোগস্থল, এবং রবিরেখা উভয় হস্তে সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে জাতক অভিমানী হইয়া থাকে।

অম্লপিত্ত।

১৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে অম্লপিত্তরোগে ভুগিতে হয়?

গুরু। চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতককে অম্লপিত্ত-রোগে ভুগিতে হয়।

অর্থকষ্ট।

১৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অর্থকষ্ট ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। (১) মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, এবং ভগ্ন, (২) কর-ত্রিকোণের মধ্যে বক্ররেখা দ্বারা একটী ক্রুশ-চিহ্ন গঠিত, (৩) শনিস্থানে একটী জাল-চিহ্ন ও একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত, (৪) ভাগ্যরেখা শৃঙ্খলান্বিত, (৫) অনা-মিকার তৃতীয় পর্ব্ব একটী অর্দ্ধবৃত্ত, চিহ্নযুক্ত, (৬) দুই তিনটী রেখা মণিবন্ধ হইতে বহির্গত হইয়া চন্দ্রস্থান কর্ত্তন করিয়া স্বাস্থ্যরেখায় মিলিত, (৭) একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্নের সহিত যুক্ত, (৮) বুধের স্থান সাতিশয় নিম্ন, ও আয়ুরেখার শেষাংশ ক্রুশচিহ্নযুক্ত, (৯) একটী সরল রেখা শুক্রের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা কর্ত্তন করিয়া, শিরো-রেখা স্পর্শ করিয়া অবস্থিত, কিংবা (১০) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখারেখা অধোমুখী হইয়া আয়ুরেখা হইতে নির্গত হইলে জাতককে অর্থকষ্ট পাইতে হয়।

(চিত্র—৬, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।)

—অপরিচিতলোকহেতুক)

১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন দ্বারা অপরিচিতলোকহেতুক অর্থকষ্ট বুঝিতে পারা যায় ?

গুরু। মঙ্গলের স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, জাতক অপরিচিত লোক হইতে জীবনে অর্থকষ্ট পাইয়া থাকে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—১।)

—(আজীবনে—স্বতই)

২০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আজীবন অর্থকষ্টের সূচনা করে ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা শৃঙ্খলবৎ ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আয়ুরেখা ভাগ্যরেখা কর্ত্তন করিয়া অবস্থিত, (২) ভাগ্যরেখা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ভগ্ন বা বক্র এবং কতিপয় সরল রেখা হৃদয়-রেখা ও ভাগ্য-রেখাকে কর্ত্তিত করিয়া প্রবাহিত, (৩) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের নিম্ন স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শনির স্থান কর্ত্তন করিয়া মধ্যমার তৃতীয়পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অথবা (৪) করত্রিকোণের প্রথম কোণ নিম্ন ও মঙ্গলের ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী

হইলে জাতক আজীবন অর্থকষ্টভোগ করিতে থাকে। (চিত্র—৬, চিহ্ন—৪৷৯; চিত্র—২, চিহ্ন—৩৷৭; চিত্র—৭, চিহ্ন—১৷২৷৩৷৪।)

—(আত্মীয়হেতুক)

২১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন আত্মীয় হইতে অর্থকষ্টের সূচনা করিয়া থাকে?

গুরু। শুক্রস্থানে ক্রুশ (ঢেরা) বা তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক আত্মীয়ের জন্য অর্থকষ্ট পাইয়া থাকে; আবার ক্রুশ-চিহ্নের কোন একটী শাখা যদ্যপি আয়ুরেখা স্পর্শ করে, তাহা হইলে কথিতানুরূপ কারণে জাতকের সাতিশয় কষ্টভোগ অবশ্যম্ভাবী। (চিত্র—৭, চিহ্ন—৫৷৬।)

—(সাময়িক)

২২। শিষ্য। জীবনে সাময়িক অর্থকষ্টের চিহ্ন কি?

গুরু। মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় অপরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত ও অনেক স্থলে ভগ্ন হইলে জাতককে জীবনকালের মধ্যে মধ্যে সাময়িক অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। (চিত্র—৭, চিহ্ন—৭।)

—(স্ত্রীলোক হইতে)

২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন স্ত্রীলোক হইতে জাতকের অর্থকষ্টের সূচনা করিয়া থাকে?

গুরু। (১) একটী সরল রেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখা—এই উভয় রেখা কর্ত্তন করিলে, অথবা (২) মঙ্গলক্ষেত্রে বৃত্তচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতক স্ত্রীলোক হইতে অর্থকষ্ট পাইয়া থাকে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—১৷২।)

অর্থনাশ—(গৃহবিবাদে)

২৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে গৃহবিবাদজনিত মাম্‌লা মোকদ্দমায় জাতকের অর্থনষ্ট হয়?

গুরু। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখা কর্ত্তন করিয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্রগত হইলে, জাতকের গৃহবিবাদজনিত অভিযোগ (মোকদ্দমা) উপস্থিত হইয়া অর্থনাশ ঘটাইয়া থাকে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—৩।)

—(দুশ্চরিত্রতায়)

২৫। শিষ্য। নিজের দুশ্চরিত্রতার জন্য অর্থনাশের সূচক চিহ্ন কি?

গুরু। শুক্রস্থানে জালচিহ্ন থাকিলে, ও (১) হৃদয়রেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, ও শিরোরেখা শনির নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া মঙ্গলের স্থানেই উপস্থিত, অথবা (২) ভাগ্যরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে, জাতকের চরিত্রদোষেব নিমিত্ত অর্থনাশ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৮, চিহ্ন—৬।৭।)

—(হঠাৎ)

২৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের হঠাৎ অর্থনাশের সূচনা করে?

গুরু। (১) বুধের স্থানে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, এবং উক্ত চিহ্নের একটী শাখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে, কিংবা (২) কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—৪।৫।)

অর্থলাভ—(বিবাহে)

২৭। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়া অর্থলাভ করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। বৃহস্পতির স্থানে একটি ক্রুশ বা তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিবাহসূত্রে অর্থলাভ হইয়া থাকে। (চিত্র—৮, চিহ্ন—৮।৯।)

—(হঠাৎ)

২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের হঠাৎ অর্থলাভের সূচনা করে?

গুরু। (১) শনির নিম্নে শিরোরেখার উপরে শ্বেতবর্ণের বিন্দু-চিহ্ন, অথবা (২) মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ের কোন বলয়ের উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (৩) ভাগ্যরেখা হইতে একটি সরলরেখা উত্থিত হইয়া, রবির স্থানে যাইলে জাতক হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে। (চিত্র—৯, চিহ্ন—১।২।)

অর্থলোলুপত্ব।

২৯। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অর্থলোলুপ হয়?

গুরু। (১) শিরোরেখা সরল হইয়া হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (২) অনামিকা চতুষ্কোণ ও শিরোরেখা অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, (৩) মধ্যমা

ও অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, অথবা (৪) রবির স্থান উচ্চ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিতরের দিকে বক্র হইলে জাতক অর্থলোলুপ হয়। (চিত্র—৯, চিহ্ন—৩।)

—আতিশয্য।

৩০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যন্ত অর্থলোলুপ হয়?

গুরু। (১) করতল হৃদয়রেখাশূন্য, কিংবা (২) বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক অত্যন্ত অর্থলোলুপ হইয়া থাকে।

অর্থস্বচ্ছলতা—(বার্দ্ধক্যে)

৩১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বৃদ্ধাবস্থায় অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটে?

গুরু। আয়ূরেখা হইতে একটী শাখা বহির্গত হইয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্র ভেদ করিয়া, রবিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতকের বৃদ্ধাবস্থায় অর্থের স্বচ্ছলতা ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—১০, চিহ্ন—১।)

অর্থোন্নতি—

৩২। শিষ্য। জাতকের অর্থোন্নতিসূচক চিহ্ন কি প্রকার?

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত, (২) উভয় হস্তের রবির স্থান বৃত্ত-চিহ্ন-সমন্বিত, অথবা (৩) রবিরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, রবির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতকের অর্থোন্নতি হইয়া থাকে।

(চিত্র—৫, চিহ্ন ৪। ।)

—(অস্থায়ী)

৩৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের অস্থায়ী অর্থোপার্জ্জনের সূচনা করে?

গুরু। আয়ূরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা উত্থিত হইয়া শিরোরেখা কর্ত্তন করিলে জাতকের অর্থোপার্জ্জন অস্থায়ী হইয়া থাকে।

(চিত্র—৯, চিহ্ন—৪।)

—(আইনব্যবসায়ে)

৩৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আইনব্যবসায়ে সমর্থ হয় ?

গুরু। ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা উভয় রেখা কর্ত্তন করিয়া, বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে, জাতক ব্যবহারাজীব বা আইনব্যবসায়ী হইয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয়।

(চিত্র—১০, চিহ্ন—৩।)

—(দৈবানুকূল্যে)

৩৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দৈবানুকূল্যে হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে ?

গুরু। একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে যাইয়া তারকাসংযুক্ত হইতে জাতক দৈবানুকূল্যে হঠাৎ অর্থলাভ করিয়া থাকে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—১।)

—নাট্যব্যবসায়ে)

৩৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নাট্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে ?

গুরু। ভাগ্যরেখা হইতে উত্থিত একটী শাখা বুধের স্থানে যাইলে জাতক নাট্যব্যবসায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—২।)

—(পরিশ্রমে)

৩৭। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় ?

গুরু। মণিবন্ধ শৃঙ্খলাকার, সরল এবং ছিন্ন না হইলে জাতক পরিশ্রম-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে।

—(বাণিজ্যে)

৩৮। শিষ্য। কি চিহ্ন বাণিজ্য-ব্যবসায়দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের সূচনা করে ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে বুধের স্থান উচ্চ (২) শিরোরেখার শেষাংশ হইতে একটী শাখারেখা বুধস্থানগত, কিংবা (৩) ভাগ্যরেখার একটী শাখা বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। (চিত্র—১২, চিহ্ন—২ ; চিত্র—১১, চিহ্ন—২০।)

—(যাজনায়)

৩৯। শিষ্য। যাজকের স্বকর্ম্মসূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা উভয় রেখা ভেদ করিয়া, বৃহস্পতির ও শনির মধ্যস্থলে যাইলে, ও রবিরেখা প্রবল হইলে যাজনাদি-দ্বারা জাতককে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়।

(চিত্র—১১, চিহ্ন—৫।)

—(যুদ্ধে)

৪০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক যুদ্ধ-কর্ম্মদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে ?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে জাতক যুদ্ধ-কর্ম্ম-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—৬।)

—(বক্তৃতায়)

৪১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বক্তৃতা করিয়া অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) বুধের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন, অথবা (২) আয়ুরেখা হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক বক্তৃতা-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। (চিত্র—১১, চিহ্ন—৩।৪।)

—(বৃদ্ধাবস্থায়)

৪২। শিষ্য। কি চিহ্ন বৃদ্ধাবস্থায় অর্থোপার্জ্জনের সূচনা করে ?

গুরু। উভয় হস্তে শিরোরেখা হইতে ভাগ্যরেখা পরিষ্কৃতরূপে উত্থিত হইয়া, অপর কোন রেখা-দ্বারা কর্ত্তিত না হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। (চিত্র—১২, চিহ্ন—১।)

—(সাহিত্যচর্চ্চায়)

৪৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে ?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর প্রথম গ্রন্থির নিকট ক্রুশ-চিহ্ন, (২) রবির স্থান উচ্চ ও রবিরেখা উভয় হস্তে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, (৩) শুক্রবন্ধনী স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, অথবা (৪) রবির স্থানে একটী তারকা-চিহ্ন ও রবির নিম্নস্থ শিরো-রেখার উপর কতকগুলি শ্বেত-বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্য-চর্চ্চা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

(চিত্র—১২, চিহ্ন—৩।৪ ; চিত্র—১১, চিহ্ন—৭।)

অল্পবুদ্ধি।

৪৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অল্পবুদ্ধি হয় ?

গুরু। (১) মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (২) শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত, অথবা (৩) করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ প্রশস্ত হইলে জাতক অল্পবুদ্ধি হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—১।২।)

অল্পায়ুঃ।

৪৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের অল্পায়ুঃর সূচনা করে ?

গুরু। উভয় হস্তে শিরোরেখা ভাগ্যরেখা কর্ত্তন না করিয়া, শনির স্থানে সাঙ্গ হইলে জাতক অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—১)।

অবস্থার উন্নতি—(হঠাৎ)

৪৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অবস্থার হঠাৎ উন্নতি হইয়া থাকে ?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, (২) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যমার তৃতীয় ও দ্বিতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া, প্রথম গ্রন্থি পর্য্যন্ত সরলভাবে বিস্তৃত হইলে জাতকের অবস্থার হঠাৎ উন্নতি হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৪, চিহ্ন—২ ; চিত্র—২৬, চিহ্ন—১।)

অবিবেকত্ব।

৪৭। শিষ্য। অবিবেকী ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ?

গুরু। মধ্যমা সূচ্যগ্র ও শনিস্থান সমতল হইলে জাতক অবিবেক হইয়া থাকে।

অবিবেচকত্ব।

৪৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অবিবেচক হয় ?

গুরু। উভয় হস্তে রবি শুক্র ও চন্দ্রের স্থান নিম্ন এবং করত্রিকোণ অপ্রশস্ত ও অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, কিংবা (২) হৃদয়রেখা স্থূল ও ক্ষুদ্র এবং করতল কঠিন হইলে জাতক অবিবেচক হয়।

অবিশ্বাস।

৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক অবিশ্বাসী হয় ?

গুরু। (১) করত্রিকোণের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি-চিহ্ন ও তৃতীয় কোণ অত্যন্ত স্থূল ; কিংবা (২) বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলে জাতক অবিশ্বাসী হয়। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—১।৩।৪।৫।)

অশান্তি—(শেষদশায়)

৫০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনের শেষাংশে অশান্তিভোগ করিতে হয় ?

গুরু। উভয় হস্তে ভাগ্যরেখার শেষাংশ ঢেউখেলান হইলে জাতক জীবনের শেষাংশে অশান্তিভোগ করে। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—৬।)

অসচ্চরিত্রতা।

৫১। শিষ্য। অসচ্চরিত্র ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত এবং মঙ্গল ও বুধের স্থান অত্যন্ত উচ্চ (২) হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার, অথবা (৩) উক্ত রেখার উপর যবচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতককে স্বতই অসচ্চরিত্র হইতে হয়।

(চিত্র—১৪, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—১২, চিহ্ন—৫।)

অসন্তোষ।

৫২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের অসন্তোষবিধান করে ?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান সাতিশয় পরিপুষ্ট, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ কিংবা (২) চন্দ্রস্থানে কতকগুলি রেখা সরলভাবে অবস্থিত হইলে জাতককে অসন্তুষ্ট হইতে হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—১।)

অসভ্যতা।

৫৩। শিষ্য। জাতকের হস্তে অসভ্যতাসূচক চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে আয়ুরেখা গভীর ও রক্তবর্ণ এবং শিরোরেখা আয়ুরেখা হইতে পৃথক, কিংবা (২) বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও শুক্রের স্থান নিম্ন হইলে জাতক অসভ্য হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—৩।)

অসহিষ্ণুতা।

৫৪। শিষ্য। অসহিষ্ণুতার চিহ্ন কি ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান বহুরেখাযুক্ত এবং মঙ্গল ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে জাতক অসহিষ্ণু হয়। (চিত্র—২৪, চিহ্ন—৪।)

অসুস্থ—(শেষদশায়)

৫৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক জীবনের শেষভাগে অসুস্থ হয়েন ?

গুরু। আয়ুরেখার শেষভাগে কতকগুলি ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন থাকিলে, ও স্বাস্থ্যরেখা উক্ত স্থানে মিলিত হইলে জাতক বৃদ্ধবয়সে অসুস্থ হইয়া থাকে। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—২।৩।)

অহঙ্কার।

৫৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের অহঙ্কারের সূচনা করে ?

গুরু। (১) রবির স্থানে কতকগুলি সূক্ষ্মরেখা অঙ্কিত ও শুক্রের স্থান সাতিশয় পুষ্ট ; (২) অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও রবির স্থান কতকগুলি সরলরেখা দ্বারা কর্ত্তিত, (৩) রবিস্থান জালচিহ্নযুক্ত ও আয়ুরেখার প্রারম্ভ শাখাযুক্ত, (৪) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় পরিপুষ্ট ও তদুপরি জালচিহ্ন বিরাজিত

অথবা (৫) শিরোরেখা হইতে একটি সরলরেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে একটি তারকা-চিহ্নের সমীপবর্ত্তী হইলে জাতক অহঙ্কারী হয়।

(চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৫ ; চিত্র—১৭, চিহ্ন—১।)

—(অশুভকর)

৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অহঙ্কার জন্য অশুভফল ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। (১) শনির স্থান তারকা-চিহ্ন-যুক্ত কিংবা (২) আয়ুরেখা হইতে একটি সরলরেখা বা শিরোরেখা হইতে একটি শাখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থানে অপর একটি তারকা-চিহ্নের সহিত মিলিত ও শিরোরেখা ক্ষুদ্র হইলে জাতকের অহঙ্কার জন্য অশুভফল অবশ্যম্ভাবী। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—২।৩।)

—(আতিশয্য)

৫৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাতিশয় অহঙ্কারী হয় ?

গুরু। শিরোরেখা হইতে একটি শাখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থান কর্ত্তন করিয়া, তর্জ্জনীর নিম্ন স্থান স্পর্শ করিলে জাতক সাতিশয় অহঙ্কারী হইয়া থাকে। (চিত্র—১৬, চিহ্ন—১।)

—(মহত্ত্বযুক্ত)

৫৯। শিষ্য। মহত্ত্বযুক্ত অহঙ্কারীর কিরূপ চিহ্ন থাকায় তিনি স্বীয় সাধু অনুষ্ঠানের জন্য অহঙ্কার করেন ?

গুরু। তর্জ্জনী ও উহার তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ এবং বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান পুষ্ট হইলে, জাতক স্বীয় সাধু কর্ম্মের গুণপণার উল্লেখ করিয়া পুনঃ পুনঃ অহঙ্কার করিয়া থাকে। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—১০।১১।)

(আ)

আত্মজিঘাংসা।

৬০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতকের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয়?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখার শেষ ভাগে একটি ও চন্দ্রের স্থানে অপর একটি তারকা-চিহ্ন অবস্থিত, (২) বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলস্থানের উপর কতকগুলি বক্র ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন অঙ্কিত এবং মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ বা (৩) শনির স্থান সাতিশয় উচ্চ, আয়ূরেখা অনেকগুলি রেখাদ্বারা কর্ত্তিত ও ভাগ্যরেখা মলিন হইলে, এবং শিরোরেখা স্বাস্থ্যরেখার সহিত মিলিত হইলে জাতকের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি সাতিশয় বলবতী হয়।

(চিত্র—১৬, চিহ্ন—২।৩।৪।৫।১০।১১।)

আত্মনির্ভর।

৬১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নিজেই নিজের উপর নির্ভর করিতে পারে?

গুরু। তর্জ্জনী ও মধ্যমার এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যস্থলে প্রশস্ত স্থান থাকিলে জাতক আত্মনির্ভরে—অর্থাৎ আপনার উপর আপনি নির্ভর করিতে সমর্থ হয়।

আত্মপ্রশংসা।

৬২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আত্মপ্রশংসা করিতে ভালবাসে?

গুরু। উভয় হস্তে চন্দ্র ও শুক্রের স্থান সমতল; মঙ্গল, রবি ও বুধের স্থান উচ্চ এবং বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতকের আত্মপ্রশংসায় আত্মাদর বাড়াইবার প্রবৃত্তি দেখা যায়।

আত্মবঞ্চনা।

৬৩। শিষ্য। আপনাকে আপনি ঠকাইবার চিহ্ন কি?

গুরু। (১) চন্দ্রস্থানে একটী ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, ও অঙ্গুলী সকল পশ্চাদ্ভাগে নমনীয় হইলে, কিংবা (২) হৃদয়রেখা শাখাযুক্ত হইয়া, একটী শাখা শনিস্থানগত ও অপরটী শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে, জাতক আত্মবঞ্চনা করিতে, অর্থাৎ আপনাকে আপনি ঠকাইতে সচেষ্ট হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৯, চিহ্ন—১।২।৩।)

আত্মবিচারে বিশ্বাস।

৬৪। শিষ্য। কি চিহ্ন হস্তে থাকিলে, জাতক স্ববোধকৃত বিচারে দৃঢ় বিশ্বাসার্পণ করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। হৃদয়রেখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে, জাতক স্ববোধে স্থিরীকৃত বিচারে বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারে। (চিত্র—১৪, চিহ্ন—৭।)

আত্মশ্লাঘা।

৬৫। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে আত্মশ্লাঘা করিতে হয়?

গুরু। (১) বৃহস্পতির ও রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ, (২) শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত পৃথক্, (৩) শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট, ও তাহার একটী শাখা বুধস্থানে উপনীত, (৪) করতল হৃদয়রেখাশূন্য (৫) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ, (৬) বৃহস্পতিস্থান জাল-চিহ্ন-যুক্ত (৭) করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, করত্রিকোণ অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, এবং রবিস্থান সাতিশয় উচ্চ, (৮) অঙ্গুলী সমূহের তৃতীয়পর্ব্ব সাতিশয় পুষ্ট, বা (১০) শুক্রস্থান সমতল, ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইলে জাতক আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৩; চিত্র—৪, চিহ্ন—১; চিত্র—১৫, চিহ্ন—৫; চিত্র—১৪, চিহ্ন—৭।)

আত্মসম্ভ্রম।

৬৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক আত্মসম্ভ্রমের উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পায়?

গুরু। উভয় হস্তের ত্বক স্থূল হইলে, জাতক আত্মসম্ভ্রমের বিধান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

আত্মহত্যা।

৬৭। শিষ্য। কি চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে দুইটী তারকা-চিহ্ন বা (২) চন্দ্রের স্থানে একটী তারকা-চিহ্ন (৩) বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন কিংবা জাল-চিহ্ন এবং মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ কিংবা (৪) মঙ্গলের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন ও জাল-চিহ্ন এবং করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে জাতক আত্মহত্যা করিয়া থাকে। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—৪।৫।৬।৭।১২।১৩।)

(জলমজ্জনে)

৬৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক জলে মগ্ন হইয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে?

গুরু। শিরোরেখা চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও উহার শেষাংশে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক জলমজ্জনে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়।

(চিত্র—১৭, চিহ্ন—৭।৮।)

আত্মাভিমান।

৬৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের আত্মাভিমান বৃদ্ধি করে?

গুরু। (১) উভয় হস্তে আয়ুরেখা ও শিরোরেখা বিভিন্ন, এবং শনি ও মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, (২) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও উহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অঙ্কিত, (৩) করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, করত্রিকোণ অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, ও রবির স্থান অত্যন্ত উচ্চ, বা (৪) অঙ্গুলী সকলের তৃতীয় পর্ব্ব স্থূল, ও করতল শিরোরেখাশূন্য হইলে জাতকের আত্মাভিমান বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—১।২।৩।৪।

—(আতিশয্য)

৭০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাতিশয় আত্মাভিমানী হয়?

গুরু। (১) শুক্রস্থান সমতল, ও তদুপরি জাল চিহ্ন অঙ্কিত, (২) শিরো

রেখা ক্ষুদ্র, গ্রহ সকলের স্থান অত্যন্ত উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র হইলে জাতক সাতিশয় আত্মাভিমানী হয়। (চিত্র-১৮, চিহ্ন—৫।)

আমোদপ্রিয়তা।

৭১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আমোদপ্রিয় হয়?

গুরু। বৃহস্পতির, শুক্রের ও বুধের স্থান সাতিশয় প্রবল হইলে জাতক আমোদপ্রিয় হয়।

আয়স্বচ্ছলতা।

৭২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আয়ের স্বচ্ছলতার প্রকাশ করে?

গুরু। শনির নিম্ন স্থানের শিরোরেখার উপর শ্বেতবর্ণের বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে জাতকের আয়ের সম্বন্ধে স্বচ্ছলতা ঘটিয়া থাকে।

আলস্য।

৭৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে অলস করে?

গুরু। (১) শিরোরেখা ক্ষুদ্র, বৃহস্পতির স্থান নিম্ন এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ কিংবা (২) বৃহস্পতির ও মঙ্গলের স্থান সমতল ও করতল কোমল হইলে জাতককে অলস করে।

আবিষ্কার।

৭৪। শিষ্য। আবিষ্কারকের হস্তে কি চিহ্ন তাহার গুণের সূচনা করে?

গুরু। (১) রবির ও বুধের স্থান পরিপুষ্ট হইলে, অথবা (২) শিরোরেখার উপর শ্বেতবর্ণের বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে জাতক নূতন নূতন তত্ত্বাদির উদ্ভাবন ও তদবলম্বনে নানাবিধ ব্যাপারের আবিষ্কার করিতে পারে।

[ই]

ইচ্ছাশক্তি।

৭৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়?

গুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব পুষ্ট, বা (২) কনিষ্ঠা দীর্ঘাকার হইলে জাতকের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়।

[ঈ]

ঈর্ষা।

৭৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে ঈর্ষাপর করে?

গুরু। (১) অনেকগুলি বক্র (টের্চ্চা) রেখা তর্জ্জনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, (২) বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ ও তাহাতে কতকগুলি পার্শ্ববিস্তৃত (এড়ো) রেখা অবস্থিত, বা (৩) রবির স্থান অত্যুচ্চ ও তাহাতে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার রেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক ঈর্ষাপর হয়।

(চিত্র—১৯, চিহ্ন—৪।৫।৬।৭।৮।)

ঈশ্বরনির্ভর।

৭৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ঈশ্বরনির্ভরে সমর্থ হয়?

গুরু। চন্দ্রের ও মঙ্গলের স্থান পরিপুষ্ট ও অপর কোন রেখা দ্বারা কর্ত্তিত না হইলে, জাতক সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন।

৭৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক স্বভাব দেখিয়া ঈশ্বরে ভক্তি-স্থাপনে সমর্থ হয়?

গুরু। চন্দ্রস্থান সমতল, শিরোরেখা সরলভাবে হস্তের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, এবং অনামিকা চতুষ্কোণ হইলে, জাতক স্বভাবের শোভা দেখিয়া ঈশ্বরে ভক্তিস্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

[উ]

উচ্চপদলাভ—(অধিকারিত্ব)

৭৯। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশিষ্টরূপ উচ্চপদস্থ হইতে পারে?

গুরু। (১) একটী সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক বিশিষ্টরূপ উচ্চপদস্থ হইতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১৯, চিহ্ন—৯।)

(প্রত্যাশা)

৮০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চপদস্থ হইবার ইচ্ছা করে?

গুরু। এক একটী সরলরেখা প্রত্যেক অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব হইতে তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও গভীররূপে অঙ্কিত হইলে জাতকের উচ্চপদস্থ হইবার অভিলাষ হইয়া থাকে। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—৬।৭।৮।৯।)

—(সসম্মান)

৮১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে উচ্চপদস্থ ও সম্মানার্হ হয়?

গুরু। (১) অনেকগুলি সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া হস্ততল পর্য্যন্ত প্রসৃত কিংবা (২) একটী সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্র ভেদ করিয়া, রবির স্থানে উপনীত হইলে জাতকের পদোন্নতি ও সম্মানবৃদ্ধি হইয়া থাকে। (চিত্র—১৯, চিহ্ন—১০।)

উত্তরাধিকার।

৮২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উত্তরাধিকারসূত্রে বিষয়-সম্পত্তিলাভ করিয়া থাকে?

গুরু। (১) মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃত-চিহ্ন (২) করত্রিকোণের কোন কোণের ক্রুশ বা তারকা-চিহ্ন (৩) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে অনেকগুলি টের্চ্চারেখা ও দ্বিতীয় গ্রন্থি অপরিপুষ্ট এবং অনুগরেখা শিরোরেখার অনুবর্ত্তী কিংবা (৪) রবিরেখা প্রবল ও রবিস্থান উচ্চ হইলে জাতক উত্তরাধিকারসূত্র বিষয়সম্পত্তি লাভ করিয়া থাকে।

(চিত্র—১৬, চিহ্ন—৬।৭।৮।৯।)

উৎসাহ।

৮৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে উৎসাহী করে?

গুরু। হস্তাঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, গ্রন্থি (গাঁইট) সকল পরিপুষ্ট, করতল প্রশস্ত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী (অঙ্গুষ্ঠ) ক্ষুদ্র হইলে জাতক উৎসাহী হয়।

—(আতিশয্য)

৮৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়?

গুরু। করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত এবং শিরোরেখা আয়ূরেখার প্রারম্ভে মিলিত না হইলে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—১।৩।)

—(হীনত্ব)

৮৫। শিষ্য। উৎসাহশূন্য ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন নিরুৎসাহতার প্রকাশ করে?

গুরু। (১) শুক্রস্থান নিম্ন ও উহার উপরি বহুরেখা বা জাল-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) শিরোরেখা অপ্রশস্ত ও মলিন এবং হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার হইলে জাতক উৎসাহশূন্য হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৮, চিহ্ন—৫ ; চিত্র—১৪, চিহ্ন—৭।)

উদরী রোগ।

৮৬। শিষ্য। কি চিহ্ন উদরীরোগের সূচক?

গুরু। চন্দ্রস্থানের উপর তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক উদরীরোগাক্রান্ত হয়। (চিত্র—১৬, চিহ্ন—৩।)

উদারতা।

৮৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্নে জাতককে উদারচেতা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ প্রশস্ত, শিরোরেখা পরিষ্কৃত ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্ব স্থূল হইলে, কিংবা (২) একটী বা দুইটী সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে করচতুষ্কোণ বিস্তৃত এবং করত্রিকোণ পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক উদারচরিত হয়; এবং তাহার চিত্তের উদারতা স্বতই প্রকাশ পায়। (চিত্র—২৪, চিহ্ন—১।২।৩।)

উদ্ভাবনীশক্তি।

৮৮। শিষ্য। জাতকের উদ্ভাবনীশক্তি কিরূপ চিহ্ন দ্বারা জানিতে পারা যায়?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসকল চতুষ্কোণ ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্ব স্থূল হইলে জাতকের উদ্ভাবনীশক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়।

উদ্যম—(ব্যর্থ)

৮৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের উদ্যম বিফল হয়?

গুরু। (১) আয়ুরেখার শেষভাগে একটী ক্রুশ-চিহ্ন এবং ভাগ্যরেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, বা (২) রবির স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতকের উদ্যম বিফল হয়। (চিত্র—২০, চিহ্ন—২।৩।)

—(হীনতা)

৯০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে উদ্যমরহিত করে?

গুরু। হস্তাঙ্গুলীসমূহ প্রকৃষ্টরূপে চতুষ্কোণ হইলে জাতককে উদ্যম রহিত করে।

উপাধিলাভ।

৯১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক তর্কালঙ্কার, বিদ্যাভূষণ, কবিচুঞ্চু, ন্যায়রত্ন বা আধুনিক এম.এ. বি.এ. এল. এল. ডি. প্রভৃতি বিদ্যাগত উপাধি দ্বারা স্বনাম ভূষিত করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। বৃহস্পতি, রবি ও বুধের স্থান উচ্চ এবং আয়ুরেখা হইতে সরল রেখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থানগত হইলে জাতক বিদ্যাগত উপাধি দ্বারা স্বনাম ভূষিত করিতে সমর্থ হয় ; এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থলাভাদিও ঘটায় ; স্বতই সুখসম্ভোগে সমর্থ হয়। (চিত্র—২০, চিহ্ন—৪।)

উপায়।

৯২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উপায়ের উত্তম সুযোগ-লাভে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) রবিরেখা উভয় হস্তে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত (২) রবিস্থানে একটী বৃত্তচিহ্ন অঙ্কিত, বা (৩) রবিরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, রবিস্থানে গিয়া সাঙ্গ হইলে জাতকের উপায় করিবার উত্তম সুযোগ ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৪।৫।)

[ঋ]

ঋণ।

৯৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের ঋণের সূচনা করে ?

গুরু। ভাগ্যরেখার পার্শ্বস্থ মঙ্গলক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত নিম্ন হইলে জাতককে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়।

—:⊙:—

[এ]

একাগ্রতা।

৯৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের একাগ্রতার সূচনা করে?

গুরু। শিরোরেখা পরিষ্কৃত এবং বৃহস্পতির ও রবির স্থান পুষ্ট হইলে জাতকের একাগ্রতা সূচিত হয়।

—(অভাব)

৯৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের একাগ্রতার অভাবের সূচনা করে?

গুরু। (১) রবির স্থানে দুই তিনটী অব্যবস্থিত রেখা অঙ্কিত ও বুধের স্থান উচ্চ, কিংবা (২) শিরোরেখা শৃঙ্খলাকার এবং অপরিষ্কৃত হইলে জাতকের একাগ্রতার অভাব প্রকাশ করিয়া দেয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।৭।)

[ঐ]

ঐন্দ্রজালিকত্ব।

৯৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ঐন্দ্রজালিক হয়?

গুরু। শনির স্থানের উপরে ত্রিকোণ-চিহ্ন এবং উভয় হস্তে শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক ঐন্দ্রজালিক হইয়া থাকে। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৬।)

[ক]

কপটাচার।

৯৭। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কপটাচারী হয়?

গুরু। কবচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র এবং চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক কপটাচারী হইয়া থাকে। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—৩১।)

কম্পজ্বর।

৯৮। শিষ্য। কম্পজ্বরের সূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। মধ্যমার কিংবা অনামিকার পার্শ্বদেশে কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের কম্পজ্বর হইয়া থাকে।

কর্ম্মঠ।

৯৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কর্ম্মঠ হয়?

গুরু। অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ, করতলের সমান দীর্ঘ এবং শনির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক কর্ম্মঠ হইয়া থাকে।

কর্ম্মনৈপুণ্য

১০০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কর্ম্মে বিশিষ্ট নিপুণ হয়?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও বৃদ্ধাঙ্গুলী অপরিপুষ্ট হইলে জাতক কর্ম্মে সবিশেষ নিপুণতা দেখাইতে সমর্থ হয়।

কলহপ্রিয়তা।

১০১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কলহপ্রিয় হয়?

গুরু। (১) মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, নখরসকল ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত হইলে কিংবা (২) মঙ্গলের ক্ষেত্র পরিপুষ্ট হইলে অথবা (৩) করত্রিকোণ পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক কলহপ্রিয় হইয়া থাকে।

কল্পনাশক্তি—(অপূর্ব্বত্ব)

১০২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তির সূচনা করে?

গুরু। বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ, শিরোরেখা দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত হইলে জাতক অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট হয়।

কষ্টকর বিবাহ।

১০৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের বিবাহজনিত কষ্টের সূচনা করে?

গুরু। (১) বুধের স্থানে বিবাহরেখা কতকগুলি সমান সরলরেখাদ্বারা কর্ত্তিত কিংবা চন্দ্রস্থানে একটী গভীর সরলরেখা ও শুক্রস্থানে একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে বা (২) বিবাহ-রেখায় একটী যব-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিবাহে কষ্টভোগ ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—১৩, চিহ্ন—৬।৭।৮।১২।)

কামপ্রাবল্য।

১০৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের কামপ্রবল হয়?

গুরু। শুক্রস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতকের কামপ্রবৃত্তি সাতিশয় প্রবল হইয়া থাকে।

কামুকত্ব—(পশ্বাচার)

১০৫। শিষ্য। কামুক ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন তাহার স্বভাবের সূচনা করে?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা মলিন ও অপ্রশস্ত, (২) বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখরসংযুক্তপর্ব্বে তারকাচিহ্ন অঙ্কিত, (৩) শুক্রস্থানে দীর্ঘ সরলরেখা দ্বারা অঙ্কিত জালচিহ্ন অবস্থিত, (৪) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকাচিহ্ন চিত্রিত, (৫) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে ত্রিকোণচিহ্ন অঙ্কিত হইলে জাতক কামুক হয়।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৯।১০।১১।১৩।)

কারুকরত্ব।

১০৬। শিষ্য। বিচক্ষণ কারিকরের হস্তে কিরূপ চিহ্ন তাহার নৈপুণ্যের প্রকাশ করিয়া থাকে?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্থূলাগ্র এবং উহার প্রথম পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক বিচক্ষণ কারুকর হয়।

কার্য্যতৎপরতা ।

১০৭ । শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কার্য্যতৎপর হয় ?

গুরু । (১) হস্ততল স্বাস্থ্যরেখাবিহীন ও কঠিন এবং অঙ্গুলীসমূহ সূচ্যগ্র হইলে, (২) মঙ্গলের, বুধের ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, (৩) ভাগ্যরেখা মঙ্গ-লের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইলে, (৪) হস্ততলের অন্যান্য রেখাসকল গভীররূপে অঙ্কিত ও হস্ততল কঠিন হইলে, (৫) অঙ্গুলীসমূহ স্থূলাগ্র ও গ্রন্থিযুক্ত হইলে, অথবা (৬) আয়ুরেখা শিরোরেখার সহিত সংযুক্ত না হইলে জাতক কার্য্যতৎ-পরতা দেখাইয়া থাকে । (চিত্র—৩, চিহ্ন—১।৩।৪ ।)

কার্য্যে বিরতি ।

১০৮ । শিষ্য । কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে প্রায়ই উপেক্ষা করিয়া থাকে ?

গুরু । বৃহস্পতির, শনির, রবির ও বুধের স্থান অপরিপুষ্ট হইলে, অঙ্গুলী-সমূহ গ্রন্থিশূন্য এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইলে জাতক নিজের কার্য্যনির্ব্বাহবিষয়ে প্রায়ই অবহেলা করিয়া বিরত থাকে ।

কারাবাস ।

১০৯ । শিষ্য । কি চিহ্ন জাতকের কারাবাসের সূচনা করে ?

গুরু । শুক্রের ও মঙ্গলের স্থানে চতুষ্কোণ-চিহ্ন থাকিলে জাতককে কারারুদ্ধ হইতে হয় । (চিত্র—২০, চিহ্ন—৫।৬ ।)

কাল্পনিকত্ব ।

১১০ । শিষ্য । কি চিহ্ন জাতককে কাল্পনিক করে ?

গুরু । (১) চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, অঙ্গুলী সকল করতল অপেক্ষা দীর্ঘ এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, (২) অঙ্গুলী সকল বহুরেখাযুক্ত ও করতল অপেক্ষা দীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্গুলী পুষ্ট ও পশ্চাদ্ভাগে নমনীয়, অথবা (৩) মধ্যমা বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতককে কাল্পনিক হইতে হয় ।

কাল্পনিকী চিন্তা ।

১১১ । শিষ্য । কি চিহ্ন থাকিলে কাল্পনিকী চিন্তা জাতকের পক্ষে অনিবার্য্য হইয়া থাকে ?

গুরু। (১) চন্দ্রস্থানে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে, কিংবা (২) একটী সরলরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, ভাগ্যরেখা কর্ত্তন করিলে, জাতককে অনিবার্য্য কাল্পনিকী চিন্তায় মগ্ন হইতে হয়। (চিত্র ১৭, চিহ্ন ৭।৮।৯।)

—(ভ্রমময়ী)

১১২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের কাল্পনিকী চিন্তায় ভ্রম ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। শিরোরেখা শাখাবিশিষ্ট হইয়া, চন্দ্রের স্থানে কিংবা মণিবন্ধে আসিয়া সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের কাল্পনিকী চিন্তা ভ্রমময়ী (ভুল) হইয়া থাকে।

(চিত্র—১০, চিহ্ন—৪।)

—(বৈচিত্র্য)

১১৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে কাল্পনিকী চিন্তা বিচিত্রভাবে জাতকের হৃদয় অধিকার করে ?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে কতকগুলি সরলরেখা থাকিলে ও মঙ্গলের স্থান চন্দ্রের স্থানাভিমুখীন হইলে, অথবা (২) চন্দ্রের স্থানে স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখা একত্র মিলিয়া পরস্পর কর্ত্তিত হইয়া ক্রুশ-চিহ্নের ন্যায় হইলে, জাতকের মনে কাল্পনিকী চিন্তার বিচিত্রভাবে উদয় হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩, চিহ্ন—৫।৬।)

কীর্ত্তি।

১১৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কীর্ত্তিসম্পন্ন হইতে পারে ?

গুরু। ভাগ্যরেখা দুইটী শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটী শাখা শনিস্থানগত হইলে জাতকের কীর্ত্তিরক্ষা করিবার শক্তি থাকে। (চিত্র—৯, চিহ্ন—৫।)

কৃপা।

১১৫। কি চিহ্ন জাতকের হৃদয়গত কৃপার অস্তিত্ব প্রকাশ করে ?

গুরু। রবি, শুক্র ও চন্দ্র—এই তিন গ্রহের স্থান উচ্চ হইলে জাতক কৃপালু হইয়া থাকে।

কৃষিতৎপরতা।

১১৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কৃষিকার্য্যানুশীলনে তৎপর হয়?

গুরু। উভয় হস্তে অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ ও স্থূলাগ্র এবং মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব অপরাপর পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক কৃষিকর্ম্মানুশীলনে সাগ্রহে ব্যাপৃত থাকে। (চিত্র—২০, চিহ্ন—১০।)

কৌতুকপ্রিয়তা।

১১৭। শিষ্য। কৌতুকপ্রিয় লোকের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। (১) বুধের স্থান পুষ্ট ও করত্রিকোণের প্রথম কোণ পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত অথবা (২) শুক্রবন্ধনী স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক কৌতুকপ্রিয় হইয়া থাকে। (চিত্র—২১, চিহ্ন—১।২।)

ক্ষমাশীলতা।

১১৮। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ক্ষমাশীল হইয়া থাকে?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহের নখরগুলি বাদামের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে জাতক ক্ষমাশীল হইয়া থাকে।

ক্ষয়।

১১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের রাজযক্ষ্মা বা ক্ষয়ের সূচনা করে?

গুরু। নখর সকল প্রশস্ত ও উহার উপরিভাগ ঈষৎ বক্র হইলে এবং স্বাস্থ্যরেখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যব চিহ্ন থাকিলে, জাতকের রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয়-রোগের ভোগ অবশ্যম্ভাবী। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—১৪।)

[খ]

খেয়াল।

১২১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক খেয়াল মিটাইতে পারে?

গুরু। অঙ্গুলীসকল সূচ্যগ্র ও করতল অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে জাতকের খেয়াল মিটাইবার শক্তি থাকে।

[গ]

গুহ্যবিদ্যায়—(বিপৎ)

১২১। শিষ্য কিরূপ চিহ্ন থাকিলে গুহ্যবিদ্যার চর্চ্চা করিতে গিয়া জতককে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়?

গুরু। উভয় হস্তে তর্জ্জনী স্থূলাগ্র এবং শনির স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক গুহ্যবিদ্যার চর্চ্চা করিতে গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

(চিত্র—১৭, চিহ্ন—৩।)

—(বিশারদ)

১২২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক গুহ্যবিদ্যা-বিশারদ হয়?

গুরু। (১) অনামিকা সূচ্যগ্র ও চন্দ্রের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত, কিংবা (২) শনির স্থানের নিম্নে ও করচতুষ্কোণের মধ্যে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত ও একটী ধনুঃসদৃশী বক্র রেখা চন্দ্রস্থান হইতে বুধস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিলে জাতক গুহ্যবিদ্যাবিশারদ হয়।

(চিত্র—২১, চিহ্ন—৪।৫।৬।)

—(স্বজ্ঞান)

১২৩। শিষ্য। গুহ্যবিদ্যায় স্বাভাবিকজ্ঞানযুক্ত লোকের হস্তচিহ্ন কি?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে, (২) হৃদয়রেখার একটী শাখা বৃহস্পতির স্থান আবেষ্টন করিলে, (৩) উভয়হস্তে স্বাস্থ্যরেখা শিরোরেখার সহিত মিলিত হইয়া, একটী ক্রুশ-চিহ্নের ন্যায় হইলে, (৪) শনির স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, অথবা (৫) শিরোরেখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্ব বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতক গুহ্য-বিদ্যায় স্বাভাবিক জ্ঞানযুক্ত হয়। (চিত্র—২১, চিহ্ন—৩।৪।৭।৯।১২।১৩।)

গৃহত্যাগ।

১২৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে গৃহত্যাগী করে?

গুরু। শুক্রের স্থানে একটী চতুষ্কোণ চিহ্ন অঙ্কিত বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান প্রবল ও শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতককে গৃহত্যাগী হইতে হয়।

(চিত্র—২২, চিহ্ন—১।)

গৃহশূন্যতা।

১২৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে গৃহশূন্য করে?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার উপর তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত কিংবা (২) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে তারকাচিহ্ন ও হৃদয়রেখার শেষভাগ শৃঙ্খলবৎ হইয়া অঙ্কিত থাকিলে জাতকের সংসারস্থ পরিবারবর্গের সকলেরই মৃত্যু ঘটিয়া জাতককে গৃহশূন্য হইতে হয়। (চিত্র—২২, চিহ্ন—২।৩।৪।)

গৌরবখর্ব্বতা।

১২৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে গৌরবাকাঙ্ক্ষী জাতকের গৌরব-লাভ সম্পূর্ণরূপ হয় না?

গুরু। একটী সরলরেখা উভয় হস্তে তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত গভীররূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতকের গৌরবলাভ সম্পূর্ণরূপ ঘটিয়া উঠে না। (চিত্র—২২, চিহ্ন—৫)

গৌরব-লালসা—(বৃদ্ধি)

১২৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের গৌরবলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ?

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান অত্যুচ্চ, ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত, (২) তর্জ্জনী মধ্যমার ন্যায় দীর্ঘ ও ইহার দ্বিতীয় পর্ব্ব অপর পর্ব্ব-গুলি অপেক্ষা দীর্ঘতম, (৩) শিরোরেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে উপনীত, কিংবা (৪) বৃহস্পতির স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতকের গৌরবলালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

(চিত্র—২২, চিহ্ন—৬।৭।৮।৯।)

গৌরবাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জন।

১২৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের নাম গৌরবের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান পায় না ?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, এবং করত্রিকোণ অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে জাতকের অন্তঃকরণে গৌরবাকাঙ্ক্ষা স্থান পায় না।

[চ]

চক্ষুরোগ।

১২৯। শিষ্য। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন চক্ষুরোগের সূচনা করে ?

গুরু। (১) রবির স্থানে নীল চিহ্ন বা (২) অনামিকার প্রথম পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৩, চিহ্ন—৬।)

চপলতা

১৩০। শিষ্য। কি চিহ্ন চপলতার সূচনা করে ?

গুরু। (১) রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও তদুপরি জাল-চিহ্ন বিরাজিত, (২) অনামিকা সূচ্যগ্র এবং অপর অঙ্গুলীগুলি স্থূলাগ্র বা চতুষ্কোণ, (৩) শিরোরেখা সূক্ষ্ম ও দুর্ব্বল কিংবা (৪) অঙ্গুলীসকলের প্রথম পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক চপল-স্বভাব বিশিষ্ট হয়। (চিহ্ন—২৩, চিহ্ন—৫।)

চরিত্রহীনতা।

১৩১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক চরিত্রহীন হয় ?

গুরু। হৃদয়রেখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, বৃহস্পতির শুক্রের ও রবির স্থান দুর্ব্বল এবং হৃদয়রেখা মলিন হইলে জাতক হীনচরিত্র হইয়া থাকে। (চিত্র—২৩, চিহ্ন—১।৮।)

চাঞ্চল্য।

১৩২। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক চঞ্চল হইয়া থাকে ?

গুরু। (১) শিরোরেখা হৃদয়রেখার নিকটবর্ত্তী, কিংবা (২) শিরোরেখা প্রশস্ত, মলিন ও করতলের অর্দ্ধপরিমিত বিস্তৃত হইলে জাতক চঞ্চলপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

চাতুর্য্য।

১৩৩। শিষ্য। চতুর ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন থাকে ?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ, (২) শিরোরেখার শেষ হইতে বহির্গত একটী শাখা চন্দ্রস্থানে উপনীত, (৩) বুধের স্থান উচ্চ, (৪) বুধের স্থানে জাল-চিহ্ন, কিংবা (৫) কনিষ্ঠাঙ্গুলী বক্র হইলে জাতক চতুর হয়। (চিত্র—২৩, চিহ্ন—১।৮।২।৩।৪।)

চিকিৎসকত্ব।

১৩৪। শিষ্য। কি চিহ্ন হস্তে থাকিলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হয় ?

গুরু। বুধের স্থান উচ্চ ও উহার উপর দুই তিনটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক বিচক্ষণ চিকিৎসক হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—৪।)

চিত্তচাঞ্চল্য।

১৩৫। শিষ্য। জাতকের চিত্তচাঞ্চল্যের সূচক চিহ্ন কি?

গুরু। (১) করতল প্রশস্ত ও কঠিন এবং মঙ্গলের স্থান বহুরেখাযুক্ত কিংবা (২) করতল অপেক্ষা মধ্যমাঙ্গুলী দীর্ঘ ও অনামিকা স্থূলাগ্র হইলে জাতককে চঞ্চলচিত্ত হইতে হয়। (চিত্র—২৪, চিহ্ন—৪।)

চিত্তস্থৈর্য্য।

১৩৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আত্মসংযম সাধিতে সমর্থ হয়?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব প্রশস্ত ও পশ্চাদ্ভাগে কথঞ্চিৎ নমনীয় হইলে জাতক আত্মসংযম সাধিতে সমর্থ হয়।

চিন্তা।

১৩৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে চিন্তাযুক্ত হইতে হয়?

গুরু। (১) অঙ্গুলীসমূহের দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম, অথবা (২) তর্জ্জনী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ শুণ্ডাকৃতি ও অপর অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ এবং শিরোরেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত ও করচতুষ্কোণ প্রশস্ত হইলে জাতক চিন্তাযুক্ত হইয়া থাকে। (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬-১৬।২১-২১।)

চিন্তাশূন্যতা।

১৩৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে চিন্তাশূন্য বলিয়া জানাইয়া দেয়?

গুরু। উভয় হস্তে প্রথমাঙ্গুলীর পর্ব্ব সকল, অন্যান্য অঙ্গুলীর পর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বৃহস্পতির স্থান নিম্ন হইলে জাতক চিন্তাশূন্য হইয়া থাকে।

চৌর্য্য।

১৩৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক চোর হয়?

গুরু। (১) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি বিশৃঙ্খল রেখা, (২) কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্বে একটী ক্রুশ, (৩) বুধের স্থানে একটী তারকা-চিহ্ন

অঙ্কিত হইলে, অথবা (৪) উভয় হস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্থূলাগ্র কিংবা (৫) বুধের স্থান উচ্চ হইলে জাতক চৌর হইয়া থাকে। (চিত্র—২৪, চিহ্ন—৫।৬।৭।)

[ছ]

ছলপ্রিয়তা।

১৪০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ছলপ্রিয় হয়?

গুরু। রবির স্থান অত্যুচ্চ ও বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতক ছলপ্রিয় হইয়া থাকে। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।)

ছিদ্রান্বেষণ।

১৪১। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ছিদ্রান্বেষণ করিতে ভালবাসে?

গুরু। করতল দীর্ঘ, অঙ্গুলীসমূহ স্থূলাগ্র ও গ্রন্থি সকল পরিপুষ্ট হইলে জাতক ছিদ্রান্বেষী হইয়া থাকে।

[জ]

জড়তা।

১৪২। শিষ্য। জাতকের হস্তে জড়তার সূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) করতল কঠিন, শিরোরেখা পাণ্ডুবর্ণ ও প্রশস্ত এবং রবির স্থান সাতিশয় নিম্ন, (২) একটী সরলরেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া

শনির স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত এবং বৃহস্পতি রবি ও বুধ—এই তিনটী গ্রহের স্থান সাতিশয় নিম্ন কিংবা (৩) শিরোরেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে জাতক জড়প্রকৃতি হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৪, চিহ্ন—৮ ; চিত্র—১২, চিহ্ন—১।)

জাগতিক—কর্ম্মসাধন।

১৪৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক জীবনে জাগতিক কর্ম্মে সফলতালাভে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) রবিরেখা উভয় হস্তে সুস্পষ্ট অঙ্কিত, রবিস্থান পুষ্ট, ও তাহার উপর একটী বৃত্তচিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতক জীবনে সফলকর্ম্মা হইতে পারে। (২) আয়ুরেখা হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থানে যাইলে, ও বৃহস্পতির স্থান পুষ্ট হইলে জাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে রাজধানীতে বা রাজসরকারে কর্ম্ম পাইতে, বিশেষতঃ বৃহস্পতির স্থান অত্যুন্নত হইলে স্বর্ণব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিতে পারে। (৩) আয়ুরেখা হইতে উত্থিত রেখা শনির স্থানে যাইলে লৌহ কয়লা প্রভৃতি খনিজদ্রব্যের পাট, কাষ্ঠ, তৃণ প্রভৃতির বাণিজ্যে বা বিদেশে চাকরীতে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে। (৪) উত্তরেখা রবির স্থানে যাইলে হঠাৎ অর্থলাভ বা ধনাঢ্যের সাহায্যে উন্নত হইতে পারে। (৫) বুধস্থানগত হইলে বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৪।৫ ; চিত্র—৩৩, চিহ্ন—২।৩।৪।৫।৬।৭।)

—(প্রতিবন্ধকতা)

১৪৪। শিষ্য। জীবনে জাগতিক কর্ম্মসাধনে প্রতিবন্ধকতার চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) আয়ুরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত এবং ভাগ্যরেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত (২) রবিস্থান সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখাদ্বারা কর্ত্তিত কিংবা (৩) রবিস্থানে রবিরেখা তিন চারিটী অঙ্কিত হইলে জাতকের জীবনকালের মধ্যে জাগতিক কর্ম্মসাধনে বা উন্নতিলাভে অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৭, চিহ্ন— ২ ; চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪ ; চিত্র—৩১, চিহ্ন—১০।)

জীবনযাপন - (পরিশ্রমে)

১৪৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক আজীবন পরিশ্রমদ্বারা জীবনযাপন করিতে বাধ্য হয় ?

গুরু। (১) মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার বা (২) ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া শনির স্থানে উপস্থিত হইলে জাতককে আজীবন পরিশ্রমদ্বারা জীবনযাপন করিতে হয়।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—১২, চিহ্ন—১·১।)

—(স্বগুণার্জ্জিত সৌভাগ্যে)

১৪৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বগুণে সৌভাগ্যলাভ করিয়া জীবনযাপন করিতে পারে ?

গুরু। একহস্তে ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক নিজগুণে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া জীবনযাপন করে ; কিন্তু উক্ত চিহ্ন উভয় হস্তে থাকিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

(চিত্র—২৬, চিহ্ন—১।)

—(হতাশে)

১৪৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হতাশে জীবনযাপন করিয়া থাকে ?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা আয়ূরেখা হইতে বহির্গত হইয়া, মণিবন্ধাভিমুখীন হইলে, জাতককে প্রায়ই হতাশ হইয়া সমস্ত জীবনযাপন করিতে হয়।

(চিত্র—২৪, চিহ্ন—১৩।)

জীবনে উন্নতি—(পরের সাহায্যে)

১৪৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পরের সাহায্যে জীবনে উন্নতিলাভে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখায় বা হৃদয়রেখায় স্পর্শ করিলে, (২) ভাগ্যরেখার অনুগরেখা তাহার অনুগত হইলে, (৩) শিরোরেখা হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া হৃদয়রেখার নিকট-

বর্ত্তী হইয়াও, স্পর্শ না করিলে, (৪) করচতুষ্কোণস্থ ক্রুশ-চিহ্ন পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত হইয়া, ভাগ্যরেখার বা রবিরেখার ভেদ বা কর্ত্তন না করিলে জাতক অন্য লোকের সাহায্যলাভে বিশিষ্টরূপ উন্নত হইতে পারে।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—১।২।৩।৪।)

—(প্রতিবন্ধকতা)

১৪৯। শিষ্য। জীবনে উন্নতির প্রতিবন্ধক চিহ্ন কি ?

গুরু। ভগ্যরেখা ভগ্ন ও মঙ্গলেব ক্ষেত্রে গিয়া সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের জীবনে উন্নতির অনেক প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—২৩, চিহ্ন—৭।)

জীবনে—ক্লেশ।

১৫০। শিষ্য। জীবনে ক্লেশ পাইবার সূচক চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। ভাগ্যরেখা ঢেউখেলান হইলে এবং আয়ুরেখা সাতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে, জাতক জীবনের শেষভাগে নানাবিধ ক্লেশ পাইয়া থাকে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—২-২ ; চিত্র—১৪, চিহ্ন—৬-৬।)

—(নিরাশ)

১৫১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনে নিরাশ হইতে হয় ?

গুরু। মধ্যমাঙ্গুলীর পর্ব্ব সকলে ঢেউখেলান রেখা ও শনির স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনে নিরাশ হইতে হয়।

(চিত্র—১৫, চিহ্ন—৫।৬।)

—(শান্তি)

১৫২। শিষ্য। কি চিহ্ন শান্তিময় জীবনের সূচনা করে ?

গুরু। ভাগ্যরেখা স্পষ্টরূপে উত্থিত হইয়া, ও কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পাইয়া, বৃহস্পতির ও শনির মধ্যস্থলে গিয়া সম্পূর্ণ হইলে জাতক সমস্ত জীবনে শান্তিভোগ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—১০, চিহ্ন—৩-৩।)

জীবনে—(স্ত্রীকর্ত্তৃত্ব)

১৫৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে জীবনে নারীকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে হয় ?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা হইতে একটী শাখা শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী এবং হৃদয়রেখা শিরোরেখার সহিত অসংযুক্ত কিংবা (২) শুক্রস্থান হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া করচতুষ্কোণে গিয়া তারকা-চিহ্ন-যুক্ত হইলে জাতক স্ত্রীদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে, কিন্তু শুক্রস্থানে একটী তারকাচিহ্ন থাকিলে পূর্ব্বকথিতানুরূপ নারীর সহিত বিবাদ হয়; এবং ভাগ্যরেখা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একটী শাখা শুক্রের স্থানে এবং অপরটী মঙ্গলের স্থানে যাইলে উক্ত বিবাদ হইতে বিপৎ উপস্থিত হয়।

(চিত্র—২৪, চিহ্ন—৯।১০।১১।১২ ; চিত্র—২০, চিহ্ন—১১।১২।)

জুয়াচোরী।

১৫৪। শিষ্য। জুয়াচোরের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন থাকে ?

গুরু। একটী বক্ররেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক জুয়াচোর হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—৮।)

জ্ঞান।

১৫৫। শিষ্য। জ্ঞানী ব্যক্তির হস্তে জ্ঞানসূচক চিহ্ন কি প্রকার ?

গুরু। একটী সরল রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, বুধের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে জাতক জ্ঞানী হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৬, চিহ্ন—২।)

(ত)

তার্কিকত্ব।

১৫৬। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক তার্কিক হয় ?

গুরু। (১) সমস্ত অঙ্গুলীর—বিশেষতঃ অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে, কিংবা (২) নখর সকলের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা প্রসারের পরিমাণ অধিক হইলে জাতক তার্কিক হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি।

১৫৭। শিষ্য। জাতকের হস্তে তীক্ষ্ণদৃষ্টির সূচক চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দুই বা তিনটী সরলরেখা প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অঙ্গুলী সকল সূচ্যগ্র এবং শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইয়া থাকে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

১৫৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের তীক্ষ্ণবুদ্ধির সূচনা করিয়া দেয় ?

গুরু। (১) বুধ ও রবির স্থান পরিপুষ্ট, আয়ুরেখার শেষাংশে একটী ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত, (১) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত এবং অঙ্গুলী সকলের দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম ও পুষ্টতম, (৩) করত্রিকোণ প্রশস্ত, পরিষ্কৃত ও গোলাপী-বর্ণবিশিষ্ট, (৪) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি সরলরেখা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত কিংবা (৫) কনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শিরোরেখার একটী শাখা বুধের স্থানগত হইলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—৩ ; চিত্র—২৭,—চিহ্ন—৫ ; চিত্র—৪, চিহ্ন—১।)

তীর্থমৃত্যুযোগ।

১৫৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের তীর্থমৃত্যুর সূচনা করে?

গুরু। করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত এবং বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে জাতকের তীর্থস্থানে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

—(ভঙ্গ)

১৬০। শিষ্য। জাতকের তীর্থমৃত্যুযোগভঙ্গের চিহ্ন কি প্রকার?

গুরু। করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলেও যদি বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতকের তীর্থমৃত্যুযোগভঙ্গ সূচিত হয়।

[দ]

দক্ষতা।

১৬১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষ হইতে পারে?

গুরু। অঙ্গুলী সকল মিশ্র ও নমনীয় হইলে জাতক সর্ব্ব কর্ম্মে দক্ষতা দেখাইতে সমর্থ হয়।

দন্তরোগ।

১৬২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের দন্তরোগর সূচনা করে?

গুরু। ভাগ্যরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা দীর্ঘ ও বক্র এবং অঙ্গুলীসমূহের দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক দন্তরোগে ভুগিয়া থাকে।

দয়া।

১৬৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্নে জাতক দয়ালুভাব হয়?

গুরু। (১) অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী কিংবা দুইটী সরল রেখা দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, করচতুষ্কোণ প্রশস্ত এবং করত্রিকোণ স্পষ্ট-ভাবে অঙ্কিত থাকিলে, কিংবা (২) রবির চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান পুষ্ট হইলে জাতক স্বভাবতই দয়ালু হইয়া থাকে। (চিত্র—২২, চিহ্ন—১১।)

দাম্পত্যসুখ।

১৬৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের দাম্পত্যসুখের বিধান করিয়া থাকে?

গুরু। বৃহস্পতির স্থান স্বাভাবিক পুষ্ট ও তাহার উপর একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতকের পত্নীর সহিত দাম্পত্য প্রেম অবিচলিত থাকে।

(চিত্র—২৬, চিহ্ন—৭।)

—(বিহীনতা)

১৬৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দাম্পত্যসুখবিহীন হয়?

গুরু। (১) শুক্রস্থান হইতে একটী রেখা আয়ূরেখা ও শিরোরেখা —উভয়রেখা কর্ত্তন করিয়া, হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে, এবং উক্তরেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে, (২) উক্ত রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে কিংবা (৩) বুধের স্থানে স্থিত বিবাহরেখা শাখাবিশিষ্ট বা যবচিহ্নযুক্ত হইলে জাতক দাম্পত্যসুখবিহীন হয়। (চিত্র—১৬, চিহ্ন—৩।৪।)

দার্শনিকত্ব।

১৬৬। শিষ্য। দার্শনিকের হস্তে কি কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। করতল মধ্যমাকৃতি, অঙ্গুলীসকল চতুষ্কোণ ও গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ ও অঙ্গুলীর পর্ব্বসকল সমদীর্ঘ হইলে জাতক দার্শনিক হইয়া থাকে।

দীর্ঘায়ুঃ।

১৬৭। শিষ্য। জাতকের দীর্ঘায়ুসূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) মণিবন্ধের তিনটী রেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, ও স্বাস্থ্যরেখা আয়ূরেখার সহিত অস্পষ্ট বা পৃথক্, (২) করত্রিকোণ পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত,

(৩) আয়ুরেখা গোলাপী বর্ণে প্রকাশিত ও শুক্রস্থান সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত, কিংবা (৪) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ দীর্ঘ ও সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও স্বাস্থ্যরেখা বুধের স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ হয়।
(চিত্র—২৬, চিহ্ন—৫।৬।৮।)

দুরভিসন্ধিপ্রিয়তা।

১৬৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দুরভিসন্ধিপ্রিয় হয়?

গুরু। শনির স্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন ও মধ্যমার প্রথম পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতক মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অন্যের অনিষ্টাদি করিবার জন্য দুরভিসন্ধিপ্রিয় হয়। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—১০।১১।)

দুর্ঘটনা—(আকস্মিক)

১৬৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের আকস্মিক দুর্ঘটনার সূচনা করে?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা শিরোরেখার সহিত শনির নিম্নস্থানে মিলিত হইলে, কিংবা (২) মধ্যমার প্রথম পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের অকস্মাৎ দুর্ঘটনা সংঘটন অবশ্যম্ভাবী। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—১৫।১৬।)

—(বাণিজ্যে)

১৭০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বাণিজ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে?

গুরু। ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখার নিকটে সম্পূর্ণ হইলে জাতকের বাণিজ্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—২১, চিহ্ন—১০।)

দুর্ব্বলতা।

১৭১। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক দুর্ব্বল হয়?

গুরু। সঙ্কীর্ণনখবিশিষ্ট অঙ্গুলীসমূহের প্রথম পর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে জাতক দুর্ব্বল হইয়া থাকে। (চিত্র—২১, চিহ্ন—১১।)

—(বংশানুক্রমিক)

১৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বংশানুক্রমিক দুর্ব্বলতার অনুভব করিতে থাকে?

গুরু। উভয় হস্তে আয়ুরেখার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যবচিহ্ন থাকিলে জাতক বংশানুক্রমে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—৬।)

দৃঢ়প্রতিজ্ঞত্ব।

১৭৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন, করত্রিকোণ পুষ্ট ও করতল প্রশস্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র ও পুষ্ট ও তৎসঙ্গে শুক্রস্থান অত্যুচ্চ হইলে, (২) বৃহস্পতির ও রবির স্থান পুষ্ট এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও বিস্তৃত, অথবা (৩) হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থানে শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক স্বভাবতঃ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—৪।৫।১।)

১৭৪। শিষ্য। দেহাত্মবাদীর হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

দেহাত্মবাদ।

গুরু। (১) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন বা (২) করত্রিকোণ সাতিশয় মলিন, করতল দীর্ঘ ও প্রশস্ত, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র ও শুক্রের স্থান সাতিশয় প্রশস্ত হইলে জাতক দেহাত্মবাদী হয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—৪।)

দোষদর্শিতা।

১৭৫। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দোষদর্শী হয়?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী বৃত্ত-চিহ্ন, কিংবা (২) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে দুইটী তারকা-চিহ্ন, বুধের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ ও স্বাস্থ্যরেখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক দোষদর্শী হয়। (চিত্র—৮, চিহ্ন—২।১০ ; চিত্র—১৩, চিহ্ন—১৩।)

দৌর্ভাগ্য।

১৭৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে দুর্ভাগ্য করিয়া থাকে?

গুরু। আয়ুরেখার ও শিরোরেখার সহিত হৃদয়রেখার মিলন হইলে জাতকের দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—১।)

—(অপরিচিত লোকহেতুক)

১৭৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অপরিচিত ব্যক্তি হইতে দৌর্ভাগ্য সংঘটিত হয় ?

গুরু। মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে অপরিচিত ব্যক্তি হইতে জাতকের দৌর্ভাগ্যসংঘটন হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—৯।)

—(পীড়াজনিত)

১৭৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের পীড়াজনিত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয় ?

গুরু। আয়ূরেখা ও শিরোরেখার সহিত হৃদয়রেখার মিলন হইলে জাতকের পীড়াজনিত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। উক্ত চিহ্ন এক হস্তে থাকিলে জাতক উৎকট পীড়ায় ভুগিয়া থাকেন ; কিন্তু উভয় হস্তে থাকিলে জাতকের সেই পীড়ায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—১।)

—(বাল্যে)

১৭৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে বাল্যকালেই জাতককে দুর্ভাগ্য হইতে হয় ?

গুরু। (১) কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ চিহ্ন আয়ূরেখা ও ভাগ্যরেখা —উভয়েরই প্রারম্ভে থাকিলে জাতককে বাল্যকালেই দুর্ভাগ্য হইতে হয়।

(চিত্র—২৭, চিহ্ন—৭।)

—(স্ত্রীলোকজন্য)

১৮০। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্ত্রীলোকজন্য দৌর্ভাগ্য সংঘটন করাইয়া দেয় ?

গুরু। শুক্রস্থানে বা বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বের নিম্নে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোকের জন্য জাতককে দুর্ভাগ্য হইতে হয়।

(চিত্র—২৭, চিহ্ন—৮।)

দ্যূতপ্রিয়তা।

১৮১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হয় ?

গুরু। শিরোরেখা দীর্ঘ সূক্ষ্ম ও গড়ানে এবং মধ্যমা ও অনামিকা—সমানাকৃতি হইলে ও উভয় হস্তে রবিরেখা সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতক দ্যূতক্রীড়ায় রত হয়।

(চিত্র—২৮, চিহ্ন—২।৩।১২; চিত্র—১, চিহ্ন—১৮।)

[ধ]

ধনপ্রাপ্তি—(উইলে)

শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মৃত ব্যক্তির উইল দ্বারা ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। (১) মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি রেখা সরলভাবে উত্থিত, (২) মণিবন্ধের বলয়ত্রয়ের একটীর উপর একটী সূক্ষ্মকোণ চিহ্ন বা (৩) মণিবন্ধস্থ কোন একটী বলয়ের উপর একটী ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে কিংবা (৪) শিরোরেখার অনুগরেখা তাহার অনুবর্ত্তী হইলে, অথবা (৫) রবিস্থানে একটি রেখা গভীররূপে অঙ্কিত থাকিলে, জাতক মৃত ব্যক্তির উইলদ্বারা ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—৬।৭।৮।৯।১২।)

ধনলিপ্সা।

১৮৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের ধনলিপ্সা বলবতী হয়?

গুরু। (১) শিরোরেখা করতলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, (২) অনামিকা চতুষ্কোণ ও শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত থাকিলে, (৩) মধ্যমার ও অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম চতষ্কোণ ও অপ্রশস্ত হইলে, কিংবা (৪) বৃদ্ধাঙ্গুলী করতলাভিমুখে বক্র ও রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতকের ধনলিপ্সা বলবতী হয়। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১।২।৩।৪।৫।৬।)

—(অশেষ)

১৮৪। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হৃদয়ে অসীম ধনলিপ্সা অনুক্ষণই জাগিতে থাকে ?

গুরু। (১) করতল হৃদয়রেখাশূন্য হইলে কিংবা (২) বুধের স্থান উচ্চ ও হৃদয়রেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া, বুধের স্থানে উপনীত হইলে জাতকের ধনলিপ্সার কখনই শেষ হয় না।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—১ ; চিত্র—২৯, চিহ্ন—৫।)

ধনবত্তা।

১৮৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধনবান্ হইতে পারে ?

গুরু। (১) একটী সরলরেখা আয়ূরেখা হইতে উত্থিত হইয়া রবি-স্থানে উপস্থিত, (২) রবিস্থানে বহু সরলরেখা তারকাচিহ্নের সহিত অঙ্কিত, (৩) শিরোরেখার অনুগরেখা তদনুবর্ত্তী, (৪) রবিরেখা উভয় হস্তে পরিষ্কৃত ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের পার্শ্বদেশে এড়োরেখা বিস্তৃত, (৫) একটী সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া স্বাস্থ্যরেখা কর্ত্তন করিয়া রবির স্থানে উপনীত, (৬) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব কতিপয় তির্য্যক্ (টের্চ্চা) রেখাযুক্ত ও উভয় হস্তে অনুগরেখা আয়ূরেখার অনুবর্ত্তীত, (৭) উভয় হস্তে রবিরেখা অপ্রশস্ত, গভীর ও সরল এবং অন্য কোন রেখাদ্বারা অকর্ত্তিত, (৮) শনি কিংবা বুধের স্থানে বহু সরলরেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত, করত্রিকোণমধ্যে তারকাচিহ্ন বিরাজিত, (৯) মণিবন্ধের প্রথম বলয়ের উপর একটী ত্রিকোণ কিংবা ক্রুশচিহ্ন অবস্থিত এবং একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানগত, কিংবা (১০) একটী অথবা কতকগুলি রেখা আয়ূরেখা হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা কর্ত্তন করিয়া বৃহস্পতির অথবা রবির স্থান পর্য্যন্ত প্রসৃত হইলে জাতক ধনবান্ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৫, চিহ্ন—৪ ; চিত্র—২৮, চিহ্ন—৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭ ; চিত্র—২৯, চিহ্ন—২।৩।৪।)

ধর্ম্মপরিবর্ত্তন।

১৮৬। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়?

গুরু। ভাগ্যরেখা হইতে কতকগুলি শাখা মণিবন্ধাভিমুখে আসিলে, রবিস্থানে স্পট্ বা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে জাতক স্বতই ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে? (চিত্র—২৯, চিহ্ন—৬।৭।৮।)

—(স্ত্রীমন্ত্রণায়)

১৮৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে?

গুরু। (১) কতকগুলি রেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, কিংবা (২) শুক্রবন্ধনী পরিষ্কৃতভাবে অঙ্কিত ও একটি রেখা দ্বারা রবিস্থানের নিম্নে কর্ত্তিত হইলে জাতক স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

(চিত্র—২৯, চিহ্ন—৯।১০।১১।)

ধর্ম্মভীরুতা।

১৮৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মভীরু হয়?

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব সুপুষ্ট, এবং বৃহস্পতিস্থান যথা-সুরূপ উচ্চ হইলে, জাতক ধর্ম্মভীরু হইয়া থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধান।

১৮৯। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধানে রত থাকে?

গুরু। অঙ্গুলীসকল স্থূল্যাগ্র এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী পুষ্ট হইলে জাতক ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যানুসন্ধায়ী হয়।

ধর্ম্মানুরাগ।

১৯০। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ধর্ম্মানুরাগের সূচনা করে?

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় পুষ্ট ও তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্ব অন্যান্য

পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ কিংবা (২) করচতুষ্কোণের মধ্যে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতকের ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৯, চিহ্ন—১২।১৩।)

ধর্ম্মে অস্থিরমতিত্ব।

১৯১। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক ধর্ম্মে অস্থিরমতি হয় ?

গুরু। (১) করতল বিস্তৃত ও কঠিন এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে কতকগুলি রেখা অঙ্কিত, কিম্বা (২) হস্তাঙ্গুলী করতল অপেক্ষা দীর্ঘতম এবং উভয় হস্তে তৃতীয়াঙ্গুলী স্থূলাগ্র হইলে জাতকের ধর্ম্মে মানসিকী অস্থিরতা জন্মাইয়া থাকে। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—৭।)

ধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা।

১৯২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় ?

গুরু। বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলেব স্থান উচ্চ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিপুষ্ট হইলে, জাতক ধর্ম্মের রক্ষাসম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মে ভক্তি।

১৯৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সকল ধর্ম্মে ভক্তি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্র— এই সকল গ্রহের স্থান উচ্চ তর্জ্জনী চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, ও করচতুষ্কোণ বিস্তৃত হইলে জাতক সকল ধর্ম্মের বিভিন্নভাবে উপেক্ষা না করিয়া সমজ্ঞানে নির্ব্বিবাদে ভক্তিসাম্য রাখিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—১৬।)

ধর্ম্মে ভ্রান্তবিশ্বাস।

১৯৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের কুসংস্কারবশে ধর্ম্মে ভ্রান্ত-বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে ?

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও ক্রুশচিহ্ন সমন্বিত, (২) শনির নিম্নস্থ করচতুষ্কোণে ক্রুশ ও শনির স্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত, (৩) উভয় হস্তে মধ্যমা স্থূলাগ্র ও প্রথম পর্ব্ব পরিপুষ্ট অথবা (৪) করতল সাতিশয়

কঠিন কিংবা কোমল, চন্দ্রের স্থান পরিপুষ্ট, অঙ্গুলীসমূহ কৃশ (সরু) ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে জাতক কুসংস্কার বশে ভ্রান্তবিশ্বাসে ধর্ম্মসাধনে রত হয়।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—৭।৮।৯।)

ধর্ম্মোন্মাদ।

১৯৫। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া থাকে?

গুরু। (১) শিরোরেখার আরম্ভস্থল হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থান বেষ্টন করিয়া, শনির স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ হইলে, কিংবা (২) করতল কোমল ও বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতককে ধর্ম্মোন্মত্ত হইতে হয়। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—১৭।)

ধর্ম্মোপাসনায় আসক্তি।

১৯৬। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ধর্ম্মোপাসনায় আত্মোৎসর্গ করিতে রত হয়?

গুরু। হৃদয়রেখা অনুগরেখার সহচারী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী বৃহৎ ও শুক্রস্থান উচ্চ হইলে জাতক ধর্ম্মের উপাসনাদি বিষয়ে স্বতই আত্মোৎসর্গ করিতে রত হয়। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—১৪।)

ধীশক্তি।

১৯৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ধীশক্তির সূচনা করে?

গুরু। (১) রবির স্থান পরিপুষ্ট ও বুধের স্থান উচ্চ, (২) আয়ুরেখার শেষভাগ ক্রুশচিহ্নযুক্ত, (৩) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ প্রশস্ত ও সুস্পষ্ট, (৪) সকল অঙ্গুলীরই দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট, (৫) করত্রিকোণ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ, (৬) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি সরল রেখা অঙ্কিত কিংবা (৭) কনিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শিরোরেখার একটি শাখা বুধস্থানগত হইলে জাতক বিশিষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—৮।৯।১০।১১ ; চিত্র—৪, চিহ্ন—১।)

(অনুজ্জ্বল)

১৯৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ধীশক্তির অনুজ্জ্বলতার প্রকাশ করিয়া দেয়?

গুরু। (১) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত একটী সরল রেখা প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (২) শিরোরেখা বিবর্ণ ও স্থূল, কিংবা (৩) ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত, উহার সহিত বৃহস্পতির রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে প্রায়ই জাতকের ধীশক্তির অনুজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৩ ; চিত্র—১২, চিহ্ন—১।)

—(দুর্ব্বল)

১৯৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ধীশক্তির দৌর্ব্বল্যের সূচনা করে ?

গুরু। (১) রবির, শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উভয় হস্তে নিম্ন, শিরোরেখা ক্ষুদ্র, ও স্থূল, এবং করতল সাতিশয় কঠিন কিংবা (২) করতল দীর্ঘ, অঙ্গুলীগুলি ক্ষুদ্র ও করচতুষ্কোণের মধ্যস্থল বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতকের ধীশক্তি দুর্ব্বল হইয়া থাকে। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৪ ; চিত্র—২৯, চিহ্ন—১৮।)

—(সপুরস্কার)

২০০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বীয় ধীশক্তির জন্য পুরস্কার পাইয়া থাকে ?

গুরু। উভয় হস্তে রবিরেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতক তাহার অসাধারণ ধীশক্তির জন্য অর্থাৎ নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা বা প্রতিভার জন্য, উপযুক্ত পুরস্কারলাভে সমর্থ হয়। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১২।)

ধৈর্য্য।

২০১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধীরস্বভাবসম্পন্ন হয় ?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় পুষ্ট হইলে জাতক ধীর হয় ; এবং তাহার স্বাভাবিক ধৈর্য্যের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া গিয়া থাকে।

(ন)

নাট্যাভিজ্ঞতা।

২০২। শিষ্য। নাট্যকারের হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে তাহার স্বকর্ম্মের অভিজ্ঞতা সূচিত হয়?

গুরু। অনামিকা স্থূলাগ্র ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, জাতক উত্তম নাট্যকার হইয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা দেখাইতে পারে।

নাস্তিকত্ব।

২০৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতককে নাস্তিক করে?

গুরু। (১) উভয় হস্তে বৃহস্পতির স্থান নিম্ন ও অঙ্গুলী সকলের প্রথম পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র কিংবা (২) শনির নিম্নস্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি ক্রুশ-চিহ্ন, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইলে জাতক নাস্তিক হইয়া থাকে। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৫,)

নিঃস্বার্থপরতা।

২০৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের নিঃস্বার্থপরতার সূচনা করে?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলী ক্ষুদ্র ও হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক নিঃস্বার্থভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইতে পারে।

নিদ্রালুতা।

২০৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বভাবতঃ নিদ্রালু হয়?

গুরু। (১) করত্রিকোণ নিম্ন, অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ও চন্দ্রস্থান উন্নত কিংবা (২) মণিবন্ধে কেবল একটি বলয় সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতক নিদ্রালু হয়।

নিন্দনীয় মৃত্যু।

২০৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের নিন্দনীয় মৃত্যুর সূচনা করে?

গুরু। (১) কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্বে দুইটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, কিংবা (২) ভাগ্যরেখা রক্তবর্ণ এবং মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতকের নিন্দনীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। (চিত্র—২, চিহ্ন—৩।৮।)

নির্দ্দয়তা।

২০৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বাভাবিক নির্দ্দয় হয় ?

গুরু। করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ সাতিশয় প্রশস্ত হৃদয়রেখা অস্পষ্ট, ও করচতুষ্কোণ সঙ্কীর্ণ হইলে জাতক স্বভাবতঃ নির্দ্দয় হইয়া থাকে।

নির্ব্বোধত্ব।

২০৮। শিষ্য। নির্ব্বোধ ব্যক্তির হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার স্বভাবের সূচনা করে ?

গুরু। (১) শিরোরেখা প্রশস্ত এবং বিবর্ণ, করতল কঠিন ও রবির স্থান নিম্ন, (২) একটী গভীর সরলরেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিংবা (৩) ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া শনি-স্থানগত এবং বৃহস্পতির, রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে জাতক নির্ব্বোধ হইয়া থাকে। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৩ ; চিত্র—১১, চিহ্ন—১।)

নির্ভৎর্সকত্ব।

২০৯। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতককে নির্ভৎর্সক হইতে হয় ?

গুরু। চন্দ্রের স্থান নিম্ন ও শনির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক অত্যন্ত ভৎর্সনাপ্রিয় হয় ; অর্থাৎ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা অন্যের দোষ ক্রটী দেখিয়া তজ্জন্য ভৎর্সনা করিতে, খিট্ খিট্ করিয়া তাহার প্রতি যথেষ্ট তিরস্কার করিতে রত থাকে।

নির্লজ্জতা।

২১০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে নির্লজ্জ হইতে হয় ?

গুরু। শুক্র ও বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক লজ্জাহীন হইয়া থাকে।

নিষ্ঠুরতা।

২১১। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক নিষ্ঠুর হইয়া থাকে?

গুরু। (১) করতল হৃদয়রেখাশূন্য, এবং আয়ূরেখা ও শিরোরেখা লোহিত বর্ণের আর উক্ত দুই রেখার মধ্যে ব্যবধান অধিক হইলে, (২) কর-চতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও লোহিত বর্ণের রেখা দ্বারা নিবদ্ধ এবং হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র ও মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, কিংবা (৩) হস্তস্থ নখরসমূহে শ্বেতবর্ণের দাগ থাকিলে জাতক নিষ্ঠুর হইয়া থাকে।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—১; চিত্র—৩১, চিহ্ন—২।৩।৪।)

নীচতা।

২১২। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রবৃত্তি নীচভাবাপন্ন হয়?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ অত্যন্ত অপ্রশস্ত কিংবা (২) বৃহস্পতির রবির ও শুক্রের স্থান অত্যন্ত নিম্ন এবং হৃদয়রেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইলে জাতকের প্রবৃত্তি অত্যন্ত নীচভাবাপন্ন হয়।

নীচপ্রকৃতিত্ব।

২১ । শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নীচ প্রকৃতির হয়?

গুরু। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যস্থিত স্থান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও বৃহস্পতির রবির ও শুক্রের স্থান সমতল ও হৃদয়রেখা মলিন হইলে জাতকের প্রকৃতি নীচভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

নৈপুণ্য।

২১৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সর্ব্ব কর্ম্মে নিপুণ হইতে পারে?

গুরু। (১) হস্ততল দীর্ঘ, অঙ্গুলিসকল গুল্ফাকার এবং প্রথম পর্ব্ব সকল পুষ্ট, (২) হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং আয়ূরেখার শেষভাগে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অবস্থিত, (৩) করতল হৃদয়রেখাশূন্য এবং

বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট কিংবা (৪) কনিষ্ঠাঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও শুণ্ডাকৃতি হইলে জাতক সমস্ত কর্ম্মে নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—৯ ; চিত্র—২০, চিহ্ন—১ ।)

—(অভাব)

২১৫। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক নৈপুণ্যশূন্য হয় ?

গুরু। (১) আয়ুরেখা শিরোরেখার সহিত মিলিত না হইলে, ও অঙ্গুলী-সকল স্থূলাগ্র ও করতল কোমল হইলে, কিংবা (২) শিরোরেখা সরলভাবে অঙ্কিত, কনিষ্ঠা ক্ষুদ্র এবং গ্রন্থিসকল পুষ্ট হইলে, জাতক কখনই কোন ব্যাপারেই নিপুণতা দেখাইতে পারে না। (চিত্র—৩১, চিহ্ন—১ ।)

নৈয়ায়িকত্ব।

২১৬। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক নৈয়ায়িক হইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) চন্দ্রস্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও প্রশস্ত হইলে, কিংবা (২) হস্ত কোমল ও অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ হইলে, জাতক ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্ট অধিকারলাভ করিয়া নৈয়ায়িক হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—১ ।)

নৈষ্ঠিকত্ব-ব্রহ্মচর্য্য—(কৌমার্য্য)

২১৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, স্ব স্ব পাত্রত্ব অনুসারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইতে অথবা চিরকুমার থাকিয়া, বিশুদ্ধভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর প্রথমপর্ব্বে একটী ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, ও বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, শুক্র—এই সকল গ্রহের স্থান উচ্চ,—বিশেষতঃ বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট উন্নত হইলে, জাতক বিবাহ না করিয়া বিশুদ্ধভাবে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হয়; অথবা স্বীয় পাত্রত্ব অনুসারে কৌমার্য্যরক্ষা করিতে পারে। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—৪ ।)

নৌমজ্জনে মৃত্যু।

২১৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, নৌকাযোগে জলপথে যাইতে যাইতে নৌকাভঙ্গে জলমগ্ন ও মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয় ?

গুরু। (১) শিরোরেখার চন্দ্রাভিমুখী শাখার উপর তারকা-চিহ্ন বা একটি সূক্ষ্মকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত কিংবা (২) কোন সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রের স্থানগত এবং উহার উপর তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, নৌকা ভগ্ন হওয়ায়, জাতককে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

(চিত্র—৩১, চিহ্ন—১।৩।৫।৬।৭।৮।)

ন্যায়সঙ্গতবিচার।

২১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ন্যায়সঙ্গত বিচারে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচয় দিতে পারে?

গুরু। (১) অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ, ক্ষুদ্র ও গ্রন্থিযুক্ত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট; (২) করতল অঙ্গুলীর সহিত সমদীর্ঘ এবং সকল অঙ্গুলীরই দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ কিংবা (৩) চন্দ্রের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট ও দীর্ঘ হইলে জাতক ন্যায়সঙ্গত বিচারে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—১।)

[প]

পক্ষাঘাত।

২২০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হয়?

গুরু। উভয় হস্তে শনিস্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতককে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। (চিত্র—৩১, চিহ্ন—১১।)

পক্ষাঘাতে মৃত্যু।

২২১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের পক্ষাঘাতরোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে?

গুরু। উভয় হস্তেই আয়ুরেখার শেষভাগে একটি তারকা-চিহ্ন ও ভাগ্যরেখার শেষভাগে অপর একটি তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের পক্ষাঘাতরোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—৩১, চিহ্ন—১১।১২।)

পদ্যরচনা।

২২২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পদ্যরচনা করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ গ্রন্থিশূন্য, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র, এবং চন্দ্রস্থান পুষ্ট হইলে জাতকের পদ্যরচনার শক্তি আছে, বুঝিতে পারা যায়।

পদ্যামোদিতা।

২২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পদ্যামোদী হয় ?

গুরু। চন্দ্রস্থান উচ্চ, শিরোরেখা দীর্ঘ ও গড়ানে এবং অঙ্গুলীসমূহ শুণ্ডাকার হইলে জাতক পদ্যপাঠে সাতিশয় আমোদানুভব করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—২।)

পরধর্ম্মে আসক্তি।

২২৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক পরধর্ম্মে আসক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে ?

গুরু। শনির নিম্নস্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক পরধর্ম্মে আসক্তিপ্রকাশ করিয়া থাকে। (চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৫।)

পরনিন্দা—(অসাক্ষাতে)

২২৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাক্ষাতে পরনিন্দা করিয়া থাকে ?

গুরু। রবিস্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাক্ষাতে পরনিন্দা করিয়া থাকে। (চিত্র—৩১, চিহ্ন—৯।)

পরিণামদর্শিতা।

২২৬। শিষ্য। পরিণামদর্শী ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ?

গুরু। (১) মধ্যমা চতুষ্কোণ, বৃদ্ধাঙ্গুলী বৃহৎ এবং উহার দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট, (২) শনির স্থান সুস্পষ্ট, অথবা (৩) স্থূলাগ্র বা শুণ্ডাকৃতি অঙ্গুলীর গ্রন্থিগুলি

পুষ্ট হইলে, এবং আয়ুরেখার ও শিরোরেখার সংযোগে একটি কোণ সুস্পষ্টরূপ অঙ্কিত হইলে জাতক পরিণামদর্শী হইয়া থাকে। (চিত্র—২, চিহ্ন—৭।)

পরিপাট্যপ্রিয়তা।

২২৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পরিপাটী ভালবাসে?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহের প্রথম গ্রন্থিগুলি পুষ্ট ও প্রথম পর্ব্ব চতুষ্কোণ হইলে জাতক পরিপাটী ভালবাসিয়া থাকে। (চিত্র—১৯, চিহ্ন—১৩।১৪।)

পরিশ্রমপরায়ণত্ব।

২২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক হয়?

গুরু। (১) বুধের ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, (২) অঙ্গুলীসমূহ স্থূলাগ্র, হস্তত: কঠিন ও কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম হইলে জাতক পরিশ্রম করিতে ভালবাসে।

পরিশ্রমিতা।

২২৯। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতককে পরিশ্রমী বলিয়া জানা যায়?

গুরু। কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, বৃহস্পতির ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক পরিশ্রমী হইয়া থাকে। ইহার সহিত মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় শৃঙ্খলাকার, কিন্তু সরল ও অবিচ্ছিন্ন হইলে জাতকের পরিশ্রমানুরূপ অর্থলাভ হইয়া থাকে। ১০ পৃষ্ঠায়—৩৭ অনুবন্ধ। (চিত্র—২৫, চিহ্ন—৭।)

পশুপালনপ্রবৃত্তি।

২৩০। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের পশুপালনপ্রবৃত্তির সূচনা করে?

গুরু। অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব অপর সকল পর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও মধ্যমার অগ্রভাগ চতুষ্কোণ হইলে জাতকের পশুপালনে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে।

পাঠপ্রিয়তা।

২৩১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পাঠপ্রিয় হয়?

গুরু। তর্জ্জনী দীর্ঘ ও শুণ্ডাকারবিশিষ্ট, শনির ও রবির স্থান উচ্চ, এবং শিরোরেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে জাতক পাঠ করিতে ভালবাসে।

পাণ্ডিত্য।

২৩২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের পাণ্ডিত্যের সূচনা করে ?

গুরু। (১) শনির ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, (২) একটি সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে, অথবা (৩) একটি বা দুইটি সরলরেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে জাতক পণ্ডিত হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৯, চিহ্ন—১১।১৯।)

পারদর্শিতা।

২৩৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সমস্ত কর্ম্মের পারদর্শিতার সূচনা করে ?

গুরু। (১) কনিষ্ঠাঙ্গুলী শুণ্ডাকার ও বহুরেখাযুক্ত, (২) শিরোরেখা শাখা-বিশিষ্ট এবং রবিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে জাতক সমস্ত কর্ম্মে পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকে। (চিত্র—১৯, চিহ্ন—১১।১২ ; চিত্র—১৬, চিহ্ন—১২।)

পার্শ্বশূল।

২৩৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্লুরিসি বা পার্শ্বশূল রোগ হইয়া থাকে ?

গুরু। একটি ঊর্দ্ধমুখী রেখা আয়ূরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে গিয়া, একটি যব চিহ্নযুক্ত হইলে জাতকের পার্শ্বশূলরোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—৩।)

পিত্তাধিক্যরোগ।

২৩৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের পিত্তাধিক্যজনিতরোগ

গুরু। স্বাস্থ্যরেখা শৃঙ্খলবৎ হইলে জাতকের পিত্তাধিক্যরোগ জন্মাইয়া থাকে। (চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১০।)

পীড়া।

২৩৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাতিশয় পীড়ায় ভুগিয়া থাকে ?

গুরু। (১) আয়ুরেখা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যব-চিহ্নযুক্ত, কিংবা (২) স্বাস্থ্যরেখা কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত বা যব-চিহ্নযুক্ত হইলে, জাতককে মধ্যে মধ্যে পীড়ায় সাতিশয় কষ্ট পাইতে হয়।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১।২।৩।৪।)

পেটুকতা।

২৩৭। শিষ্য। পেটুক ব্যক্তির হস্তে কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। বুধের ও রবির স্থান উচ্চ, চন্দ্রের স্থান সমতল ও অঙ্গুলী সকলের তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও পুষ্ট হইলে জাতক পেটুক হইয়া থাকে।

পৈতৃকধনলাভ।

২৩৮। শিষ্য। উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক ধনলাভ করিবার চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। (১) মণিবন্ধের উপর একটি কোণাকৃতি চিহ্ন, ক্রুশ-চিহ্ন কিংবা তারকাচিহ্ন চিত্রিত, (২) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে কতকগুলি এড়ো রেখা অঙ্কিত অথবা (৩) শিরোরেখার অনুগরেখা তাহার অনুবর্ত্তী হইলে জাতক উত্তরাধিকার সূত্রে ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—২৭, চিহ্ন—১২।১৩; চিত্র—২৮, চিহ্ন—৭।৮।৯।)

পৌরোহিত্য।

২৩৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে পুরোহিত করিয়া থাকে?

গুরু। তর্জ্জনীর ও মধ্যমার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট ও গ্রন্থিযুক্ত এবং চন্দ্রের ও বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট উচ্চ হইলে, জাতককে পৌরোহিত্য করিতে বাধ্য হইতে হয়।

প্রকৃতিপ্রিয়তা।

২৪০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রকৃতির শোভা দেখিতে ভালবাসে?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ শুণ্ডাকৃতি, স্থূলাগ্র কিংবা চতুষ্কোণ হইলে জাতক প্রকৃতির শোভা দেখিতে ভালবাসিয়া থাকে।

প্রগল্‌ভতা।

২৪১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রগল্‌ভ হইয়া থাকে?

গুরু। (১) করত্রিকোণ দীর্ঘ, প্রশস্ত ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ কিংবা (২) বুধের স্থান উচ্চ ও অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিশূন্য ও চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র হইলে জাতক প্রগল্‌ভ হয়, অর্থাৎ উদ্ধতভাবে অনধিকারচর্চ্চা করিতে গিয়া আপনার নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়।

প্রণয়ভঙ্গ।

২৪২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রণয়ভঙ্গ হইয়া থাকে?

গুরু। (১) শনির স্থানের নিম্নস্থ হৃদয়রেখা ভগ্ন হইলে কোন অভাবনীয় দুর্ঘটনা জন্য, (২) উক্ত ভগ্ন-চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নস্থ হইলে, অহঙ্কারহেতুক, অথবা (৩) কথিতরূপ ভগ্ন-চিহ্ন বুধের নিম্নস্থ হইলে, অর্থলালসা জন্য, জাতকের প্রণয়ভঙ্গ হইয়া থাকে; এবং উক্ত চিহ্ন প্রণয়ীদিগের মধ্যে যাহার হস্তে থাকে, সে-ই প্রণয়ভঙ্গের কারণ হয়। (চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১১।১২।১৩।)

প্রতারণা।

২৪৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রতারক হইতে হয়?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্বে জাল-চিহ্ন কিংবা ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রতারক হইতে হয়। (চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১৪।১৫।)

প্রতিভা।

২৪৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রতিভার উপযুক্ত ফল পাইতে পারে না?

গুরু। রবির স্থানে দুইটি ঢেউখেলান রেখা ও রবিরেখা প্রবলরূপে অঙ্কিত হইলে জাতকের প্রতিভার উপযুক্ত ফল ফলে না;—এমন কি কার্য্যকালে প্রতিভা নষ্ট হইয়া যায়। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—৮।৯।)

প্রতিহিংসাপরায়ণতা।

২৪৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের প্রতিহিংসাপরায়ণতার সূচনা করে?

গুরু। করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত, শিরোরেখা দীর্ঘ ও হৃদয়রেখা অস্পষ্ট

ভাবে অঙ্কিত এবং মঙ্গলের ও বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়।

প্রত্যাদেশ।

২৪৬। শিষ্য। প্রত্যাদেশপ্রাপ্তির চিহ্ন কি?

গুরু। চন্দ্রের স্থান উচ্চ, বহুরেখাযুক্ত ও একটি সবল রেখা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি হইয়া বুধের স্থানে উপনীত হইলে জাতক প্রত্যাদেশ পাইয়া থাকে।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—৬।৭।)

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

২৪৭। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সূচিত হয়?

গুরু। বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান সাতিশয় পুষ্ট ও শিরোরেখা পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত হইয়া মঙ্গলের স্থানে সম্পূর্ণ হইলে, জাতক উপস্থিত-বুদ্ধিদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—২৩, চিহ্ন—৮-৮।)

প্রভুভক্তি।

২৪৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রভুভক্ত হয়?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ ও গ্রন্থিশূন্য হইলে জাতক প্রভুভক্ত হইয়া থাকে।

প্রলাপ—(বিকারে)

২৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিকারগ্রস্ত হইয়া প্রলাপ বকিয়া থাকে?

গুরু। একটি সবলরেখা আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত হইয়া, চন্দ্রস্থানে তারকা-চিহ্নযুক্ত ও শিরোরেখার উপর একটি কাল তিল-চিহ্ন বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যব-চিহ্ন কিংবা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে, জাতক বিকারগ্রস্ত হইয়া প্রলাপ বকিতে থাকে। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—২০।২১।)

প্রবঞ্চকতা।

২৫০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রবঞ্চক হইয়া থাকে?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, (২) শিরোরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখীন বা চন্দ্রস্থানপ্রবেশোন্মুখ, (৩) অঙ্গুলীসমূহের তৃতীয় পর্ব্ব ক্ষীণ, (৪) বুধের স্থান সাতিশয় পরিপুষ্ট ও কনিষ্ঠা সূচ্যগ্র, অথবা (৫) বুধের স্থানে ক্রুশ (ঢেরা) চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতক প্রবঞ্চক হয়।

(চিত্র—২৩, চিহ্ন—১।২।৩ ; চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১৭।)

প্রসূত।

২৫১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন দেখিয়া জাতকের প্রসূত-(পুত্র বা কন্যা) সংখ্যানির্ণয় করিতে পারা যায় ?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নিম্ন স্থান হইতে যতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা অধোগামী হইয়া বিবাহ রেখা স্পর্শ করে, জাতকের ততগুলি সন্তান জন্মায় ; তন্মধ্যে পুষ্ট রেখাগুলি হইতে পুত্রের ও ক্ষীণ রেখাগুলি হইতে কন্যার জন্মসংখ্যা বুঝা যায় ; এবং উক্তরেখা ভগ্ন হইলে, পুত্র বা কন্যার মৃত্যু বুঝায়।

(চিহ্ন—৩৪, চিহ্ন—৫।৬।)

প্রেম—(অপাত্রে)

২৫২। শিষ্য। অপাত্রে প্রেমার্পণজনিত অর্থকষ্টের চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা হইতে কতকগুলি সরলরেখা অধোমুখী হইয়া মণিবন্ধে মিলিত হইলে (২) শুক্রস্থানে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, (৩) শিরোরেখা হৃদয়রেখার নিকটবর্ত্তী হইয়া আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে, কিংবা (৪) ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া হৃদয়রেখার নিকট উপনীত হইয়া সম্পূর্ণ হইলে জাতক অপাত্রে প্রেমার্পণ করিয়া অর্থকষ্ট পাইয়া থাকে। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—৮ ; চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৩; চিত্র—২৩, চিহ্ন—১।৮।১১ ; চিত্র—৩৮, চিহ্ন—২।)

—(অবৈধ)

২৫৩। শিষ্য। অবৈধপ্রেমের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) একটি যব-চিহ্ন শুক্রের স্থানের উপরিভাগ হইতে বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিংবা (২) হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন অবস্থিত হইলে জাতক অবৈধপ্রেমে রত হয়। (চিত্র—৩৮, চিহ্ন—১।৩।)

—(আত্মীয়সহ)

২৫৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক নিকট-আত্মীয়ের প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিতে রত হয়?

গুরু। বুধের স্থানে যে বিবাহরেখা থাকে, তাহাতে যব-চিহ্ন থাকিলে জাতক নিকট-আত্মীয়ে প্রেমার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—৭।)

—(একন্যস্ত)

২৫৫। শিষ্য। এক ভিন্ন দ্বিতীয়ে ভালবাসিতে সামর্থ্যহীনতার চিহ্ন কি?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে যাইলে, এবং শুক্রস্থান উচ্চ ও উহার উপরে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত, শনির নিম্নে হৃদয়রেখার সহিত মিলিত ও ঐ মিলিত স্থান হইতে একটী শাখা উত্থিত ও বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে জাতক এক বই দ্বিতীয়ে ভালবাসিতে অসমর্থ হয়।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১২।১৩ ; চিত্র—৩২, চিহ্ন—১৪।)

—(কাল্পনিক)

২৫৬। শিষ্য। কাল্পনিক প্রেমের সূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। হৃদয়রেখা পরিস্ফুট ও বুধের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতি-স্থানভেদ করিলে, জাতক কাল্পনিক প্রেমের পরিচয় দিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১৪।)

—(দৃঢ়)

২৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রেমসূত্র দৃঢ় হয়?

গুরু। করপার্শ্বে হৃদয়রেখা ও কনিষ্ঠার মধ্যে একটি ঋজুরেখা থাকিলে জাতকের প্রেমসূত্রের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়া থাকে। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৩।)

—(নিষ্ফল)

২৫৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের নিষ্ফল প্রেমের সূচনা করে?

গুরু। ভাগ্যরেখায় ও হৃদয়রেখায় যব-চিহ্ন থাকিলে, জাতকের প্রেমার্পণ সম্বন্ধে কার্য্যতঃ কোনরূপ ফলই ফলিতে পারে না; কেবল ইন্দ্রিয়সুখেরই চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে? (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৪।৫।)

—(পরস্ত্রীতে)

২৫৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক পরস্ত্রীতে প্রেমার্পণ করিয়া থাকে?

গুরু। উভয় হস্তে ভাগ্যরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে জাতক পরস্ত্রীর প্রেমে বদ্ধ হয়। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৪।)

—(পশ্বাচারহেতুক।)

২৬০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পাশবরৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য প্রেমের পরিচয় দিয়া থাকে?

গুরু। হৃদয়রেখা বুধের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া শনির স্থানে উপনীত ও শুক্রস্থান সাতিশয় উচ্চ এবং তদুপরি জাল-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতক পশুপ্রবৃত্তির বশে প্রেমের পরিচয় দিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৭, চিহ্ন—১৪; চিত্র—১২, চিহ্ন—৬।)

প্রেমান্ধত্ব।

২৬১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্ধ-ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়?

গুরু। শিরোরেখার শেষাংশ শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটী শাখা বুধের স্থানের শেষভাগে আসিয়া হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে জাতক অন্ধ-ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়; এবং আর একটি শাখা চন্দ্রস্থান স্পর্শ করিলে জাতক অন্ধ-ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়া ফলে হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

(চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।)

—(আত্ম-সমর্পণ)

২৬২। শিষ্য। প্রেমপরিচয়ের নিমিত্ত যাঁহারা অন্ধ-বিশ্বাসে আত্ম-সমর্পণ করেন, তাঁহাদিগের হস্তে কিরূপ চিহ্ন উক্ত ঘটনার প্রকাশ করে?

গুরু। হৃদয়রেখা রক্তবর্ণ ও করতলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতক প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত—এইরূপ ভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—৩।)

প্রেমিকত্ব।

২৬৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমী হইয়া থাকে ?

গুরু। (১) অঙ্গুলীসমূহ সূচ্যগ্র ও গ্রন্থিবিহীন, (২) বৃদ্ধাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব বা শুক্রস্থান পুষ্ট, বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, কিংবা (৩) শুক্রস্থানে অনেকগুলি ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, এই সকল চিহ্ন সত্ত্বেও জাতকের হৃদয়রেখা দীর্ঘ ও বিস্তৃত থাকিলে জাতক যথার্থ প্রেমী হইয়া থাকে।

(চিত্র ৩২, চিহ্ন—১০।১১।)

প্রেমে—(অপ্রতিদান)

২৬৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমের প্রতিদান পাইতে পারে না ?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহিত বর্ণের রেখা হৃদয়রেখা কর্ত্তন করিলে জাতকের প্রেমের প্রতিদান পাওয়া একান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—৭।)

—(অবিবাহ)

২৬৫। শিষ্য। প্রেমসত্ত্বে বিবাহ না হইবার চিহ্ন কি ?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরলরেখা ভাগ্যরেখা হইতে উত্থিত হইয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে জাতকের প্রেমসত্ত্বেও বিবাহ হয় না।

(চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৮।)

—(আগ্রহ)

২৬৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে ?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার অনুগরেখা অনুগমন করিলে কিংবা (২) হৃদয়-রেখা গোলাপী বর্ণবিশিষ্ট ও দীর্ঘ এবং মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে জাতক প্রেমে আগ্রহ দেখাইয়া থাকে। (চিত্র—৩৮, চিহ্ন—৪।৫।)

—(জয়লাভ)

২৬৭। শিষ্য। প্রেমে জয়লাভের সূচক চিহ্ন কি।

গুরু। হৃদয়রেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত ও উহার উপর শ্বেতবর্ণের বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে জয়লাভ করিয়া থাকে।

—(প্রতিদান)

২৬৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক প্রেমের প্রতিদান পাইয়া সুখী হয়?

গুরু। (১) শুক্রস্থান হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, বুধের স্থানে যাইলে কিংবা (২) হৃদয়রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটী শাখা বৃহস্পতির স্থানে উপনীত হইলে, জাতক প্রেমের প্রতিদান পাইয়া সুখী হয়।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১১।১২।)

—(প্রতিবন্ধক)

২৬৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন প্রেমে প্রতিবন্ধক ঘটায়?

গুরু। হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতকের প্রেমে প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—৭।)

—(বদ্ধতা)

২৭০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে বদ্ধ হয়?

গুরু। (১) বৃহস্পতির ও শুক্রের স্থানের উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, (২) অনেকগুলি সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখা শিরো-রেখা ও হৃদয়রেখা—এই রেখাত্রয় কর্ত্তন করিলে, কিংবা (৩) আয়ুরেখার নিম্নে তিনটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৬।৭; চিত্র—৩৮, চিহ্ন—৭।৮।)

—(ভাণ)

২৭১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমের ভাণ করিয়া থাকে?

গুরু। শুক্রস্থান সাতিশয় উচ্চ এবং হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকৃতি হইলে, জাতক বা জাতিকা অলীক প্রেমে দৃঢ়তার ভাণ করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—২।)

—(যন্ত্রণাভোগ)

২৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের প্রেমে যন্ত্রণাভোগের সূচনা করে ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা শৃঙ্খলাকৃতি হইয়া, হৃদয়রেখার নিম্নে আসিয়া সম্পূর্ণ হইলে, (২) করতলে বা মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী তারকাচিহ্ন থাকিলে, কিংবা (৩) হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতক প্রেমের জন্য যন্ত্রণাভোগ করিতে বাধ্য হয়।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১।২।)

—(বিচ্ছেদ)

২৭৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটে ?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা শনির স্থানে ভগ্ন হইলে দুর্ভাগ্যবশতঃ, (২) উক্ত রেখা রবির স্থানে ভগ্ন হইলে, অহঙ্কারবশতঃ ও (৩) বুধের স্থানে ভগ্ন হইলে, অর্থলালসার নিমিত্ত জাতকের প্রেমে বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১১।১২।১৩।)

—(বিজ্ঞতা)

২৭৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমে বিজ্ঞতালাভ করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। শুক্রস্থানে একটা ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট হইলে, জাতক প্রেমসম্বন্ধে বিজ্ঞতালাভ করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৮, চিহ্ন—৬।)

—(ব্যবসায়)

২৭৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রেমব্যবসায়ী হয় ?

গুরু। একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া বুধের স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ হইলে, এবং বৃহস্পতির ও চন্দ্রের স্থান নিম্ন হইলে জাতক প্রেমব্যবসা করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১১।)

—(সুখ)

২৭৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারে ?

গুরু। (১) আয়ুরেখার অনুগরেখা স্ত্রীলোকের হস্তে থাকিলে, (২) বৃহস্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে, (৩) ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শনির স্থানে উপনীত হইয়া, মধ্যমার মূলস্পর্শ না করিলে জাতক ও জাতিকা ভালবাসিয়া সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে।

(চিত্র—২৮, চিহ্ন—১৫ ; চিত্র—২৩, চিহ্ন—১০ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৪।)

—(হতাশ)

২৭৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রেমে হতাশ হইতে হয় ?

গুরু। হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতক প্রেমে হতাশ হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—৭।)

[ফ]

ফকিরী—(অজ্ঞভাবে)

২৭৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ফকিরী গ্রহণ করিয়া বেড়াইতে প্রয়াস পায় ?

গুরু। উভয় হস্তে করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে, এবং শনির ও বৃহস্পতির স্থান সাতিশয় উন্নত, চন্দ্রের স্থান পরিপুষ্ট ও শুক্রস্থান সমতল হইলে, জাতক ফকিরী লইয়া বেড়াইতে ভালবাসে।

—(বুজরুকী)।

২৭৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে ফকিরী লইয়া বুজরুকী দেখাইতে সমর্থ করে ?

গুরু। ফকিরীগ্রহণের সাধারণ চিহ্নসত্ত্বেও, উন্নত শনির ক্ষেত্রে যদি একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে, জাতক ফকিরী লইয়া, সর্ব্বদা বুজরুকী দেখাইয়া লোকমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়; এবং ইহার সঙ্গে মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক ভাণ করিয়া অসদুপায়ের অবলম্বনে ব্যগ্র হয়। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—১০ ; চিত্র—২২, চিহ্ন—৩।)

ফাঁসী।

২৮০। শিষ্য। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন ফাঁসীর সূচনা করে ?

গুরু। (১) শনির স্থানে ও মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে দুইটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অথবা (২) উভয় হস্তে শিরোরেখা শনির স্থানে ভগ্ন হইলে, জাতকের ফাঁসী হইয়া থাকে। (চিত্র—২২, চিহ্ন—১০ ; চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১১।)

[ব]

বন্ধুত্ব—(মহতের সহিত)

২৮১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে মহত্ত্বসম্পন্ন লোকের সহিত জাতকের বন্ধুত্বসংঘটন হয় ?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটী কিংবা দুইটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, (২) একটী সরলরেখা করচতুষ্কোণ হইতে উত্থিত হইয়া বুধের স্থানে যাইলে, কিংবা (৩) রবিরেখা উভয় হস্তে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক মহত্ত্বসম্পন্ন লোকের বন্ধুত্বলাভে সমর্থ হয়।

(চিত্র—২৮, চিহ্ন—১৩,১৯।২০।)

বহুভার্য্যযোগ।

২৮২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের বহুবিবাহযোগের সূচনা করে ?

গুরু। শুক্রস্থানে একটী জাল-চিহ্ন অবস্থিত ও তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, কিংবা বুধের স্থানে হস্তস্পার্শ্বে হৃদয়রেখার সমান্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রেখা থাকিলে, জাতকের বহুবিবাহের বিষয় বুঝিতে পারা যায়। (চিত্র—১২, চিহ্ন—৬ ; চিত্র—২৭, চিহ্ন—২।১৮।)

বহুভাষিত্ব।

২৮৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বহুকথা কহিতে ভাল-বাসে ?

গুরু। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে ব্যবস্থিত ও আয়ুরেখার শেষভাগে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত এবং বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক স্বভাবতঃ বাবদূক বা বহুকথাপ্রিয় হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—৯।)

বাণিজ্য।

২৮৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতককে বাণিজ্যে রত হইতে হয় ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে অনামিকা চতুষ্কোণাকৃতি অথবা (২) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব্ব অপর পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘ ও পরিপুষ্ট হইলে, জাতক বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত থাকিতে সমর্থ হয়।

বাণিজ্যপটুতা।

২৮৫। শিষ্য। বাণিজ্যপটুতার চিহ্ন কিরূপ ?

গুরু। (১) বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইয়া, রবিস্থানের অভিমুখে হেলিয়া পড়িলে, কিংবা (২) অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব অপরাপর পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক ব্যবসায়পটু হয়।

বাণিজ্যে—(উন্নতি)

২৮৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) একটী সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা উভয়রেখা কর্ত্তন করিয়া বুধস্থানে উপনীত, কিংবা (২) শিরোরেখা শাখাবিশিষ্ট, ও তাহার একটী শাখা বুধস্থানগত হইলে জাতক বাণিজ্যে কৃতকার্য্য হইতে—উন্নতিলাভ করিতে পারে।

(চিত্র—৩৭, চিহ্ন—১ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৬।)

—(নষ্টসম্পত্তি)

২৮৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ব্যবসায় সম্পত্তিনাশ (দেউলিয়া) সংঘটনের সূচনা করে ?

গুরু। (১) মণিবন্ধ হইতে ভাগ্যরেখা উত্থিত হইয়া শিরোরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (২) স্বাস্থ্যরেখার উপর বৃহৎ যব-চিহ্ন, বা (৩) রবির স্থান অনেক রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতক ব্যবসায়ে নষ্টসম্পত্তি বা দেউলিয়া হয়।

(চিত্র—২১, চিহ্ন—১০ ; চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১৩ ; চিত্র—১৫, চিহ্ন—৪।)

বালত্রসন।

২৮৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক বালকদিগকে ভয় দেখাইয়া আমোদানুভব করে ?

গুরু। হস্তাঙ্গুলী স্থূলাগ্র বা চতুষ্কোণ, রবির স্থান পুষ্ট ও উক্ত স্থানে জাল-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে, জাতক বালকদিগকে ভয়প্রদর্শন করাইয়া আমোদানুভব করে। (চিত্র—২৩, চিহ্ন—৫।)

বুদ্ধিদৌর্ব্বল্য।

২৮৯। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতকের বুদ্ধিসম্বন্ধে দৌর্ব্বল্য ঘটে ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবি, শুক্র ও চন্দ্র—এই গ্রহত্রয়ের স্থান নিম্ন, কর-ত্রিকোণ অপ্রশস্ত ও অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, (২) হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র স্থূল, করতল কঠিন ও অঙ্গুলীসমূহ শুণ্ডাকৃতি, কিংবা (৩) করতল দীর্ঘ, অঙ্গুলী সকল ক্ষুদ্র ও করচতুষ্কোণ বহুরেখাযুক্ত হইয়া থাকিলে জাতকের বুদ্ধিসম্বন্ধে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—১৪ ; চিত্র—৩০, চিহ্ন—১৪।)

বুদ্ধিমত্তা।

২৯০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বুদ্ধিমান্ হয় ?

গুরু। শিরোরেখা পরিষ্কতরূপে অঙ্কিত, ববিস্থান প্রবল ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে জাতক বুদ্ধিমান্ হয়।

বুভুৎসা।

২৯১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে বুভুৎসু হইতে হয়?

গুরু। অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র নখযুক্ত হইলে জাতক বুভুৎসাবশে সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্ম কারণ বুঝিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে।

[ভ]

ভগবদর্চ্চন।

২৯২। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে?

গুরু। (১) অনুগরেখা হৃদয়রেখার অনুবর্ত্তী, কিংবা (২) বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ, প্রথম ও তৃতীয় পর্ব্ব পুষ্ট এবং করতল কঠিন হইলে জাতকের ভগবদারাধনায় প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—২।)

ভণ্ডামি।

২৯৩। শিষ্য। ভণ্ডামির চিহ্ন কি?

গুরু। (১) বুধের ও চন্দ্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ ও তাহার উপর ক্রুশ বা জালচিহ্ন অঙ্কিত, (২) কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও পুষ্ট, (৩) শিরোরেখা শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রস্থানে, অপর শাখা বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক ভণ্ড হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১৭।১৮; চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।)

ভবিষ্যদ্দৃষ্টি।

২৯৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সূচনা করে?

গুরু। (১) চন্দ্রস্থান সাতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত ও সাতিশয় পুষ্ট, (২) চন্দ্রবুধরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে, জাতকের ভবিষ্যৎ বিষয়ে দর্শনশক্তি আছে, জানিতে পারা যায়। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—৭।৬।)

ভাগ্যবত্তা।

২৯৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভাগ্যবান্ হয়?

গুরু। (১) রবিরেখা আয়ুরেখা হইতে উত্থিত, (২) শিরোরেখা হইতে একটী সবলরেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানগত ও উক্ত রেখার শেষাংশ তারকাচিহ্নযুক্ত, কিংবা (৩) শনিরেখা মণিবন্ধ হইতে সরলভাবে উত্থিত ও মধ্যমাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বে উপনীত হইলে জাতক ভাগ্যবান্ হয়।

(চিত্র—১, চিহ্ন—৪; চিত্র—১১, চিহ্ন—১; চিত্র—২৬, চিহ্ন—১।)

ভাগ্যহীনতা।

২৯৬। শিষ্য। অভাগ্য লোকের হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে?

গুরু। (১) শনির স্থানের নিম্নে একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত, (২) ভাগ্য-রেখা ঢেউখেলান ও শৃঙ্খলবৎ, (৩) অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্নযুক্ত, কিংবা (৪) দুই বা তিনটী সরলরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রের স্থান কর্ত্তন করিয়া, স্বাস্থ্যরেখার নিকটবর্ত্তী হইলে জাতককে অভাগ্য হইতে হয়। (চিত্র—৬, চিহ্ন—১।৪।৫।৬।)

ভাবুকত্ব।

২৯৭। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন জাতকের বিশিষ্টরূপ ভাবুকত্বের সূচনা করে?

গুরু। চন্দ্রস্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে জাতক স্বতই ভাবুকত্বের বিশিষ্টরূপ পরিচয় দিয়া থাকে।

ভিন্নমতাবলম্বন—অজ্ঞতাসহ।

২৯৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অজ্ঞভাবে ভিন্নমতাবলম্বী হয়

গুরু। অঙ্গুলীগুলি চতুষ্কোণ, শিরোরেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভে যুক্ত হইলে, জাতক না বুঝিয়া ভিন্নমতাবলম্বী হয়। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৩।)

ভীরুতা।

২৯৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক ভীরুস্বভাব হইয়া থাকে ?

গুরু। মঙ্গলের স্থান নিম্ন, অঙ্গুলী সকলের তৃতীয় পর্ব্ব দুর্ব্বল হইলে জাতক ভীরু হইয়া থাকে।

ভূমিনাশ।

৩০০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয় ?

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান নিম্ন হইলে জাতকের ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

—(অভিযোগে)

৩০১। শিষ্য। কি চিহ্নে মামলা-মোকদ্দমায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয় ?

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের স্থানে কাল তিল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের অভিযোগ জন্য (মামলা মোকদ্দমা হইতে) ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৪।)

ভূমিবন্ধক।

৩০২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের ভূমিসম্পত্তি বন্ধক থাকে ?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান এক হস্তে উচ্চ ও অপর হস্তে নিম্ন হইলে জাতকের ভূমিসম্পত্তি বন্ধক থাকে, জানা যায়।

ভূমিলাভ।

৩০৩। শিষ্য। ভূমিসম্পত্তিলাভের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। উভয় হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক ভূমি-সম্পত্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়।

ভ্রমণ।

৩০৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের ভ্রমণের সূচনা করে ?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতি স্থানে উপস্থিত, (২) আয়ুরেখার শেষাংশ শাখাবিশিষ্ট এবং একটী শাখা চন্দ্রস্থানে ও অপরটী শুক্রস্থানে উপনীত, কিংবা (৩) আয়ুরেখা অধঃশাখাযুক্ত হইলে জাতকের ভ্রমণ ঘটে।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৮।২২।১০ ; চিত্র—৩৮, চিহ্ন—১৪।)

—(জলপথে)

৩০৫। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতককে জলপথে ভ্রমণ করিতে হয় ?

গুরু। (১) একটী শাখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, শুক্রস্থান ভেদ করিয়া, চন্দ্রস্থানে যাইলে কিংবা (২) ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইলে জাতকের জলপথে ভ্রমণ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩১, চিহ্ন—৫ ; চিত্র—৩৮, চিহ্ন—২।)

—(তীর্থে)

৩০৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের তীর্থভ্রমণের সূচনা করে ?

গুরু। ভ্রমণের সাধারণ চিহ্নের ফল পরিণতির কালে, বৃহস্পতির স্থান পুষ্ট হইলে জাতকের তীর্থভ্রমণ ঘটিয়া থাকে।

—(সৌভাগ্য)

৩০৭। শিষ্য। জাতকের ভ্রমণে সৌভাগ্যলাভের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। করত্রিকোণ ও চন্দ্রস্থানের মধ্যে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতকের ভ্রমণে সৌভাগ্যোদয় হয়। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৬।)

—(স্ত্রীর অনুরোধে)

৩০৮। শিষ্য। স্ত্রীর অনুরোধে স্বামীর ভ্রমণ ইচ্ছার সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। একটী সবলরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, শুক্রের স্থানে যাইলে জাতক স্ত্রীর অনুরোধে ভ্রমণ করিয়া থাকে। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৫।)

(ম)
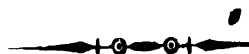
মত্ততা—(সুরাপানে)

৩০৯। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে সুরাপানে উন্মত্ত হইতে হয় ?

গুরু। (১) একটী রেখা আয়ুরেখা হইতে নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রস্থানগত, অথবা (২) অপর একটী রেখা আয়ুরেখার অনুগরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রস্থানাভিমুখী হইলে জাতককে সুরাপায়ী উন্মত্ত হইতে হয়।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১১।১২ ।)

মধুরপ্রকৃতিত্ব ।

৩১০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের স্বভাব মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী হয় ?

গুরু। (১) শুক্রের ও বৃহস্পতির স্থান সমভাবে পুষ্ট, বা (২) বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বে একটী বা দুইটী ত্যবকাচিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতকের স্বভাব সাতিশয় রমণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—১১।)

মধ্যবিত্ততা ।

৩১১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে মধ্যবিত্ত হইতে হয় ?

গুরু। শিরোরেখা করতলের মধ্যপর্য্যন্ত বিস্তৃত, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র, এবং বৃহস্পতির, রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে জাতক অল্লাধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া মধ্যবিত্তভাবে জীবনযাপন করিতে থাকে।

(চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১৬।)

মনঃকষ্ট ।

৩১২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে ?

গুরু। ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতক মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে। (চিত্র—৭, চিহ্ন—২।৩।)

—(স্ত্রীলোক হইতে)

৩১৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্ত্রীলোকজাত মনঃকষ্টের সূচনা করে ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা হইতে একটী শাখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত যাইলে, কিংবা (২) আয়ুরেখার অনুগরেখার উপরি একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক স্ত্রীলোক হইতে মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে। (চিত্র- ৪০, চিহ্ন—১।২।)

মমতাশূন্যতা।

৩১৪। শিষ্য। মমতাশূন্য ব্যক্তির হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ?

গুরু। আয়ুরেখা ও হৃদয়রেখা অতিদূরবর্ত্তী ও শাখাশূন্য হইলে জাতক মমতাশূন্য হয়।

মস্তকাঘাত।

৩১৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের মস্তকে আঘাত লাগিয়া থাকে ?

গুরু। এক হস্তে শিরোরেখায় একটি তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত কিংবা শনির নিম্নে উক্তরেখা ভগ্ন হইলে জাতক মস্তকে আঘাত পাইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৭, চিহ্ন—১০ ; চিত্র--৪০, চিহ্ন—৩।)

—(সাংঘাতিক)

৩১৬। শিষ্য। কি চিহ্ন মস্তকে সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তির সূচনা করে ?

গুরু। উভয় হস্তে শিরোরেখা শনির স্থানের নিম্নে ভগ্ন বা ছিন্ন হইলে, জাতকের মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়া থাকে।

(চিত্র—৪৫, চিহ্ন—৩।)

মস্তিষ্কপীড়া।

৩১৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মস্তিষ্কপীড়ার সূচনা করে ?

গুরু। (১) শিরোরেখা শৃঙ্খলবৎ হইয়া স্বাস্থ্যরেখা অতিক্রম করিলে, ও শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) শিরোরেখা মলিন, বিস্তৃত ও উহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে, জাতক মস্তিষ্করোগে আক্রান্ত হয়।

(চিত্র—১৫, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—২ , চিত্র—২৯, চিহ্ন—২১।)

মহত্ত্ব।

৩১৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মহত্ত্বের সূচনা করে ?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, কিংবা (২) করত্রিকোণ প্রশস্ত হইলে, জাতক স্বতই মহদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—৯।)

মাতৃপিতৃবিয়োগ—(বাল্যকালে)

৩১৯। শিষ্য। বাল্যকালে মাতৃপিতৃবিয়োগের চিহ্ন কি ?

গুরু। একটী ছোট যব কিংবা ত্রিকোণ-চিহ্ন ভাগ্যরেখার প্রথমাংশে অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের বাল্যকালে মাতৃপিতৃবিয়োগ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৫৩, চিহ্ন—৯ ; চিত্র—৩২, চিহ্ন—৫।)

মানসিক কষ্ট—(আত্মীয়মরণে)

৩২০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে, জাতক আত্মীয়ের মরণ হইতে মনঃকষ্ট পাইয়া থাকে ?

গুরু। শুক্রস্থান হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, আয়ূরেখা, শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা—-এই তিনটী রেখা কর্ত্তন করিলে জাতক আত্মীয়ের মৃত্যু জন্য মানসিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৪।)

মানসিক দৌর্ব্বল্য।

৩২১। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতকের মানসিক দৌর্ব্বল্য সূচিত হয় ?

গুরু। শিরোরেখা ক্ষুদ্র, বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইলে, জাতক মানসিক দুর্ব্বল হইয়া থাকে। (চিত্র—২৯, চিহ্ন—১৮।)

মানসিকী দৃঢ়তা।

৩২২। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক মানসিকদৃঢ়ত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব সাতিশয় পুষ্ট, বিশেষতঃ অনামিকার ও কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্বের গ্রন্থিসমূহ সাতিশয় পুষ্ট, অথবা (২) শিরোরেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত এবং বৃহস্পতির ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক মানসিক দৃঢ়ত্ব লাভ করিতে বা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

মায়াবাদিত্ব।

৩২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের মায়াবাদিত্বের সূচনা করে?

গুরু। (১) মণিবন্ধের প্রথম বলয় ধনুঃসদৃশ ও শিরোরেখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (২) করতল ক্ষুদ্র অঙ্গুলীসকল গ্রন্থিশূন্য ও তৃতীয় পর্ব্ব সকল অপরিপুষ্ট এবং প্রথম পর্ব্ব ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে জাতক মায়াবাদী হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৭, চিহ্ন—১২।১৩।)

—(সপ্রেম)

৩২৪। শিষ্য। প্রেমের সহিত মায়াবাদিত্বের সূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। হৃদয়রেখা শাখাবিশিষ্ট হইয়া বুধস্থান হইতে উত্থিত ও বৃহস্পতির স্থানে যাইয়া পুনরায় শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতক ভালবাসিয়া মায়াবাদী হয়।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১৮।১৯।২০।১৬।)

মিতব্যয়িতা।

৩২৫। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক মিতব্যয়ী হয়?

গুরু। শিরোরেখা সরল, দীর্ঘ ও হৃদয়রেখা পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত এবং তর্জ্জনী অন্যান্য অঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ হইলে জাতক মিতব্যয়ী হইয়া থাকে।

(চিত্র—৭, চিহ্ন—২।৪।)

মিথ্যাগল্পবাদিতা।

৩২৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মিথ্যাগল্প বলিতে ভালবাসে?

গুরু। চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ হৃদয়রেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে, জাতক মিথ্যাগল্প বলিতে ভালবাসিয়া থাকে।

মিথ্যাবাদিতা।

৩২৭। শিষ্য। মিথ্যাবাদীর হস্তে কি চিহ্ন তাহার স্বভাবের সূচনা করে?

গুরু। (১) চন্দ্রস্থানে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত, উভয় হস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত, (২) চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র, (৩) বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ ও জাল-চিহ্নযুক্ত এবং রবির স্থান উচ্চ, (৪) শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রস্থানগত, (৫) উভয় হস্তে করচতুষ্কোণ অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও বুধের স্থান উচ্চ, (৬) কনিষ্ঠার ও তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে পার্শ্ববিস্তৃত (এড়ো) রেখা অঙ্কিত, কিংবা (৭) শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও আয়ু-রেখার শেষভাগে ত্রিকোণ-চিহ্ন চিত্রিত থাকিলে, জাতক মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৫ ; চিত্র- ৩৭, চিহ্ন—১৩।১৪।১৫ ;
চিত্র—৩৮, চিহ্ন—৯।১০ ; চিত্র—২৫, চিহ্ন—৯।)

মূর্খত্ব।

৩২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মূর্খ হয়?

গুরু। (১) শিরোরেখা রবির ও বুধের নিম্নস্থানে বক্র ও হৃদয়রেখার নিকটবর্ত্তী, (২) একটী সরলরেখা মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া, প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, (৩) শিরোরেখা মলিন ও প্রশস্ত এবং কর ত্রিকোণের প্রথম ও দ্বিতীয় কোণ স্থূল, কিংবা (৪) ভাগ্যরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত এবং বৃহস্পতির রবির ও বুধের স্থান নিম্ন হইলে জাতক মূর্খ হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৮, চিহ্ন—১।৩।৮ ; চিত্র—১২, চিহ্ন—১।)

মূর্চ্ছাবায়ু।

৩২৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মূর্চ্ছাবায়ুরোগগ্রস্ত হয়?

গুরু। শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ এবং শুক্রবন্ধনী বহুরেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে জাতককে মূর্চ্ছাবায়ুরোগগ্রস্ত হইতে হয়। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৬।)

মৃত্যু—(অকালে)

৩৩০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের অকাল মৃত্যু ঘটিয়া থাকে?

গুরু। (১) শিরোরেখার মধ্যস্থলে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত এবং শিরোরেখা কিংবা হৃদয়রেখা ভাগ্যরেখার নিকট সম্পূর্ণ, (২) উভয় হস্তে আয়ুরেখা ভগ্ন ও ক্ষুদ্র, অথবা (৩) শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা বুধের নিম্নে বক্রভাবে মিলিত হইলে জাতকের অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—২৭, চিহ্ন—৩।১৪।১৭ ; চিত্র—২৩, চিহ্ন—১২ ; চিত্র—৪০, চিহ্ন—৭।)

—(আকস্মিক)

৩৩১। শিষ্য। কি চিহ্ন আকস্মিক মৃত্যুর সূচনা করে?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখার শেষভাগে ক্রুশ ও মঙ্গলের স্থানে জাল-চিহ্ন, কিংবা (২) শিরোরেখা মণিবন্ধের অভিমুখী হইয়া, একটী ক্রুশ-চিহ্ন বা তারকা-চিহ্নের নিকট সম্পূর্ণ হইলে, জাতকের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৩, চিহ্ন—১৯।২০ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১।৩।১৫।)

—(আত্মীয় বন্ধুর)

৩৩২। শিষ্য। ঘনিষ্ঠ, আত্মীয় বা বন্ধুর মৃত্যুসূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। ভাগ্যরেখার নিকট কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৫।)

—(জলমজ্জনে)

৩৩৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়?

গুরু। (১) চন্দ্রের স্থানে কোণাকৃতি চিহ্ন বা (২) প্রত্যেক অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে ঢেউখেলান রেখা থাকিলে, কিংবা (৩) শিরোরেখা চন্দ্রস্থানাভি-

মুখী হইয়া একটী তারকা-চিহ্নযুক্ত হইলে, জাতক জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

(চিত্র—৩১, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—৩৩, চিহ্ন—২১ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১।৩।)

—(যুদ্ধে)

৩৩৪। কি চিহ্ন যুদ্ধে মৃত্যুর সূচনা করে ?

গুরু। মঙ্গলের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, কিংবা মঙ্গলের স্থান হইতে একটি সরলরেখা উত্থিত হইয়া, শনিস্থান পর্য্যন্ত যাইলে জাতকের যুদ্ধে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৮।৯।)

—(হঠাৎ)

৩৩৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। (১) অঙ্গুলীসমূহের গ্রন্থি সকলে একটি করিয়া ক্ষুদ্র রেখা থাকিলে, অথবা (২) শিরোরেখা হৃদয়রেখা এবং আয়ুরেখা বৃহস্পতির স্থানে মিলিত ও শিরোরেখার মধ্যস্থলে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত হইলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১৪।১৫।১৬।)

(য)

যশোভাগ্য।

৩৩৬। হস্তে কি চিহ্ন জাতকের যশোভাগের সূচনা করে ?

গুরু। (১) রবিরেখা উভয় হস্তে পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত ও অপর কোন রেখাকর্ত্তৃক অকর্ত্তিত হইলে, কিংবা (২) বৃহস্পতি স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে জাতকের যশোভাগ্য সূচিত হয়।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—১২ ; চিত্র—২৬, চিহ্ন—৭।)

যশোলাভ (দৈবাৎ)

৩৩৭। শিষ্য। দৈবাৎ যশোলাভের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও রবির স্থানে একটী তারকা-চিহ্ন চিত্রিত অথবা (২) উভয় হস্তে রবিস্থানে দুইটী সমান্তর রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও অন্য কোন রেখাদ্বারা অকর্ত্তিত হইয়া থাকিলে, জাতকের দৈবাৎ যশোলাভ হইয়া থাকে।

(চিত্র—১১, চিহ্ন—৭ ; চিত্র—২৬, চিহ্ন—১০।১১)

যশোলিপ্সা (আধিক্য)

৩৩৮। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের যশোলিপ্সা অধিক হয় ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে আয়ুরেখা হইতে উত্থিত একটী রেখা সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, অপর কোন রেখাদ্বারা অকর্ত্তিত ও বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, অথবা (২) বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া রবির স্থানে যাইলে জাতকের যশোলিপ্সা অধিক হয় ; কিন্তু শেষোক্ত চিহ্নসম্পন্ন জাতক যশোলাভের চেষ্টা-চরিতও যথেষ্ট করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৩, চিহ্ন—২।২২।)

যুদ্ধনৈপুণ্য ।

৩৩৯। শিষ্য কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণতা দেখাইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। মঙ্গলের স্থানে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে ও মঙ্গলস্থান যথেষ্ট পুষ্ট হইলে, জাতক যুদ্ধে নৈপুণ্য দেখাইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪০, চিহ্ন—৮।)

(র)

রঙ্গপ্রিয়তা।

৩৪০। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক রঙ্গরস ভালবাসে ?

গুরু। (১) করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্য, বুধের স্থান উচ্চ কিংবা (২) অঙ্গুলী সকল নমনীয় ও অঙ্গুলীর গ্রন্থিসমূহ পুষ্ট হইলে জাতক রঙ্গরসের বিষয়ে বিশিষ্টরূপ আসক্ত হয়।

রসায়নপ্রিয়তা।

৩৪১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক রসায়নবিদ্যাপ্রিয় হয় ?

গুরু। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-তিনটী সরলরেখা বুধের স্থানে বা হস্তপার্শ্বদেশে থাকিলে জাতক রসায়নবিদ্যাপ্রিয় হয়।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১৭।)

রাগরাহিত্য।

৩৪২। শিষ্য। জাতকের রাগরাহিত্যের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) শুক্রের স্থান অপরিপুষ্ট এবং বহুরেখাযুক্ত হইলে, কিংবা (২) শিরোরেখা প্রশস্ত, মলিন ও হৃদয়রেখা অপরিপুষ্ট হইলে, জাতকের পার্থিব কোন বিষয়েই আর রাগ থাকে না। (চিত্র—৩১, চিহ্ন—১৫।)

রাজনীতিজ্ঞতা।

৩৪৩। শিষ্য। রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে ?

গুরু। বুধের স্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে জাতক বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হয়। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—৮।)

(ল)

লজ্জাশীলতা ।

৩৪৪ । শিষ্য । হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বতই লজ্জাশীল হইয়া থাকে ?

গুরু । শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে জাতক লজ্জাশীল হইয়া থাকে । (চিত্র—২, চিহ্ন—৭ ।)

লাম্পট্য ।

৩৪৫ । শিষ্য । লম্পটের হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন তাহার স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয় ?

গুরু । (১) শুক্রস্থানে কতকগুলি সরলরেখা অপর কতকগুলি, সরলরেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে ; (২) তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, অথবা (৩) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক লম্পট হইয়া থাকে । (চিত্র—১২, চিহ্ন—৬ ; চিত্র—৮, চিহ্ন—৮ ; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৭ ।)

(ব)

বক্তৃতা ।

৩৪৬ । শিষ্য । হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু । (১) কনিষ্ঠাঙ্গুলী সূচ্যগ্র, দৈর্ঘে অনামিকার সমানাকৃতি, ও ইহার প্রথম পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম (২) বুধের স্থান পরিপুষ্ট, ও কনিষ্ঠাঙ্গুলির

তৃতীয় পর্ব্বে তারকাচিহ্ন অঙ্কিত, (৩) শিরোরেখা চন্দ্রস্থানে উপনীত এবং বৃহস্পতির স্থান পরিপুষ্ট কিংবা (৪) শিরোরেখার শেষভাগে ত্রিকোণ চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা থাকে।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—৮।৯।১০।১১।)

—(বিশিষ্টত্ব)

৩৪৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের বক্তৃতা করিবার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা আছে, জানা যায়?

গুরু। বক্তৃতাসূচক সাধারণ চিহ্নের কোন একটী চিহ্ন করতলে থাকিলে, এবং ভাগ্যরেখা রবিস্থানে যাইলে, জাতকের বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা বিশিষ্টরূপই থাকে। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১২।)

বদান্যতা।

৩৪৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের বদান্যতার সূচনা করে?

গুরু। (১) বৃহস্পতি ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং হৃদয়রেখা সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও ভাগ্যরেখা আয়ূরেখা হইতে উত্থিত, বা (২) করত্রিকোণ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও করচতুষ্কোণ প্রশস্ত ও সুস্পষ্ট চিত্রিত হইলে, জাতক বদান্যতার পরিচয় দিয়া থাকে; অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, দানে রত থাকিয়া দানশীলতার পরিচয় দেয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—১৮।)

বাগাড়ম্বর।

৩৪৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বাগাড়ম্বর করিয়া থাকে?

গুরু। (১) উভয় হস্তে তর্জ্জনী স্থূলাগ্র হইলে, কিংবা (২) অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিশূন্য ও শুণ্ডাকার হইলে জাতক বাগাড়ম্বরপ্রিয় হইয়া থাকে।

বাচালতা।

৩৫০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বাচাল হইয়া থাকে?

গুরু। শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং আয়ুরেখার শেষভাগে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন অবস্থিত ও বুধের স্থান সাতিশয় উন্নত হইলে জাতককে বাচাল হইতে হয়। (চিত্র—২৫, চিহ্ন—৯।)

বাতুলতা।

৩৫১। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের বাতুলতার সূচনা করে?

গুরু। (১) শিরোরেখা চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত গড়াইয়া যাইলে, (২) চন্দ্রস্থানে বহুরেখা থাকিলে, ও শিরোরেখা মণিবন্ধাভিমুখী হইয়া একটী তারকা চিহ্নের সহিত সংযুক্ত হইলে, অথবা (৩) উভয় হস্তে শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে জাতক বাতুল হইয়া থাকে। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—৭; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১।২।৩।)

—কুক্কুরদংশনে)

৩৫২। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতককে কুক্কুরদষ্ট হইয়া পাগল হইতে হয়?

গুরু। উভয় হস্তে চন্দ্রস্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক কুক্কুরকর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া বাতুল হইয়া যায়। (চিত্র—২৭ চিহ্ন—১৫।)

—(বংশগত)

৩৫৩। শিষ্য। বংশগত বাতুলতার চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। শিরোরেখা চন্দ্রস্থান স্পর্শ করিয়া, একটী তারকা-চিহ্নের সহিত যুক্ত হইলে হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং শুক্রের ও শনির স্থানে তারকা-চিহ্ন বিরাজিত হইয়া থাকিলে, জাতক তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে বাতুলতা পাইয়া থাকে। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১।৩।৪।৫।)

—(বিপজ্জনক)

৩৫৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্নে জাতক বাতুল হইয়া বিপদে পতিত হয়?

গুরু। (১) শিরোরেখা শনির স্থানে ভগ্ন ও চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত উচ্চ, কিংবা (২) গড়ানে শিরোরেখা ভগ্ন হইলে, জাতক বাতুল হইয়া বিপদে পতিত হইয়া থাকে। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৩; চিত্র—২৬, চিহ্ন—১৩।)

বিচক্ষণতা।

৩৫৫। শিষ্য। বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। (১) বুধের ও রবির স্থান উচ্চ এবং আয়ুরেখার শেষাংশে ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত, (২) করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ (অর্থাৎ যে স্থানে স্বাস্থ্যরেখা আয়ুরেখা স্পর্শ করে) প্রশস্ত, (৩) করত্রিকোণ পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত ও গোলাপী বর্ণে বিকশিত, (৪) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বে দুইটী বা তিনটী সরলরেখা স্পষ্টভাবে অঙ্কিত, কিংবা (৫) কনিষ্ঠাঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও আর একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, বুধের স্থানে উপনীত হইলে জাতক বিচক্ষণ হয়।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—৮।১০।১১ ; চিত্র—২৬, চিহ্ন—১৪ ;
চিত্র—৪, চিহ্ন—১।)

বিচার—(উৎকৃষ্টরূপে)

৩৫৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উত্তমরূপ সুবিচার করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) অঙ্গুলীগুলি ক্ষুদ্র-নখরবিশিষ্ট ও গ্রন্থিযুক্ত এবং অঙ্গুলী ও করতল সমদীর্ঘ বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব পুষ্ট ও মধ্যমা রেখাশূন্য, কিংবা (২) চন্দ্রস্থান ত্রিকোণ-চিহ্নযুক্ত এবং সকল অঙ্গুলীরই দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক উত্তম যুক্তিদ্বারা বিচার করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র--৩৪, চিহ্ন—১১।)

—(তৎপরতা)

৩৫৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিচার-তৎপর হইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ, গ্রন্থিশূন্য ও করতলের সহিত সমদীর্ঘ হইলে জাতক বিশিষ্টরূপে বিচার-তৎপর হইতে পারে।

—(সূক্ষ্মরূপে)

৩৫৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সূক্ষ্মরূপে বিচার করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) করচতুষ্কোণ স্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত প্রশস্ত, কিংবা (২) অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিযুক্ত ও চতুষ্কোণ হইলে, জাতক সকল বিচারই সূক্ষ্মরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়।

—(হৃদয়গতভাবে)

৩৫৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হৃদয়ের গতি অনুসারে বিচার করিয়া থাকে?

গুরু। (১) শিরোরেখার শেষাংশ হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া, হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, অথবা (২) ক্ষুদ্র শাখা শিরোরেখা হইতে নির্গত হইয়া শুক্রস্থানে যাইলে, জাতক হৃদ্‌গত ভাবের অনুসারে বিচার করিয়া থাকে। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—৬।৭।)

বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতি।

৩৬০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিজ্ঞানে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। (১) বুধের স্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন ও শিরোরেখার উপর শ্বেতবর্ণ বিন্দু-চিহ্ন অঙ্কিত, কিংবা (২) কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উত্থিত একটী সরলরেখা প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে, জাতক বিজ্ঞানশাস্ত্রচর্চ্চার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—৮।৯।)

বিজ্ঞানে অর্থোন্নতি।

৩৬১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞানের সাহায্যে জাতকের অর্থাগম হইয়া থাকে?

গুরু। (১) একটী ত্রিকোণ চিহ্ন বা শ্বেতবিন্দুচিহ্ন বুধের স্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর অঙ্কিত, (২) একটী সরল রেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, জাতকের বিজ্ঞানব্যবসায়ে অর্থাগম হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১১।১২।)

বিদূষকত্ব।

৩৬২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদূষক হয়?

গুরু। শিরোরেখা বক্রভাবে বুধস্থানে উপনীত এবং বুধস্থান উন্নত হইলে জাতক একজন নিপুণ বিদূষক হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪, চিহ্ন—১।)

বিদ্যাপরিচয়ে সুখী।

৩৬৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদ্যাগত পরিচয় দ্বারা সুখী হইতে পারে?

গুরু। আয়ুরেখা হইতে উত্থিত ভাগ্যরেখা অপর কোন রেখাদ্বারা কর্ত্তিত না হইয়া, শনিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, জাতক স্ববিদ্যার পরিচয় দিয়া সুখী হইতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২৮, চিহ্ন—১৮।)

বিদ্বেষ—(দাম্পত্য)

৩৬৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন দাম্পত্যবিদ্বেষের সূচনা করে?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া বুধের স্থান হইতে উত্থিত ও শনির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (২) অঙ্গুলীসকলের প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র ও বুধের স্থান সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক বা জাতিকার যথাক্রমে স্ত্রী বা পুরুষের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—১৪।)

বিদ্বেষপরতা।

৩৬৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতব বিদ্বেষপর হয়?

গুরু। শুক্রের স্থানে জাল-চিহ্ন থাকিলে জাতক বিদ্বেষপর হয়।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—১১।)

বিলাসিতা।

৩৬৬। শিষ্য। বিলাসিতার সূচক চিহ্ন কি?

গুরু। (১) অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র কিংবা চতুষ্কোণ ও গ্রন্থিশূন্য এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান পুষ্ট হইলে জাতক বিলাসী হয়।

বিবাহ।

৩৬৭। শিষ্য। কি রেখা জাতকের বিবাহের সূচনা করে?

গুরু। বুধের স্থানে হস্তপার্শ্বের উপর গভীর রেখা অঙ্কিত, কিংবা

(২) শুক্রস্থান হইতে সূক্ষ্মরেখা উত্থিত হইয়া আয়ুরেখা, শিরোরেখা, হৃদয়রেখা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত থাকিলে জাতকের বিবাহ বুঝায়।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১; চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১১।)

—(অসুখকর)

৩৬৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতককে বিবাহ করিয়া অসুখী হইতে হয়?

গুরু। (১) একটী সবলরেখা শুক্রের স্থানে যব-চিহ্নযুক্ত হইয়া শনির স্থানে যাইলে, অথবা (২) শনির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা পরস্পর কর্ত্তিত ও বিবাহরেখার উপর যবচিহ্ন চিত্রিত হইয়া থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়া অসুখী হইয়া থাকে; অর্থাৎ পতি বা পত্নী রোগাক্রান্ত বা উন্মত্ত হওয়ায় একে অন্যের কষ্টের কারণ হয়। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—২।১৬।)

—(বণিকসহ)

৩৬৯। শিষ্য। কি চিহ্ন বণিকের সহিত বিবাহের সূচনা করে?

গুরু। একটী রেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া শিরোরেখা হৃদয়-রেখা—উভয় রেখা ভেদ করিয়া বুধের স্থানে যাইলে জাতিকার বাণিজ্য ব্যবসায়ী ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১১।)

বিবাহভঙ্গ।

৩৭০। শিষ্য। বিবাহভঙ্গ সূচক চিহ্ন কিরূপ?

গুরু। একটী সবলরেখা শুক্রস্থান হইতে যব-চিহ্নযুক্ত হইয়া উঠিয়া, শিরোরেখা ভেদ করিয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, ও উহার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে জাতকের বিবাহভঙ্গ হইয়া থাকে। (চিত্র—৩২, চিহ্ন—১২।)

—(মরণে)

৩৭১। শিষ্য কি চিহ্ন থাকিলে বিবাহ সময়ে মৃত্যু ঘটায়, জাতকের বিবাহভঙ্গের সূচনা করে?

গুরু। বিবাহরেখার মধ্যে ভগ্ন হইলে বিবাহকালীন মৃত্যু ঘটায়, জাতকের বিবাহভঙ্গ হয়। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১৩।)

—(বৃদ্ধসহ)

৩৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন বৃদ্ধের সহিত বিবাহের সূচনা করে?

গুরু। একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া শনিস্থানগত হইলে, জাতিকার বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—২।)

—(শিল্পীসহ)

৩৭৩। শিষ্য। কি চিহ্ন শিল্পীর সহিত বিবাহের সূচনা করে?

গুরু। একটী শাখা বিবাহরেখা হইতে উত্থিত হইয়া বুধের স্থানে, অপরটী রবির স্থানে যাইলে, জাতিকার শিল্পীর সহিত বিবাহ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১১।১৮।)

—(সুখকর)

৩৭৪। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়া সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া হৃদয়রেখা স্পর্শ করিলে, অথবা (২) বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিবাহ করিয়া সুখভোগ করিতে পারে। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৪।৫।)

—(মকদ্দমা)

৩৭৫। কি চিহ্ন বিবাহে মকদ্দমা ঘটাইয়া থাকে?

গুরু। একটী গভীর সরলরেখা হৃদয়রেখা হইতে উত্থিত হইয়া বিবাহ-রেখা স্পর্শ করিলে, বিবাহে অভিযোগ (মাম্‌লা মকদ্দমা) ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১৪।)

বিশুদ্ধচরিত্রতা।

৩৭৬। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশুদ্ধচরিত্র হয়?

গুরু। অনামিকার প্রথম পর্ব্বে একটী ক্রুশ-চিহ্ন ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিশুদ্ধচরিত্র বা স্থিরচেতা হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৬।)

বিশুদ্ধস্বভাব।

৩৭৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ সূচ্যগ্র এবং গ্রন্থিসমূহ পরিপুষ্ট হইলে, জাতক বিশুদ্ধস্বভাব হইয়া থাকে।

বিশ্বাসঘাতকতা।

৩৭৮। শিষ্য। জাতকের হস্তে কি চিহ্ন বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা করে?

গুরু। বুধের স্থান সাতিশয় পুষ্ট, শিরোরেখা দীর্ঘ, সূক্ষ্ম, শৃঙ্খলবৎ ও অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত এবং করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে, জাতক বিশ্বাসঘাতক হয়। (চিত্র—১৫, চিহ্ন—৭; চিত্র—৩১, চিহ্ন—৪।)

বিষাদ।

৩৭৯। শিষ্য। বিষণ্ণ ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন তাহার হৃদ্গত বিষাদের সূচনা করে?

গুরু। (১) মধ্যমা সাতিশয় চতুষ্কোণাকৃতি এবং প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও প্রশস্ত, (২) চন্দ্রস্থান অত্যন্ত উচ্চ ও জাল-চিহ্নযুক্ত এবং আয়ুরেখা সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ কিংবা (৩) শনির স্থান অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সাতিশয় উচ্চ হইলে, জাতককে দুর্ব্বলতার জন্য বিষণ্ণ হইতে হয়। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৭।৮।)

বৈজ্ঞানিকত্ব।

৩৮০। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকে?

গুরু। অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ, দীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলী অনামিকার সহিত সমাকৃতি ও বুধের স্থান উচ্চ, অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ এবং সকল অঙ্গুলীরই দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট হইলে, জাতক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে স্বতই রত হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৯।১০।)

—(তার্কিকতা)

৩৮১। শিষ্য। বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির হস্তে, কিরূপ বিশিষ্ট চিহ্ন থাকিলে, তৎসম্বন্ধের তর্কাদিতে পটুতা দেখাইতে পারে?

গুরু। উভয় হস্তে কনিষ্ঠা চতুষ্কোণ হইলে, জাতক বৈজ্ঞানিক তার্কিক হইয়া থাকে

বৈধব্য।

৩৮২। শিষ্য: কি চিহ্ন বৈধব্যের সূচনা করে?

গুরু। (১) বুধক্ষেত্রগত বিবাহরেখা—নিম্নাভিমুখী (ঢালু) হইয়া; হৃদয়-রেখা স্পর্শ করিলে, (২) একটী সরলরেখা শুক্রের স্থান হইতে উথিত হইয়া আয়ূরেখা শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা—এই রেখাত্রয় কর্ত্তন করিয়া বুধের স্থান স্পর্শ করিলে, কিংবা (৩) বুধের স্থানের বিবাহরেখার উপর কাল তিল-চিহ্ন থাকিলে, জাতিকাকে বিধবা হইতে হয়। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১০।১১।১৬।)

(শ)

শক্তিমত্তা।

৩৮৩। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শক্তিসম্পন্ন হয়?

গুরু। যদি এক বা দুইটী সরলরেখা অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং আয়ূরেখার শেষাংশে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

(চিত্র—৩০, চিহ্ন—৮; চিত্র—২৪, চিহ্ন—১।)

শক্তিহীনতা।

৩৮৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শক্তিবিহীন হইয়া থাকে?

গুরু। শিরোরেখা হস্ততলের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকিলে, এবং বৃহস্পতির ও রবির স্থান নিম্ন হইলে, জাতক শক্তিবিহীন বা কর্ম্মাক্ষম হইয়া থাকে। (চিত্র—২৭, চিহ্ন—৩।)

শঠতা।

৩৮৫। শিষ্য। হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শঠ হইয়া থাকে?

গুরু। কনিষ্ঠাঙ্গুলী বক্র অথবা শিরোরেখা শাখাযুক্ত হইলে, ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রের স্থানে যাইবে জাতক শঠ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৫।)

শত্রুতা।

৩৮৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন জাতকের বিরুদ্ধে অন্যের শত্রুতাচরণ সূচিত করিয়া দেয়?

গুরু। (১) বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে হস্তপার্শ্বে তির্য্যক্ (টের্চ্চা) ভাবে কোন রেখা অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের বিরুদ্ধে কোন পুরুষ, এবং (২) শুক্রের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিরুদ্ধে কোন স্ত্রীলোক শত্রুতাচরণ করিতেছে, জানা যায়। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১৮।১৯।)

শত্রুতায় হনন।

৩৮৭। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক গোপনে শত্রুকর্ত্তৃক হত হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত এবং শনির স্থানের নিম্ন হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, শুক্রবন্ধনীকে কর্ত্তন করিয়া অবস্থিত থাকিলে, জাতক যে শত্রুকর্ত্তৃক গুপ্তভাবে হত হইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। (চিত্র—২২, চিহ্ন—৩; চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১৬।১৭।)

শারীরিক অস্বাস্থ্য।

৩৮৮। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের শরীর প্রায়ই অসুস্থ হইয়া থাকে?

গুরু। (১) আয়ুরেখা মলিন এবং স্থানে স্থানে সূক্ষ্ম অথবা স্থূল অথচ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিক বা বিন্দু-চিহ্নযুক্ত হইলে, (২) আয়ুরেখার শেষাংশে একটী ক্রুশ-চিহ্ন এবং শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, কিংবা (৩) সকল অঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বের উপর বহু ঋজুরেখা থাকিলে, জাতকের শরীর অসুস্থ হয়; কিন্তু শেষোক্ত চিহ্ন স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত অস্বাস্থ্যের সূচনা করে।

(চিত্র—৭, চিহ্ন—২, চিত্র—২০, চিহ্ন—৩; চিত্র—২১, চিহ্ন—১১।)

শারীরিক অস্বাস্থ্য—(বংশানুক্রমিক)

৩৮৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের শরীর সম্বন্ধে বংশানুক্রমিক স্বাস্থ্যহানি সূচিত হয়?

গুরু। আয়ুরেখা যব-চিহ্নযুক্ত হইলে, জাতকের শরীর বংশানুক্রমিক অসুস্থ হইয়া দুর্ব্বল হইয়া থাকে। (চিত্র—৩৪, চিহ্ন—২।)

শারীরিক স্বাস্থ্য।

৩৯০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে ?

গুরু। (১) মণিবন্ধের তিনটী রেখা পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত, (২) করতল স্বাস্থ্যরেখাশূন্য, (৩) আয়ুরেখা ঈষৎ গোলাপী ও অপ্রশস্ত এবং সম্পূর্ণরূপে শুক্রস্থান বেষ্টন করিয়া অবস্থিত, কিংবা (৪) করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ (অর্থাৎ স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনোৎপন্ন কোণ) পরিস্কৃত ও প্রশস্ত হইলে, জাতকের স্বাস্থ্য প্রায়ই অব্যাহত থাকে।

(চিত্র—২৬, চিহ্ন—৮।৬।১২।)

—(বিশিষ্টরূপ)

৩৯১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক বিশিষ্টরূপ শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সমর্থ হয় ?

গুরু। উভয় হস্তে আয়ুরেখার অনুগরেখা, এবং স্বাস্থ্যরেখা ও তাহার অনুগরেখা বা প্রবৃত্তিরেখা সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের শরীর সাতিশয় সুস্থ হইয়া থাকে। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১।২।৩।৪।)

শাসন—(অত্যাচারসহ)

৩৯২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অত্যাচারপূর্ব্বক অধীনদিগের শাসন করিতে রত হয় ?

গুরু। তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতম এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রথম পর্ব্ব পরিপুষ্ট হইলে, জাতক অত্যাচারপূর্ব্বক অধীনবর্গের শাসন করিতে অভিলাষী হয়।

শিল্পবিজ্ঞানবেত্তৃত্ব।

৩৯৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হয় ?

গুরু। রবিস্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন, থাকিলে জাতক শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হয়।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—১৩।)

শিল্পবিদ্যাপ্রিয়তা।

৩৯৪। শিষ্য। শিল্পবিদ্যাপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে কি চিহ্ন তাহার সাধ্য বিদ্যায় বিশিষ্ট অনুরাগের সূচনা করে?

গুরু। (১) রবির স্থান সাতিশয় উচ্চ, (২) মধ্যমার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও সূচ্যগ্র, বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্রাকৃতি, এবং দুইটি সরলরেখা রবিস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, অনামিকার তৃতীয় ও দ্বিতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও শিরোরেখা গড়াইয়া চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে, জাতক শিল্পপ্রিয় হয়। (চিত্র—৪২, চিহ্ন—৩।৪।৫।৬।)

শিল্পবিদ্যাবেত্তৃত্ব।

৩৯৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক শিল্পবিদ্যাবিৎ হয়?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া রবির স্থানে যাইলে কিংবা (২) শিরোরেখা হইতে একটি রেখা স্পষ্টভাবে উত্থিত হইয়া রবির স্থানগত হইলে, জাতক শিল্পবিদ্যাবিৎ হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১২।২০।)

শিল্পে—(পারদর্শিতা)

৩৯৬। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক শিল্পবিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতালাভে সমর্থ হয়?

গুরু। অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ হইলে, জাতক সতর্কভাবে উত্তমরূপে শিল্পের চর্চ্চা করিয়া পারদর্শিতালাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

—(ভ্রমানিষ্ট)

৩৯৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের শিল্পকার্য্য ভ্রমবশতঃ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে?

গুরু। রবিস্থান তারকা-চিহ্নযুক্ত ও রবিরেখা হইতে দুইটী শাখা বক্রভাবে উত্থিত এবং অন্যরেখাদ্বারা কর্ত্তিত কিংবা রবিরেখা দ্বিধা

বিভক্ত হইয়া 'V' র ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে, জাতকের সতর্কতার অভাবে ভ্রমবশতঃ শিল্পকার্য্যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—১৪, চিহ্ন—৫।৬ ; চিত্র—৪২, চিহ্ন—২।)

শিষ্টাচার।

৩৯৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে শিষ্টাচারী করে ?

গুরু। চন্দ্রের ও শুক্রের স্থান সাতিশয় উচ্চ, এবং অঙ্গুলীসমূহ গ্রন্থিযুক্ত ও সূচ্যগ্র হইলে, জাতক শিষ্টাচারী হইয়া থাকে।

শোক।

৩৯৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের শোকের সূচনা করে ?

গুরু। শুক্রস্থান হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, আয়ূরেখা, শিরোরেখা, হৃদয়রেখা—এই তিনটী রেখা কর্ত্তন করিলে, জাতকের প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ হইতে শোকসংঘটন হইয়া থাকে।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—৪।)

(ষ)

ষড়্‌যন্ত্র—(প্রেমসম্বন্ধে)

৪০০। শিষ্য। হস্তে, কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পার্থিব অলীক প্রেমসম্বন্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া থাকে ?

গুরু। দুইটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, মঙ্গলের স্থানে যাইলে জাতক প্রেমসাধনে এরূপ ষড়্‌যন্ত্রকারী হয় যে, একাধিক লোকের সহিত মিলিত থাকিয়াও, পরস্পরকে কিছুই জানিতে দেয় না।

(চিত্র—৪০, চিহ্ন—১০।)

—(প্রেমসম্বন্ধে বিপৎ)

৪০১। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে প্রেমবশে ষড়্যন্ত্র করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয় ?

গুরু। দুইটী রেখা একটী শুক্রস্থান ও অপরটী চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ভাগ্যরেখা স্পর্শ করিলে, জাতক নিভৃত প্রেমসাধন সম্বন্ধে ষড়্যন্ত্র করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। (চিত্র—২০, চিহ্ন—১১।১২।)

(স)

সংসার-নির্ব্বাহ—(সুশৃঙ্খল)

৪০২। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সুশৃঙ্খলরূপে সংসার পরিচালন করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা দীর্ঘ ও পরিষ্কৃতরূপে অঙ্কিত হইলে এবং অনামিকার পর্ব্ব সকল অপর সকল পর্ব্ব অপেক্ষা দীর্ঘতম হইলে, জাতক সুশৃঙ্খলরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১৪।১৭।)

সংসারাকর্ষণ।

৪০৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সংসারে বিশিষ্টরূপ আকৃষ্ট হয় ?

গুরু। করতল অঙ্গুলীসমূহের সমদীর্ঘ, ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক সংসারে সাতিশয় আকৃষ্ট হয়।

সজ্জাগ্রদীন্দ্রিয়ত্ব।

৪০৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী জাতকের নিদ্রিতাবস্থায় কতকগুলি ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে ?

গুরু। স্বাস্থ্যরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে, সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী জাতকের নিদ্রিতাবস্থায় কতকগুলি ইন্দ্রিয় জাগ্রত থাকে।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—১।)

সত্তমতা।

৪০৫। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সত্তম (সাধুব্রত) হইতে পারে ?

গুরু। (১) শুক্রস্থান হইতে দুই তিনটী ঊর্দ্ধমুখী সরলরেখা উত্থিত, বৃদ্ধাঙ্গুলীর অভিমুখী ও আর কোন রেখাদ্বারা অকর্ত্তিত, (২) শুক্রস্থান সমভাবে উচ্চ, ও শিরোরেখা দীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত কিংবা (৩) হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও বৃহস্পতির স্থানের নিম্নদেশে শাখাযুক্ত হইয়া থাকিলে, জাতক মাহাত্ম্যে সত্তম হইয়া থাকে।

(চিত্র—৩৯, চিহ্ন—২১ ; চিত্র—২৩, চিহ্ন—১১।)

সত্যপ্রিয়তা।

৪০৬। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সত্যপ্রিয় হয় ?

গুরু। (১) অনামিকা ও তর্জ্জনী চতুষ্কোণাকৃতি কিংবা (২) অঙ্গুলীগুলি গ্রন্থিযুক্ত, চতুষ্কোণ ও শুণ্ডাকার হইলে, জাতক সত্যপ্রিয় হয়।

সদাত্মসাধন।

৪০৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সদাত্মসাধন বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জন করিতে পারে ?

গুরু। অঙ্গুলীসকল শুণ্ডাকার, প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ এবং বৃহস্পতির স্থান শনির দিকে অভিনমিত (হেলান) হইলে, জাতক সদাত্মসাধনপর বা আধ্যাত্মিক-জ্ঞানরত হইতে সমর্থ হয়।

সদানন্দত্ব।

৪০৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সদানন্দ হইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ এবং বৃহস্পতির ও বুধের স্থান উচ্চ, অথবা (২) করতল কঠিন, শুক্রস্থান উচ্চ ও শনির স্থান নিম্ন হইলে, জাতক সদানন্দ হয়।

সন্দিগ্ধচিত্ততা।

৪০৯। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক স্ত্রীসম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হয়?

গুরু। (১) শুক্রস্থান উচ্চ, হৃদয়রেখা হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত (২) হৃদয়রেখা দীর্ঘ, চন্দ্রস্থান পুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত এবং শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত, কিংবা (৩) হৃদয়রেখা বুধের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থান অতিক্রম করিলে, জাতক কি স্বকীয়া, কি পরকীয়া সকল স্ত্রীর সম্বন্ধেই সন্দেহ করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১৪ ; চিত্র—৪৩, চিহ্ন— ২।

সন্ধিগত বাত।

৪১০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সন্ধিগতবাতে আক্রান্ত হয়?

গুরু। আয়ুরেখার শেষাংশ শাখাবিশিষ্ট হইয়া একটী শাখা চন্দ্রস্থানে যাইলে, জাতক সন্ধিগত বাতরোগে আক্রান্ত হয়। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১০।)

সন্ধিকৌশল।

৪১১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বভাবতঃ সন্ধিকুশল হইতে পারে?

গুরু। কনিষ্ঠা সূচ্যগ্র ও বুধের স্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে, জাতক স্বভাবতঃ সাধারণ সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—৩৫, চিহ্ন—৮।)

সন্ন্যাস—(কর্ম্মত্যাগ)

৪১২। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক উদাসীন্ হয়?

গুরু। বৃহস্পতি বুধ ও শুক্রের স্থান উচ্চ এবং উভয় হস্তে শিরোরেখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলে, জাতক কর্ম্মসন্ন্যাসে উদাসীন্ হয়।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—১-১।)

সন্ন্যাস (বৈরাগ্য)

৪১৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সন্ন্যাসী বা সংসারবিরাগী হয়?

গুরু। (১) বৃহস্পতিস্থান পরিপুষ্ট ও রেখাশূন্য (২) হৃদয়রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও একটী শাখা তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত কিংবা

(৩) চন্দ্রস্থান রেখাশূন্য ও হৃদয়রেখা বুধের স্থান হইতে সরলভাবে উত্থিত এবং শনির ও বৃহস্পতির মধ্যস্থানগত হইলে, জাতক সংসারে অনাসক্ত, সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—৭।)

সন্ন্যাসরোগ।

৪১৪। শিষ্য। সন্ন্যাসরোগের সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার মিলনস্থল লোহিতবর্ণ হইলে জাতকের সন্ন্যাসরোগ অনিবার্য্য ; আবার (২) হৃদয়রেখা হইতে লম্বভাবে দুইটী রেখা চন্দ্রস্থানাভিমুখী হইলে, জাতকের সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৪০, চিহ্ন ৫।)

সমুদ্রযাত্রা।

৪১৫। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সমুদ্রযাত্রার সূচনা করে ?

গুরু। একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, শুক্রস্থানভেদ করিয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখী হইলে, জাতকের সমুদ্রযাত্রা ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—৫।)

—(দূরব্যাপিনী)

৪১৬। শিষ্য। কি চিহ্ন সুদূর-সমুদ্র-যাত্রার সূচনা করে ?

গুরু। (১) একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানে যাইলে, ও একটী পার্শ্ব-বিস্তৃত (এড়ো) রেখা চন্দ্রস্থানে থাকিলে, কিংবা (২) আয়ুরেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রস্থানে উপনীত হইলে, জাতকের সুদূর-সমুদ্রযাত্রা ঘটিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৮, চিহ্ন—২।১১ ; চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১০।)

সম্মান—(পৌরোহিত্যে)

৪১৭। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে, জাতক পৌরোহিত্য করিয়া সম্মান-লাভে সমর্থ হয় ?

গুরু। ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া, শিরোরেখা, হৃদয়রেখা কর্ত্তন করিয়া, বৃহস্পতির ও শনির মধ্যস্থলে যাইলে, জাতক পৌরোহিত্য করিয়া সম্মানলাভে সমর্থ হয়। (চিত্র—৪৩, চিহ্ন—১।)

—(যুদ্ধে)

৪১৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতক যুদ্ধসম্বন্ধে সুম্মানলাভ করিতে পারে ?

গুরু। একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন বা তারকা-চিহ্ন মঙ্গলের স্থানে থাকিলে জাতক যুদ্ধকার্য্য হইতে সম্মানলাভ কবিয়া থাকে। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৮।১৩।)

—(রাজনীতিতে)

৪১৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বাজনীতিক কর্ম্মে সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে কিংবা বৃহস্পতির স্থানে তাবকা-চিহ্ন থাকিলে, জাতক রাজনীতিসম্বন্ধে সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৮, চিহ্ন—৮ ; চিত্র—১৪, চিহ্ন—২।)

—(সাতিশয়)

৪২০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকেব সুমহান্ সম্মান ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। কবচতুষ্কোণ তারকা-চিহ্নযুক্ত, অনামিকাব মূল হইতে উত্থিত একটী বেখা প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক মহান্ জনের ন্যায় কর্ম্মে সাতিশয় সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৩।৪।)

সরলতা।

৪২১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সরলপ্রকৃতি হয় ?

গুরু। অঙ্গুলী সকল শুণ্ডাকার ও বৃদ্ধাঙ্গুলী ক্ষুদ্র হইলে, জাতক সরল-প্রকৃতি হইয়া থাকে।

সসম্মান অর্থলাভ।

৪২২। শিষ্য। কি চিহ্ন বিশিষ্ট সম্মান ও অর্থপ্রাপ্তির সূচনা করে ?

গুরু। আয়ুরেখা হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা—উভয় রেখা কর্ত্তন করিয়া, শনির কিংবা বৃহস্পতিব স্থানে যাইলে, জাতক সম্মানসহ অর্থলাভ করে।   (চিত্র—৩৩, চিহ্ন—৩।)

সহজজ্ঞান—(প্রমাণনিরপেক্ষ)

৪২৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের প্রমাণনিরপেক্ষ স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানের অস্তিত্ব সূচিত হয় ?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা হইতে একটী শাখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানগত (২) ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত, তর্জ্জনী ও অনামিকা দীর্ঘ এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, (৩) চন্দ্রস্থানে ত্রিকোণ-চিহ্ন অঙ্কিত, (৪) একটী রেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, ধনুঃসদৃশ বক্রাকারে বুধের স্থানে উপনীত কিংবা (৫) হৃদয়-রেখার ভাগ্যরেখার ও স্বাস্থ্যরেখার যোগে করত্রিকোণ সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, জাতক সহজজ্ঞানেই স্বতঃসিদ্ধ ও প্রমাণনিরপেক্ষভাবে তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২৫, চিহ্ন—১২।১৪ ; চিত্র—৩৪, চিহ্ন—১১ ; চিত্র—৩২, চিহ্ন—৬ ; চিত্র—৩৮, চিহ্ন—১২।)

সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য।

৪২৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সূচনা করে ?

গুরু। মণিবন্ধ হইতে ভাগ্যরেখা উত্থিত হইয়া সুস্পষ্টভাবে বৃহস্পতি-স্থানের মধ্যে সম্পূর্ণ হইলে, সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিয়া থাকে।
(চিত্র—৩৮, চিহ্ন—২।)

সাজ্ঘাতিক পীড়া।

৪২৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের সাজ্ঘাতিক পীড়া হয় ?

গুরু। (১) আয়ুরেখা ভগ্ন ও উক্ত স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া, শুক্রস্থানের মধ্য দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, অথবা (২) হৃদয়রেখা শনির নিম্নে ভগ্ন ও উক্ত ভগ্নরেখা দুইটী উপর্য্যুপরি অবস্থিত হইলে, জাতকের সাজ্ঘাতিক পীড়া হইয়া থাকে। (চিত্র—৪২, চিহ্ন – ১।৭।৮।)

—(শৈশবে)

৪২৬। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতকের শৈশবে সাজ্ঘাতিক পীড়া সূচিত হয় ?

গুরু। শিরোরেখা, হৃদয়রেখা, আয়ুরেখা, বৃহস্পতির নিম্নে মিলিত হইলে, জাতকের বাল্যে সাজ্ঘাতিক পীড়া হইয়া থাকে ; এবং উভয় হস্তে থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। (চিত্র—২৩, চিহ্ন—১১।)

সাধনতৎপরতা।

৪২৭। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বকর্ম্মসাধনতৎপর বা অধ্যবসায়ী হয়?

গুরু। (১) বৃহস্পতির স্থান পুষ্ট, হৃদয়রেখা সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, শিরো-রেখা হস্তের একপার্শ্ব হইতে অপব পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ (২) কনিষ্ঠা আপেক্ষিক পরিমাণে সাতিশয় দীর্ঘ, ও উহার তৃতীয় পর্ব্ব অপেক্ষা-কৃত দীর্ঘতম; কিংবা (৩) হস্ততল (মণিবন্ধ হইতে সমগ্র অঙ্গুলী পর্য্যন্ত) মধ্যমাবৃতি গ্রন্থি সকল পুষ্ট, ও অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণকৃতি হইলে, জাতক সর্ব্বদা স্বকর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৮, চিহ্ন—৫।২।)

সাধারণ সরলজ্ঞান।

৪২৮। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকেব সাধারণ সরলজ্ঞানের সূচনা কবে?

গুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব সমভাবে দীর্ঘ (২) শিরো-রেখা সবল ও স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, কিংবা (৩) কনিষ্ঠার দ্বিতীয় পর্ব্ব সাতিশয় দীর্ঘ হইলে, জাতক সাধারণ সরলবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। (চিত্র—৩৮, চিহ্ন—১৩।)

সাধুতা।

৪২৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাধুপ্রকৃতি হয়?

গুরু। একটী গভীর সরলরেখা কনিষ্ঠার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকিলে, জাতক সাধুস্বভাবসম্পন্ন হয়।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১২।)

সান্দ্রোগ্রতা।

৪৩০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতককে সততই উগ্রস্বভাব হইতে হয়?

গুরু। (১) নখরসকল প্রশস্ত ও চতুষ্কোণ করতল কঠিন এবং কর-ত্রিকোণ ক্রুশ-চিহ্নযুক্ত কিংবা (২) মঙ্গলের স্থান সাতিশয় উচ্চ, ও উক্ত স্থানে জাল বা ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, জাতক সততই স্বীয় উগ্রস্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। (চিত্র—১৭, চিহ্ন—১৭।৫।৬।)

সান্দ্রেকসাধনপরত্ব।

৪৩১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের স্বভাব একগুঁয়ে (নাছোড়বন্দা) হয় ?

গুরু। (১) শিরোরেখা শনির স্থান হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রস্থানগত, হৃদয়রেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত এবং নখরসমূহের দৈর্ঘাপেক্ষা বিস্তার অধিক, (২) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব খর্ব্ব ও প্রশস্ত, হৃদয়রেখা অস্পষ্টভাবে অঙ্কিত ও শিরোরেখা বৃহস্পতির নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রের স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ কিংবা (৩) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব খর্ব্ব ও প্রশস্ত এবং করতল কঠিন হইলে জাতক একগুঁয়ে হয় ; আত্মাভিমানও করিয়া থাকে। [১৮ পৃষ্ঠা, ৬৯ অনুবন্ধ। (চিত্র—১৮, চিহ্ন—১০।) (চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৮ ; চিত্র—৪৪, চিহ্ন—৬।৭।)

সাফল্য।

৪৩২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্বকর্ম্মসাধনে সফলমনোরথ হইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। আয়ুরেখা হইতে উত্থিত ঊর্দ্ধমুখী শাখারেখা অন্যরেখাদ্বারা কর্ত্তিত না হইলে, জাতক স্বকর্ম্মসাধনে সফলমনোরথ হইতে পারে।

(চিত্র—২০, চিহ্ন—৪।)

—(প্রতিবন্ধকতা)

৪৩৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কর্ম্মসাধনে সফলমনোরথ হইতে গিয়া প্রতিবন্ধকতা পায় ?

গুরু। আয়ুরেখা ঊর্দ্ধমুখী শাখারেখা বা ভাগ্যরেখা শুক্রস্থানস্থ কোন রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে, জাতকের সাধ্যাসাধনে অন্তরায়ের বা কোন অপরিহার্য্য প্রতিবন্ধকতার নিশ্চিতই সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১৯।২০।)

সাময়িক উন্নতি—(প্রতিবন্ধকতা)

৪৩৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের সাময়িক উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতার সঙ্ঘটন হইয়া থাকে ?

গুরু। কোন একটী তির্য্যক্ (টের্চ্চা) সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখা ভেদ করিয়া উন্নতিসূচক রেখার শেষভাগ কর্ত্তন করিলে,

জাতক স্বকর্ম্মে সামরিক উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বিঘ্ন পাইয়া থাকে ? (চিত্র—৩৩, চিহ্ন—৮-৮।)

সামাজিকবিধিপালন।

৪৩৫। শিষ্য। সামাজিক আচার ব্যবহার পালনের চিহ্ন কি ?

গুরু। আয়ুরেখার ও শিরোরেখার মিলন স্থান দীর্ঘ এবং হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে, জাতক সামাজিক আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে।

(চিত্র—৪১, চিহ্ন—৮।)

সাহসিকতা।

৪৩৬। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক সাহসিকতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) উভয় করতলে করত্রিকোণ পরিস্কৃতরূপে অঙ্কিত, মঙ্গলের স্থান উচ্চ ও রেখাশূন্য, এবং মঙ্গলের ক্ষেত্র পরিপুষ্ট হইলে কিংবা (২) অঙ্গুলী সকল সরল ও তাহাদের তৃতীয়পর্ব্বগুলি উন্নত হইলে, জাতক সাহসী হয়।

—(অবিচলিত)

৪৩৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের অবিচলিত সাহসিকতার সূচনা করে ?

গুরু। বুধের স্থানের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ, করতল কঠিন ও অঙ্গুলী সকল চতুষ্কোণ হইলে, জাতকের সাহস অবিচলিত থাকে।

—(অসম)

৪৩৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসমসাহসিকতার পরিচয় দেয় ?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র ও করতল কঠিন হইলে, জাতক অসমসাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে।

সাহিত্যসমালোচকত্ব।

৪৩৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক সাহিত্যসমালোচক হইয়া থাকে ?

গুরু। বৃহস্পতির বুধের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ, অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ কিংবা স্থূলাগ্র, অঙ্গুলীর দ্বিতীয় গ্রন্থিসমূহ পুষ্ট ও নখরসমূহ ক্ষুদ্র ও শুক্রবন্ধনী অঙ্কিত থাকিলে, জাতক সাহিত্যসমালোচক হইয়া থাকে।

(চিত্র—৪৩, চিহ্ন—২।)

সুখাভিলাষ—(ইন্দ্রিয়গত)

৪৪০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ইন্দ্রিযগত সুখাভিলাষে রত থাকে ?

গুরু। (১) শুক্রবন্ধনী বুধ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং শুক্রের স্থান উচ্চ কিংবা (২) হৃদয়রেখা শনির স্থানে আসিয়া সম্পূর্ণ এবং অঙ্গুলী সকল স্থূলাগ্র কিংবা চতুষ্কোণ, তৃতীয় পর্ব্ব অন্যান্য পর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইলে জাতক ইন্দ্রিয়গত-সুখের উপভোগে প্রবৃত্ত থাকে।

(চিত্র—২৫, চিহ্ন—১২ ; চিত্র—২৭, চিহ্ন—১৪।)

সুখাভিলাষিতা।

৪৪১। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে সুখাভিলাষী করে ?

গুরু। অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিশূন্য চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র ও পুষ্ট হইলে, এবং শুক্রের ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সুখাভিলাষী হইয়া থাকে।

সুখ্যাতি।

৪৪২। শিষ্য। জাতকের সুখ্যাতির সূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। (১) রবিরেখা উভয়হস্তে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও অপর কোন রেখা-দ্বারা অকর্ত্তিত, কিংবা (২) বৃহস্পতির স্থানে তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতক সাধারণ্যে সুখ্যাতিলাভ করিয়া থাকে।

(চিত্র—৩৬, চিহ্ন—১৫ ; চিত্র—১৩, চিহ্ন—৯।)

—(অসাধারণ)

৪৪৩। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাধারণ সুখ্যাতিলাভে সমর্থ হয় ?

গুরু। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে জাতক, অসাধারণ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৪।)

সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধান।

৪৪৪। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের সমস্ত বিষয়ের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানে কৌতূহল জন্মিয়া থাকে?

গুরু। রবির স্থান উচ্চ, হস্তাঙ্গুলীসমূহ পুষ্ট, কোমল কমনীয় এবং নখর সকল ক্ষুদ্র হইলে, জাতকের সূক্ষ্মতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য কৌতূহল জন্মিয়া থাকে।

সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ।

৪৪৫। শিষ্য। সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার হস্তে কিরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। শুক্রস্থান রেখাবিহীন ও বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র, শুক্র—এই সকল গ্রহেরই স্থান পরিপুষ্ট হইলে, জাতক স্থিরচেতাঃ বিশুদ্ধ-প্রকৃতি হইয়া, নির্জ্জনবাসে ঈশ্বরপ্রেমে সূক্ষ্মধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝিবার জন্য জীবনযাপন করিয়া থাকে।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—৪।)

সূক্ষ্মবিচার।

৪৪৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সূক্ষ্মবিচারশক্তির সূচনা করে?

গুরু। (১) হস্ততল ক্ষুদ্র, অঙ্গুলী সকল গ্রন্থিযুক্ত, (২) অঙ্গুলী সকল হস্ততলের সমান দীর্ঘ ও চতুষ্কোণ এবং অঙ্গুলী সকলের দ্বিতীয় পর্ব্ব অপেক্ষাকৃত অধিক দীর্ঘ হইলে জাতকের সমস্ত বিষয়ে উত্তমরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা আছে, জানা যায়।

সেবকত্ব—(আরাধনায়)

৪৪৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে দেবসেবায় রত করে?

গুরু। বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান উচ্চ, হৃদয়রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, বৃহস্পতির ও শুক্রের স্থান উন্নত হইলে, জাতক দেবদেবীর আরাধনা উপাসনায় রত হইতে সমর্থ হয়।

সৈনিকত্ব—(খ্যাতি)

৪৪৮। শিষ্য। বিখ্যাত সৈনিক পুরুষের হস্তে কি চিহ্ন তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তির সূচক?

গুরু। আয়ুরেখার ও ভাগ্যরেখার মধ্যস্থ মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন থাকিলে, জাতক বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ হইতে পারে।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—৩।)

সৈনিকত্ব—(বিচক্ষণতা)

৪৪৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিচক্ষণ সৈনিক হইতে পারে ?

গুরু। মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে একটী গভীররেখা অঙ্কিত এবং মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে, জাতক সৈনিক হইয়া কার্য্যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—৮।)

সৌজন্য।

৪৫০। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সৌজন্যের সূচনা করে ?

গুরু। অঙ্গুলীসমূহের প্রথম পর্ব্ব পুষ্ট এবং বৃহস্পতির রবির ও শুক্রের স্থান পুষ্ট হইলে, জাতক সৌজন্য দেখাইতে সমর্থ হয়।

সৌভাগ্য—(জলভ্রমণে)

৪৫১। শিষ্য। জাতকের জলভ্রমণে সৌভাগ্যসূচক চিহ্ন কি ?

গুরু। চন্দ্রস্থানে করত্রিকোণের সন্নিকটে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জাতক জলভ্রমণে সৌভাগ্যলাভে সমর্থ হয়। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—৬।)

সৌভাগ্যবত্তা।

৪৫২। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক সৌভাগ্যসম্পন্ন হইতে সমর্থ হয় ?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাইলে, (২) একটী সরলরেখা শিরোরেখা হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিব স্থানে তাবকা-চিহ্নের সহিত মিলিত হইলে, কিংবা রবিরেখা আয়ুরেখা হইতে উত্থিত হইয়া, রবিস্থান পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

(চিত্র—৪০, চিহ্ন—১৪ ; চিত্র—১১, চিহ্ন—১ ; চিত্র—৫, চিহ্ন—৪।)

—(অন্যসাহায্যে)

৪৫৩। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্যের সাহায্যে সৌভাগ্যবান্ হয় ?

গুরু। ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে সরলভাবে উত্থিত হইয়া; শনির স্থান পর্য্যন্ত যাইলে, জাতক অন্যের সাহায্য পাইয়া সৌভাগ্যবান্ হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৩৫, চিহ্ন—১৪।)

সৌভাগ্যশালিতা।

৪৫৪। শিষ্য। সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির হস্তে কি বিশিষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়?

গুরু। (১) শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা শাখাযুক্ত, (২) একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া বুধস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত, কিংবা (৩) বুধের অথবা বৃহস্পতির স্থানে একটী গভীর রেখা অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, জাতক সৌভাগ্যশালী হইতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪১, চিহ্ন—৭।৯ ; চিত্র—৪০, চিহ্ন ৪।১৫।১৬।)

সৌভাগ্যোদয়—(জীবনের শেষে হঠাৎ)

৪৫৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের জীবনের শেষাংশে হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় হয়?

গুরু। মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয়ের কোন একটীর উপর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে, জাতকের জীবনের শেষাংশে হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় হয়।

(চিত্র—২৮, চিহ্ন—৮।)

—(সাতিশয়)

৪৫৬। শিষ্য। জাতকের সাতিশয় সৌভাগ্যোদয়ের চিহ্ন কি?

গুরু। অনুগরেখা আয়ুরেখা ও প্রবৃত্তিরেখা স্বাস্থ্যরেখা পার্শ্বে থাকিলে জাতক সাতিশয় সৌভাগ্যবান্ হয়।

(চিত্র—৪১, চিহ্ন—১।২।৩।৪।)

—(সাতিশয় পরিশ্রমে)

৪৫৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের সাতিশয় পরিশ্রমে সৌভাগ্যোদয়ের সূচনা করে?

গুরু। মণিবন্ধ শৃঙ্খলাকার ও সরল, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন হইলে, জাতক সাতিশয় পরিশ্রমে সৌভাগ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়। (চিত্র—২৫, চিহ্ন—৭।)

—(হঠাৎ)

৪৫৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় হয়?

গুরু। ভাগ্যরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত যাইলে, এবং হৃদয়রেখা বৃহস্পতির স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতকের হঠাৎ সৌভাগ্যোদয় হয়। (চিত্র—৩৬, চিহ্ন—৪।১৪।)

সৌহৃদ্য—(ধার্ম্মিকসহ)

৪৫৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মহান্ ধার্ম্মিকের সহিত সৌহার্দ্দ্যস্থাপনে সমর্থ হয়?

গুরু। কনিষ্ঠার মূল হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বুধস্থান-গত হইলে জাতক মহান্ ধার্ম্মিকজনের সহিত সৌহৃদ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—৯।)

স্ত্রীপ্রপীড়িতত্ব।

৪৬০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্ত্রীজাতিদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া থাকে?

গুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকিলে, (২) একটা সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া ভাগ্যরেখা কর্ত্তন করিলে, কিংবা (৩) মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটী বৃত্ত-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে, জাতক স্ত্রীজাতিকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হয়।

(চিত্র—৪১, চিহ্ন—১০।১১।১২।)

স্ত্রীপ্রীতি।

৪৬১। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীজাতি পুরুষের প্রতি সাতিশয় অনুরক্তা হয়?

গুরু। স্ত্রীজাতির হস্তে আয়ুরেখার পার্শ্বে একটী অনুগরেখা থাকিলে, জাতিকা পুরুষকে সাতিশয় ভালবাসিয়া তাহাতে অনুরক্তা থাকে।

(চিত্র—৪১, —চিহ্ন—১।২।)

স্ত্রীপ্রেমে—(বিপৎ)

৪৬২। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া বিপদে পতিত হয়?

গুরু। চন্দ্রস্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া বিপদে পতিত হয়। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১৩।)

—(স্ত্রৈণ্যত্ব)

৪৬৩। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে স্ত্রৈণ্য করে?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা হইতে একটী রেখা অধোমুখী হইয়া শিরোরেখার নিকটবর্ত্তী (২) একটী সরলরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্রে গিয়া তারকা-চিহ্নযুক্ত, কিংবা (৩) শুক্রস্থানে একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকিলে; জাতক স্ত্রৈণ্য হইয়া থাকে।

(চিত্র—২৪, চিহ্ন—৯।১০।১৪।)

স্থায়িপ্রেম।

৪৬৪। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্থায়িপ্রেমের সূচনা করে?

গুরু। শুক্রস্থানে কতকগুলি রেখা অপর কোন রেখাদ্বারা কর্ত্তিত না হইয়া সরলভাবে থাকিলে, জাতকের প্রেম স্থায়িভাবে চিরকাল স্থির থাকে।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—১০।)

স্থিরপ্রতিজ্ঞত্ব।

৪৬৫। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতক স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে সমর্থ হয়?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা শাখাবিশিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিস্থানে উপনীত, কিংবা (২) মঙ্গলের স্থান উচ্চ, শিরোরেখা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হইলে, জাতক স্থিরপ্রতিজ্ঞ অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গীকার স্থির রাখিতে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—১৫।২।)

স্নায়ুরোগ।

৪৬৬। শিষ্য। কি চিহ্ন স্নায়ুগত রোগের সূচনা করে?

গুরু। (১) আয়ুরেখার উপর বিন্দুচিহ্ন থাকিলে, কিংবা (২) চন্দ্রস্থান পরিপুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত হইলে জাতকের স্নায়ুগত রোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিত্র—৩২, চিহ্ন—৭।১৬।)

স্নেহবত্তা।

৪৬৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে স্নেহবান্ করে?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা দীর্ঘ, সুস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম এবং শুক্রস্থান পরিপুষ্ট হইলে, জাতক সাতিশয় স্নেহশীল হইয়া থাকে। (চিত্র—২৬, চিহ্ন—১৪।)

স্মরণশক্তিমত্তা।

৪৬৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উত্তম স্মরণশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে ?

গুরু। শিরোরেখা হস্তের একপার্শ্ব হইতে অন্যপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও স্বাস্থ্যরেখা দীর্ঘ সূক্ষ্ম ও পরিস্কুতরূপে অঙ্কিত হইলে জাতক উৎকৃষ্ট স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন হয়। (চিত্র—৩৮, চিহ্ন—৪।১৩।)

স্মৃতিশক্তিহীনতা।

৪৬৯। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্মরণশক্তিহীন হয় ?

গুরু। শিরোরেখা অনেক স্থলে ভগ্ন হইলে জাতকের স্মরণশক্তির অভাব ঘটে। (চিত্র—৪০, চিহ্ন—৩।২০।)

স্বপ্নে—(ঔষধলাভ)

৪৭০। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্বপ্নযোগে ঔষধপ্রাপ্তির সূচনা করে ?

গুরু। (১) স্বাস্থ্যরেখার উপর একটী যবচিহ্ন চিত্রিত কিংবা (২) শুক্রবন্ধনী সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিলে জাতক স্বপ্নযোগে ঔষধলাভে সমর্থ হয়।

(চিত্র—৪৪, চিহ্ন—১।৫।)

স্বভাবকার্কশ্য।

৪৭১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক কর্কশস্বভাব হয় ?

গুরু। (১) উভয় হস্তে রবির ও শুক্রের স্থান সমতল, হৃদয়রেখা শাখাহীন; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে অঙ্কিত এবং অঙ্গুলী সকল লোহিতবর্ণ ও চতুষ্কোণ হইলে, জাতক কর্কশস্বভাব হইয়া থাকে। (চিত্র—৩, চিহ্ন—২।)

স্বভাবকার্পণ্য।

৪৭২। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্বভাবকার্পণ্যের সূচনা করে ?

গুরু। করত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ প্রশস্ত, হৃদয়রেখা ক্ষুদ্র ও শিরোরেখা সুদীর্ঘ এবং করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত হইলে জাতক কৃপণ হইয়া থাকে।

(চিত্র—১৩, চিহ্ন—২ ; চিত্র—৩১, চিহ্ন—১।৩।)

স্বভাবরৌক্ষ্য।

৪৭৩। শিষ্য কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক রুক্ষস্বভাব হয় ?

গুরু। (১) বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম গ্রন্থির পার্শ্বদেশে দুইটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত, বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান অপরিপুষ্ট, এবং বৃহস্পতির নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান পুষ্ট, কিংবা (২) আয়ুরেখা শৃঙ্খলাকার এবং করত্রিকোণের তৃতীয় কোণ ব্যবচ্ছিন্ন ও করতল বহুরেখাযুক্ত হইলে, জাতক রুক্ষস্বভাববিশিষ্ট বা খিট্‌খিটে হইয়া থাকে।

(চিত্র—৪০, চিহ্ন—১৭।১৮।১৯।)

স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয়তা।

৪৭৪। শিষ্য। স্বাচ্ছন্দ্যপ্রিয় ব্যক্তির হস্তে কিরূপ চিহ্ন থাকে ?

গুরু। অঙ্গুলী ও করতল উভয়ই সমদীর্ঘ এবং অঙ্গুলীসমূহ চতুষ্কোণ ও সমস্ত অঙ্গুলীর তৃতীয় পর্ব্ব অন্য পর্ব্ব সকল অপেক্ষা পুষ্টতম হইলে, জাতক স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের সমাহার বা সংস্থান করিতে ভালবাসে।

স্বাধীনকর্ম্মত্ব।

৪৭৫। শিষ্য। কিরূপ চিহ্নদ্বারা জাতক স্বাধীনভাবে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়।

গুরু। অঙ্গুলীসমূহ পুষ্ট এবং অনামিকা ও মধ্যমার মধ্যস্থল বিস্তৃত হইলে, জাতক স্বাধীনভাবে কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

স্বাধীনচিন্তত্ব।

৪৭৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্বাধীনচিন্তার সূচনা করে ?

গুরু। তর্জ্জনী ও মধ্যমার সংযোগস্থল সাতিশয় বিস্তৃত এবং অঙ্গুলী সকল পুষ্ট হইলে, জাতকের স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে, জানা যায়।

স্বাধীনতা।

৪৭৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের স্বাধীনতার সূচনা করে ?

গুরু। অঙ্গুলী সকল শুণ্ডাকার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী দীর্ঘ ও পুষ্ট হইলে, জাতক স্বাধীনভাবে কর্ম্মসাধনে রত হইতে পারে।

স্বাভাবিকজ্ঞান।

৪৭৮। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্থূল স্বাভাবিক জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে?

গুরু। বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পুষ্ট এবং অঙ্গুলীসমূহের তৃতীয় পর্ব্ব পুষ্ট, আর করত্রিকোণ অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইলে, জাতকের স্থূল স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, জানা যায়।

—(দৌত্যে)

৪৭৯। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের দৌত্যকর্ম্মে স্বাভাবিক জ্ঞানের সূচনা করে?

গুরু। শিরোরেখার শেষভাগ শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা চন্দ্রস্থানে ও অপরটী বুধস্থানে যাইলে, এবং বুধস্থান পরিপুষ্ট হইলে, জাতকের দৌত্য-কর্ম্মে স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে। (চিত্র—৩৭, চিহ্ন—১৩।১৪।)

—(নাট্যে)

৪৮০। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের নাটক লিখিবার স্বাভাবিক জ্ঞান থাকে?

গুরু। উভয় হস্তের অনামিকা স্থূলাগ্র হইলে, জাতকের নাটক লিখিবার স্বাভাবিক জ্ঞান আছে, জানা যায়।

—(চিকিৎসায়)

৪৮১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতকের চিকিৎসাবিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে?

গুরু। উন্নত বুধস্থানে তিনটী সরলরেখা থাকিলে, জাতকের চিকিৎসা শাস্ত্রে স্বাভাবিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। (চিত্র—৩৯, চিহ্ন—১৭।)

—(রাজনীতিসংক্রান্ত)

৪৮২। শিষ্য। কি চিহ্ন স্বাভাবিক রাজনীতিজ্ঞানের সূচনা করে?

গুরু। শিরোরেখা দুইটী শাখাবিশিষ্ট হইয়া একটী শাখা বুধের স্থানে অপরটী চন্দ্রের স্থানে যাইলে, জাতকের রাজনীতিবিষয়ে স্বাভাবিক জ্ঞ থাকে। (চিত্র—৪, চিহ্ন—১।২।)

(হ)

হঠাদ্‌রোগাক্রান্তি।

৪৮৩। শিষ্য। হস্তে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাৎ রোগাক্রান্ত হয়?

গুরু। শুক্রস্থান হইতে একটী সরলরেখা উত্থিত হইয়া, হৃদয়রেখাস্থ কোন ক্রুশ চিহ্নের সহিত মিলিত হইলে, এবং আয়ুরেখার ও হৃদয়রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ দাগ কিংবা বিন্দু-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতককে হঠাৎ রোগগ্রস্ত হইতে হয়। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১৪।১৫।১৬।)

হঠাদ্‌রোগে মৃত্যু।

৪৮৪। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়?

গুরু। উভয় হস্তে একই স্থলে হৃদয়রেখার ও আয়ুরেখার উপর এক একটী কাল তিল-চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতক হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু উক্ত চিহ্ন এক হস্তে থাকিলে, মৃত্যু না ঘটিয়া কেবল রোগযন্ত্রণার ভোগই হইয়া থাকে। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১৬।)

হঠাদ্‌বিপৎ।

৪৮৫। শিষ্য। কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাদ্‌বিপদ্‌গ্রস্ত হয়?

গুরু। উভয় হস্তের ভাগ্যরেখার উপর একটী বা দুইটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত, অথবা উভয় হস্তের আয়ুরেখার উপর ক্রুশ-চিহ্ন চিত্রিত হইয়া থাকিলে, জাতক অকস্মাৎ বিপদে পতিত হইয়া থাকে। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১৭।১৮।)

হতভাগ্যতা।

৪৮৬। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতককে হতভাগ্য করিয়া থাকে?

গুরু। (১) ভাগ্যরেখা মণিবন্ধের নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া অনেক স্থানে ভগ্ন হইলে, জাতক হতভাগ্য হইয়া থাকে। (চিত্র—৪২, চিহ্ন—৯।)

হননপ্রবৃত্তি।

৪৮৭। শিষ্য। কি চিহ্ন জাতকের হৃদ্‌গত হননপ্রবৃত্তি প্রকাশ করে?

গুরু। (১) মঙ্গলের স্থানে তারকা-চিহ্ন থাকিলে, (২) শনিস্থানের নিম্নে শিরোরেখার উপর নীলবর্ণের রেখা থাকিলে, জাতকের আত্মেতর জীবের হননপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। (চিত্র—৪২, চিহ্ন—১০।১১।)

হাঁপানী।

৪৮৮। শিষ্য। কি চিহ্নে জাতকের হাঁপানী কাসরোগের সূচনা করে?

গুরু। করচতুষ্কোণ অপ্রশস্ত ও স্বাস্থ্যরেখা অস্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের হাঁপানী কাসরোগ জন্মিয়া থাকে।

হানি—(হিংস্রপশু হইতে)

৪৮৯। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হিংস্রপশুদ্বারা আহত হয়?

গুরু। (১) শনি ও মঙ্গলের স্থানে তারকা-চিহ্ন এবং চন্দ্রস্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত যাইলে, কিংবা (২) আয়ুরেখাস্থ কোন যব-চিহ্নের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু-চিহ্ন থাকিলে, জাতককে হিংস্র পশুদ্বারা আক্রান্ত হইতে হয়। (চিত্র—৪১, চিহ্ন—১১।১২।১৩।১৪।)

হিংসা।

৪৯০। শিষ্য। জাতকের হিংসাবৃত্তির সূচক চিহ্ন কি?

গুরু। (১) তর্জ্জনীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্ব, কতকগুলি তির্য্যক্ (টের্চ্চা) রেখাদ্বারা কর্ত্তিত, বৃহস্পতির ও রবির স্থান উচ্চ, কিংবা (২) রবিস্থান উচ্চ, এবং উহার উপরে পার্শ্ব-বিস্তৃত বা শায়িতরেখা থাকিলে জাতক হিংসক হইয়া থাকে। (চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৬।৭ ; চিত্র—১৯, চিহ্ন—৭।)

হৃদ্‌রোগ।

৪৯১। শিষ্য। কিরূপ চিহ্ন থাকিলে জাতক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়?

গুরু। (১) হৃদয়রেখা মলিন, বিস্তৃত ও শনিস্থানের নিকট অত্যন্ত প্রশস্ত কিংবা (২) আয়ুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখা, অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট হইয়া মিলিত এবং নীল কিংবা লাল বিন্দুচিহ্ন হইলে, জাতকের হৃদ্‌রোগ জন্মিয়া থাকে।

(চিত্র—৪৩, চিহ্ন—৮।৯।১০।)

হস্তরেখানুশীলন।

গুরু। বৎস, আমি অদ্য তোমার সহজবুদ্ধিসম্ভূত সকল প্রকার সন্দেহেরই নিরাকরণহেতুক তৎসম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তত্ত্বেরই যথাসম্ভব উপদেশ প্রদান কবিলাম; এক্ষণে তৎসম্বন্ধে যে কিরূপ জ্ঞানলাভ করিলে, এই কয়েকটী হস্তপাঠে তাহার পবিচয় দিয়া আমায় সন্তুষ্ট কর।

শিষ্য। প্রভো, ভবদনুগ্রহে আপনাব মুখে অনেক তত্ত্বেবই উপদেশ প্রকাশ পাওয়াতে, এ মূঢ়ের যে কথঞ্চিৎ জ্ঞান বিকাশ পাইয়াছে, তাহার পরীক্ষা এই কয়েকটী হস্তপাঠে দিতেছি। আপনি পূর্ব্বে 'সামুদ্রিক শিক্ষায়' আয়ুর্ব্বিচার সম্বন্ধে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাতে ঘটনাবলী মিলাইবার জন্য সময়নিরূপণ একান্ত প্রয়োজনীয়। এক্ষণে আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া, তাহার পর হস্তরেখাপাঠ করিয়া স্বজ্ঞানের প্রকাশ করাই সঙ্গত। আয়ুরেখার সময়নির্দ্দেশের প্রথম উপায়, বৃহস্পতির নিম্নে আয়ুরেখাব যে অংশটুকু আছে, তাহাই ৩০ বৎসর। সেই ৩০ বৎসর পরিমিত আয়ুরেখা সমান ৩০ ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহাই এক এক বৎসবের পরিমাণ। শেষভাগে এইরূপ সঙ্কীর্ণ স্থান জীবনের শেষের ৩০ বৎসরকাল সূচক। মধ্যের প্রশস্ত অংশই ৪০ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক বৎসরেব পরিমাণ সূচনা করিয়া থাকে। ভাগ্যরেখার বয়োবিভাগে প্রারম্ভ হইতে শিরোরেখার কল্পিত স্থান পর্য্যন্ত ৩৫ বৎসর। এই অংশকে সমান ৩৫ ভাগে বিভক্ত করিলে, এক এক ভাগ এক এক বর্ষকালসূচক; পরে শিরোরেখা ও হৃদয়রেখার মধ্যস্থ অংশ ৩৫ শ হইতে ৫৫ বর্ষ—মধ্যের ২০ বৎসরের সূচনা করে; এই ক্ষুদ্র অংশকে সমান ২০ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করে। তদতিক্রান্ত অবশিষ্ট অংশ ৫৫ বর্ষ হইতে শততম বর্ষ পর্য্যন্ত—শেষের ৪৫ বৎসরের; আর এই অংশকে সম ৪৫ ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার এক এক ভাগ এক এক বর্ষের সূচনা করিয়া থাকে। এই ভাগ্যরেখাব ও আয়ুরেখাব অনুপাতে অপবাপব রেখাও কালনির্দ্দেশ কবিতে হয়। (চিত্র—৪৫।)

শিষ্য। প্রভো, ভবদুপদিষ্ট বিষয়েরই এইমাত্র স্মরণ হইতেছে; এক্ষণে যদি এই আমার কথিত বিষয়টী অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে আমি হস্তপাঠ করিতে ব্রতী হইতে পারি।

গুরু। তোমার স্মৃতিশক্তি আমার উপদেশ ধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ বলিয়াই, তোমাকে সকল তত্ত্বেরই উপদেশ করিতে আমি অনুক্ষণ প্রস্তুত। এক্ষণে বোধ হয়, তুমি এই কয়টী লোকের হস্তরেখা পাঠ করিয়া, তাহার সমস্ত ফলাফল যথাযুক্ত বলিতে পারিবে। এক্ষণে দেখা যাউক, প্রকৃতপক্ষে তোমার উপদিষ্টবিষয়ে কিরূপ জ্ঞানলাভ হইয়াছে।

শিষ্য। প্রভো, যখন আপনার ন্যায় সদ্গুরুর শ্রীমুখ হইতে অব্যর্থফল উপদেশ পাইতে সমর্থ হইয়াছি, তখন আপনার কৃপাবলম্বনে এই কয়টী হস্ত পাঠে যে, সমর্থ হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রথম হস্ত—৪৬ চিত্র।

ইহার অঙ্গুলীর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা করতলের দৈর্ঘ্য অধিক এবং শুক্রস্থান সাতিশয় প্রশস্ত ও করত্রিকোণ মলিন হওয়ায়, ইনি দেহাত্মবাদী।

[পৃষ্ঠা—৪৫, অনুবন্ধ—১৭৪।]

১। আয়ুরেখার ১০ বৎসর সময় নির্দ্দেশক স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন থাকায়, ইহার ঐ সময় শারীরিক বিকারে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অস্বাস্থ্য ঘটিয়াছে।

[পৃষ্ঠা—৯৭, অনুবন্ধ—৩৮৮; পৃষ্ঠা—১১৫, অনুবন্ধ—৪৬৬।]

২। শুক্রস্থান হইতে একটি রেখা উত্থিত হইয়া আয়ুরেখার ১২ বৎসর-জ্ঞাপক স্থান এবং শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা—এই তিন রেখা কর্ত্তন করিয়া যাওয়ায়, ১২ বৎসরের সময় ইহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে।

[পৃষ্ঠা ৮০, অনুবন্ধ ৩২০।]

৩। ঐরূপ শুক্রস্থানোত্থিত একটি রেখা আয়ুরেখার ১৪ বৎসরসূচক স্থান কর্ত্তন করিয়া, শিরোরেখা হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া যাওয়ায়, ১৪ বৎসরে ইহার একটি ভগিনীর মৃত্যুজনিত শোক ঘটিয়াছে।

চিত্র-৪০

চিত্র-৪৬
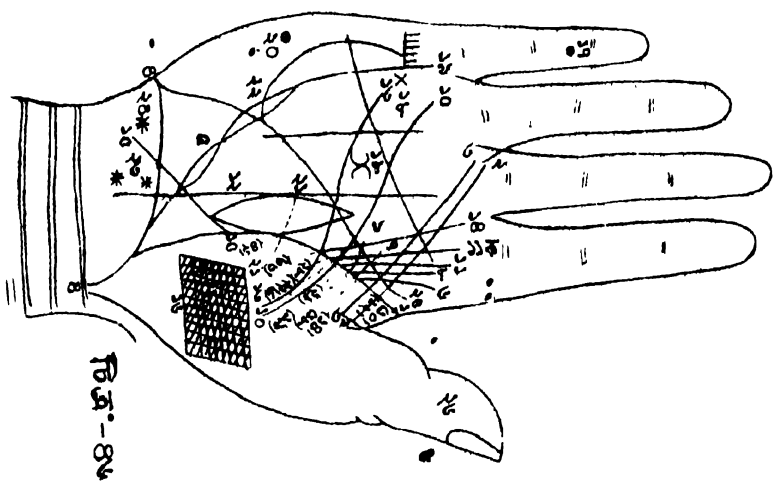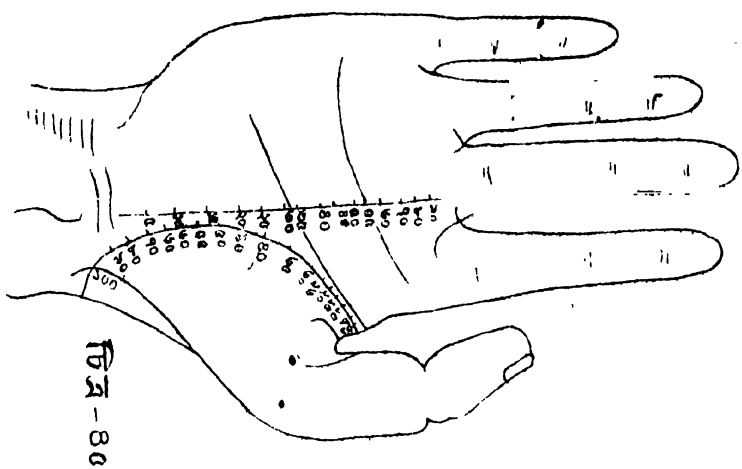
৪। মণিবন্ধ হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া, শুক্রস্থান ভেদ ও চন্দ্রস্থান অতিক্রম করিয়া, হস্তপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায়, পিতার সহিত পিতৃ-কর্ম্মস্থান রেঙ্গুণে যাইতে সমুদ্রযাত্রা করিতে হইয়াছিল।

[পৃষ্ঠা—৭৭, অনুবন্ধ—৩০৫।]

৫। স্বাস্থ্যরেখার উপর একটী যব-চিহ্ন থাকায়, ১৫ বৎসর বয়সের শেষে রেঙ্গুণেই অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল। [পৃষ্ঠা—২, অনুবন্ধ—১।]

৬।৭। আয়ুরেখার ১৮ বৎসর সূচক স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতিস্থানে উপনীত এবং ইহার মূলদেশ অপর একটী টের্চ্চা রেখা-দ্বারা কর্ত্তিত হওয়ায়, জাতক ১৮ বৎসরে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, মনঃকষ্ট পায়। [পৃষ্ঠা ১০৮, অনুবন্ধ ৪৩৩।]

৮।৯। আয়ুরেখার ১৯ বৎসরের সময় সূচক স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত ও অপর একটী টের্চ্চা রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হওয়ায়, ১৯ বৎসরে পুনর্ব্বার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়।

১০। একটী সূক্ষ্মরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখার ২১ বৎসর সূচক স্থান ভেদ ও শিরোরেখা কর্ত্তন করিয়া, হৃদয়রেখা স্পর্শ করায়, ২১ বৎসরের সময় ইহার বিবাহ হয়। [পৃষ্ঠা—৯২, অনুবন্ধ—৩৬৭।]

১১। আয়ুরেখার ২২ বৎসরের শেষভাগের নিরূপক স্থান হইতে একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা বৃহস্পতিস্থানে যাওয়ায়, জাতক প্রথম কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

[পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

১১। (ক)। আয়ুরেখার ২৪ বৎসর বয়োজ্ঞাপক স্থানে আর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, জাতকের কর্ম্মস্থানে উন্নতিলাভ হইয়াছে।

১২। ভাগ্যরেখার ২৮ বৎসর বয়োজ্ঞাপক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, করচতুষ্কোণের মধ্যস্থল প্রায় ৪২ বৎসর পর্য্যন্ত একটী লম্বা যব-চিহ্ন থাকায়, ঐ সময় জাতককে একটী স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল।

[পৃষ্ঠা—৬৬, অনুবন্ধ—২৫৯।]

১৩। শুক্রস্থানোত্থিত একটী রেখা আয়ুরেখার ৩২ বৎসরের শেষ বয়ঃ-সূচক স্থান ভেদ করিয়া, শিরোরেখা হৃদয়রেখা কর্ত্তন করিয়া গিয়াছে বলিয়াই, ঐ বয়সে ইহার পিতৃবিয়োগ ঘটিয়াছে। [পৃষ্ঠা—৮০, অনুবন্ধ—৩২০।]

১৪। আয়ূরেখার ৩৩ বৎসরের প্রারম্ভ হইতে একটী রেখা উর্দ্ধমুখী হইয়া শনিস্থানগত হওয়ায়, ঐ সময় ইহার বৈদেশিক চাক্‌রীতে আর্থিক উন্নতি হয়। [পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

১৫।১৬। হস্তপার্শ্ব হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া, আয়ূরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং শুক্রস্থানে একটী জাল-চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া থাকায়, ইনি সুরাপায়ী ও লম্পট হইয়াছিলেন।

[পৃষ্ঠা—৮৭, অনুবন্ধ—৩৪৫ ; পৃষ্ঠা—৭৮, অনুবন্ধ—৩০৯।]

১৭।১৮। বুধের স্থানের দ্বিতীয় পর্ব্বে একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন অঙ্কিত এবং মঙ্গলের স্থানে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত থাকায়, ৩৬ বৎসর বয়ঃক্রমে ইহার ১০০০৲ টাকা অপহৃত হইয়াছে। [পৃষ্ঠা—৬, অনুবন্ধ—১৯।]

১৯। ইহার হস্তে বুধের স্থানের নিম্নে সরলভাবে ৭টী রেখা অঙ্কিত আছে ; উহার ৪টী সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকায়, ৪টী পুত্র, আর দুইটী রেখা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম হওয়ায়, ২টী কন্যা ; এবং একটী ভগ্ন থাকায়, গর্ভস্রাবে ভ্রূণ নষ্ট হইয়াছে। [পৃষ্ঠা—৬৪, অনুবন্ধ—২৫১।]

২০।২১। মঙ্গলের স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল-চিহ্ন অঙ্কিত থাকায়, এবং শুক্রস্থানোত্থিত একটী রেখা আয়ূরেখা কর্ত্তন করিয়া ভাগ্যরেখা ভেদ করায়, ইহার ৩৮ বৎসর বয়সে মামলা-মোকদ্দমায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

[পৃষ্ঠা—৭৬, অনুবন্ধ—৩০১।]

২২। স্বাস্থ্যরেখায় একটী বড় যব-চিহ্ন থাকায়, ইনি ৪২ বৎসর বয়সে ব্যবসায় নষ্টসম্পত্তি হইয়া দেউলিয়া হইবেন।

[পৃষ্ঠা—৭৩, অনুবন্ধ—৬৭।]

২৩।২৪। ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে দুইটী তারকা-চিহ্ন এবং চন্দ্রস্থানে অপর একটী তারকা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকায়, এবং আয়ূরেখা ৪৪ বৎসরের স্থানে বিরত হওয়ায়, ইহাকে বিষপ্রয়োগে আত্মহত্যা করিতে হইবে।

[পৃষ্ঠা—১৮, অনুবন্ধ—৬৭।]

২৫।২৬। ইহার হস্তে শিরোরেখা বৃহস্পতির নিম্নে আয়ূরেখা হইতে পৃথক্‌ হইয়া থাকায়, ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র ও পুষ্ট হওয়ায়, ইনি একগুঁয়ে স্বভাবসম্পন্ন। [পৃষ্ঠা—১০৮, অনুবন্ধ—৪৩১।]

চিত্র – ৪৭

চিত্র – ৪৮
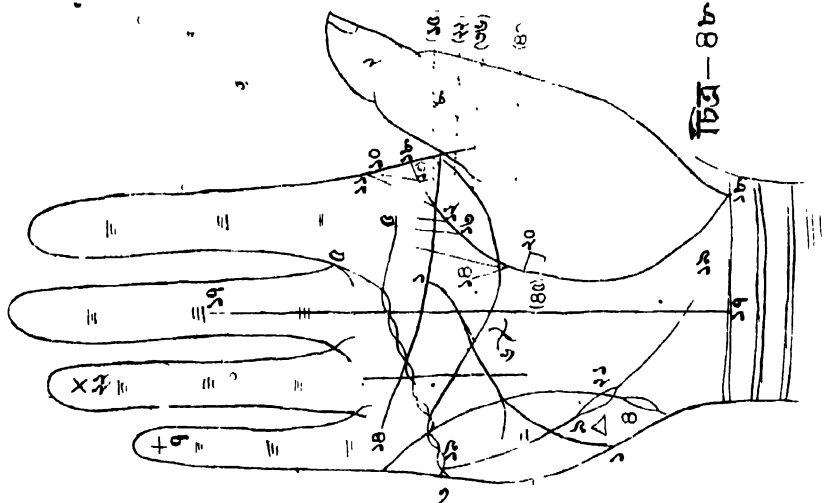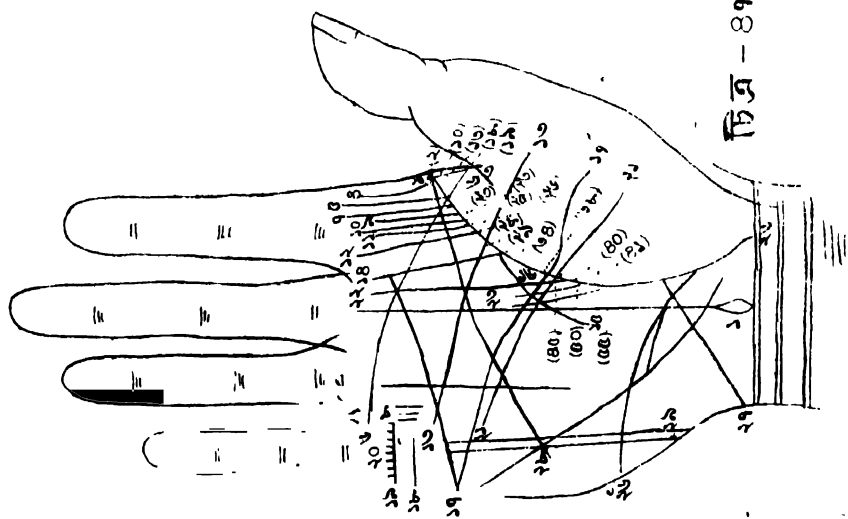
দ্বিতীয় হস্ত—৪৭ চিত্র।

১। ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে একটী যবচিহ্ন থাকায়, অতি শৈশবে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। [পৃষ্ঠা—৮০, অনুবন্ধ—৩১৯।]

২। আয়ূরেখার সহিত শিরোরেখার মিলনে একটী কোণ সুস্পষ্ট অঙ্কিত থাকায়, ইনি পরিণামদর্শী; আবার এই উভয় রেখার প্রারম্ভে ১ বৎসর সূচক স্থানে একটী কৃষ্ণবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকায়, ঐ সময়ে স্বাস্থ্যবিকারে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য ও মাথাব্যথা প্রভৃতিতে কষ্ট পাইয়াছেন।

[পৃষ্ঠা—৯৭, অনুবন্ধ ৩৮৮; পৃষ্ঠা ১১১, অনুবন্ধ—৩৬৬।]

৩। একটি টের্চ্চারেখা আয়ূরেখার ১০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থল ভেদ করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, ঐ সময়ে ইঁহার একটী ভ্রাতৃবিয়োগ হইয়াছে।

[পৃষ্ঠা—৮০, অনুবন্ধ—৩২০।]

৪। আয়ূরেখার ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থান হইতে একটি শাখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানে যাওয়ায়, ঐ সময়ে ইনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। [পৃষ্ঠা—২৪, অনুবন্ধ ৯১।]

৫। আয়ূরেখার ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে ঐরূপ একটী উর্দ্ধমুখী শাখা থাকায়, ঐ বয়সে ইনি এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়াছেন।

[পৃষ্ঠা—২৪, অনুবন্ধ—৯১।]

৬। একটী সূক্ষ্মরেখা শুক্রস্থান হইতে উত্থিত হইয়া আয়ূরেখার ১৯ বৎসর সূচক স্থলভেদ ও শিরোরেখা কর্ত্তন করিয়া, হৃদয়রেখা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে ইঁহার ১৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছে।

[পৃষ্ঠা—৯২, অনুবন্ধ—৩৬৭।]

৭। আয়ূরেখার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতিস্থানে যাওয়ায়, ঐ সময়ে ইনি এফ. এ. পাশ করেন।

[পৃষ্ঠা—২৪, অনুবন্ধ—৯১।]

৮। তৎপরে ইঁহার বুধের স্থান উন্নত ও উহার উপর তিনটী রেখা দণ্ডায়মান থাকায়, ইনি রসায়ন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুরাগী এবং তজ্জন্যই মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন।

[পৃষ্ঠা—৩৪, অনুবন্ধ—১৩৪; পৃষ্ঠা—৮৬, অনুবন্ধ—৩৪১।]

৯। আয়ুরেখার ২৩ বৎসরবয়োজ্ঞাপক স্থান হইতে একটি রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী হওয়ায়, ইনি ঐ সময় প্রথম এল. এম. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। [পৃষ্ঠা—২৪ অনুবন্ধ,—৯১।]

১০। ঐরূপ আর একটী রেখা আয়ুরেখার ২৫ বৎসরে স্থান হইতে উত্থিত হওয়ায়, ইনি দ্বিতীয় এল. এম. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১১। ঐরূপ আর একটী রেখা আয়ুরেখার ২৬ বৎসর বয়ঃসূচক স্থান হইতে উত্থিত হইয়া, বৃহস্পতির স্থানাভিমুখী হওয়ায়, ইনি রাজকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করেন। [পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

১২। আয়ুরেখার ২৮ বৎসব বয়ঃসূচকস্থলে ঐরূপ আর একটী রেখা থাকায়, ঐ সময় ইঁহার কর্ম্মে উন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।

[পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

১৩। শুক্রস্থান হইতে একটি রেখা উত্থিত হইয়া আয়ূবেখার ২৯ বৎসব সূচক স্থলভেদ করিয়া শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা উভয়রেখা কর্ত্তন করিয়া যাওয়ায়, ঐ সময়ে ইঁহার মাতৃবিয়োগজনিত শোক হইয়াছে।

[পৃষ্ঠা—১০০, অনুবন্ধ—৩৯৯।]

১৪। আয়ূরেখার ৩৪ বৎসর বয়োনির্দ্দেশক স্থল হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া, শনির স্থানে যাওয়ায় ইঁহার চিকিৎসাব্যবসায়ে বিশিষ্টরূপ অর্থাগম হওয়ায়, ইনি ধনবান্ হইয়াছিলেন। [পৃষ্ঠা—৫৮, অনুবন্ধ—১৮৫।]

১৫। আয়ূরেখার ৩৬ বৎসর বয়ঃসূচক স্থল হইতে একটী ক্ষুদ্র শাখারেখা অধোমুখী হইয়া থাকায়, ঐ সময় ইঁহার দেশভ্রমণ ঘটিয়াছিল।

[পৃষ্ঠা—৭৬, অনুবন্ধ—৩০৪।]

১৬। আয়ূরেখার ৩৮ বৎসর বয়োনির্দ্দেশক স্থলের উপরে একটী কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু থাকায়, ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি স্নায়ুদৌর্ব্বল্যজনিত পীড়ায় ভুগিয়াছেন। [পৃষ্ঠা—৯৭, অনুবন্ধ—৩৮৮।]

১৭। শুক্রস্থান হইতে একটী টের্চ্চারেখা উত্থিত হইয়া আয়ূরেখার ৪০ বৎসর বয়ঃসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া, শিরোরেখা ও হৃদয়রেখা উভয়রেখা ভেদ করিয়া যাওয়ায়, এই ৪০ বৎসরের সময় ইঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটায়, ইঁহাকে শোকভোগ করিতে হইয়াছে। [পৃষ্ঠা—১০০, অনুবন্ধ—৩৯৯।]

১৮।১৯। বুধের স্থানে হৃদয়রেখার সমান্তর ক্ষুদ্র দুইটী রেখা হস্তপার্শ্বে অঙ্কিত থাকায়, ইহার দ্বিভার্য্যাযোগ আছে। [পৃষ্ঠা—৭১, অনুবন্ধ—২৮২।]

২০। ইহার বুধস্থানে বিবাহরেখার সংলগ্ন আটটী রেখা অঙ্কিত থাকায়, ইহার আটটী সন্তানসন্ততি হইবে। [পৃষ্ঠা—৬৪, অনুবন্ধ—২৫১।]

২১। শুক্রস্থান হইতে একটী সম্বরেখা উত্থিত হইয়া, আয়ুরেখার ৪১ বৎসর বয়ঃসূচক স্থান কর্ত্তন করিয়া যাওয়ায়, ইহার ৪১ বৎসরে পুনশ্চ বিবাহ হইবে। [পৃষ্ঠা—৯২, অনুবন্ধ—৩৬৭।]

২২।২৩।২৪। আয়ুরেখার ক্রমশঃ ৪৫, ৫০, ৫৫ বৎসর বয়োজ্ঞাপক স্থলে উর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ঐ ঐ সময়ে ইহার আর্থিক উন্নতি হইবে।

[পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

২৫। মণিবন্ধ হইতে উত্থিত একটী রেখা শুক্রস্থান ও চন্দ্রস্থান অতিক্রম করিয়া, হস্তপার্শ্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায়, ইহার ৪২ বৎসর বয়সে জলভ্রমণ হইবে। [পৃষ্ঠা—৭৭, অনুবন্ধ—৩০৫।]

২৬।২৭।২৮। আয়ুরেখার ৭১ বৎসর বয়ঃসূচক স্থলে, একটী অধোমুখী রেখা চন্দ্রস্থানপর্য্যন্ত প্রসৃত থাকায়, এবং স্বাস্থ্যরেখার ও শিরোরেখার মিলনস্থল রক্তবর্ণ ও হৃদয়রেখা হইতে দুইটী রেখা নিঃসৃত হইয়া চন্দ্রস্থানাভিমুখী হওয়ায়, ইহার ৭১ বৎসরে সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

[পৃষ্ঠা—১০৪, অনুবন্ধ—৪১৪।]

তৃতীয় হস্ত—চিত্র ৪৮।

ইহার অঙ্গুলীসমূহ সূচ্যগ্র এবং গ্রন্থিসমূহ পরিপুষ্ট হওয়ায়, ইনি স্বভাবগত বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সমর্থ। [পৃষ্ঠা—৯৪, অনুবন্ধ—৩৭৭।]

১।২। ইহার শিরোরেখা শনির নিম্নস্থান হইতে উত্থিত হইয়া চন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত প্রসৃত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র অথচ সাতিশয় পুষ্ট হওয়ায়, ইনি একজন স্বমতপ্রবল সাদ্রেকসাধনপর অর্থাৎ একগুঁয়ে স্বভাবসম্পন্ন।

[পৃষ্ঠা—১০৮, অনুবন্ধ—৪৩১।]

৩। ইহার হৃদয়রেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া, একটী শাখা শনিস্থানগত হওয়ায় ইনি স্ত্রীবিদ্বেষী। [পৃষ্ঠা—৯২, অনুবন্ধ—৩৬৪]।

৪।৫।. চন্দ্রবুধরেখার প্রারম্ভে যব-চিহ্ন থাকায়, ও শিরোরেখা শাখাযুক্ত ও তাহার একটী শাখা শনির স্থানে অপরটী বৃহস্পতির স্থানে যাওয়ায়, ইঁহার অপ্রত্যক্ষ অতীন্দ্রিয় পদার্থসম্বন্ধে দর্শনশক্তি আছে। [পৃষ্ঠা—২, অনুবন্ধ—২।]

৬। করত্রিকোণের মধ্যে বক্ররেখাদ্বারা একটী ক্রুশ-চিহ্ন গঠিত থাকায়, ইনি সংসারিক জীবনে অর্থকষ্ট পাইয়াছেন। [পৃষ্ঠা—৬, অনুবন্ধ—১৮।]

৭। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্বে একটী ক্রুশ-চিহ্ন থাকায় ও বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, মঙ্গল, চন্দ্র ও শুক্র এই গ্রহসকলের স্থান উচ্চ—বিশেষতঃ বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট উন্নত হওয়ায়, জাতক বিবাহ না করিয়া, বিশুদ্ধভাবে বালব্রহ্মচর্য্য হইতে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। [পৃষ্ঠা—৫৭, অনুবন্ধ—২১৭।]

৯। চন্দ্রস্থানে একটী ত্রিকোণ-চিহ্ন ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ হওয়ায়, ইনি ন্যায়সঙ্গত বিচারে স্বীয় বিবেকশক্তির পরিচয় দিতে সমর্থ হন। [পৃষ্ঠা—৫৭, অনুবন্ধ—২১৯।]

১০। ইঁহার আয়ুরেখার ১০ বৎসর বয়োক্রমসূচক স্থলে, একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, এই সময়ে ইনি বিদ্যাসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। [পৃষ্ঠা—২৪, অনুবন্ধ—৯১।]

১১। ঐরূপ আয়ুরেখার ১৫ বৎসর বয়ঃসূচক স্থলে অপর একটী ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায়, ইনি ঐ সময়ে বিদ্যালাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

১২।১৩।১৪। আয়ুরেখার ২২, ৩৬, ৪০, বৎসর বয়ঃসূচক স্থলে এইরূপ ঊর্দ্ধমুখী রেখা থাকায় ঐ ঐ সময় ইনি মনোভীষ্ট কর্ম্মের সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। [পৃষ্ঠা—৩৭, অনুবন্ধ—১৪৩।]

১৫। শুক্রস্থান হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া আয়ুরেখার ২৫ বৎসর বয়োক্রমসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া শিরোরেখা হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া যাওয়ায়, ঐ সময়ে ইঁহাকে পিতৃবিয়োগজনিত মনঃকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

[পৃষ্ঠা—৮০, অনুবন্ধ—৩২০।]

১৬। ঐরূপ আর একটী টের্চ্চারেখা শুক্রস্থান হইতে উঠিয়া, আয়ুরেখার ৩৭ বৎসরসূচক স্থল কর্ত্তন করিয়া, শিরোরেখা হৃদয়রেখা ভেদ করাতে ঐ সময় ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। [পৃষ্ঠা—৮০, অনুবন্ধ—৩২০।]

১৭। ইহার উভয় হস্তে ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মধ্যমা-ঙ্গুলীর প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যাওয়ায়, ইনি স্বগুণে পার্থিব সৌভাগ্যলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। [পৃষ্ঠা—৩৮, অনুবন্ধ—১৪৬।]

১৮। ইহার মণিবন্ধস্থ বলয়ত্রয় সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত, করত্রিকোণও পবিস্কৃতরূপে প্রকাশিত এবং আয়ুরেখা শুক্রস্থান বেষ্টন করিয়া অবস্থিত ও করতলস্থ রেখা সকল গোলাপীবর্ণরঞ্জিত হওয়ায়, জাতক দীর্ঘায়ুঃ বা শতায়ুঃ হইবেন। [পৃষ্ঠা—৪৩, অনুবন্ধ—১৬৭।]

১৯।২০। ইহার স্বাস্থ্যরেখার উপর একটী ক্ষুদ্র যব-চিহ্ন থাকায়, ইনি সদাত্মার সাহায্যে স্বপ্নে অনেক উপদেশ পাইয়া থাকেন এবং ঔষধাদিসম্বন্ধেও জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। [পৃষ্ঠা—১১৬, অনুবন্ধ—৪৭০।]

২১। ইহার ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমসূচক স্থলে আয়ুরেখার উপর চতুষ্কোণ-চিহ্ন থাকায়, এবং বৃহস্পতির স্থান যথেষ্ট পুষ্ট এবং শুক্রস্থান পরিপুষ্ট ও রেখাশূন্য হওয়ায়, ইনি ধর্ম্মানুশীলনার্থক গৃহত্যাগ করিয়া, শেষে স্থিরচিত্তে ধর্ম্মসাধন করিতে সমর্থ হইবেন। [পৃষ্ঠা—৩২, অনুবন্ধ—১২৪।]

২২। অনামিকার প্রথম পর্ব্বে একটী ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত ও বৃহস্পতিস্থান পরিপুষ্ট হওয়ায়, ইনি বিশুদ্ধচরিত্র ও স্থিরচেতাঃ বলিয়া বুঝিতে পারা যাইতেছে। [পৃষ্ঠা—৯৪, অনুবন্ধ—৩৭৬।]

গুরু। তোমার হৃদয়ে এতদ্‌বিষয়ক উপদেশ বিকাশলাভ করিয়াছে, দেখিয়া আমি পরমপরিতোষলাভ করিলাম।

উপসংহার।

শিষ্য। প্রভো, ভগবানের নিয়মানুসারে গ্রহপরিচালনের বশে সকলকেই বিবিধ কর্ম্মেরই সাধন করিতে হইতেছে; আর এক জগৎপ্রসূত নিয়মের বশে কার্য্য করিয়াও বিবিধ ব্যাপারের সমাধান করিতে হয় কেন, এবং তাহার ফলপার্থক্য আছে কি না, মনে উদয় হয় সত্য; আবার কারণের ঐক্যহেতুক ফলপার্থক্য কখনই যে থাকিতে পারে না, তাহাও অনুমিত হয় বটে; কিন্তু ইহার সমন্বয় করিতে যাইলে, মনঃ স্থির রাখিতে পারি না। এক্ষণে কোন কার্য্যের সহিত তাহার প্রতীপ কার্য্যের পরিণামে ফলাফলের বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে কি না, তাহাই আপনার নিকট জিজ্ঞাস্য।

গুরু। পরমপিতা পরমেশ্বরের এক নিত্য নিয়মে যে প্রত্যেক লোকেরই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আচরিত সকল কর্ম্মেরই ফলসাম্য রক্ষিত হইতেছে, জাগতিক কার্য্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণই পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তরূপে একটী ব্যাপার তোমার গোচর করিলেই সকল সংশয় অপনীত হইবে।

যেমন একটী ক্ষেত্রে যথাবিহিত কর্ষণাদি করা হইলে পর যথাকালে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সর্ষপ বপন করিলে, সমস্ত সর্ষপই অঙ্কুরিত হয় না। যে সকল সর্ষপ ভূমিনিহিত হইয়া সাতিশয় জলশৈত্যে পড়িয়া আতপের অভাব ভোগ করিতেছিল, সেইগুলিই পচিয়া গিয়া, ভূমির মৃত্তিকা সহিত মিশ্রিত হইয়া, তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল; আর যে সর্ষপবীজ যথেষ্ট পরিমাণে শীতাতপ পাইতে লাগিল, সেইগুলি অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। আর যে বীজ পচিয়া, মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া, তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছিল, তাহাও সাররূপে মৃত্তিকামিশ্রিত অবস্থা হইতে বীজে সংক্রমিত হইতে লাগিল এবং তাহারই ফলে বীজাঙ্কুর ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইতে হইতে শেষে ফলবতী ওষধিতে পরিণত হইয়া, শত শত ফলপ্রসবে সমর্থ হয়। এতৎসম্বন্ধে একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, পূর্ব্বোক্তরূপ

মৃত্তিকায় পরিণত নষ্ট বীজ ও অঙ্কুরিত শস্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহার অসংখ্য ফলধারণের সহায়তা করিতেছে। তদ্রূপ এই জাগতিকী ক্রিয়ায় রত থাকায়, যাহারা নষ্ট বলিয়া প্রতিভাত বা সামাজিক বিধিতে নিন্দনীয় হইতেছে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে নিজে নষ্ট হইয়া সমাজবিধ্বংসী বা সমাজসংহারক নহে ;—সুতরাং প্রকৃত পক্ষে নষ্ট বা নিন্দনীয় হইতেই পারে না।

আবার এই জাগতিক ব্যাপারে ভাল মন্দ আছে বলিয়াই, স্থূলভাবে বিচার-বিপর্য্যয় চলিতেছে ; যেমন দুর্গন্ধ আছে বলিয়াই লোকের সুগন্ধে অনুরাগ—অপযশ আছে বলিয়াই সুযশে আশা—অন্ধকার আছে বলিয়াই আলোকে আসক্তি—দুঃখ আছে বলিয়াই সুখে প্রবৃত্তি। কিন্তু এ সকল কিছুই নহে ; কেন না অলীক ভেদজ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ—ভেদজ্ঞানের অভাব ঘটিলে, নিত্য অভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে উক্ত দ্বন্দ্বজ্ঞানেরও বিলয় হয় ; তখন উহা নশ্বর স্থূল জগতের অবস্থাবিপর্য্যয়মাত্র, ইহা স্বতই উপলব্ধ হয়।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর যেমন শৈত্যাধিক্যে বীজের পচন ও শৈত্যোষ্ণতার সাম্যে তাহার ফলোৎপাদন বিধিবদ্ধ করিয়া, উভয়েরই উপযোগিতানুসারে মহত্ত্ব দেখাইতেছেন, সেইরূপ তাঁহারই নিয়মে সামাজিক ব্যাপারে উভয় শ্রেণীরই পক্ষে ফলসাম্য সুরক্ষিত হইয়াছে।

OPINIONS OF THE PRESS.

SAMUDRIK SIKSHA.

Lessons on Palmistry (in Bengali)—By Babu Roman Kristo Chatterjee. Babu Roman Kristo, who may not be unknown to many of our readers in Calcutta and the neighbourhood as an expert palmist, seems to have taken great pains in the preparation of this book which if we mistake not, is the first attempt at a scientific exposition of the subject in Bengali. The book is written in the dialogue form in very simple language with a view to popularise this intricate subject. Those who have any desire to learn the mystery of palmistry, which claims to tell fortunes of a man by the lines on the palm of his hand, will do well in giving the book a trial. The price of the book is Rs. 2. AMRITA BAZAR PATRIKA, February 25, 1895.

সামুদ্রিক শিক্ষা—Or A treatise on Palmistry, is the most systematic and elaborate treatise on the subject that has been yet published in Bengali. The author, Babu Roman Krishna Chatterjee tells us in the preface that the work embodies the results of a study carried on assiduously for over 2 years. We do not claim to be experts in the subject, and shall not attempt a criticism which can not but be superficial. The exposition is in the form of a dialogue between teacher and pupil, illustrated by numerous well cut diagrams. The work has all the appearance of being thorough and can be safely recommended to enquirers. The system taught is western, not eastern. THE INDIAN NATION, April 15th, 1895

Samudrik Siksha—This is a Bengali work on Palmistry and we congratulate Babu Roman Kristo Chatterjee, the author, on the creditable manner in which he has performed the task. The author has himself acquired much skill and reputation as a palmist and in these days when Palmistry and Astrology are attracting and increasing share of public attention the publication of this work must be considered peculiarly opportune. The get up of the book leaves nothing to be desired and it is embellished with several diagrams. The student of Palmistry may be safely recommended Babu Roman Krishna's book and we are sure the author's labours will not go altogether unrewarded. HINDU PATRIOT, May 14, 1895.

Samudrik Siksha— From the preface to the book before us, it appears that till some of the events of his life were correctly predicted by means of Astrology, the writer was not only a passive unbeliever, but also a positive scoffer of the science. He then studied the science, and successfully applied it in the case of self and friends but the death of the friend who used to help him with mathematical calculations put a stop to a further cultivation of the science on the part of the writer. As an easy substitute, he took to the study of Palmistry as it is known to Europeans and latterly he was fortunate enough to enlist the good will of a Hindu adept, through whose instruction he enriched his knowledge of the subject, the benefit of which he gives to the public in the shape of the publication under notice. The book is in the form of a catechism, dealing in a number of chapters, with all points connected with Palmistry. The writer says that not a word is to be found in it, the truth of which has not been established. In the appendix, a number of "exercises" are given with a view to test the learner's knowledge. The diagrams which embellish the pages, will be found of great use in understanding the text. To those who believe in the mysterious lines on the hands of a man, containing the Key to his fortunes, the results of Babu Roman Kristo Chatterjee's experience and study, as embodied in his book, will prove of immense value. THE INDIAN MIRROR July 30, 1895.

Handbook of Palmistry,—Babu Roman Krishna Chatterjee has written an entertaining little *brochure* upon the art of fortune telling by the palm of the hand. The book is entitled '*Samudrik Siksha,*' and in addition to pleasantly written letter press, contains a number of carefully prepared illustrations of the hand. THE STATESMAN. September 5th, 1895.

Samudrik Siksha, or the method of ascertaining the present, past, and future of men and women from an examination of the lines and marks on the palm, by Roman Krishna Chatterjee. published by the author ; 19 Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta 1301.

This is a work on palmistry. Whether Palmistry be a real or false science, like astrology, phrenology, and many others, is difficult to determine. Men like Kant, about whose intelligence there can be no question, believed in astrology There was nothing unsound in the understanding of the author of phrenology. Men of

even vigorous intellects have been known to be believers in astrology as in phrenology. Palmistry too numbers many votaries. India, perhaps, is the home of palmistry as of astrology. There are many works extant in Sanskrit on palmistry. True or false, nobody can question that, like faces, the palms of different men present different marks. If a Science can be sought to be constructed from the lines in caligraphy, if a thumb print be a true index to the man, it is the next step to study the lines and marks on the palm to learn not only the character but also the antecedents and the fortune of the man. Without vouching, therefore, for the truth of palmistry or endeavouring to demonstrate it as a superstition worthy only of weak understandings, we may observe that the book before us contains a mass of curious information or, rather, generalisations based upon the formation of the fingers and the lines and marks on the palm. We believe the present work is the first regular contribution, in Bengali, to the study of palmistry. Those desirous of verifying the generalisations may easily do so by examining not only their own palms but also those of friends and relatives. Several diagrams are given with full explanations of the marks of them. The subject has been treated in a systematic way. There are altogether 12 chapters. The entire matter is cast in the form of questions and answers. The style is easy. Still one cannot hope to become a master of palmistry without close study and repeated experiments. It is necessary to bear in mind a large number of explanations or axiomatic statements. One must study the literature of palmistry thoroughly before one can hope to apply its rules for study of character. REIS AND RAYYET. December 21, 1895.

সামুদ্রিক-শিক্ষা। যে শাস্ত্র, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফল জানাইয়া দেয়, তাহাকে সামুদ্রিক-শাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্রে মনুষ্যের করতল, অঙ্গুলী, অঙ্গুলী-পর্ব্ব ও শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যের ত্রিকালের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী অর্থাৎ মনুষ্যের পরমায়ু প্রভৃতি বিষয় জ্ঞান, গুরুজন ও আত্মীয়-বর্গের সহিত ব্যবহার, বিদ্যানুশীলন, অর্থনাশ প্রভৃতি জীবন-ঘটিত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

হস্তস্থিত ঐরূপ রেখাদি দেখিয়া মনুষ্যের ত্রিকালের ফল বলা যায় কি না, এ বিষয়ে অনেকের মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বিশেষতঃ আজকালকার নব্য শিক্ষিতেরা এ কথা একেবারেই কিছু নয় (Humbug) বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা যে এরূপ করেন, তাহার কারণ তাঁহারা নিজে এ বিষয়ে

কখনও কোনও প্রত্যক্ষ ফল রেখানুযায়ী মিলিতে দেখেন নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐরূপ ফল অনেকবার মিলিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর কোন রূপ অবিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট কোন যুক্তিই-কার্য্যকরী হয় না।

যাঁহারা সামুদ্রিক শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, আমরা তাঁহাদিগকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যাহার-তাহার নিকটে পরীক্ষা করিলে হইবে না; কারণ যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এরূপ অনেক ব্যক্তিও সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি মনুষ্যের মনে সামুদ্রিক শাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার প্রধান কারণ। যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁহাদের নিকটে যাইলে, অত্যন্ত অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস উদয় হইবে। আমরা পরীক্ষা নিমিত্ত একটী প্রকৃত সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে থাকেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া সকলকেই বিনা মূল্যে হস্ত দেখিয়া ফলাফল বলিয়া দেন। এই কার্য্য তাঁহার ব্যবসা নয়। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্ত দেখাইয়া, ফলাফল জানিয়া যাইতেছেন।

ইনি সম্প্রতি "সামুদ্রিক-শিক্ষা" নামক একখানি অতি সুন্দর সামুদ্রিক শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন; ভাষা যতদূর সম্ভব সহজও করিয়াছেন। * * * বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক অদৃষ্টবাদের কোন রূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই কঠিন তত্ত্ব তাঁহার "সামুদ্রিক বিজ্ঞান" নামক দ্বিতীয় পুস্তকে প্রকাশিত করিবেন, বলিতেছেন; এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অদৃষ্টের ও মনুষ্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা এ বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, আমরা তাঁহাদিগকে এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সোমপ্রকাশ, ১৫ই মাঘ, ১৩০১।

শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী সামুদ্রিক বিদ্যা বহু যত্নে শিক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষা শুধু পুস্তকগত নয়—ফলিত ও গুরূপদেশে মার্জ্জিত। বিশ বৎসর যাবৎ করকোষ্ঠী দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ "সামুদ্রিক-শিক্ষা" নামে একখানি পুস্তক তিনি প্রচারিত করিয়াছেন। পুস্তকে করতলগত রেখা দেখিয়া কিরূপে মানবের শুভাশুভ স্থির করিতে হয়, তদ্বিষয়ে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে এবং রেখা চিনিবার জন্য অনেকগুলি চিত্রও তাহাতেও সন্নিবিশিষ্ট। আর। চিত্রগুলি এদেশে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছে। এই সামুদ্রিক বিদ্যায় যাঁহাদের আস্থা আছে, পুস্তক পাঠে তাঁহারা তুষ্ট হইবেন। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা পরিষ্কার। মূল্য দুই টাকা। বঙ্গবাসী, ২৭ শে মাঘ ১৩০১।